

অতুল-প্রহাবলী।

প্রথম ভাগ।

ষ্টান থিয়েটার, লাসনাল থিয়েটার, এসাবেল থিয়েটার ও সিটি থিয়েটার
প্রভৃতির নাট্যকার

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

বঙ্গুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।



কলিকাতা।

৯৬ নং বীডন স্ট্রীট, "নতন কলিকাতা প্রেস"

শ্রীযুক্ত যুগোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৫ সাল।

। মূল্য ২-১ ছই টাকা।



সূচি-পত্র ।

— ০০ —

পুস্তক ।			পৃষ্ঠাঙ্ক ।
১ ।	নন্দোৎসব গীতিকা	...	১—৭
২ ।	গোপী-গোষ্ঠ	...	৮—৩৪
৩ ।	নন্দবিদায়	...	৩৫—৬৪
৪ ।	নিত্যলীলা	...	৬৫—১১২
৫ ।	প্রায়-কানন বা প্রভাস	...	১১৩—১২১
৬ ।	বকেশ্বর	...	১২২—১৪৫
৭ ।	আমোদ-প্রামোদ	...	১৪৬—১৬২
৮ ।	বুড়ো বাঁদর	...	১৬৩—১৭৯
৯ ।	রত্নবেদী বা অপর-কানন	...	১৮০—১৯৫
১০ ।	তুলসীচাঁদ	...	১৯৬—২০৯
১১ ।	হতভাগিনী	...	২১০—২২৩
১২ ।	মায়া	...	২২৪—২৩২
১৩ ।	ভীষ্মের পরশয্যা	...	২৩৩—২৬৭
১৪ ।	বিজয়া	...	২৬৮—২৭০
১৫ ।	প্রেম-কলতরু	...	২৭১—২৭৭
১৬ ।	গীতাবলী	...	২৭৮—২৮৪

প্রকাশকের মন্তব্য ।

গ্রন্থাবলী-প্রচার, সুলভ সাহিত্য-প্রচারের প্রধান উপায়। অনেক গ্রন্থ-কারেরই পুস্তকসমূহ গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-প্রিয় পাঠকগণের সুবিধার কারণ হইয়াছে।

এতদিন অতুলবাবুর গ্রন্থগুলি নানাস্থানে, নানাভাবে বিচরণ করিতেছে। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থগুলি একত্র করিলে আরও ছুই ভাগ “গ্রন্থাবলী” হয়। অতুল বাবুর গ্রন্থের যখন আমরা প্রকাশক, তখন অতুলবাবু স্মকবি কি না, সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তবে তাঁহার প্রণীত পৌরাণিক নাটকগুলি, উপদেশ ও জ্ঞেয়পূর্ণ গ্রন্থসম-গুলি, বিশেষতঃ তাঁহার সরল সুমধুর সংগীতগুলি বঙ্গীয় পাঠকগণের বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ, তাঁহার নাটকাদি অভিনয়ের জন্য বিশেষরূপে আদৃত, সেইজন্য আমরা আগ্রহাতিশয়ে অতুলবাবুর গ্রন্থাবলী প্রচার করিলাম। এক্ষণে পাঠকগণের তৃপ্তিসাধন হইলে আমরা শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন ।

নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক “অতুল-গ্রন্থাবলী” পুনর্মুদ্রণার্থ অনুরোধ করাতে ইহার দ্বিতীয়সংস্করণ হইল। এবার অনেকস্থলে পরিবর্দ্ধিত ও বিশেষরূপে সংশোধিত হইয়াছে।

প্রকাশক ।

(এসারেন্ড থিয়েটারে অভিনীত)

নন্দোৎসব-গীতিক।

(A RELIGIOUS CANTATA)

অভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।—বাহুদেব, ধর্ম, শিব, ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্তি।
স্ত্রীগণ।—দেবকী, মায়।

প্রস্তাবনা।

গৌলোক,—মহারামমণ্ডল।

গোপীগণের গীত।

রামে—নৃত্য অবিরাম,

রামে—পূর্ণ আশ্বাস,

রামে—অঙ্গে অঙ্গ একাঙ্গ কি জিতঙ্গ হঠাম।

রামে—সঙ্গিনী-সঙ্গ,

রামে—রঙ্গ অনুগম,

রামে—পূর্ণকামে প্রেমে অঙ্গে অঙ্গে করে বাস।

রামে—অঙ্গে অবিরল,

মহা-শুভ ক্ষিতি জল,

মূহ—অনিল অনল পুষ্প মহাভূত নাম।

ভূতে ব্রহ্মাও বিকাশ,

বহে জীবদেহে বাস,

বহে—মায়। মোহ পাশবদ্ধ শুদ্ধ আশ্বাস।

রামে—দীপ্ত গুণজয়,

মহ—অঙ্গে নিপু ছয়,

ক্রমে লোভ মোহ মাংসাদি সে মদ জেগে কাম।

ওগে—অষ্ট স্থিতি লয়,

মদা—অম্ম-মৃত্যুময়,

আদি—নিত্য মত্য নৃত্য-গীত-পূর্ণ নিত্যধাম ॥

(অষ্টমথী মহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৃত্য-গীত)

গীত।

রামে—নাচন ধামে না,

রামে—সাধন কমে না।

রামে—রমিকে রমায় গো রমে

আগান মানে না ॥

রামে—আশা আছে নিরাশা তে নাই।

রামে—আলো আছে অঁধার তো নাই

রামে—সুখ আছে অসুখ তো নাই।

রামে—সুখ আছে গরল তো নাই।

রাসে—যত আছে যাতনা তো নাই ।
 রাসে—শ্রেম আছে বিরহ তো নাই ।
 রাসে—প্রীতি আছে অপ্রীতি তো নাই ।
 রাসে—ভৃপ্তি আছে অভৃপ্তি তো নাই ।
 রাসে—হাসি আছে রোদন তো নাই ।
 রাসে—ভক্তি আছে অভক্তি তো নাই ।
 রাসে—পুণ্য আছে পাতক তো নাই ।
 রাসে—পূর্ণ আছে অপূর্ণ তো নাই ।
 রাসে—ভাল আশে আনে,

এসে ভালবাসে ।

ভালবাসা বৈ জানে না ।

শেষে ভালবাসা বৈ জানে না ॥

রাসে মুখে মুখে থাকে,

বুকে বুকে রাখে,

বুক থেকে কেউ নামে না ।

কারো বুক থেকে কেউ নামে না ॥

(দেবগণ ও পৃথিবী সহ ব্রহ্মার প্রবেশ)

দেবগণ ও ব্রহ্মার গীত ।

ধর ধর ধর ধরগীর ভার

হর হর হর হরি হে ।

ধর ধর ধর কাঁপে কলোবর—

সুখ হারি সুর-অবি হে ॥

অনাচারভরে—

কাঁদে হে কাতরে,

বার বার বার—

অধিনীর বারে ;

জর জর জর

খর শর-ধারে—

আহু মরি মরি মরি হে ॥

রাখ রাখ উল্লস

বিপদ-সাগরে

কাতরে করুণা করি হে ॥

শ্রীকৃষ্ণের গীত ।

হুঃখ জেনেছি দেবতা যাও হে ।

সবে জগতে জনম নাও হে ॥

আন্ত দুষ্টদমনে, শিষ্ট-পালনে,

ধর্ম-ধারণে দাঁও হে ॥

আমি পূর্ণ মুরতি ধরিয়ে,

যাব তুর্ণ ভুবন-ভরিয়ে,

যুগ-অন্ত একালে, শান্ত সকলে,

শান্তি পাইতে দাঁও হে ॥

হুঃখ জেনেছি দেবতা যাও হে ।

সবে জগতে জনম নাও হে ॥

নাহি দৈর্ঘ্য দানব-হৃদয়ে,

আছে বীর্ঘ্য-গরবে মাতিয়ে ;

সেই গর্ভ ধরিয়ে, ধর্ম করিয়ে,

সর্ব-প্রসাদ পাও হে ॥

হুঃখ জেনেছি দেবতা যাও হে ।

সবে জগতে জনম নাও হে ॥

দেবতাগণের গীত ।

জয় জয় দেব হরে দেবদেব হরে ।

হরি লক্ষিত রক্ষিত দেব নরে ॥

জয় দেব হরে ।

দেবদেব হরে ॥

গুটপেঙ্গল ।

প্রথম অঙ্ক ।

—০—

মথুরা—কংস-কাঠাগার ।

(বহুদেব দেবকী নিদ্রিত, শূণ্ণ জ্যোতির্গয়-
দণ্ডস্থে মায়ার এবেশ ।)

মায়ার গীত ।

জীব জনমে জনম মরণে মরণ

সবাকার চির-মজিনী ।

বালিকা বালক যুগতী যুগক

এবীণা এবীণ মোহিনী ॥

(জীব) কোথা ছিল কেন এল এ ধরায়,

ভুলে যায় মোহে মজিয়ে আনায়,

কছু হাসে কঁাদে হস্মে বিষাদে

আশে ভাসে দিন-যামিনী ।

ভুলে ভোলানায় ভুবন ভুগায়,

রক্ষ করি আমি রক্ষিণী ॥

৮

মায়ারি কি কর হে দম্পতি-মুগ্ধ । হের এই

যমুনা উথলে, হের গিরি গৌবর্ধন,

সুন্দারন-শোভা, মনোমৌড়া ফুলগুলি

লইয়া মাথায়, যমুনার কূলে বসি

মথুরার পানে চায়, কখন উদিত

শ্যামরায়, আনন্দে জ্বলিছে ধরা—হের

মহানন্দে দিশা-হারা—মত্ত সঙ্গীত

ব'লে—এলো এলো কৃষ্ণধন—শন শন

রবে ধীরে পশে সে কাননে—পশে গৃহ-

তলে—পশে যমুনার জলে—ফুলে ফুলে

ফেরে—এর ধন দেয় তারে ধরে—হের

গোলাপে মাঝকা মোটে মাগলী চাপায়,

মাধবীতে ফোটে কমলিনী, সহকারে

কুমুদিনী—নবগাজে গাজিগ ধরনী,

মাদুরায় মবে পেতে নীলকান্তমণি ।

রোহিণী-জযন্তী-যোগ অর্জচন্দ্রোদয়,

সূর্য আদি গ্রহগণ সভয় অস্তরে

কম উদজ্বনে মীনে করিছে এবেশ ।

মগ্নম মুহূর্ত যায়—দেখ শুভ বাথ

সমাগতপ্রায় । এসো চোলে দেবগণ

নররূপে আসিয়াছেন নারায়ণ । যাও,

এচও অঁধার । যিরি সমগ্র সংসার

মূর্খের তরে জীব অভ্যস্তরে পথ

পিয়া, দেবকীর গর্ভস্থিত শিশু বধ-

আশে, কংসের আদেশে প্রতি দ্বারদেশে

শকায় সজাগ আছে শতক এহরী ।

রে অঁধার । তোর বন্ধ-পঙ্কর-পিঙ্করে

আছে মেই ঘুম, খলে দেহে তারে । যারে

যারে কংস-ঘরে পাপ অঁখি গারে তার

মরণের ঘুম দেহে, অচেতনে রাখ

রক্ষিদণে । পুন যারে মথুরার ঘরে

ঘরে, মোহজাল প্রতি শয়্যাপরে দেহে

ছড়াইয়া । আগো জনার্দন । যোগভঙ্গে

যোগীবর অবতারি ধরাপর এসো

অনন্ত জীবন দিতে দান । যাই আমি

অস্ত্রাঙ্গে করি অস্ত্রান ।

[শূণ্ণে অস্থান ।

দেবকী । (নিদ্রোন্মিত হইয়া) প্রাণেশ্বর ।

কোথা জুগি ? প্রাণেশ্বর কর প্রাণোন্মাদ,

দেখ চারি দার একি অকাক্ষর ।

বহুদেব । আহা !

নিশিভক্ত নিদার কোমে বড় হুখে ছিট,

-আশা পূর্ণ দেখিল সংসার । গিয়ে ! গিয়ে !

দেখিলাম যেন এই সমস্ত আমার,
সমস্ত তোমার । যেন একাও ভুবন
এই ক্ষুদ্র কারা-মারো পশিয়াছে প্রিয়ে !
সমগ্র সংসার যেন তব কাছে বাঁধা ।
সুখস্বপ্ন কেন বল ভাঙিলে আমার ?
আবার আঁধার আবার সে কারাগার
দুরাশার অন্ধকার ভরা—শত পাপ-
প্রহরীর শত অস্ত্র ঘেরা সেই কারা,
আর সেই কারামারো বন্ধ কর-পদ
মায়া-মুক্ত বন্ধ দন্ধ অভাগ্য দম্পতী ।

দেবকী । তুমি যত্নগতি । স্বপ্ন হেরি আমিও যে
উঠিয়াছি জেগে । নাথ । মোহের আবেশে
অন্ধ ছেলে, পোড়ে আছি ভূমিতলে, দেখি
হতাশা দুরাশা ছুস্তর জলে ভাসিল কানন,
আমি যেন তত্পরি বসে আছি স্থির,
বিশ্ব প্রাণ ঘেরা চারি ধারে । দেখি যেন
অনন্তের খুলে গেল দ্বার । কারা যেন
বাহিরিল,—পঞ্চানন চতুর আনন
বজ্রপানি বীণাধর,—অসংখ্য মুরতি
কলেবর, অগণ্য কি যেন কারা, এলো
ঘিরে তারা, শব্দ ঘটা বীণার বাদনে
আকাশ হইতে কিবা সুধামাখা গানে
নাচিতে নাচিতে গোর করিল আরতি ।
বলে,— বিশ্বপতি অগতির গতি মাতা
সকলের প্রণিপাত লও । কেঁপে গেল
প্রাণ, নিদ্রা ভঙ্গ হলো, কে লইল গর্ভে
স্থান ? একি ! একি ! একি ! আলোক !
আলোক !

(চতুর্ভূজ মূর্তিতে নারায়ণের আবির্ভাব এবং
ধর্ম, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ ।)
ধর্ম ।—ত্রিলোচন লোচন তারকা, মহাযোগী

যোগ প্রভাবকর ! চতুর্কৈদ-প্রবসিনী
বিশ্বব্যাপী বাণী, নিত্য ওঙ্কারের শিল্পে
বিন্দু-মূর্তি ধরে অগণিত দেবতায়,
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধার্ব, কিম্বরে নরে আর
গন্ধাদি অগণ্য ক্ষুদ্রজীবে পূর্ণ করি
এ চৌদ ভুবন, নারায়ণ । ছক্ষু তেরু
বিনাশের তরে, সাধুগণ-পরিজ্ঞানে
ধর্মের রক্ষণে অবতার । হরি । লও
প্রণতি আমার । বড় চুখে আগিয়াছি
হরি । দয়াময় । ধরিত্রীর বক্ষস্থিত
মানদণ্ডোপরে, বড় মাধে করেছিলে
স্থাপন অমরপুরী, হৃদ্যস্ত দানবে
তায় আজি পদতরে করিছে দলন ।
ভুবন-জীবন । রাখ দয়া—রাখ তার
গনে । তিন পদ ভেঙ্গে গেছে মোর ।
আছে মাত্র এক, তাও যায়—কর হে
উপায় হরি । দাঁড়াইতে সেই পদতরে ।
মোরে দয়া কর—দয়াময়—বিশ্বমতায়ণ ।

ধর্মের গীত ।

মুগ্ধেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বহ্নীরতঃসঞ্জিয়ং ।
শ্রীবৎসাক্ষমুদারকৌস্তভদরং শীতানরং স্তম্ভরং ॥
গোপীনাং নমোনোংগলার্চিতততুং, গো-গোপ
সংযামৃতং ॥
গোবিন্দং কলবেবুবাদনপরং দিব্যাক্ষভূষং ভূজে ॥
বহ্নীপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং বৈজয়ন্তং ॥
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃত্তং ব্রহ্ম

গোপালবেশং ॥

শিব ।—দেখ মাথা । হর যাচে চরণে আত্মায়
নিরাকার নিরঙ্কুশ সর্বগুণাত্ময়,

মর্কটের মর্কটের স্বরূপ স্বেচ্ছাময়,
ভক্তের কারণ করি-আকার ধারণ,
নররূপে যুগে যুগে রমণী-অর্চন
লভু স্থান। ঢাল বিশ্ব প্রাণ নর তরে
নরকান্তকর। আমি আগিয়াছি শুকো।
দশমুখাঙ্গ শিব গুরু নাম ধর
গুণধাম রাম। ছুরাচার রক্ষারাজে
যে বলে নিধন করেছিলে, সেই বল
তমোগুণ-জাত সেই মহা-পরাক্রম
বিশ্বরূপ। ভোগার ভিতরে দিবে বলি,
অঙ্গে তব মিশাইতে সাধে হর আজি
গীতাম্বর। যোগারাম্য কুমধন, তব
মহারাহমধ্যে করি অবস্থান, তব
রমণী-মোহন রূপে—ছুটি সার ধন
কমললোচন তায় প্রিয় অনলে
দেদীপ্যকরণ অভিলাষে, বৃদ্ধ যোগী
সাধে, আগো শিশু। জাগো বিরাট পুরুষ।

ব্রহ্ম। নিঃশঙ্ক নিখিলাধার
নিত্য সনাতন,
নির্মিষ্ট নিরীহ বাণী বেদের কারণ,
ছুরাধা আশ্রাম নীলাম্বর হরি,
অক্ষয় অক্ষর রূপ চতুর্ভুজধারী,
ভবানীপতির গীতে মোহে যই কালে
ধরেছিল পদধার। চরণ-কমলে,
আমি ধরেছিহু তাহা প্রেমিকপ্রবর।
উথলি উথলি সেই সুধার নীকর
অক্ষর হৃদয় শাস্ত করি, উথলিল,
উদ্বেলিত মন্দাকিনী ছুটিয়া বহিল,
শান্তি-জলে ভাসাইল অমর-নগরে,
প্রেমিকের প্রাণ প্রেমাদার ধরাপরে,
দেখ হে অঞ্জলি পুরে আনিয়াছি তায়,
লও নাথ শান্তিজলে ভাসাও ধরায়।

ব্রহ্মার গীত ।

কৃত করণাগর রাম হৃষীকেশ,
বৃন্দা-বিপিন-পূর্ণচন্দ্র মথুরেশ।
মাধব মুকুন্দ মধু-মথন যজ্ঞেশ,
রাধিকা-রমণ রামরাজ নটেশ।
নন্দহৃত নীল-নলিনাত ভুবনেশ,
কেশিশূর-কংসহা মাদব মহেশ,
তব চরণকমল মতিবিহীন-মুদ্রেশ,
রাম শঙ্কর সুদীনে কুরু কৃপালেশ ॥

চতুর্ভুজমূর্তি। মানবের কাতররোদন, অক্লান্ত
প্রাণে পশিল, তাহে দেবকণ্ঠে শোক
উচ্চারণ, বলে—ধরা যায় অনাধীন।
অক্ষরের অক্ষরের মোর অনন্ত শয়ন,
কাপাইল দশ শত সুদীর্ঘ নিশ্বাসে,
ফনিরাজ সেই শোকে দিল প্রতিধ্বনি।
অননী। অননী। আগিয়াছি তাই। হের
তব ভার হরিবারে,—শত শৃঙ্গলের
ভারে মুরতি করিহু সংগঠন—হের
অজ্ঞান-অধার দূরিবারে, কারাগারে
শাস্তি আশ্রয়, আছে অনন্ত বিস্তীর্ণ
এ সংসার, তবু দৈত্য নাশিনার তরে
প্রথম বিকাশ দৈত্যবরে—জাগো জাগো
জননি। জননি। নারী-নরের লোচন-
বারি, আর না দেগিতে পারি, তারি তরে
আজি আমি নবরূপে পূর্ণ অবতার।

(চতুর্ভুজমূর্তির অন্তর্ধান)

(দেবকীর বাণকয় জোড়ে প্রাপ্ত হওন

ও ভদীয় সুখদুঃখন)

(শূন্য মায়ায় পুনঃ প্রবেশ)

মায়া। কি কর দেখকি! কি কহে বহুদেব!

সোচন-আমাবে ভিজাইছ কারে আব ?
 রাগি ! মাথা কর কার ? দাঁও ছেড়ে উঁরে
 দাঁও বহুদেব-কবে—উঠ যত্নবর ।
 লয়ে চল বৃন্দাবনে, রাখ গোপবরে
 রাখার হৃদয়-ধনে । মোহে অচেতন
 মথুরা নগরী । রাজা, প্রজা, নর-নারী
 সকলে সকলে অচেতন । চল চল
 মন্বানে খুলে যাবে সিংহদ্বার । রাগি !
 তব সন্তানের ওই চাঁদমুখখানি
 দয়শীলে—ভবের বাঁধন খুলে যায় ।
 চল চল দাঁড়ায়ো না ভাবিও না আর ।
 চেয়ে আছে ত্রিভুবন পাইতে নিস্তার ।

দেবগণের গীত ।

“বরং ববেণ্যং ববদং বরাহং বরকারণং ।
 কাবণং কারণানাঞ্চ কটর্ষতং কৰ্ম কারণং ॥
 ভগন্তপস্বিনানাঞ্চ তাপমানাঞ্চ তাপমং ।
 বন্দে নবদনশ্রামং স্বাস্থ্যারামং মনোহরং ॥

পটংগেপণ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

গোকুল,—নন্দভবন ।

(নন্দ, উপানন্দ, গোপগণ, গোপীগণ ও
 ভারবাহীগণ উপস্থিত ; এক কক্ষে
 যশোমতীর ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ-
 চন্দ্রের উদয় ।)

‘নন্দ’ । আনন্দ যে ধরে না হৃদয়ে, নিরানন্দ-
 ভবন আমার পূর্নকে পূর্ণিত হ’ল ;
 ‘পুণ্যাম’ মরক জ্ঞান প্রেমের সান্নিধ্য

বংশধর—ধরায় উদয় । গোপেশ্বর
 নহে আর অপুত্রক ; ভাগ্যহীন দীন
 আখ্যা ঘুচিল যে এতদিন পরে, খরে
 দুর্ভাগ্য বদলি আর পুত্রবতী কেহ
 কহিবে না যশোদায়, ভাগ্যবতী এবে ।
 হের সবে হের ঐ সুভাগী সতী,
 মাতৃভের প্রতিমার মত, কোলে শুমে
 খেলে দোলে সোণার সন্তান, ভগবান
 মুক্তিমান প্রমাদ তোমাব, দাঁও তারে
 যে ডাকে কাতরে ; কাতবা ডাকিয়াছিল
 মাতা বহুমতী, কাতরা ডাকিয়াছিল,
 যশোমতী সতী, কাতরে ডাকিয়াছিল
 দীন ব্রজপতি, পূর্ণগাধ সবাকার,
 সবাইই জদয়ে হ’ল আশার মধার,
 জাত্রেত যে ব্রজবাসী কর মহোৎসব,
 উচ্চ নীচ রাজা প্রজা কেহ নহি কারো,
 প্রেমের রাজত্ব হেথায়, এই বন-ভূমে
 সবে ভালবাস—ভালবাসাইতে জানি,
 এ আনন্দে আজি ভাই ভালবাসা দাঁও
 দরিত্রের নিধি ওই দুগ্ধাভে আমার,
 আপনার ভেবে যাও সবে, মমতায়
 বিগলিত হও, আশীষী জীবিত রাখ,
 বংশমান বংশধর রাখিবে আমার ;
 গোপবংশে বংশমান রাখিবে মবার !
 জগৎ জাগিবে, জেগে কয় জয়কার !!!

উপানন্দ । হের আর্ঘ্য, নহে এতলা
 আধির বিকাব ।

শুভ্র হ’তে মহামুগি দেবর্ষি দেনতা
 ঋষি সহ—অহো একি জাগিয়ে স্বপন !
 নিঃসাড় নিঃসন্দ দেহ জড়ের গুতন,
 যেন না সবে বচন ;
 আশা । গীতার বাঁধন

মন্মোহন-গীতিকা ।

প্রতি-বিমোহন ; শোন ব্রজ, শোন জগ-
জন অমৃতে মাখান গীত ; আনন্দের
উৎসবের উচ্ছ্বাসের একত্রে মিলন ॥

(একপার্শ্ব হইতে দেবতামণ্ডলী সহ অগ্রবর্তী

• নাবদের সঙ্গীত করিতে করিতে

প্রবেশ ও নৃত্যাদি ।)

গীত ।

নারদ ।—“জয় জয়ধনি ব্রজ ভরিয়া রে । *
উপানন্দ অভিনন্দ, সনন্দ নন্দন নন্দ,
সবে মিলি নাচ বাহু তুলিয়া রে ।
নাচ রে নাচ রে নন্দ, সঙ্গে লয়ে গোপবৃন্দ,
হাতে লাঠি কাঁধে ভার করিয়া রে ॥

* উক্ত গীতদ্বয় পদকল্পতরু গ্রন্থ হইতে
“শিবাই” ভণিতাস্থচক “শিবরামই” হউন
বা অল্প কোন নামেরই হউন, কোন মহাত্মা
বৈয়াকবির চরিত । আবশ্যকমত কথকিং
পরিবর্তিত ।

গোপ-গোপিনীগণ ।—

স্বর্গে তুমুভি বাজে নাচে দেবগণ ।
হরি হরি হরিধনি ভরিল জুবন ॥
শিব নাচে ব্রজা নাচে আর নাচে ইন্দ্র ।
গোকুলে গোয়াল নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল ।
জগৎ-জনের মন ভুগিয়া রহিল ॥

নারদ ।—

দদি জুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালহ অবনী পরে,
কেহ শিরে ঢাল দদি তুলিয়া রে ।
যত সব গোপনারী, জয় জয় ধনি করি,
আশীষ করহ শিশু বেড়িয়া রে ॥”

গোপ-গোপিনীগণ ।—

স্বর্গে তুমুভি বাজে নাচে দেবগণ । ইত্যাদি—
নারদ ।—নর্তক বাদক যত, নাচ গাও শত শত,
দেখু দাও উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে ।

ভোর হৈল গোপ সব, অগরূপ মন্মোহন,
এ দাস নারদ যাচে গ হিয়া রে ॥”

গোপ গোপিনীগণ ।—স্বর্গে তুমুভি বাজে নাচে
দেবগণ । ইত্যাদি—

যমনি কাপতন ।

[এসারেন্ডে থিয়েটারে অভিনীত]

গোপী গোষ্ঠ

বা

রাধাকৃষ্ণের দিবা-মিলন।

গীতিনাট্য।

—(০)*:(০)—

"They chant their artless notes in simple guise,
They tune their hearts by far the noblest aim,"

Robert Burns.

.....বাজিল চৌদিকে

যন্ত্রদল, বাবাদল গাইল নাচিয়া।"

মাইকেল মধুসূদন।"

গীতিনাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ

বলরাম

আয়ান

শ্রীদাম

অদাম

অবল

রাধালগণ

স্ত্রীগণ।

যশোমতী

রোহিণী

অটীলা

কুটীলা

শ্রীরাদিকা

বৃন্দা ও সখীগণ

পুরবাসিনীগণ

স্থানবিশেষে বিশেষ উপযোগী বোধে এই গীতিনাট্যমধ্যে " " চিহ্নবিশিষ্ট সঙ্গীত কয়টি
ব্রাহ্মণ বঙ্গীয় কবিগণের গীতিপুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

গায়নীয় বহু অপেরামাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অতি যত্নে এই পুস্তকের সঙ্গীতগুলি
স্বয়ং-লয়ে পাঠিত করিয়া আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গোপী-গোষ্ঠ ।

সীতিনাট্য ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

আমানের অন্তঃপুর ।

(জটিল ও কুটিল দমিগননে নিযুক্ত)

জটিল । এতো বাছা তোরই দোষ দেখছি !

তুই কি বুঝে ওই অত বড় বোয়ের গালে

ঠোনা মার্জিত গেদি ? ও কি এখনও

কচিখুকিটী আছে যে, তাই নিয়ে পুতুল

খেলা করবি ? ও এখন তোর খেলিয়ে

নে বেড়াতে পারে তা জানিস ? কোমন

শরের মেয়ে । বাপ দে ডাকসাইটে শর ।

কুটিল । ওই বড়শরের মেয়ে বড়শরের

মেয়ে বোলে বোলে তুই মামীই বোয়ের

মাথা খাজিস, আর বেটার মাগ নৌকে

কাঁপিয়ে দিয়ে, এই অভাগী রাঁড়

মেয়েকে তার খাদী বানাচ্চিস । না

হোলে ওর দোষ ছুটি চকের মাথা খেয়ে

দেখতে পাও না ? আমায় বকবার

বেলাতো মুখে খই কোটে, আর ওর

বেলা মুখে গো দিয়ে থাকিস কেন যে

মামী বলতো ? অমন করবি তো তোর

শরে দোর আঙল লাগিয়ে দেবো, নৌ

বেটা নে পুড়ে আগার হবি । আমায়
রাগতো জানিস ?

জটিল । তা আর জানি না ? মাধ করে মেয়ে

পেটে ধোরছি, আর মেয়ের গুণাগুণ

জানি না । আঁতুড়শরে আমাকেই গিলতে

হাঁ কোরেছিলে, আমার এমনি লগ্নী ভূমি ।

তা ভূমি ত মা খেতেই এসেছ, তা একই

মোয়ে বোসে আঙপেছুরে কোরে গালে পুরো

ডাইনী বেটা । তোমার এত রাগ ? আগে

অত ভাব ছিলো, ভাগর হয়ে ও তোর

পায়ে কি বিষ ছড়িয়ে দিলে ?

কুটিল । বুড়ো মামী দেখতে পাও না ? বয়েস-

দোয়ে চকের মাথা তো খেয়েছো, কাণেও

কি শুনতে পাও না ? গাঁয়ে যে আর

বেরোবার ঘো নেই । আমার গায়ে

ময় না, তাই বলি । বুড়াবনে তোর বড়-

মাধের বোয়ের নামে যে ঢাক বেজেছে ।

জটিল । বেজেছে বেজেছে তা তোর কি ?

তুই গায়ের আলায় মারিস কেন ? সে

ভাতারতীর মাগ, তার মাথার ওপর পুরুষ

রয়েছে সে যেমন বুঝে, তেমনি করবে

কুটিল । পুরুষ ? আহা হা কি মদগা । শুধু

গতরটাই আছে । এদিকে যে মা ছেলোটি

তোমার নিরেট বোকা। বোকা না হলে আর চক্ষের ওপর এইগুলো দেখছে। চখে আঙুল দিয়ে ছুঁড়ীর সব কাণ্ডকারখানাগুলো দেখিয়ে দিই—তবু পুরুষের গা ঝামে না? হুঁ—ও না হয়ে আমি যদি তোমার বেটা হতুম—তা হলে একবার মজাটা দেখতে। অমন মেগের গলায় পাথর বেঁধে যমুনা় বিসর্জন দিতুম।

জটিল। তা ওর দোষ কি? উঠে অবধি তুই যে এত গরুগরু কচ্ছিস—বোমা আমার এমন কি করেছে? এমন বয়েস কালে সবাই অমন হয়—ছেলেপুলে হলেই সেরে যাবে।

জটিল। আহা—হা—কি কথাই বলছে গা! সেরে যাবে? যে রকম কাণ্ডটি বেধেছে—কোন দিন কুলে ছাই দে গথুরার হাতে গিয়ে বসে দেখ। তুগি মাগী চাপা দিলে হবে কি? পথে—ঘাটে—যমুনার ধারে ছটোতে যে রকম করে—তা আর কারো অবদিত নেই। এখন আবার রাত-বেড়ানো শুরু হয়েছে। একপাল সহ-চরী রেখেছে। তারা তোমার খেয়ে তোমারই মুখ পোড়াচ্ছে, কালকুটের সঙ্গে তোমার সোণার প্রতিমাকে গোঁথে দিচ্ছে। বেশ হচ্ছে। খুব কচ্ছে। তুই যেমন—তাকে ধোরে তোর বোঁ যেদিন তোর মুখে লাগি মারবে—সেই দিন তোর চেঁখ ফুটবে।

জটিল।—দূর সেটা অভাগী! আমার মুখে লাগি মারবে? এমন বোয়ের অমনি ষাড়

ভেঙ্গে না পুড়ে ফেলবো। তুই যেমন—তোর মুখে ওরা মাগুভাতারে লাগি মারে—তবে তুই জ্ঞান হোগ, তোর যণা ভেঙ্গে যায়। তা না হলে আগি মা—তুই বেটী আমাকেই যা মনে আসে, তাই বলিস? তোর মুখে যে পোকা পড়বে।

জটিল।—তাকে বলি—না—তোর আকলকে বলি—মায়ে গোয়ে বাবার নাম ডোবাতে বসেছিস বোলে আগি বলি। নইলে—তোদের উড়েপুড়ে যাক, আমার কি ক্ষতি? আমার একটা পেট—রাজার বাড়ী খোলমউনী দাসী হয়ে থাকলেও খেয়ে বাঁচবো। তোর দোরে দাসীনিত্তি কচ্ছি—তবে তো তুই খেতে দিচ্ছিসরে বেটি।

জটিল।—এঃ—তুই বেটি নেহাৎ পাগল। তোর বাগের তুই খাচ্ছিস, তাতে আমার কি? তবে—ও ভালমানুষের মেয়েকে যারে এনেছি—ওকে তো আর পাশ পেড়ে কেটে ফেলতে পারি মা? তুই যে দিবারান্তির ওরই দোষ দিচ্ছিস—ওর এতে কি একা দোষ? তুই একা যরের ছেলে—তোর বাপ গ্রামের রাজা—তোদের সঙ্গে মস্ত সুবাদ রয়েছে—তুই হতভাগাবেটা কেমন কোরে এমন কাজ ক'লি? যশোদা বলেন—“আমার কচি ছেলে—হুধের বাছা।” বেটীর ছেলো যে আঁতুড়ের গন্ধ গায়ে থাকতে থাকতেই আমার সর্বনাশ কচ্ছে, তাতো বুঝা য়ে না।

কুটিল।। কটি ছেঁয়েই তো—আজো বাছা
মাই ছাড়ে নি। অমন হতভাগা ছেলে
ভুতরতে আর কুটি আছে? বড়দির
বুড়ো বয়েগের ছেলে কি না? ছোঁড়ার
কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধোচ্ছে। হতভাগা ছেলে-
টাকে দেখলে আমার গা ইম্পিস্ করে।
ইচ্ছে হয়, নোড়া দিয়ে তার বাঁকা-হাড়-
গুলো মোজা করে দিই। কেলো
ছোঁড়া যেন এক খিঞ্জি হয়ে উঠেছে।
বলিস্ কি মা—গেরস্তর মেয়ে-বৌকে
জলের পথে আটকে আটকে তাদের
মাথা খাওয়া, আর এদিকে নাহুহুহুহু
নন্দহলালটী হয়ে—মানুষের বাড়ী ঘরে
চুকে যেন কত আপনায়। এবার এক-
বার এ বাড়ীতে এলে হয়, আঁশবটী
দিয়ে উঁচু বাঁশীর মতন নাক কেটে
নেবো—আর বাঁশীটে কেড়ে নিয়ে
পুড়িয়ে ফেলবো।

(উভয় পার্শ্বের দ্বার দিয়া চুপে চুপে কৃষ্ণ-
বলরামের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। (কুটিলার দধির হাওয়া হইতে ননী
লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে) মাসী।
পায়ে ধরি নাকটী কেটে না। তোমারও
ত নাক আছে মাসী—বাঁশীর মত
নাই বা হল—খাঁদা বোঁচ। যাই হোক
আছে যখন—দরদু জানতো? আর এই
বাঁশীটি? এটা আমার মামের দাদী—
মাসী—বড় ভালবাগি—এ জ্যাক্ত বাঁশী,
তোমারও মরা আঙণেতো খুড়বেনা—
হয় ছাই মাখাই মার হবে।

কুটিল।। আ মর—মর—কথার শ্রী দেখ?
রলরাম। ও দিদি। ননী দেখে, না কেড়ে
খাবো?

কুটিল।। কেড়ে খেতে হবে কেন ভাই?
হাত পাতে। ঠা, এই বেশ। সোণার
হাত ছথানি পেতে চেয়ে নিলে—দিয়েও
প্রাণ জুড়ুলো। (ননী প্রদান) ছিঃ।—
চুরি করে—হাঁড়ি ভেঙ্গে—ভয়ে ভয়ে
কি খেতে আছে? বলাইটী দিবি—বেশ;
কৃষ্ণ—তুই ভাই ননী-চোরা।

শ্রীকৃষ্ণ। ও দিদি। চুপি চুপি এসে—চুরি
কোরে—থাবা ভোরে খাই—বড় মজা
পাই। ধরা দিয়ে দিই না—ভাই তো
দিদি ননীচোরা নাম।

কুটিল।। তা—তুমিও—এসো—খাও।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি? ও দিদি আমি? আমি
এসেই তো খেয়েছি। মাসী আমার
সাকী—শেষের গরামটা নজরে পোড়ে-
ছিল—না মাসী?

কুটিল।। আহা—হা—বড় মোহাগের কাজ-
টাই করা হলো, ভাই—না মাসী?
আজকে ছেলে। যাদের আদর, তাদের
ভাল লাগে। বলা নেই, কওয়া নেই,
নমীর হাঁড়িতে হাত? আমি আজ হাঁড়ি
ভেঙ্গে ফেলবো।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ তো! বেশ তো! মাসী—
পার যদি—হাটের মাঝে হাঁড়িতে ভেঙ্গে।
তোমারও ভেঙ্গে খুঁথ হবে, দশজনেরও
দেখে খুঁথ হবে।

নেপথ্যে যশোমতী।—ওগো। তোমরা
আমার নীলমণিকে কেউ দেখেছ?

বলরাম । ও ভাই কানাই ! মা যশোদা
বুঝি আসছেন ।

শ্রীকৃষ্ণ । তা—আসবেনই তো ? ভোম্বের
সময় পালিয়ে এসেছি, আর কি মা
আমার স্থির থাকতে পারেন ? ঐ দেখ,
মায়াময়ী—মা জননী—পাগলিনী মত
ছুটে আসছেন ।

(যশোমতীর প্রবেশ ।)

যশোমতী । বাপ্রে—নীলরতন—তোরা মে
আমার অঞ্চলের নিধি । সর্বস্ব ধন ।
তোদের হারা হয়ে আমি যে এক দণ্ডও
স্থির থাকতে পারি না—তা কি তোরা
জানিসনে বাপ । দুখিনী জননীকে এত
যাতনা দেওয়া কি তোদের উচিত ?

শ্রীকৃষ্ণ । দেখ মা ! ওঁরা আমাদের দুই-
ভাইকে ধরে রেখেছেন—মাসী কত
ভয় দেখাচ্ছে মা । ও মা ! বলে—নাক
কেটে নেবে । আবার একগাছা দড়ী
বার কোরে—বলে, ছটোকে বেঁধে যম-
নায় ভাসিয়ে দেবে মা ।

কুটিল । না, বোলবে না ত কি ? উন্পাজুরে
—বরাখুরে—বজ্রাতের ধাড়ী ছেলে
খখন বিইয়েছেন—তখন কথা তো শুন্-
তেই হবে । চোঁরা বোলে ধরিয়ে দিইনি
এই ঢের ! অনেক খাতির রেখেছি ।
অনেক রেয়াৎ করেছি ।

যশোমতী । বাপধন ! বাপের ঠাকুর
আমার । আমার কোলে উঠে এসে
—তোরা—কি দুখে এখানে এসে-
ছি বাপ ? তোদের দু-ভেয়ের কিসের
অভাব ? ছি ! এমন কোরে ভোরের

বেলা আর কোথাও এসো না ! অঁড়া-
গিনী জননীকে—কাদিয়ে আগতে তো
বাবা তোমরা ভালবাস না ? কুটিল !
বোন্ ! নীলমণি আমার বড় মাধের
নিধি । এরা আমার দুধের গোপাল
—বালক রাখাল । এদের কি রোন—
কোন দোষ আমার চক্ষে ঠেকে ? এদের
খেলা—এদের লীলা—সকলই সুন্দর !
খুড়ীমা ! এমন গিখু ত সুন্দর—কেউ
কখন দেখে মি আমার বড় দরদ
মা বড় দরদ । বাছার মুখটি যামুলে
মুছিয়ে দি—দিনারাত্রি কোলে কোরে
ধাকি—কোল থেকে নামাতে ভয় হয় ।
কি জানি মা—আমার প্রাণের নিধিকে
আর কেউ যদি আমার মতন না আদর
করে—আমার মতন না যত্ন করে, তা
হলে যে সোণার বাছাকে আমার
দুঃখের মুখ দেখতে হবে । তাতো আমি
প্রাণ ধবে সহিতে পারবো না । ওগো !
আমার অভিমানী—সোণার টানকে কেউ
তাচ্ছল্য কোলে যে আমি মরমে মরে
যাবো, চল ত যাহু দুটি হাত ধরে দুজনে
চল । রোহিণী দিদি তোমাদের মাখন-
নুবনী হাতে করে অপেক্ষা কোচ্ছে ।

[যশোদার দুই হাত ধরিয়া গান করিতে
করিতে নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণ

বলরামের প্রস্থান ।

ওগো ও যশোদা মাই ।

তোর ননী-চোঁরা কানাই বলাই
আমরা দুটি ভাই ।

দুটি হাত ধরে তোর সাথে সাথে
চল মা নেচে যাই ।

কুটিলা । মা দেখ্‌লি ? দেখ্‌লি ? শুন্‌লি তো ?
 দিদির আমার আকেনের কথাটা শুন্‌লি
 তো ? আমরা গুঁর ছেলেকে যত
 কোত্তে জানি না, তাইয়া করি ! আঃ
 পোড়ারমুখি ! ছেলের অসাধারণ গুণের
 কথা তো বোঝো না ! হতভাগা বেটা
 যেমন রং, তেমনি চং, আকার-প্রকাবও
 তেমনি ! হতচ্ছাড়া, যেন যশোদা
 দিদির আটাশে থোকা, গর্ভ থেকে
 বিগড়ে বেরিয়েছে;—কি বলবো—তুই
 মাগী খ্যান্‌ খ্যান্‌ করবি, না হোলে ওই
 কলে ছোঁড়ার গলায় পা দিয়ে মেরে,
 আর সেই সঙ্গে তোর বোঁকে সহমরণে
 পাঠিয়ে আমার মনের ক্ষোভ মেটাতে
 পারি । দিনরাত—বাড়ীতে—জানাচে
 কানাচে এসে, ছেলের ভোল কোরে
 সবার চোকে পুঁলো দিয়ে জাত নষ্ট
 কোচ্ছে । পোড়ারমুখো বাঁদর মুখ-চোরা
 তোর ছেলে—সেদিক পানে চেয়েও
 দেখ্‌বে না । কেবল কালী কালী তারা
 তারা বুলী ! আর মাগ যেন ইশের মূল ।
 —মাগো ! মাগকে নমস্কার করে !
 তা না হলে ওঁর এমন দুর্দশা হবে
 কেন ? আজ আর তো রেয়াৎ করবো না
 —বড় বোলে মানুবো না, ঠাকুরখরে
 গিয়ে খুব দশ কথা শুনিয়ে দে আমি ।
 জটিলা । ওরে—নারে—যাগুনি । কেন
 মিছামিছি কতকগুলো নাগিয়ে ভাড়িয়ে

তাকে জালাতে যাবি ? সে ভালমানুষ,
 তার আমার সাথেও ছ'—পাঁচেও
 ছ', আপনায় পুজো নিয়েই আছে ।
 সে মায়ের তোয়াকাই রাখে না । অর
 সে তোর মতন অমন কেবল পরের
 কুচ্ছ কোত্তেও ভালবাসে না ।

কুটিলা । তাঁর ঘরের কুচ্ছ যে রে মাগি !
 তাঁর নিজের বুক বোসে দাড়ী ওপ-
 ডাচ্ছে ! তোর কথা তাই শুন্‌লুম এত-
 ক্ষণ ? আমি আজ দাদার কাণে পাকু-
 দিয়ে বোলবা, এমন বিধন বিধবো
 না তো, জালায় ছটফটিয়ে একটা ছেস্ত-
 নেক্ত করে ফেলতেই হবে ।

জটিলা । তোর যা খুসী করগে যা । কিন্তু
 আমার ঘর ভাঙ্গে তো তোর মাথা
 মুড়িয়ে—ঘোল ছেলে—যমুনার পারে
 নিদ্রায় করে দেবো ।

[জটিলায় প্রস্থান ।]

কুটিলা । ও বেটি ! তুমি বোঁ-বেটা নিয়ে
 পুখী হবে ভাবছো ? তোমার যেমন
 মন—তেমনি ধন হয়েছে । আমি তো
 একবার এ বাড়ী ছেড়ে গেলে হয় ।
 তোমার কপালে তা হলে—বোয়েল
 লাখি—ছেলের কিল—আর দেশ শুক
 লোকের টিটকিরিটে ভাল করে
 ফলবে । হতভাগা মাগী—মদ্রবে কবে ?
 [প্রস্থান ।]

প্রথম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

নন্দরাজের অট্টালিকাদ্বার, উভয় পার্শ্বে

গৃহশ্রোণী, দ্বারে রোহিণী মাথন

হস্তে উপস্থিত ।

(রাখালগণের প্রবেশ)

গীত ।

কোথা গো মা বল মা—

ব্রজবালকের সরবন্দন ।

কে হরিল লুকাইল সে নীলরতন ॥

হুতাশে শিহরে কায়,

ছদি বিদরিয়া যায় ;

বিষম বিষাদে হারি বারে হুন্মন—

গাভী কাঁদে, বৎস কাঁদে,

এনে দে মা শ্যামচাঁদে ;

সবারি সামেরি নিধি সে কালবরণ ॥

রোহিণী । ওরে ওই দেখ—তোদের রাখাল

রাজা । প্রাণের নিধটীকে না দেখতে

পেয়ে তোর। বড় ব্যাকুল হয়েছিলি,

এই বার নয়ন সাংক কর । ওরে—

এমন রূপ কি আর কারো আছে ?

একবার প্রাণভোরে পূজা কর ।

(যশোদার সহিত কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ ।)

(অবনতজানু হইয়া রাখালগণের

স্বব-গীতি ।)

জয় জয় কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ।

ব্রজকুল গোকুল আনন্দকন্দ ॥

জয় জয় জলধর-শ্যামল অঙ্গ ।

হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥

সুধাই সুধাময় মুরলী বিলাস ।

জগজন-মোহন মধুরিম হাস ॥

অবনী-বিলম্বিত গলে বনমালা ।

মধুকর-বাঞ্ছার তত্বেই রম্যল ॥

তরুণ অরুণ রূচি পদ অরবিন্দ ।

তাপিতে করুণা করি তার গোবিন্দ ॥”

গীত ।

রোহিণী ।—

নাচ রে নাচ রে মোর রাম দামোদর ।

যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর ॥

(কৃষ্ণবলরামের মৃত্যু ও নবনী ভাঙ্গণ)

যশোদা ।—

আমি নাছি দেখি বাছা নাচ আরবার ।

গলার গাঁথিয়ে দিব মনিময় হার ॥

(যশোদা কর্তৃক হার পরাওন ও

রাখালগণের গীত)

নেচে চল রে ও ভাই কানাই বলাই,

মবাই মিলে চল গোষ্ঠে যাই ।

(ও ভূই) গোষ্ঠ-গোপাল রাখাল-রাজা ভাই ॥

শ্রীদাম । ওমা ।

পরাইয়া দেহ ধড়া,

মজ পুড়ি বাঁধ চুড়া ;

রাজাপায়ে পরা গো নুপুর ।

অলকা তিলকা ভালে,

বনমালা দেহ গলে ॥

কালো রূপে আলো হোক পুর ॥

রাখালগণ ।—

নেচে চল রে ও ভাই—ইত্যাদি ।

সুদাম । ও মা ।

মায়েস গাথার কিরা,

কহিতেছি ফিরা ফিরা ;

মনে কিছ না ভাবিও আর ॥

বেলা অবসানকালে
গোপালে লইয়ে কোলে ;
তোমর আগে আনিব আবার ॥
রাখালগণ ।—নেচে চল রে ও ভাই—ইত্যাদি ।
শ্রবণ ।—ও মা ।

সঁপে দেহ মোর হাতে,
আমি লয়ে যাব সাথে ;
খাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী ।
আমার জীবন হৈতে,
অধিক জানিব গো,
জীবনের জীবন নীলমণি ॥

রাখালগণ ।—নেচে চল রে ও ভাই—ইত্যাদি—

(যশোদার গীত ।)

ওরে ও বাপ ক্রীদাম শ্রদাম,
ও কথা আর বলো না ।
আজি আমি গোপালে আমার,
গোষ্ঠেতে পাঠাব না ॥
আমার বড়সানের কালগোপা,
কোল থেকে আর নামাবো না ;
বনপথে যেতে সাথে
প্রাণ ধরে ত দেব না ॥

শ্রীকৃষ্ণ ।—

গোষ্ঠে আমি যাব মাগো খোষ্ঠে আমি যাব ।
রাখালের সনে দেখু চরায়ে ফিরিব ॥
চুড়া বাধি দেগো মুরলী দে মার হাতে ।
এসেছে সবাই মোরে লয়ে যেতে সাথে ॥
পীতধড়া পরিয়ে গলায় দিতে মালা ।
মনে পোড়ে গেল মোর কদম্বের তলা ॥

রাখালগণের গীত ।

ও মা নন্দরাণী গো ।
মায়াগয়ী মায়ের নামে ডাকা মেরে যাব ।
বেলাবেলি তোমর গোপালে কোলে এনে দেব ।

ক্রীদাম ।—

লয়ে যাব প্রাণের কান্না রাখিব বসায় ।
আমরা ফিরাব দেখু চাঁদমুখ চেয়ে ॥

শ্রদাম ।—

সাথে রইলে নীলমণি তোমর বড় পাই শ্রুত ।
বেগুতে ফিরায় দেখু এ বড় কৌতুক ॥

শ্রবণ ।—

যে দিন যা করি মনে মা কান্না তাহা জানে ।
ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হইতে আনে ॥

মধুমঙ্গল ।—

একদিন দাবানলে মরিতাম জলে ।
বাঁচাইল ভাই কানাই অতি অবহেলে ॥

রাখালগণ ।—

নন্দরাণী তাই গো তোমার গোপাল লয়ে
যাই ।
তোমার গোপাল রাখালরাজা আমরা
প্রাণের ভাই ।
বলরাম । মা যশোমতি—শোক ত্যাগ কর ।

তোমার গোপালের কি মা কোন অনিষ্ট
হওয়া সম্ভব ॥

মনে তো পড়ে মা সেই শকট-ভঞ্জন,

দেহুদৈত্য, তৃণবর্ত, পুতনা-নিধন,

মহামহীৰুহ সে অর্জুন-বিদারণ ॥

বংশাসুর অঘাসুর বকাসুর পাপে,

অবহেলে নাশিলা যে জন, তার কার্য

সকলি অদ্ভুত । যুদ্ধিকা-ভয়গম্ভীরে,

আকাশ পাতাল পৃথিবী দেখালে বদনে ।

বিশ্বরূপ বালক তোমার—অবতার ।

গর্গমুনি ভোগভক্তি অলঙ্কিত ভাবে,

কি কৌতুক করিলা কানাই ; পূর্ণশক্তি

দেখালে ব্রাহ্মণে ; চিনে গেল চিত্তামণি

বলি । যজ্ঞেশ্বরে ঈঠরে ধরেছ মাতা !
 পূর্ণজ্ঞানী বালক রাখালরাণী হরি,
 সম্পদ বিপদ আসে শ্বেচ্ছায় উইঁয়,
 ইচ্ছাময়—দেখিছ তো জনম অবধি !
 ইচ্ছায় বেঁধেছে ভাই অটুট বাঁধনে
 ব্রজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা-নিচয়ে ।
 সবাই বিভোর প্রেমে পিয়ামা মিটাই,
 সবারই প্রাণের নিধি প্রাণের কানাই ।
 প্রাণে বাঁধা কোথা যাবে ভাই ? কেম উর,
 অপরাহ্নে আবার মা আসিবে কেশব ।
 নাচিবে গাইবে সাথে রাখালিয়া সব ।
 উঠিবে ব্রহ্মাণ্ড ভরি জয় জয় রব ॥

যশোদার গীত ।

বলাইরে নে যাবি যদি আয় ।
 মাধের নিধি নে যাম্ যদি ;
 আমার কাছে আয় ।
 একবার ভাল করে দেখে নি রে আয় ॥
 (ও বাপ) সঁপে দি রে হাতে হাতে,
 ল'য়ে যাম্ সাথে সাথে ;
 মিনতি করি রে তো সবার ।
 হুঃখিনীর সর্বস্বধনে এনো রে ধরায় ।
 (ওরে) প্রাণ ধরে রইলু চেয়ে
 আশারি আশায় ॥
 (আমি) পথপানে রইলু চেয়ে
 আশারি আশায় ॥
 যশোদা । (শ্রীকৃষ্ণের শরীরে হাত বুলাইয়া)
 এ দুখানি রান্ধাপার, রন্ধতার বিধাতার,
 জানুরক্ষা করো দেবগণ ।
 কটিতট হৃদয়, রক্ষা করো যজ্ঞেশ্বর ;
 হৃদয় রাখি নারায়ণ ।
 ভূজয়ুগ নখাসুলী, রক্ষা করো বনমালি ;
 কণ্ঠমুখ রেখো দীনমণি ।

মস্তক রাখিও শিন, পৃষ্ঠদেশ হৃদয় ;
 অণু উর্দ্ধ রেখো চক্রপাণি ॥
 জলে স্থলে গিরি বনে, রেখো গো মা সুরাজনে ;
 দশদিক দশদিকপাল ।
 হৃৎশত্রু হয়ে মিত্র, রক্ষা করো সর্বত্র ;
 যশোদার হৃদয়ের গোপাল ॥
 [মৃত্যু করিতে করিতে রাখালগণের প্রস্থান ।
 (চল) প্রাণ-গোপালে প্রাণের ভিতর
 ধুকিয়ে নিয়ে যাই ।
 ছ রিয়ে গেলে এ ধন আবার,
 কাঁদতে হবে ভাই ॥
 ধোলে ধরা দিতে হবে,
 রাখলে ধোরে থাকতে হবে,
 চাইলে প্রেমের পরম সুধা,
 প্রাণ দেবে কানাই ।
 প্রাণের প্রেমে প্রেমপিয়ামা,
 মিটিয়ে মেওয়া চাই ।
 ঐতিহাসিক গবাক্ষ হইতে রমণীগণের ও
 রোহিণী যশোদার গীত ।
 "নাচত চলত বাল-গোপাল ।
 বরষ বধুমেলি, দেই করতালি ;
 বোলই ভালিরে ভাল ॥
 প্রীতি সঙ্গীতে, চল চল ভঙ্গীতে,
 রঙ্গিয়া রাখালিয়া গায় ।
 অরুণ অঁধি দুটি, কাজলে রঞ্জিত ;
 হাসি হাসি দশন দেখায় ॥
 বংশী শুনই সব, ব্রজরমণীগণ ;
 আনন্দ-সাগরে ভাস ।
 হেরইতে, পরাশতে, লালন করাইতে
 স্তনফীরে, ভিগল বাস ॥"
 গটক্ষেপণ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

—*—

প্রথম দৃশ্য — গাথা কুঞ্জ ।

(রাধিকা, বৃন্দা, দামিতা, বিশাখা
ইত্যাদি উপস্থিত ।)

রাধিকা । —

নাথের ব্যাধিয়া, সেন্স বিছাইলু,
গাঁগিলু ফুলের মালা ।
দড় সাধ মনে, নিশি লাগলগে,
মাতিব লইয়া কান্না ॥
পথখানে ঢাছি, কতই রচিলু,
কত প্রণোষিলু মনে ।

বসশিয়োসনি, এনো না এনো না,
চিহ্নিত কুমুদী মনে ॥

দামিতা । —

ধামেব ফাটেতে, পমনা মাতায়ে,
আইনে রাজান বালা ।
দাহক বিধনে, শুকাইসে গেদা,
এ নিনি স্তম্ভর মালা ॥

বিশাখা । —

চাহিয়ে চাহিয়ে, মাঝানিশি আগি,
মারা যে হইল মাই ।
পিনীত বোধনে, বাধা যদি শাম,
কৈ ভনে এল কই ॥

বৃন্দা । —

জান মই নটবরের মধুকরের খেলা ।
এ ফুলে ও ফুলে কতই ফুলে মধুপানের মেলা ॥
তোমার পাশে আশ মেটে না
প্রেম হয়েছে বাণী ।
কোন টাটকা ফুলে আটকাপড়ে
পরিছে নতন কামী ॥

রাধিকার গীত ।

আমাব শূন্যনিহাব রইলো পড়ে মই ।
শুকমালা বাধু তুখে ওই ॥
উষায় আশাব আশায় নিবাসা,
মাব হল মই নো মন নীরেতে ভাসা ।
মর্গব্যথাযু মন্ড্রে মোবে বই ॥

বৃন্দা । —

কুলমানে ছাই দে ছিছি
প্রাণ ছোলে গেদা ।
অভিমারে কুঞ্জে এসে কান্না মার হ'ল ॥

মথাগণের গীত ।

শুকলা মোণীর কমল কর্মাবনী রাই ।
না বুঝে শঠে ম'জে ঘটানো বালাই ॥
বাণীতে বাজবে রাধা, মানে না কোন বাধা ;
আশাতে কুঞ্জে আসে কুলে দিগে ছাই ।
মনল প্রাণে বাকা কমে দণ্ডা দিগে ছাই ॥
বৃন্দা । রাই কিশোরি ! বল আর কানায়
হেরবে না ? কথায় কথায় শঠের কথা —
ভুলেও মুখে আনবে না ? ভুলতে বগি না,
ভুলো না ; কিন্তু মথি ! বল মানে রবে ?
মানের ভরে পলকিনী পলক পড়ে
বনে ? সাধনে কথা কবে না ?
দেখে তার ভুলবে না ? মানব দান
কৈদে মেধে আদায় দবা দেবে না ?
বল রাই গলে বল -- নষ্টে তোমার মান
রবে না ।

রাধিকা । তোমার কথাই জন্মে মই ।
আব কুঞ্জে আগুনোশি -- মননায় দেউ
পথে আর কিলে চাইনো না । আশ
কাম ছেবে না, আর শামে মাননো না ।

মর্মে মোরে রুষ মই! প্রাণেব জ্বালা
নীরবে মইব—কেউ জান্বে না—কাবও
কাছে জানাবো না, কারুকেই মই
বোলবো না ।

বৃন্দা। তবে চল যমুয়ার স্নান করে ঘরে
যাই চল। কুঞ্জের বাইরে যাই চল,
প্রভাত হয়ে গেছে। ব্রজবাসী সকলেই
জেগে উঠেছে।

রাধিকা। তাই তো—মই! উঃ! কুঞ্জের
বাইরে যে আর চাওয়া যাচ্ছে না! এত
বেলা হয়ে গেছে? ধন্য নির্দুর!
তোমার জন্ম কুল-শীল-মানে জন্মাণ্ডি
দিয়ে দিন দিন কলঙ্কের ডালী মাথায়
কচ্ছি—কৈ? তবু তো তোমায় পাই
না? বৃন্দে! তোদের কালাচাঁদ হয় ত
এতক্ষণ পোঁঠে এসেছেন।

বৃন্দা। কেন? মই! পথ দিয়ে নেয়ে
যাবার সময় যেতে হবে না কি? রাজ-
নন্দিনি। মই! কলঙ্কের বোঝা আরও
ভারী কোত্তে সাধ হয়? রাজে অভি-
সারে এসে হেথা। প্রভাত হয়ে গেল—
আরও বেলায় কি মুখে সব ঘরে যাব বল
দেখি!

(স্বপনের প্রবেশ।)

সখীগণের গীত।

কি আশে কার আদেশে,
প্রভাতে কুঞ্জে এসেছ।
না জানি জ্বালা উপর,
কি জ্বালা দিতে এনেছ ॥

দিয়ে প্রাণ অকপটে,
চিনেছে রাই সে শঠে;
ছি ছি ছি যাও ফিরে যাও
হেথা আর কেন বসেছ ॥

স্বপন। এ কি? তোমরা যে কুঞ্জের ভিতর
না যেতে যেতেই গদাধাক্তা দিচ্ছ!
তোমাদের রাজকুমারী কি আমার! সঙ্গে
কথা কইবেন না? ভাল—তবে—যাই।
রাধিকা। বলি ওহে স্বপন! তোমাদের
রাখালবাজের কুশল তো?

স্বপন। কুশল অকুশল বোঝাতে দিলে কৈ?
এঁরা অধুনা বাকী রেখেছেন। আমি
যাই—ভাই কানাইকে বলিগে—তঁার
কাজে এসে যে মাথা বাঁচিয়ে গেলেন এই
ঢের।

রাধিকা। শোন না—শোন না; কি কাজে
তিনি পাঠিয়েছেন ভাই? আমাদের কাছে
তঁার কাজের দরকার হয়, এ কথা শুনেও
বতালুম। তবু ভাল, সখা তোমাদের
আপনার কাজটা ভোলেন না।

বৃন্দা। ওগো—জানি জানি, তোমার সাধের
কালা।—

“কাজের বেলা কাজী।

কাজ ফুরলেই পাজী।”

যতক্ষণ কাছে থাকেন—অর্গে তোমার;
তাব পর “বে ফুরলেই ছান্দাম নাতি”।
তখন যেন কে কার! যেন কখন চেনা-
পরিচয় নাই! ধনি পুরুষ! পুরুষ—

“আপন কাজে আঁটি সূটি।

পরের বেলা দাঁত কপাটি ॥”

নিজের বেলা বাঁশী বাজিয়ে, পুখে ঘাটে

• আটকে, কৈদে ককিয়ে কদবতীর কুনের
মাথা থেয়ে দেন তার পর মাথা খুঁড়লেও
ফিরে চান না ।

রাধিকা । তাতো জানি ভাই—তবু শুনি না
কি বলে পাঠিয়েছেন ?

শুক্ল । রাজকুমারি । শ্রীকৃষ্ণের সাধ
হয়েছে, আজ তিনি তাঁর প্রিয় গোপন-
শুনিকে মৃত্যাব মালায় সাজাবেন ; তাই
গোষ্ঠে বেকুবের সময় আমার এখানে
পাঠিয়ে দিলেন ।

ললিতা । বটে, বটে ? তা—বেশ-বেশ ।
তবে আর কি বাজনন্দিনি । মৃত্যাব
মালাগুলি পাঠিয়ে দাও । তোমার মাদের
কালার আবদারটা বক্ষা কর ।

বিশাখা । আমনি । গকরগদায় মতির মানা ?
কানো ঠাকুরটার মকনি বেয়াড়া । যা
নয়—তাই ।

বৃন্দা । ও মই । রাখালে মণিমুক্তার কি ধাব
ধারে ? তিনি চরাবেন গক, গরুই তাঁব
• প্রাণধন । না হলে এমন মোণাব চাপা
রাজনন্দিনী তার জন্ত খুঁবে মরে, আন
তিনি থাকুন্দে - কতকগুলো ছোঁড়া গুড়
কোরে ছুঁই ছে করে ছুটে বেড়ান ?
তাঁর কি প্রাণ আছে মই ? কৈ আমার
তো নজরে ঠেকে না ।

একে তো আদমরা প্রাণ শুকিয়ে গেছে তাও !
নইলে কি প্রাণ গোঁপে ভারে

প্রাণের জালা পাও ?

রাজনন্দিনি । এতো মৃত্যাব মালা চাপা

• নয়, এ তোমার ঠাট্টা করা । গোমাব
প্রাণে ভাঙা কলে দাগা দেওয়া । একে

তোমার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে, তার উপর
এই জালা দিতে বোক পাঠিয়েছেন । ছিঃ
ছিঃ ছিঃ ! তোমার যদি মই রাগ থাকে,
তা হলে—আর সে শঠের নামটী
পর্যাস্ত মুখে এনো না ।

রাধিকা । মই ! মই ! ভাল, আমার প্রাণের
জালা আমি চুপি চুপি মইতে শিখুনো ।
যার মায়া দয়া নেই, যে পায়ে ধলে
পায়ে ঠেলে চলে যায়, যে মই
আমার ব্যথার ব্যথী নয়, তার জন্ত
কেন খুঁবে মরি ? শুনল । ভূমি ফিরে
দিয়ে তোমাদের রাখালরাজাকে বদা গ্নে
রাখানো কি ? মতিমানার ধার ধারে ?
ভানোয় ধার অকটি, তাব তো কিছুই
ভাব নয় । রাখাল রাখালী করবে,
মণিমুক্তার কথা কমে কেন না লোক
হাসাতে বসেছেন ? ছিঃ । আমার
কাছে হাত পাতে তার নজর হনো না ?

শুনল । ভাল তবে আমি ফিরে যাই ।
কিছু তাও বলি, সামান্য মতির মানার
অন্ত তিনি পাঠিয়েছিলেন মতা, কিন্তু তাঁর
অসাধ্য কিছুই নাট—ইচ্ছাময় তিনি ।
ইচ্ছা কলে গাছে গাছে লতায় লতায়
লক্ষ লক্ষ মুক্তা ফলাতে পারেন, এটি যেন
তোমাদের মনে থাকে ।

। প্রস্থান ।

বৃন্দা ।—এই বেশ । গায়ে ধরে মাধামাদির
চেয়ে এ ভাব । মনে পুণ্ডু—পরানন্দী
বাসনন্দিনীর মান রাখা যে মে রাখাধোক
কাজ নয় ।

বাধিকা । মই । যদি তিনি বাগ্ন করে -

একবারে পায়ে ঠেলেন ? তখন কি হবে ?

বৃন্দা । আহা ! এত পায়ে ঠেলাগা ! প্রাণ পায়ে ঠেলতে বাকী রাখছেন কি না ? তুমি সই—এই জম্বাই এত হালকী হয়ে পোড়েছ । সর্বস্বধন চোরকে দিয়ে এখন পথে বোসে কাঁদতে হচ্ছে । প্রাণ তোমার যেমন, তারওত তেমনি ? তবে তুমিই বা কাঁদবে কেন, মাধবে কেন, আব তিনিই বা গায়ে ফুঁদিয়ে তোমার কান্না দেখে হেসে গড়িয়ে যাবেন কেন ? যে মেয়েমানুষ পুরুষকে না কাঁদাতে পারে, তার দিক্ জীবন !

বিশাখা । রাজনন্দিনি ! মিছে আশঙ্কা করো না । আজকে তোমার বংশীবদন আচ্ছা জঙ্গ হবেন এখন । এ আর কাঁদিয়ে তবে ছেড়ে ।

রাধিকা । তবে চল সই, যমুনার স্নান করে একবার ওই পথ ধে যেতে হবে, দূবে থেকে দেখে যাব কি করেন ? শ্রবণ যা বলে গেল, সে কথা তো সই আমি অসম্ভব ভাবি না ।

বৃন্দা । চলত, ভাল দেখা যাবে এখন—
আমাদের বাই বড় কি কানাই বড় ।
[নৃত্য গীত করিতে করিতে রাধিকাকে লইয়া সখীগণের প্রস্থান ।

গীত ।

চল যাঁহি রাই কিশোরী,
দেখবো তোমার শ্রাম কি করে ।
অপমান আপন মনে বিধম
অভিমানের ভবে ॥

কান তার সকল বাণ,
কিছু তো নাইদো ভাণ ;

সোহাগী তার সোহাগে কলঙ্ক বরে পরে ;—
সয়েছ অনেক জালা জালাই চল নটবরে ॥
(অগ্নিপার্শ্ব হইতে জটীলা ও কুটীলার প্রবেশ)
কুটীলা । ওই যা !—কোথায় গেল ? এই যে একটু আগে পোড়ারমুখীদের এই খানে দেখে গেলেন ?

জটীলা । তোব তো প্রাণ সব কথাই এই রকম ভুষো হয় । একদিনও তো হাতে নাতে ধরাতে পারিনি ?

কুটীলা ।—তাই তো মা ! হতভাগী বেটী মায়-বিদে জানে না কি ? এই আছে এই নেই ! তা না থাকুক—দাদা যদি মানুষ হয় তো এইতেই বুঝে যাবে যে, তাঁর বড়সামের মাগ—নিশি তাঁর রাস্তিরে ঘুম পাড়িয়ে তাঁর কোল থেকে উঠে এসে এখানে রূপের বাজার খুলে বোসেছিল ।

জটীলা ।—তাইতো ? বউমানুষের বুকেশ পাটাতো কম নয় ? সত্যি সত্যি যদি এসে থাকে—তাহলে তো আটকুড়ীর নিকে আস্ত রাখবো না, হাতে পায়ে দড়ী দে চোরকুঠুরীতে ফেলে রাখবো ; আধপেটা খাওয়াব, আর ঐ হতভাগা কালকূটে ছোঁড়াকে প্রামের বার করে তবে ছাড়বো । কান বো বেটী, তা এখনও জানে না বটে ? বুকে বসে জিব টেনে বার কোত্তে পারি তবে এর শোধ হয় ।

কুটীলা । এই ! এই এর বলে শাওড়ী তবে কি না তুমি মা জোলাতেও যেমন



• নিবৃত্তেও তেমনি । যতক্ষণ ফিড়ে, তত-
ক্ষণ তোমার রাগ ! মাথায় জল আর
পেটে দল পড়লেই সব ভুড়ে যাও ।

জটিল ।—ও মা ! মাধে ভূনি ? ছেলেটা যে
কিছুতেই বিশ্বাস কর্তে চায় না । কাজেই
আমায় তাব কথা শুন্তে হয় ।

কুটিল ।—ছেলেটার কথাই তোমাব সমস্যা
হলো ? আর আমি বেটী যে দিবা-
রাত্রির ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছি, এটা তোমার
কাণে ওঠে না ? আমি বেটী রাঁড় মেয়ে
কি না । ওরে মালী । ও বেটী তোদের
মাকে পোক গুণ করেছে, তোরা
দেখেও দেখবিনে, শুনেও শুনবিনে,
তোদের মুখে ক্যাং ক্যাং কোরে লাথি
মালে, তোরা পুজো কচ্ছে মনে করনি,
আমি হ'লে অমন বোঁকে কুদোর বাতাস
দিয়ে নাচুদের পাব করে দিতুম ।

জটিল ।—তাই ত ওকে প্রায় কি না রাস্তা
থেকে কুড়িয়ে এনেছি ? ওতো আর
তোর মতন নয়, আজ তাড়িয়ে দিলে—
রাজার মেয়ে—কান গিয়ে মা-বাপের
কোলে গে বসে—তখন তুই কান
হিংসেয় গব্বগব্ব করে মব্বি ?

(আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান ।—কাণী—কাণী—তারা—তারা—
তারা । তরাসে তারা মা । কৈ বে কৈ—
আমায় যে পুজোর ফুল পর্যন্ত ভুলতে
দিলি নে, কৈ—কোথা ? তোরা আগা-
গোড়া সকল মিছে । ছি ছি ছি । প্রকৃতির
অংশ হয়ে এত মিথ্যানাদিনী তুই ? এমন
শোভা দেখতে এনে নিরাশ করি ?

কুটিল ।—মিছে কথা বৈকি ? কুকের ভেতর
উঁকি মেরে দেখ, তোমার মাথার মণি—
আলালের ঘরের দুলালীর রাতকাটানোর
চিহ্নগুলো ভাগ করে ছাখ । এই খানিক
আগে আমি এসে দেখে গেছি, এইখানে
বসে পোড়াবমুখী চলাচলি কচ্ছিল । কী
দেখ, ওকুনো ফুলেব মানা, পদ্মপাতাল
বিছানা, আরও কত কি, বুদ্ধি থাকে তো
বুনো দেখ, রাতকাটিয়ে হতভাগীরা
যমুনায় প্রাতঃস্নান কোতে গেছে ।

আয়ান ।—(কুদোর অত্যাচার হইয়া)

আহা মরি—প্রকৃতি প্রমোদ-নিকেতন,
সংসারের পবিত্র সাধনা প্রথামন,
দেবতা-বাসিত এই নিরুপকানন । (প্রণাম)
আত্মশক্তি—রমণীর শিরোমণি রাধা,
প্রোমে পুজি—পরম-পুরুষ প্রেমময়ে,
দেখাইছে শিখাইছে নরনারীদলে,
পুণ্য-প্রকৃতি প্রেম-পবিত্র কারণ—
অহরহ লজ্জাভেদ সংযোগে বিয়োগে !
এই সে প্রেমের ফলে প্রকৃতি-সম্মে,
লক্ষাভিষ দিম ফোটে অনন্ত পাথাবে,
কানচক্র হামিয়া ফেরান মহামায়া,
নোয়াপাতীত নিরঞ্জন রহেন চাহিল !
অসংখ্য অসংখ্য লক্ষা-বিম্ব মহেশ্বর,
প্রোমাবেশে হাসে—হয় অশ্রি স্থিতি লয় ।
পবনে—তপসে—শূন্যে—মলিনে—ধরায়,
পরাভূতে সধাবে সে প্রেম নিবস্তর !
দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্বকাণ্ড প্রেমের কথনা,
প্রোমনাক্যে হেরি শুধু প্রেমের বর্ণনা !
মরি মরি হেন প্রেম কে জীব না চায় ?
শক্তি—ভক্তি প্রেমদ্বন্দ্ব
যে চায় সে পায় ।

(গীত ।)

প্রেম—পরমাশ্রুতি প্রীতি,
কৃতী সাধক সাধনার মণি !
সিদ্ধশুদ্ধ—জ্যোতির্শ্রয়—যতি—
যোগেশ যোগ-জীবনী ॥
পিয়ামে পিয়ামী আপন হারা,
ধানেরি ঘোরে ঘোরে আঁখিতারা ;—
মধুমাতুরারা ডাকে তারা তারা ;—
পীযুষ-পূরিত প্রেম-সুধা-ধারা বার বার বারে,
নিয়ত শিহরে,
দুরিতবারিণী শিয়রে বিহরে,
মন-মোহ-কর মোহ-পারাবারে,
পারকারিণী, পাপতারিণী ;
তাপ-তাপিত-তাপ হারিণী ॥

[প্রস্থান ।

কুটিলা ।—তবে তো সবই হলো দেখছি ?
পোড়ারমুখী কি ধুলোপড়াই দিয়েছে, রাগ
করা চুলোয় গেল, এইখানটায় টিপ্ টিপ্
করে নমস্কার করে গেলেন । দূরহোগ্গে
ছাই, আগিই বা এত করে মরি
কেন ? যাদের মাথা হেঁট হচ্ছে, তাবাই
যখন দেখেও দেখছে না, তখন আমার
প্রাণ কর্কর কল্লি কি হলে ? আঃ ।—
মোলে আমার হাড়টা জুড়ায়, এই
পাংলা ভেঘের পাত্ ডাচাটা ঘোচে, আর
এই সব কেলেঙ্কারীগুলো দেখতে হয় না ।
আহা হা ! - যেমন মা—তার তেমনি ছাঁ ।
যা মাগী —যা তোর আদরের ঝুঁকোকে
চিনি ভিজিয়ে 'দিগে য' । সমস্ত রাত
জেঁপে তোর পিণ্ডি চট্কেছে, মায়ে
পোয়ে মাথায় তুল্গে যা ।

জটিলা ।—আমি এমন মাথায় তুলি না । যার
জিনিস্—সে যা বুঝবে করবে, মাথায়
তুলতে হয়—সে তুলবে ; আমার কি ?
আমিত আর তার হাততোলার ওপর
থাকতে যাচ্ছি না । আমার আপনার
বাড়ী ঘর, আপনার ধন দৌলত, আমি
কি কারো তোষাক্ষা রাখি নাকি ?
এখন—চ, তোর খোঁতা মুখতো ভোঁতা
হয়েছে, যেমন ননদগিরী ফলাতে
গিয়েছিলি, তেমনি জন্ম হয়েছিগ্ তো ?
এখন থেকে আর বোয়ের কথা মুখেও
আনিসনি ।

কুটিলা ।—মুখে আনবো না কিরে বেটী ?
ওকে কি অমনি ছাড়বো ? ওর মাদামুখ
পুড়িয়ে কালো করবো, দেশে দেশে গ্রামে
গ্রামে ঢাক বাজাবো, দেশশুদ্ধ ছেলে-
বুড়ায় কাঠী কোরে মুখে শু তুলে দেবো ।
এ যদি না পারি তো আমার বাপে জন্ম
দেয় নি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—যমুনাতীরে গোষ্ঠ ।
(তরুণুলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, চতুর্দিকে
রাখালগণ)

(রাখালগণের গীত ।)

কালিন্দীর তীর, তরুতল স্নানীতল ;
মিলনে মোহিল হুঁহু ভাই ।
শ্রীঅঙ্গে মাধুরী মাখা,
শিরে শিখিপাখা বাঁকা ;

• বাঁকা অঁাখি নিরখি সদাই ; —

সুধারে সুধার ধারে পরাণ জুড়াই ॥

শ্রীদাম । রাখালরাজা ভাই ! আজ যমুনার
শোভা একবার দেখ ।

শ্রীকৃষ্ণ । আ মরি — মরি ।

লহরে লহরে, রবি ছবি দোলে,

কালো জলে আলো জ্বলেছে ।

উছুলে উছুলে, কল কল কলে,

গরবিনী শ্রামা চলছে ॥

বলরাম । আহা হা ! ভাই ! রবি করে

শ্রামাঙ্গিনী যেন প্রাণের হাসি হাসছে ।

হাসিমুখে তোমার দেখে প্রাণ জুড়াবে

বোলে আজ যমুনাসতীর এত আনন্দ ।

শ্রীকৃষ্ণ । আহা ভাই ! তটিনী কুলু কুলু-

নাদে ! যেন অনবরত প্রাণের কাহিনী

গান কচ্ছে । এমন প্রাণ ভুলানো বিভোর

ভাব ভাই আর তো কোন সঙ্গীতে নাই ।

(রাখালগণের গীত)

ভাগ্যবতী তুঁহি ও যমুনা মাই ।

তোর কোলে দোলে কানাই বলাই,

• সিত অসিত দুটি ভাই ।

তোর জলে দেখে আপনার ছাঁই,

তোর কালজলে আলো জ্বলে তাই,

তাই এ কূলে ও কূলে ধাওয়া ধাই ॥

বলরাম । এ কি ? সবাইকে দেখছি—সুবল

কোথা গেল ?

শ্রীকৃষ্ণ । আমি তাকে একটি গজমুক্তা

সংগ্রহ করে আনতে পাঠিয়েছি

ভাই ।

বলরাম । কেন ভাই—মুক্তা কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ । ভাই ! ভাই ! মুক্তায়

সাজাব গোধান !

জনমে জননী সমা জীকাদায়িনী,

পুণ্যবতী ভগবতি সুরভীনন্দিনী,

ক্ষীরসুধা নীর সম বিজান জগতে

মায়াময়ী—মানবের বড় আদরিনী ।

আদরে দোলাব গলে মুকুতা মালিকা,

নাচিবে খেলিবে সুখে ধবলী শ্রামলী ।

বলরাম । ভাই ! ভাগ খেলা

খেলাতে করেছ সাধ ।

জগ প্রেমে—কর্ম প্রেমদান—

জগাবধি—

করিছ তাহাই । প্রেম খেলা খেলিতেছ ।

বাঁধিছ পবিত্র প্রেমে জগৎ সংসার ।

সদারত প্রেমের গোকুল—ভূগোলক ।

প্রেমশিক্ষা পাইছে সমগ্র জীবদল ।

সাধন—ভজন—জ্ঞান—কর্ম আচরণ,

নাহি প্রয়োজন নাহি নর উপকার ।

প্রেমই মোক্ষ প্রেমেই নির্বাণ পরাধামে—

খেলাছলে শিখাইছ ভাই তাই হবে ।

শ্রীদাম । ভাই কানাই ! ঐ যে সুবল যান

মুখে যেন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আগছে ।

শ্রীকৃষ্ণ । কেন ? কেন ?

(সুবলের প্রবেশ)

কেন ভাই সুবল ! তোমার চক্ষে জল

কেন ভাই ? কি হয়েছে বল !

সুবল । ভাই কানাই ! কেন আগায়

পাঠিয়েছিলে ? আমি যে প্রাণে বড়

ব্যথা পেয়েছি ভাই ! যা কখনও কেউ

আমরা ভাবি নি, আশা করি নি, আজ

আমার কপালে তাই ঘটলো ! যারা

তোমার নামে টলে, রূপে গলে, বাঁদী

শুনে পাগলিনীর মতন ছুঁটে আসে,

তারাই আজ তোমার আচ্ছন্ন কোলে ?

ছি ভাই! --অভিমান আমার প্রাণ
জলে জল! তোমার অপমান শোন্-
বার জন্য কি আমাকেই পাঠানো
তোমার উচিত হয়েছিল ?

বললাম। কেন সুবল! তারা কি মুক্তার
মালা দিতে কাতর হলো ?

সুবল। কাতর হলো ? বলাই দাদা কাতর
কাকে বল ভাই ? তাদের কি আর
সেদিন মনে আছে ? কেঁদে ককিয়ে—
হাতের ধরে পায়ে পড়ে তত সাধামাধি
এখন তারা সব ভুলে গেছে! যখন
ভাই কানাই কিরৈও চাইতো না—
তখন তারা নরম ছিঁচ, এখন গরম—
ভারী গরম ভাই ভারী গরম! গরম
কবে—আমায় বা সুখে এলো বোল্‌লো,
আমিও কাঁদতে কাঁদতে দিবে এনেম।

শ্রীকৃষ্ণ। মতির মালা তবে দেখছি ত্রীমতী
দিলেন না ?

সুবল। দেওয়া ? দেওয়া দূবে থাক—
দশকথা শুনিযে দিলে ভাই। বোল্‌লো—
রাখালে মতির মালা কি করে চিন্বে
বল, না হলে আব গরুর গায়ে পরাতে
সাধ হবে কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। বটে বটে! তা বেশ হয়েছে!
আমিও তো তাই চাই ভাই!

শ্রীদাম। কি চাও ভাই ?—অপমান ? অপ-
মান হতেও তুমি ভালবাস না কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। ভালবাসি বৈ কি ভাই।

সুবল। তাই বুঝি—তাই বুঝি ভাই জেনে

শুনে আমায় পাঠিয়েছিলে ? তা ভাই

আমাদের কাঁদাতেও কি ভালবাস ?

শ্রীকৃষ্ণ। তা ভালবাসি বৈ কি। কাঁদতে

না জান্‌দে যে হাসির সুখ টেন পার্‌দে না।
আমি যে ভাই হাসাতে হলে, আগে
কাঁদিয়ে নিই। কেঁদে এসেছ, এইবার
হাসতে হবে! তারা তোমায় অপমান
করে ফিরিয়ে দিয়েছে, আমরাও তার
শোধ ভাল করে দেবো। তারা চখের
জলে নাকেব জলে হলে তো তুমি ঝুঁসুপ
হবে ভাই ?

সুবল। তাবা তোমাব পায়ে ধরে কাঁদবে,
তুমি হাসবে, আব আমবা পাশে থেকে
দেখবো—নাচবো—গাইবো— টিট্কিরা
দেবো—আর তাবা বড় কি তুমি আমা-
দের বড়, এইটে তাদের চোখে আঙ্গুল
নিষে দেখিয়ে দেবো। তবে আমার
প্রাণ ঠাণ্ড হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল—তাই কচ্ছি ভাই। মুক্তার
মালা চাইতে গিয়ে তুমি অপমানিত
হয়েছ। এখন একবার সবাই চেয়ে
দেখ, একটিমাত্র মুক্তায় আজ সমস্ত
গোধন মাজাবো। অসংখ্য মণিমুক্তার
মালা দেখে সকলের চক্ষু জুড়াবে।

(একটী মুক্তা ভূমিতে প্রোথিত করণ।)

(মধুব বাজের সহিত পটাপসরণ)

সংগৃহে

উজ্জল ও বিবিধবর্ণের মণিমাণিক্যভূষিত
তোষণ প্রকাশ, তোরণমধ্য দিয়া বহুদূর
বিস্তৃত মুক্তালতাবলী ও সজ্জিত
গোধনগণ প্রকাশমান।)

(রাখালগণের গীত।)

মানম মোহিত মুরারি—নেহারি
যকৃতানতা সারি সারি।

• আহারি মাধুরী—

নয়নে ধরে না গিরিধারী ॥

কিবা লাবণ্য ঢল ঢল,

শীতল—উজল ;

গজমতি জ্যোতি মনোহারী ;—

পুলকিতচিত নরনারী—নেহাবি ॥

• কিবা মাণিক্য অভুলন,

গোধন—সাজন ;

সুশোভন—বন—বনোয়ারী ;—

পুলকিত চিত নর নারী—নেহারি ॥

শ্রীকৃষ্ণ । সুবল ! ভাই !—কেমন ? তোমার

মনোমত হয়েছে ত ?

সুবল । ভাই কানাই ! প্রাণের জ্বালা

ভুলে গিয়ে—কেবল তোমাব এই অমা-

নুসী ক্ষমতার বিষয় ভাবছি । ভাই !

আমরা ধন্ত হলেম ।

ঘনরাম । ধন্ত ভাই ! ধন্ত এ পবিত্র ব্রজধাম !

ধন্ত এ গোকুল মরি মর্ত্যের গোলোক ।

ধন্ত গোপগোপিনীনিকর । নরনারী—

মরোত্তম—ধন্ত নন্দ ধন্তা যশোমতী,

প্রমবিল পূর্বব্রজ প্রেমিক তনয় ।

ধন্ত এ মুকুতালতা প্রেম নিদর্শন ।

ধন্ত রে বাখালদল সাথী মাধবের ।

ধন্ত প্রেম ! ধন্ত প্রেমলীলা ! লীলাময়—

ধন্ত ভূমি ! ধন্ত তব অপার মহিমা !

বিশ্বরূপ—ধন্তরূপ স্বরূপ তোমার ।

অবতার—অবতারি বিশ্বের মাঝারে,

ধন্ত প্রেম-ভক্তি-লীলা দেখাইছ হেলে ।

ধন্ত এ ধরিত্রী—ধন্ত স্বাবর জন্ম—

ধন্ত—কৃষ্ণচন্দ্র আজি উদিত হেথায় ।

(বাখালগণের গীত ।)

চিন্তামনি—চিন্তে পেরেছি—

তোমায় চিনে নিয়েছি ।

(ও ভাই) কালরূপের আলোয় আলোর—

ভালবেমেছি ॥

প্রেম পিণ্ডাসে—পরমস্থধার—

আশার ভেসেছি ।

(ও ভাই) খেলার ছলে—এ গোকুলে,

সাথী হয়েছি ।

(ও ভাই) সাধনের ধন—বাঁধাচরণ,

শিরে ধরেছি ॥

—

(শ্রীকৃষ্ণের গীত ।)

প্রেম বিলাতে এসেছি ভাই,

প্রেম বিলায়ে যাব ।

যার প্রাণে প্রেম দেখতে পান,

তায় পানেতেই চাব ।

ধর্ত্তে এসে এগিয়ে গিয়ে,

আপ্নি ধরা দেব ।

সোহাগভরে স্তম্ভ ডোরের,

বাঁধে বঁধা রব ॥

—

শ্রীদাম । দেখো ভাই দেখো ! আমরা

অজ্ঞান বালক, আমরা তো প্রেম

জানি না । দেখো ভাই ! আমাদের যেন

পায়ে ঠেঁকো না । ঐ চাঁদমুখখানিই যে

আমাদের সর্বস্ব—এটি যেনমনে থাকে ।

শ্রীকৃষ্ণ । আর মনে থাকা । ঐ দেখ—

ঐ দেখ—ওরা আসছে—এদের দেখে

সব ভুলে যাচ্ছি যে ভাই ।

সুবল । ভাই তো—এসে পড়কো যে ?

শ্রীকৃষ্ণ। সকলে—এক। একা—আলাদা
আলাদা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়।
দেখা যাক—পরবিলী রাই মুক্তাভাবলী
দেখে কি করে। সুবল। এইবার ভাই
তোমার মনের মত হবে।

(সকলের ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষান্তরালে লুকায়ন)
(রাধিকা, বৃন্দা ইত্যাদি সখীগণের
প্রবেশ)

রাধিকা। এ কি? এ কি? আ মরি মরি—
কি সুন্দর! এমন শোভা ত সহি আর
কখন দেখি নি। চক্ষু জুড়াল রে—
লতায় লতায় ফুটেছে যকুতা,
হারে গাঁথা সারি সারি লো সহি।
তবকে তবকে ঝক্ ঝক্ ঝক্,
অকণ কিরণে ঝকিছে ওই ॥

বৃন্দা। রাজকুমারি। তোমারি কথা ঠিক।
যা ভেবেছিলে, তাই হয়েছে। এখন
একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, চোরের ধনে
বাটপাড়ী কোলে ত ভাল হয়। এই তো
দেখছি,—কেউ কোথায় নেই, এই
সময়—সকলে কিছু কিছু আঁচলে বেঁধে
নিয়ে যাই চল।

ললিতা। সত্যি কথা বোলতে। কি রাজ
কুমারি। আমার ত ভাই—দেখেই লোভ
হয়েছে। কেবল তোমাদের মুখ চেয়ে
এতক্ষণ দেখছিলাম—তা বেশ হয়েছে,
বুনোগাছের ফল—তুলে নে গেলিই
হলো। কি বল?

রাধিকা। কাজ কি সখি? তোমরা কি
তাকে চেন না? কেন আবার একটা
অনর্থ বাধাবে বল দেখি? দেখা তো
হলো, এখন চল, মনের জ্বালা মনে

মনেই রাখি গে। সহি। আমায়। তিনি
পায়ে ঠেলেছেন, আমার আর মণিমুক্তায়
কাজ কি সখি?

বিশাখা। তোমার না কাজ থাকে, তুমি
ভাই বাকল পোরে জটায় মাথা ঢেকে,
যমুনার ধারে বোসে কাঁদগে। আমা-
দের এখনও আশ্রয় করবার বয়স
যায় নি। আমরা যে এত গাদাগাদা
মণিমুক্তা দেখে শুধু হাতে যাবো,
তা তো পারবো না ভাই। তাতে আবার
পথে পড়ে রয়েছে।

বৃন্দা। রাজকুমারি। চল না, তোমার
গুণনিধি এ সব তোমারই জন্ত রেখে
গেছেন। এটা খোসামোদ করা। ছিঃ!
কৃষ্ণভাবিনী হয়ে এই সামান্য ভাবটা
বুঝতে পারছ না? চল সবাই আঁচল
ভোরে মুক্তাকল তুলে নে যেরে যাই।
সবাই দেখে হিংসায় ফেটে মরবে
এখন।

রাধিকা। তবে চল, কিন্তু আমার তো সহি
মনু সরছে না—পা চলেছে না।
(সখীগণ সহিত রাধিকার তোরণমধ্যে প্রবেশ)
সকলে। (প্রকাশ হইয়া) চোর—চোর—
চোর—ধর—ধর—ধর।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই তো চোরই তো দেখছি।
ঐ যে সব কৌচড় ভারী ভারী ঠেকছে।
সুবল। বলি ওগো। মুখ লুকুলে হবে কি?
এইখান দে, সবাইকে বেরুতে হবে,
ও ভাই! এ দেখছি মাগী চোর।

শ্রীকৃষ্ণ। বটে বটে? তবে তো ভুলই
হয়েছে। এক একটাকে ধর আর

আমার কাছে নিয়ে এস, মাগী চোরকে
সাজা দিতে আমি খুব মজবুত ।

সুবল । বলি এসো সব, একে একে
বেরিয়ে এসো । আর ঘোমটা টেনে—
পেছু ফিরে দাঁড়ালে কি হবে ? আমি
চিন্তে পেরেছি । সহজে আসবে না
দেখছি । ওরে ভাই ? তোরা সব চার-
পাশ দে গিয়ে তাড়া লাগা, সব একদড়ীতে
বঁধে মথুরায় চালান দেবো, তবে
ছাড়বো ।

(তোরণ হইতে সকলের একে একে আগমন)

এই যে । ইনি কে ? সর্বপ্রথমে সবার মেরা
দাগী চোর বুঝি ? এইবার যে সবার
মুখে চুনকালী দে মাথা । মুড়িয়ে ঘোল
ঢেলে উটে গাধায় চড়িয়ে বৃন্দাবনের
বারু করে দিয়ে আসবো ।

শ্রীকৃষ্ণ । সুবল । ভাই । তাতে ওদের কি
লজ্জা হবে ? ওদের যে নাক্ষত্র জুই
কাটা । দেখেছো না সব পুরণো চোর,
নইলে ঘোটবেঁধে দিনে জুপুরে চুরি
কোর্তে এসেছে ? ও ঘোল টোল ঢালা
ওদের সওয়া আছে । কিছু নুতন থাকে
তো বল ।

শ্রীদাম । আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ওদের
ক-জনের মাথায় চোরাইমাল চাপিয়ে—
বৃন্দাবনের বাড়ী বাড়ী দেখিয়ে নে
বেড়াই । ছেলে-বুড়োর পেছনে পেছনে
হাততালি দিতে থাক আর মাগীরা
লোহা পুড়িয়ে মুকে মুকে চোরছাপ
দিয়ে দিক ।

সুদাম । আমি বলি তাতেও চিট্ হবে না ।

পুরুষ চোর সওয়া যায়, মেয়ে চোর বড়
বালাই । আগি বলি, ও মায়া-দয়ার কাজ
নাই । এক দড়ীতে পিছমোড়া কোরে
বঁধে রাজার দরবারে পাঠিয়ে দাও ।

বলরাম । আরে না না—কি বল ? এ
যে সব চেনা মেয়েছেলে । ঐ যে
আমাদের লক্ষ্মিমাগিটা । আহা ! যেন
লজ্জাবতী লতাটা গো ।

শ্রীকৃষ্ণ । সে কি ? সে কি ? কৈ ? ভাই
এতক্ষণ বলতে হয় ? আরে ছুঁ ছোঁড়া !
যা যা, একজন দৌড়ে গিয়ে মাগিকে
মাগীকে আর জটীলা দিদিকে ধবর দিগে
যা ।

বৃন্দা । কালাচাঁদ । তোমার পায়ে ধরি,—
আর আমরা এমন কর্তব্য করবো না ।
আমাদের ছেড়ে দাও, আর তাঁদের
ডেকে দিও না । আমরা মরমে মোরে
যাচ্ছি । মড়ার উপর খাঁড়ায় যা দেওয়া
কি উচিত হয় ? অনেক একায়ে নির্দয়
হয়েছেন, এ নিষ্ঠুরতা নাই কোলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ । আচ্ছা যাও, আজ তোমাদের
ছেড়ে দিলাম ।

সুবল । বটে ? অগ্নি গোলে গেলে ভাই ?
ভাল, তোমার ইচ্ছাই সম্পূর্ণ হোক,—
কিন্তু ও কি ? ওগুলো শুদ্ধ যে নিয়ে
যাও ? তা হচ্ছে না । একে একে
ঐখানে সব আঁচলের মুক্তাগুলি রেখে
যাও, তা নইলে ছাড়ছি না ।

বিশাখা । এই নাও । এই নাও ! ভারী ডো
মুড়েল ।

[সকলের মুক্তাশ্রদাম ও গ্রহণ ।

শ্রীদাম । তে হুঁ হুঁ হবে না, সব কাপড়
ঝাড়া দিয়ে যেতে হচ্ছে । আরে
পালায় যে ! ধব—ধব—ধব !

রাখালগণ । ধব—ধব—ধব !

শ্রীকৃষ্ণ ও শুবল ব্যতীত সকলের দ্রুত প্রস্থান ।
শ্রীকৃষ্ণ । ভাইরে ! যার জন্ম এত, সে
আমার দুঃখিনীটির মত শুকমুখে চলে
গেল । ভাই ! আমার যে আর সয় না ।
রাধার দেখা এখনি না পোলে আমি
আত্মহত্যা করবো । তার সেই বিরস-
মুখে সরস হাসি না দেখলে প্রাণে
বাঁচবো না । তাকে দেখবো, তার হাত
দুখানি ধরে মান ভিক্ষা করে
নেবো, তার মুখখানি পানে চেয়ে
চেয়ে প্রাণের তৃষা মিটাব । তারে নিয়ে
আয় ভাই, আমি পথপানে চেয়ে
রইলোম । না এলে গোষ্ঠে হুঁতে আর
ফিরবো না, প্রেমের দায়ে আত্মবলিদান
দেবো ।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

এবে বড় যাতনা হল । (প্রাণে)

অভিগানে আদরিণী কাদিয়ে গেল ॥

লজ্জাবতী লতাটী যে লাজে লুকাল,

মরমে মরমজ্বালা চাপিয়ে নিল ।

আর তো না ফিরে চাহিল ॥ (সে আমার)

শূন্যে যেন কমলিনী মিলায়ে গেল ॥

দেখিতে দেখিতে আর দেখা না হলো !

প্রাণে বড় দাগা দে গেল ॥ (সে আমার)

ভালবাসা আশা দীপ বুলি নিভিল,

কাদিয়ে কমলিনী মোরে কঁাদায়ে গেল ।

বিরহে বিসাদ খটিল ॥ (মরি হাস)

(শুবলের গীত)

কি মোহে মোহিত চিত ও প্রাণ কানাইয়া ॥

কাছে নয়ননীরে নায়ে উরে বারিয়া ॥

তাপ-তপত কায়,

কাছে শিহরে বায় ;

মাধব রাধা তব চরণে দিকাইয়া ;

প্রাণে বেঁধেছে। প্রাণে শীরিতি বিলাইয়া,

পাবে প্রাণের নিধি ফেল আঁখি মুছিয়া ॥

পটক্ষেপণ ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

আয়ানের অন্তঃপুর ।

(একদিক হুঁতে জটীলা, অপনদিক হুঁতে
কুটীলার প্রবেশ ।)

কুটীলা । এয়েছে,—হতভাগী এয়েছে ?

জটীলা । কেন ? ঐতো বেশ রাখুনীদেব

মব যোগাড় কোরে দিচ্ছে, নিজের

স্বোয়ামীর বুনার উজ্জ্বল কোচ্ছে, বোমা

যেন কাজের সময় দশটা হয় ! আমার

এমন অন্নপূর্ণা সতীলক্ষ্মী বোকে তুই যে

কেন ছুচক্ষু পেড়ে দেখতে পারিস না,

তাত বাছা আমি বুঝে উঠতে পারিনে ॥

কুটীলা । তা পারবে কেন ? গতরখাগী ।—

বোয়েরি বুনি খবগতর দেখলি ? আমি

বেটী যেন তোর সংসারে কড়ার কুটো

গাছটি নাড়ি না । আ হতভাগী ।—এক-

চোফি ! বোঁ ম'। আম'র সতীলক্ষ্মী

ও বোঁ, আম'র সতীলক্ষ্মীর নি' সতী

ল'ফী' । ই্যা--তুই আপনি যেমন ডাক-
সাইটে সতী—বৌকেও তেমনি সতী
করে তুলতে পারিস—তবে বলতুম
শান্তী !

জটীলা । তুই বেটী সতীব মেয়ে সতী ি না,
ভাই যাকে তাকে অসতী দেখিস,—তখন
তাচ্ছল্য করিস । মরণ আর কি ! বেটী
শুধু মরে মছেন্ ! আপসে আপসে
হিংসেয় হিংসেয় পাত হোয়ে যাচ্ছেন !
আরে বেটী ছেলেবেলায় কোড়ে রাঁড়ী
হয়ে অবধি তো—রজের কচি কচি
বৌ বেচারীদের হাড়ে নাড়ে জ্বালাতিস,
তবু তোর আপশোস মেটে না ? বেটী
যখন নিজের মাঁচা, তখন যার তার
হুকোনো নাগর ধোরে বেড়াবার দরকার
কি ? কে কোথায় খাবাপ কাজ কোলো,
তোর যেন অমুনি টনক নোড়ুলো ।
ই্যা বাবু, নিজের ভাতার পুত কেউ
কেড়ে নেয়, ভুগিয়ে রাখে, তা হলেও
যা হোক রাগ হয়, হিংসে হয়, তা
যখন নয়—তখন কেন বেচারীদের
হিংসে করে মরিস ? তাদের রূপ আছে,
যৌবন আছে, রাজার মতন যুবো
শোয়াগী যেন—সুখের সীমি নেই—তা
এমন সব সুখের সংসারে আশুপ ধরিয়ে
দিতেও তো তোর ভাল লাগে ! এখন
রূপ গেছে—বয়সও যায় যায় হয়ে
পাড়িয়েছে, যাদের রূপ, যৌবন, বয়স
আছে—তাদের ভাল দেখলে জ্বালা
মরিস কেন রে বেটি । দিন নেই, রাত
নেই, কেবল তেতাতিতি । যাঃ—
নিজের যেন গিয়ে জল টল খেয়ে ঠাণ্ডা

হ'গে যা, আমি এলে তারপর পাড়া-
বেড়াতে যাব ।

[জটীলার প্রস্থান ।

জটীলা । বেটী মনের কথা টেনে বলছে ।
সোমু বয়স গিয়েই তো আমি মরমে
মরে আছি । নইলে বৌ পোড়ারমুখীর
আব কেট্টকে একা পেতে হতো না !
দেখা হু, কেমন ছায়া গলায় ভাব !
দশটা ছুঁড়ী লাগিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়ে
দিতুম, অথচ কুচুটে কলে ব্যাটাকে দিন-
রাত চোখের জলে নাকের জলে করে
ছাড়তুম । কেমন করে পুরা বশ
কোত্তে হয়, তা ডগানীকে শিথিয়ে
দিতে পারি । নিজেকে বশ কোত্তে
হয়নি বটে, কিন্তু বলুগ্না রজের কোন্
বেটী নিউড়ী বনতে পারে যে, আমার
মগ্নে তাদের শোয়াগী বশ হয় নি ?

[প্রস্থান ।

(একদিক হইতে সুবল, অপরিক হইতে
রাধিকার প্রবেশ)

সুবল । এই যে সীমিতী ।

রাধিকা । কে ও সুবল যে ? কি ভাই । কি
মনে করে ? অপমানের কি কিছু
বাকী আছে নাকি ?

সুবল । ছিঃ ! তুমিও কি পরিহাসকে অপ-
মান ভেবে থাক ? কানাই যে আজ
রহস্য করবার জুটাই যুক্তাবন স্বজন
করেছিলেন, কানাইয়ের সর্দারখন তুমি,
—তুমি কি তা বুঝতে পারনি । তুমি
অবুঝ হলে যে তোমার কথচক্র শক্তি-

হীন হবেন। (নেপথ্যে বংশীনিবাদ)
ঐ—ঐ—ঐ শোন। রাধানামে সাধা
বাঁশী রাধাব নাম ধরেই বাজছে।

রাধিকা। ভাই সুবল! এমন অসময়ে কেন
বাঁশী বাজলো?

সুবল। ভাই তো বোলতে এসেছি, তোমার
মানের ভয়ে কানাই আকুল। তুমি যদি
রাগ তাপ কবে ছুটো বোকে বোকে
চোলে আসতে, তা হোলে ততটা ভাবনা
ছিল না; সেই যে মলিন মুখে দীর্ঘ-
নিশ্বাস ফেলে জলডবা চক্ষু ছুটী নামিয়ে
চলে এলে, অমনি তাঁর যেন চমক
হল। শূন্যপানে কাতব নয়নে ক্ষণেক
চেখে থেকে বড় ব্যাকুল হয়ে পোড়-
লেন, কি করি রাধা! কানাইয়ের সে
ব্যাকুলতা কি আমরা প্রাণ ধরে সহিতে
পারি?

রাধিকা। সুবল! ভাই! আমিও যে সহিতে
পাচ্ছি না। তোমরা তো চক্ষে দেখেছ,
আমার যে শুনেই বুক ফেটে যাচ্ছে।
এখনি সব ছেড়ে তাঁকে ছুটে গে দেখে
আসতে ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি আমায়
ডেকেছেন তিনি আমায় চরণে রেখেছেন,
আমার বড়সাধের শ্রামচাঁদ। আহা!
সুবল! আমাব সর্বসাধন নীরদবরণ তাঁর,
উপরে মান করা কি সাজে ভাই?
(নেপথ্যে পুনরায় বংশীনিবাদ) এই যে
আবার। ভাই তো! আমাবও প্রাণ যে
নিয়ম ব্যাকুল হয়ে উঠলো সুবল!
ভাই! এই দিবা দ্বিপ্রহরে কেমন করে
যাই বল দেখি?

সুবল। তাব চিন্তা কি? চিন্তামণির কার্যে
কি চিন্তার বিষয় কিছু আছে? তুমি
আমি উভয়েই সমমূর্তি। আমি তোমার
বেশ পরিধান করে গৃহকার্যে নিযুক্ত
থাকি, আর তুমি আমাব এই রাধাল-
সাজে সেজে গোষ্ঠে যাও। কারুরই
সন্দেহ হবে না।

রাধিকা। তুমি কি পাববে ভাই? আমাব
প্রকৃতি পূজক শক্তি-সত্তান উর্দ্ধরেতা
স্বামীব পূজা গ্রহণ কব্বার সময় হবে
এসেছে, এখনি তিনি-বিগ্রহ পূজা সাজ
করে আসবেন, ভক্তের ভক্তি সঙ্গীতে
এখনি যে আমায় জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে
আসনে অধিষ্ঠান হতে হবে?

সুবল। তা হোক, রাজকুমারি! আমরাও
প্রধান পুরুষের সঙ্গে সাথী, মূর্তিমতী
প্রকৃতি-রূপিনী তুমি, নিজ তেজে আমায়
জ্যোতির্ভূষণে ভূষিত করে যাও।
তোমার ভক্ত স্বামীর সাধনা বিফল
হবে না।

রাধিকা। ভাল ভাই! এস তবে হুই জনে
বেশ পবিত্র করি গে। তুমি পূজা গৃহে
গিয়ে আসনে বসো গে, তোমাতে আমার
পূর্ণজ্যোতি অর্পণ করে আমিও আমার
শ্রামচাঁদ দর্শনে যাই; জ্যোতির্ময়ীকপে
আধান বিমোহিত হবে? কিন্তু দেখো
ভাই সুবল! রায়বাহিনী মনদিনী যেন
ধরে না ফেলে!

[উভয়ের প্রস্থান।

কুটিলা। (প্রবেশ হইয়া) বোয়ের সঙ্গে
ওটা কে? একটা রাধাল না। ভাই ত

- নউড়ি পোড়াকপালী যে ওর সঙ্গে খিড়্
কীর দিকে চলো ! কোথাও যাবে না কি ?
সেই কেল হতভাগার ডাক পড়েছে
বুনি ? হুঁ, ঠিক্ ঠিক্, তাই বটে, বাঁশী
বাজ্ছিলো । আমি তখনি সন্দেহ করেছি
যে, একটা না একটা কিছু ঘটেছে !
• আজ বুনি ছুপুরে মাতন হবে । তাই
বটে । তা বেশ হয়েছে, আজ বাঁছুবে
বোকা দাদাকে হাতে নাতে ধরে
দেখিয়ে দেবো । যাই খিড়্ কীর দোর
পেরতে না পেরতে খপ্ করে ডেকে
আনি গে ।

[প্রস্থান ।

(গান কবিত্তে করিতে আয়ানের প্রবেশ)

গীত ।

শক্তি-সনাতনী মা আমার ।
তুই মুক্তিসাথী, ব্যথার ব্যথী,
তোর তত্ত্ব তরে মুক্ত দ্বার ॥
জীব প্রসূতি হয়ে, ধরাধর হৃদয়ে ;
সাকার রূপিণী তারো জীব নিচয়ে ;—
সদা নয়নে হেরি ওমা তুমি সধারি,
জননী ভগিনী—জায়া—মায়া—মোহাধার ।
সদাশিব-বাসনা সাধনা সবাকার ॥

আয়ান । (দ্বারের যধনিকা সরাস্বতী সিংহা-
সনে জ্যোতির্ময় মুকুটশিরে স্তবলকে
দেখিয়া • রাধিকাজনে) এই যে ?

আহা হা । মরি মরি কি মাধুরী ! ওরে ।
চক্ষে যে ধরেনা রে । এমন রূপত কারো
দেখিনি রে—
জ্যোতির্ময়ী মাধনার ধন, সন্তুজ্ঞ
তপ্তার মিথি । বিশ্ববিনোদিনী বামা,
দিব্যরূপে বিহরিছ রাজ্যে স্বেদয়েব ।
বিশ্বে কোন্ ছার ক্ষুদ্র অধম এ দাস,
বালুকণা সমুদ্র বেলায়, নিকুপায়—
অস্ত্রমে মিলাবে তব পায়, এই চায়—
অস্ত্র আর কিছুই না চায়, রক্ষণায় ।—
বিশ্বেশ্বর । বিশ্বোদয় । নমামি চরণে ।
রাধিকাবেশী স্তবল ।—শক্তিপূজি মহাশক্তি
কর আরাধন ।

আয়ান । মহাশক্তি রমণী কায়ায়, তাই নারী
আবাধ্য জনমানসে—পূজি ত্রীচরণ ।
দীক্ষা শিক্ষা সকলি শক্তির । যত দিন—
জীবলীলা, শক্তি পূজি বহিব জাগিয়ে,
শক্তিপূজা রাজ্য জীবনের ! নারীকপে
লক্ষ্যাব্যাপিনী, নারী পূজা সবাকার ।
রমণী জননী জীব (র) জননী রমণী,
মহীয়সী মহিলায় এই শিক্ষা পাই ।
সুকল্যাণী সতী শক্তি অংশজাতা নারী,
রমিবারে নরে জন্ম ধরে গো ধরায়,
তাই নারী রমণী এ জীবজগতের ।
গর্ভে ধরি পতিরে প্রগবে পুত্ররূপে,
রমণী জননী তাই বিজ্ঞান বচন ।
জননী ভগিনী জায়া মর্শ আচরণে,
জাগান নিদিত জীব অমন্তের কোলে,
ভ্রমে জীব আত্মতত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে
অস্ত্রমে মা ব্রহ্মময়ী বাহু প্রসারিয়ে,
কোলে তুলে নে যান তনয়ে স্বর্গাস্রি,
জীবচক্রে শূকায় এ জনমের গর্ভ,

স্মৃতিমাত্র থাকবে পড়িয়া । জন্ম কর্ম
মৃত্যু জগজ্জীব সকলি শক্তির খেলা,
শক্তিপদে শত শত প্রণাম আশাব ।

(প্রণাম)

(কুটিলার পুনঃ প্রবেশ ।)

কুটিল। (সবিস্ময়ে) ওমা ! একি গো ?
তাই ত—এ কি রকম হলো ? ছুঁড়ী
মায়াবিষ্টে জানে নাকি ?—এইবার বুঝি
ঠিকালে ? ইঃ তাইত কি লজ্জা ! ছিঃ
ছিঃ । কোথা যাব ? ঠিক ঠিকালে,
চোখে কাণে দেখতে দিলে না ? বাপ্বে ।
এমন মায়াবিনী মেয়েমানুষ ত কখন
দেখি নি, আশাব গা—তাও শিওবোল ?
[প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

গোষ্ঠ যমুনাতীরে তরুণুল ।

প্রশস্তক্রেত্রে অসংখ্য ধেনু বংশ পরিদৃশ্যমান ।

শ্রীকৃষ্ণের গীত ।

আশাব প্রেমলীলা ফুরাবে কি ভাই ।

ফিরে কি চাহিতে নাহি চাহিবে সে রাই ॥

(ও ভাই) আমার গববিণী রাই ।

(আশাব) প্রেমসাধনের প্রেমসাধিকা রাই ।

(আশাব) সাধের প্রাণের প্রাণকপিনী রাই ॥

অভিমানে অঙ্গ ঢালি,

বিরহ অনল জালি ;

এত আশী ভালবাসা করিবে কি ছাই ॥

ও সে জানেতো শ্রামের সরবস্ব নিধি রাই ॥

(জানে তো) শ্রামের শিবোমনি ধনী রাই, •

(জানে তো) শ্রামের শক্তি স্বকপিনী রাই,

(জানে তো) শ্রামের রাধা বিনা কেহ নাই ॥

(রাখালগণের গীত ।)

দেখ শ্রাম দেখ চোখ কে আসে ঐ গোষ্ঠেতে ।
সুবলদাদাব মতন রূপে সাজা বাখাল সাজেতে ॥

কটিবেড়া পীতধড়া,

শিরে শিখি পুচ্ছ চুড়া,

বংশ বৃকে হাসিমুখে না জানি কি আশেতে ,

ধীবে ধীরে আসে ফেলি বামপদ অশ্রুতে ॥

স্বমণীর মত হাব,

স্বমণীব মত ভাব ;

ফুলের প্রতিমা যেন গড়া প্রেম ফুলেতে ।

মত্ত মধুবর কত উড়ে আসে পাশেতে ॥

(একপার্শ্ব হইতে রাখালবংশী

বাধিকাব প্রবেশ ।)

(অগ্রমব হইয়া বাধিকার হস্তধারণ করিয়া)

(শ্রীকৃষ্ণের গীত ।)

বাগা হে রোষ কব পবিত্র ।

অপবাদী যদি, মুখ তুলি চাহ হান শর স্বরধার ॥

বাছলতা পাশে, বাঁধলো রূপসি,

এ তরু তোমারে দিছু ॥

এ প্রেম বাঁধনি, খুলি যদি আর,

হারিব করিব বেগু ॥ ।

প্রাণ মন সার, সকলি আমার,

তুমি প্রাণ আমি কায় ।

আদতিল আর, তোমারে ছাড়িয়ে,

বহিতে না চিত চায় ॥

প্রাণে প্রাণে বাধা, কিশোরি কিশোরী,
মনে না ভাবিছ আন ।
দাসখত লিখি, লেখ লো আমায়,
সেখাগিষ্য অভিমান ॥

ও—নল জলনব অঙ্গ ।
এত থিব নিজসী তনু ॥
ও বন সবকত কাম ।
এহ কাঞ্চন কামধাম ॥
ও নব তরুণ তমাল ।
এহ মাধানাতা মাল ॥

• (বাধিকার গীত ।)

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান ।
জবলাব প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
যব কৈলু বাহিব বাহিব কৈলু যব ।
পব, কৈলু আপন আপন কৈলু পব ॥
বাতি কৈলু দিবস দিবস কৈলু বাতি ।
বুঝিতে নাবিহু বধু তোমাব পীরিতি ॥
পুনঃ তুমি যদি বঁধু নিদাকণ হও ।
মরিব তোমাব আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
শ্রীকৃষ্ণ । ওকথা তুলনা বাধে প্রাণে ব্যথা পাই ।
এস তোমা জন্মে ধবে জীবন জড়াই ॥
মুখে মুখে বুকে বুকে জীবনে মরণে ।
কিশোর কিশোরী রব প্রেম আলাপনে ॥

• (বাধিকার গীত ।)

না দুবো এবারও দিহু প্রাণ ।
অভিমান কৈলু সমাধান ॥
(আব)—কঁদালে কঁদিব না,
যবে ফিবে যাব না,
অঁখি আড় কবিব না শ্রাম ।
দেখি বাধ কি না রাখ ম নিবীর মান ॥

(বাণালগণের গীত ।)

“দেখ রাধামাধব কেলি ।
মুখতি মুদন বস থেলী ॥

(বৃন্দা, বিশাখা ও ললিতা প্রাণে ।)

ললিতা । “মখি কে ?
কুধে এসে, নবীন বাখানাবেশে,
বাখান বাজাব পাশে, দাঁড়াবে তে এসে,
কাপে তম নাশে, চপলা প্রকাশে,
সুন্দাদাদাব কপ ধবেছে ।
বিশাখা । কিন্তু এ গোফুণেব
গোপাল ও ত নয়,
তা হলে কি এসন হেমকান্তি হয়,
শিবে চুড়া কিন্তু দেখ বিপর্যয়,
বিনোদবেশী গৃহে ছুটিয়ে ॥
ললিতা । বিনোদ কুবঙ্গ নন্দনখুণ্ডন,
আভাসে খেলিছে উজ্জ্বল চপলা,
কজ্জলে উজ্জ্বল, বসে চমচমা,
প্রোমে নান নান ঝিঝিছে ॥
বিশাখা । সুবল হলে মণী এ লোভনী কেন ?
নয়ন কটাক্ষ কামশল যেন,
গবলমাখা নাকা কটাক্ষ এসন,
রাখালে কে কোথা শিখেছে ॥
বৃন্দা । কিন্তু এ ছল সুন্দাবেশী বাই,
নিত্য নবলীলা এসে প্রাণ কানাই
মধু । সুন্দাকপ ছেলে প্রাণ জুড়াই,
মনি কি মাধুনা হয়েছে ॥”

সখীগণের গীত ।

রাখালগণ ।

থাক থাক অমুনি থাক যুগল ভেঙ্গে না ।	আকাশে অম্বরী গায়,
(কিশোর কিশোরী হে)	নৃত্য করে দেবতায় ;
(বড়) আশার নিধি পেয়েছি আজ	ফুল পারিজাতে পুজে সুরললনা ।
নিরাশ করো না ॥	লও হে পূজা রাখালরাজা—যুগল ভেঙ্গে না ॥
যুগলরূপে জগত হাসে,	(আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ।
সবাই যুগল ভালবাসে ;	•
যুগল শোভায় মন ভুলে যায়—যুগল সাধনা ।	যবনিকা-পতন ।
সাধ মিটাবো,বাদ সেধো না—যুগল ভেঙ্গে না ॥	—————

সমাপ্ত ।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের

সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে

এম্বারেন্ড থিয়েটারে অভিনীত

নন্দ-বিদায়

দৃশ্য-কাব্য ।

উপহার ।

অশেষ শুভানুষ্ঠান কান্যগ্রন্থ -

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল শীল

মহোদয় শ্রীকব-কমলেশ ।

মাননীয় মহোদয় !

দ্বিধ কবি—কোথায় কি পাইবে ? এই সামান্য উপহার আপনার যোগ্য না
হইলেও—প্রাণেব সহিত অর্পণ করিম। প্রেমিকদর ! প্রেমের চক্ষে সকলই সুন্দর দেখায়,
কৃষ্ণলীলায় প্রেম আছে কি না, বাছিয়া লউন ।

কোল্লগর,
মন্দিরা রাজবাটী ।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র ।

দৃশ্যকাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

স্ত্রীগণ ।

নন্দ	...	...	গোপপতি ।	যশোদা	...	...	নন্দ-গেহিণী ।
উপানন্দ	...	...	ঐ ভাতা ।	রোহিণী	...	...	বশুদেবের পত্নী ।
শ্রীকৃষ্ণ	}	...	ঐ পাননপুত্র ।	দেবকী	...	...	ঐ
বলরাম		...	...	রাধিকা	...	...	বৃষভানুরাজসুতা ।
বশুদেব	...	...	কৃষ্ণবলরামের পিতা ।	বৃন্দা	...	...	ঐ প্রধানা সখী ।
অক্রূর	...	...	ভক্ত ।	অ'স্ত	}	...	...
কংস	...	...	মথুরাপালক ।	প্রাপ্তি		...	...
সুদাম	...	...	মালাকার ।	মধুমতী	...	...	মালিনী ।

গোপগণ, রাখালগণ, মথুরাবাসীগণ, সখীগণ, কুজা ও জলবানাগণ ইত্যাদি ।
নাগরিক রজক, তন্তুবায ।

* এই দৃশ্য-কাব্যের সমুদায় গীতের সুর প্রজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মোহিতলাল গোস্বামী ও শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে ।

* চিত্রিত নীচকণ্ঠী "পূর্ণমঙ্গলী" হইতে সংগৃহীত ।

নন্দ-বিদায় ।

“মধুর নিধুবনে মৃগধ মরারি !
মৃগধ গোপনধু, লাথ লাথ সঞে,
রঙ্গে বিহরয়ে বৃষভাকুমারী ॥”

গোবিন্দদাস ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রাজ-অন্তঃপুর ।

অস্তি ও প্রাপ্তি আগীনা ।

প্রাপ্তি । কি বিষম কথা বোন ! শাস্তা
অনুচরী মুখে শুনিবু সে দিন, পিতা
নাকি ক্রমে ক্রমে, লক্ষরাজে বন্দী করি
রাখিছেন আঁধার কারাগার ? স্ত্রীপুত্র তাদের
আহা অনাথ কাঁদিছে সক্রুদ্ধে । দিদি !
পরে কেন এতই পীড়ন ? সামর্থ্য যে
দিয়াছেন বিধি, তা কি শুধু নির্দোষীরে
পীড়ন করিতে ?

অস্তি । জ্ঞানহীনা তুমি বোন ! রাজনীতি
বীরের মন্ত্রণা, নারী তুমি নারিবে বুঝিতে ।
উচ্চপ্রাণে উচ্চতম আশা ।

• প্রাপ্তি । এ বিষম অনাচারে কি আশা
মিটিবে দিদি, নান ?

অস্তি । শুভদিনে শুভক্ষেণে চামুণ্ডার পদে
লক্ষরাজা হবে বসিমান, তুষ্ট। দেবী দিবেন
অভয়, লক্ষ-রাজহুয় ফল পাইবেন পিতা,
সশরীরে যাবেন কৈলাসে ।

প্রাপ্তি । ধিক্, সে কৈলাসবাসে, ছার রাক্ষ-
সের কাজে, ধিক্ সে যজ্ঞের ফল ! আহা
বোন ! লক্ষ নারী হইবে বিধবা ।

অস্তি । ছি ছি, তুমি ওকি কথা কহ ? ক্ষীণ-
জন্মা রমণীর মত আকুল পরের আশি-
নীয়ে ? বীরনারী ! অত কোমলতা ভাল
নয় । এইতে ত তুমি বোন হয়েছ পতির
চক্ষুশূল, ধর্মকর্মের মজি, মরিতে বসেছ
অভাগিনী ।

প্রাপ্তি । না দিদি ! নারীজন্ম পাইয়াছি যদি,
তাহাতেই হয়ে থাকি যুধী ; পবিত্রদেবতা
পূজা—ব্রত আচরণ—গুরুজনে ভক্তি,
প্রেম পুরণামীজনে, পতিসেবা অনন্ত
মোহাগে পাই যেন হৃদয়ের শ্রীতি ।
বিধাতা করুন, এইতেই কাটে যেন
কাল, চাহি না রমণী প্রাণে, পুরুষ-
প্রকৃতি ।

(কংসের প্রবেশ)

কংস। শুন প্রিয়ে! ভীষণ কাহিনী। প্রাসাদের উচ্চচূড়ে দাঁড়াইয়া, আজি দেখিতে-ছিলাম স্থখে প্রকৃতি বিপ্লব; ভয়ঙ্করে ভৈরবে মিলিত। হেনকালে অকস্মাৎ দেবর্ষি আসিয়ে, তথা কহিল। আমায়, ব্রজে নন্দ গোপস্থত কানাই বলাই দেব-কীর গর্ভজাত তারা—শত্রুরূপী—বাড়িছে প্রতাপ তাহাদের, ধনুর্ঘজ্ঞ ছলে আনি নাশিতে স্থযুক্তি দিয়া গেলেন নারদ। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে, সোপান বাহিয়া নামিতেছিলাম ধীরে ধীরে। অকস্মাৎ নরকের নীল ধূমে ঘেরিল চৌদিক, পুষ্টি-গন্ধ ছড়াইয়া ঘোর বাজা বহিতে লাগিল। আকাশের গায়ে বিরাট জলদদল একত্র হইয়ে, ধরিল পৈশাচী মূর্তি বিকট ভীষণ। প্রকাণ্ড প্রদীপ্ত অগ্নি বর্ষরে ঘুরিল, অট্ট হাসি হাসিতে দামিনী দমকিল, ইরশাদ ঘোরনাদে, কি যেন কি হাঁকিয়া কহিল, —অমনি বিদীর্ণ হলো বন্ধ বস্ত্রধার—ধ্বংস হয়ে রসাতলে পশিল মথুরা, অগ্নি-সিদ্ধ উখলি ব্রহ্মাণ্ড গরাসিল। ভয়ঙ্কর পিশাচমূর্তি খল খল হাসিতে হাসিতে, অনন্ত অনলসিদ্ধ দলিল চরণে; বিকৃত তাণ্ডবে মুণ্ড খসিয়া পড়িল। ছিন্ন গ্রীবা-ভেদী—অহো! রক্ত উৎস সহ অসংখ্য পিশাচ শিশু উৎক্ষিপ্ত হইয়া, চূর্ণশির ছুলায়ে ছুলায়ে, বজ্র হাঁকে হাঁকিয়া কহিল; হ'লো হ'লো রে কংসপাত! প্রতিধ্বনি গরজি নাদিল, হ'লোরে হ'লো রে কংসপাত! পৈশাচিক মুণ্ড মুখে প্রলয় শিঙ্গায় ঘনঘন বাজিতে

লাগিল, হ'লো রে হ'লো রে কংসপাত! অহো! রাজি! কঠোর সে স্বর! মৃত্যু-ভয়ে কাঁপিয়া পলালু!

প্রাপ্তি। আহা নাথ! নিদারুণ মমতা মথিয়ে মণ্ডলিশু কেন নেশেছিলে? চক্ষে জল আসে যে এ শুনে, আর পাপ করো না প্রাণেশ!

অস্তি। পাপ কিসে? শত্রুনাশে কোথা কবে পাপ? মল্লদলে এখনি পাঠাও গোকুলে বাইয়ে তারা বাঁধিয়া আনুক গোপ গোপিনীনিকর, শত্রুপুরী সমূলে বিনাশ কর, শূলে দেহ সবাকারে নগর বাহিরে, ব্রজধাম দাও জ্বালাইয়া।

প্রাপ্তি। অত নরনাশে কিবা ফল? কৃষ্ণ যদি অরি তব, আনাও তাহারে হেথা, মিত্রভাবে রাখহ নিকটে, আদরে বনের পশু বশ; দীন তারা—দয়াগুণে বাঁধিলে তাদের অনুগত হবে চিরদিন।

কংস। হাঃ হাঃ! নারীবুদ্ধি হিতেতে ষষ্ঠ্য বিপরীত। সর্পশিশু শার্দূল শাবক যতনে লালিত হ'য়ে পালকের বন্ধ রক্ত অগ্রে করে পান।

(ত্রস্তভাবে অক্রুরের প্রবেশ)

অক্রুর। এখনও রজনী আছে, এত ত্রস্ত কি কারণে কহ নরনাথ, আবাহন করেছেন মোরে?

কংস। আজি হতে হব ত্রস্তী ধনুর্ঘজ্ঞ পুণ্য পারণায়, পশু নাশি ভূতেশের পায় ভূত-দলে নাচাব কোতুকে; দেশ দেশাত্তর হ'তে আনাইব সিদ্ধ ঋষিদলে! অদীন সামন্তগণে একত্র করিব, নিমিলিব মিলে।

• রাজদলে । মহামল্লদলে আনি রঙ্গভূমে
কৌতুক ।—

অক্রুর । ধন্ত ! সাধু-বাঞ্হা বীরবর দেবতায়
কর পরিতোষ ; মাতুক মথুরা মহোৎসবে ।
কংস । তবোপরে নিমল্লগভার, মহাভাগ ।
অগ্রে ষাও ব্রজধামে, নিমল্লিয়া আনহ
• হেথায় গোপগণ সহ নন্দ, কৃষ্ণ বলরামে ।
অক্রুর । যথা আজ্ঞা, মহীপতি । এই দণ্ডে
পালিব আদেশ ।

[অক্রুরের প্রস্থান ।

কংস । (স্বগতঃ) কালরূপী বালক দু'টায়
নাশিব টোয়ায়ে কুবলয়ে ! তাহাতে না
হয় যদি, চাণুর মুষ্টি ক মল্ল বজ্রমুঠে করিবে
সংহার ! এ কার্য সাধন হ'লে বৃষ্টি,
ভোজ, শদাহ বংশীয় একে একে করিব
বিনাশ । বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনে তেঁও
দিব বিসর্জন । বিদেষ্টা আগার কেহ
আর জীবে না জগতে । গুরু জরাময়
মোর, দ্বিবিধ বান্ধব, মিত্ররাজ—গম্বর,
• নরক, বাণ, সাহায্যে সবার আশ্রয়িক
রাজ্য আগে স্থাপিব ভারতে । পরে চাই
তেজের মন্থন ! দস্তদণ্ড—রজ্জু কঠো-
রতা—দণ্ডাধার বিক্রম বিপুল—দ্রুত
বিঘূর্ণনে দৈত্যশক্তি জাগিয়া উঠিবে ।
জ্যোতিঃহীন হবে শূন্যে জ্যোতির্মমণ্ডল ।
চক্ষু হেরি মরের মহিমা, অগরে গনিবে
বিভীষিকা ।

[প্রস্থান ।

প্রথম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

নন্দরাণীর প্রাঙ্গণ ।

শ্রীদাম, সুবল ইত্যাদি রাখালগণ ।

গীত ।

জাগ জাগ রে কানাই, জাগ জাগ রে বলাই,
প্রাণের সাথী আয় জেগে আয় ।
ও ভাই গোষ্ঠে যাবার বেলা ব'য়ে যায় ॥

কোথায় গো মা নন্দরাণী,
সাজিয়ে দে তোর নীলমণি ;
(ও তোর) সোণার চাঁদের চাঁদমুখে
ফাঁদ পাতা আছে গো ;—

তাইতে সবাই ধরা দিতে আসি গো ;—
তাদের দেখ্বে ব'লে সবাই ফিরে চায় ।
ওগো গাভী বৎস চেয়ে চেয়ে যায় ॥

(যশোদা ও রোহিণীর গান করিতে করিতে
কৃষ্ণ বলরামকে লইয়া প্রবেশ ।)

*নাচত মোহন নন্দভূজাল ।

রঞ্জন চরণে মঞ্জীর ঘন বাজত,
কিঙ্কিনী তাহে রসাল ॥

শূল পঙ্কজদল, জিনিয়া চরণতল,
অরুণ কিরণ কিয়ে আভা ।

তাহার উপরে নখ, চান্দ স্নেহোজিত,
হেরইতে জগজন লোভা ॥

মণি আভরণ কত, অক্ষুহি বালকত,
নাগায় মুকুতা কিবা দোলে ।

মা মা মা মা বলি, চাঁদবদন তুলি,
নবীন কোকিল যেন বোলে ॥

যশোদা ।—

মাধব মিনতি নাগে, না ধাইও ধেনুর আগে,
পরাণেব পরাণ নীলমণি ।
নিকটে রাখিও ধেনু, পুরিও মোহন বেণু,
ঘরে বসি আমি যেন গুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম স্তদাম তোবা পাছে ।
তুমি তাঁর মাঝে ধেনো, সঙ্গছাড়া নাহি হ'যো,
মাঠে বড় বিপ্লব আছে ॥
ক্ষুধা পেলে চেয়ে খেও, পথপানে চেয়ে যেও,
অতিশয় তৃণাকুর পথে ।
কারু বোলে বড় ধেনু, ফিরাতে না যেও কানু,
হাত তুলি দেহ মোব মাথে ॥
থাকিও তরুর ছায়, মিনতি করিছে মাগ,
রবি যেন না লাগয়ে গায় ।
তৃষা পেলে চেও বাবি, বলাই ধরিবে ঝারি,
নামিও না যেন যমুনায় ॥
সবলে ।—

প্রাণের টানে প্রাণগোপালে
সঙ্গে ল'য়ে যাই ।
রাখালরাজা আমাদের মা কানাই বলাই ।

রাখালগণের গীত ।

হেলে ছলে নেচে চল গোষ্ঠবিহাবী ।
চঞ্চল দিঠি মিঠি রঞ্জে বিথারি ॥
বক্ষিম ঠাম শিরে শিখি-পাখা শোভয়ে,
সুন্দর পীতধটী কটিতট বেড়য়ে ;
নুপুর রুহু রুহু, ঘুঙ্গুর রুহু রুহু,
নাচত বাজত বংশী বোলায়ত ;—
ধীরে ফিরে চায় ধায় ধেনু ছ'ধারি ॥

[গাইতে গাইতে সক—

বোঃ ও যশোঃ ।—

আ মবি কি পায পাব,
কানাই বলাই যায়,
জাগে পাছে ধায় শিশুগণ ।
নাজে ঐ শিঙ্গা বেণু, গগনে গোকুর রেণু,
দশদিক আঁধারে মগন ॥
আগে আগে বৎসপাল, পিছে ধায় ব্রজ-বলি,
হৈ হৈ তুলি বন রোল ।
চৌদিকে পড়িল মাড়া, বাজিল প্রভাতী কাড়া,
প্রজবাসী আনন্দে বিভোল ॥
[যশোদা ও রোহিণীর প্রস্থান ।

প্রথম অঙ্ক ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

গোষ্ঠ ।

বৃক্ষমূলে কৃষ্ণবলবাগ—চতুর্দিকে ধেনু, বৎস ও
রাখালগণ ।

সুবল—

নাচ না ভাই কানাই বলাই কদম্বতলে ।

• নব-ফুলের মালা গোঁথে
পর্যাই তোদের গলে ।

রাখালগণের ।—

ফুলের মালায় সাজবে ভাল রাগকানু ছ'লাই
থবে থরে আয় না রে ভাই
প্রাণ ভ'বে সাজাই ॥
রূপেব ছটায় মাতবে গোকুল,

চোখের দেখায় আশ মিটে না
প্রাণের দেখা চাই,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেয বলে তাই,
সদাই দেখা পাই ॥

বলরাম । হ'লো বেলা অবসান,

• ক্ষুধায় আকুল প্রাণ,
বনফল তুলে আনি রঙ্গে ।

[সকলের প্রস্থান ।

(গান করিতে করিতে অক্রুরের প্রবেশ)

অক্রুরের গীত ।

কোথায় দীনবন্ধু আমায় দেখা দাও
বিকসিত কৌকনদ বিনিদিত, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ
যব সরোজ ত্রিকোণমস্তিকাপত্রাদি চিহ্নিত

চরণতল আমায় দেখাও ।

মংস্থিতাঙ্গুলি সংস্থিত জিতশশীমণ্ডল
নখমণিমণ্ডল চরণোন্নতী মুক্তাদিজড়িত
কনকম্পুরাদিশোভিত ভুজযুগ জাক্ষুদ্রয
করিকরবিনিদিতোরুযুগল, কেশরীবিনি-
দিতকীর্ণমধ্যদেশার্ণিত স্বনজ্বলনকটিধৃত
পীতবদনাঞ্চল বালমল মণিময় শৃঙ্গলচুম্বিত
নাভিকমলবিলম্ব লোমরাশি বিরাজিত
ভৃগুপদলঙ্কিত শ্রীবৎসালঙ্কিত

বক্ষঃস্থল আমায় দেখাও ।

ললিত কঙ্ককণ্ঠ কনকময় তাড়তোড়
বলয়াঙ্গদাসুরীকরাদিমণ্ডল মণ্ডিতাজানুলম্বিত

বাহুযুগল আমায় দেখাও ।

বেণুনাদিতানিদিত ভুবনমনোরঞ্জন গানাকুলিত
গোপরমণীগণমিত বিকশিতজিতকুন্দকুটল]

• দশনপাটলকান্তিপাটলিতপকবিশ্ব
বিড়ম্বিতোষ্ঠাধরাস্তরালমৃদুমধুরমন্দহাস্যযুক্ত

মুখপঙ্কজ আমায় দেখাও ।

গৃধ্রিনীগণ গঞ্জিতকৃতিযুগল মকরাতিকম্পিত
ময়ূরপুচ্ছশোভিত সজলনবনীলদ নীলকান্তি
কোটিকন্দর্পদর্পখর্ষকারী

শ্রীহৃন্দাবনবিহারী আমায় দেখা দাও ।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি ।)

অক্রুর । ঐ যে অদূরে বংশীরব, এই পথে
আমিছেন তবে শ্রামরায় । রোমানকিত
তলু, শ্রাম দরশন আশে, পুষ্পকে শিহরি
থাকি থাকি, ভেটিব প্রাণের নিধি ।
আরে প্রাণ ! রহ রহ স্থির । নবীন
নীলদ ঐঃ সঙ্কুথে তোমার । কালরূপ
ধরা-আলো-কণা ।

গীত ।

ঐ কালশশী এল রে আমার
চলনে বলনে প্রেম বারে অনিবার ;
কি মাধুরী গরি গরি রাখালরাজার ॥
কিবা ত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠাম, নবীন নীলদ শ্রাম,
কত চন্দ্র চরণে শোভে সিত সুধাধার ।
গরি মন্দ গমনে আসে বঁধুয়া রাধার ॥
অক্রুর । অন্তরালে থাকি ততক্ষণ ।

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব করি দরশন ।

[অন্তরালে প্রস্থান ।

(রাখালগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের ফল
লইয়া প্রবেশ ।)

শ্রীকৃষ্ণ । আয় সবে মেজি, করিয়া মণ্ডলী,
ভোজন করি রে সুখে ।

(ভোজন ।)

শ্রীদাম । আয় রে গোপাল, ফল সরসাল,
আয় তুলে দিই মুখে ।

(শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রদান ।)

সুদাম । ওরে ওরে ভাই, আমার কানাই,
আমারে বড় ভালবাসে ।
আমার মুখে, বসি খাষ মুখে,
সদা রয়ে মোর পাশে ॥

(মুখে প্রদান ।)

(ফল খাইতে খাইতে রাখালবালকের প্রবেশ ।)
রাখাল । ভাই কানাই । এই ফলটি বড়
মিষ্ট লেগেছে । আমি যে একলা খেতে
পারিনে ভাই ! তুই একটু খা ।

(মুখে প্রদান ।)

কৃষ্ণ । (খাইয়া) ভাই ! এ ফলটি আমারও
যে বড় মিষ্ট লাগল ; এত ফল খেলেম,
এমন মিষ্ট একটিও লাগে নি । ভাই !
তুই ফল পাড়তে যেমে গেছিস, আয়
তোকে কোলে নিয়ে বাতাস করি ॥

বলরাম । পাল জড় কর ক্রীদাম—সান দাও
শিক্ষায় ।

[রাখালগণের প্রস্থান ।

অক্রুর । (প্রবিষ্ট হইয়া) প্রধানপুরুষ আত্ম
জগতের পতি, জগৎকারণালয় জগতের
গতি । স্বাংশে পূর্ণ অবতার হ'য়ে হুই-
জন, জগতের হিত হেতু করিছ ক্রীড়ন ।
শরীরের তেজে সর্ব অন্ধকার হরা, চন্দ্রমা
সমান দশদিক আলো করা ।

শ্রীকৃষ্ণ । স্বাগত হে ভক্তপ্রধান ! এস, দাও
প্রেম-আলিঙ্গন ।

অক্রুর । ইষ্টদেব ! নমে দাস ও পদ-
রাজীবে । (প্রণাম)

শ্রীকৃষ্ণ । কি কর পিতৃব্য ! নহি নমস্ত তোমার ।
(সন্নেহে আলিঙ্গন)

বলরাম । কহ গো পিতৃব্য ! কহ কুশল
সংবাদ জ্ঞাতি বন্ধু কে কেমন আছে ?

দুরাত্মা দানব কংস, পিতায় মাতায়
আমাদের, বন্ধনে রেখেছে না কি প্রসূর-
কারায় ? অনিদ্রায় অনাহারে নিশি
দিবা করেন যাপন না কি তাঁরা ?

শ্রীকৃষ্ণ । কহ! আর্ধ্য ! কহ ওন আগমন-
কারণ হেথায় ।

অক্রুর । কি আর কহি বৎস ! জ্ঞাতি
সনে কংসের শত্রুতা সদাকাল । নার-
দের মুখে তব শুনি পরিচয়, ধনুর্যজ্ঞ করি-
য়াছে পাপী । নিমজ্জিতে প্রেরেছে আমায় ।
ছলেতে লইয়া গিয়া আপন ভবনে,
বধিবে তোমারে কংস ভাবিয়াছে মনে ।
মল্লমনে করিয়া মল্লণা, এই যুক্তি করিয়াছে
সার । কংসের প্রসাদে ভাগ্য সফল
করিতু কংস-কৃপাবলে কৃষ্ণপদ নিরখিতু,
লক্ষ্মী-জুড়ে ঘে চরণ করেন ধারণ, যে
চরণ মুনিজন ভাবে সর্বক্ষণ, যে চরণ
সদা চিন্তা করে শান্তজন, অজ্ঞ আমি
নয়নে দেখিতু সে চরণ । বাহু প্রসারিয়ে
বিভু দিলে আলিঙ্গন । স্পর্শমাত্র আত্মা
মন হইল শোধন । পূর্বজন্ম কর্মবন্ধ
ক্ষয় হ'লো এবে । তরিলাম আত্মগয় তব
পদ সেবে ।

শ্রীকৃষ্ণ । চল আর্ধ্য পিতার সমীপে । আয়
ভাই তোরাও আয় ।

[গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত
রাখালগণের প্রস্থান ।

আয় রে আয় রাখালরাজের সঙ্গে
যাবি কে কে আয় ।

প্রাণের নিধি প্রাণ কেড়ে নে
একলা ফেলে চলে যায় ॥

• বঁধন ধোরে টান্ছে কালা,
আয় চলে আয় থাকতে বেলা ;
প্রাণ গেলে প্রাণ ফিগুবে না'ক
কাঁদতে হবে প্রেমের দায় ॥

প্রথম অঙ্ক ।

—*—

চতুর্থ দৃশ্য ।

নন্দালয় ।

(শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ ।)

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম । কৈ মা ? কোথা মা ?
ওমা ! কোলে নে মা ! ননী দে ননী দে,
ওমা ! বড় ক্ষুধা পেয়েছে মা ।

(রোহিণীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ।) *
গোষ্ঠে হ'তে আইল নন্দভুলাল (আমার)
গোধূলি-ধূসর, শ্যাম কলেবর,
আজাভুলান্নিত বনমাল ।

• যন যন শিখা বেগু শুনিয়া বরজ-
বাসিগণ সব ধায়,
মঙ্গল খারি দীপ করে বধূগণ
মন্দির-দুয়ারে দাঁড়ায়,
ধেবু বৎসগণ গোষ্ঠে পরবেশল
মন্দিরে চলে নন্দলাল ।
আকুল পশ্বে যশোমতী ধাইল,
বারবার দুটি আঁখি লাল ॥

[কৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া রোহিণীর প্রস্থান ।

(অক্রুরসহ নন্দ, উপানন্দ ইত্যাদির প্রবেশ)

অক্রুর । ভ্রাতৃদূর সমাদরে তব ! পুণ্যবান
নরকুলে, দেব প্রিয় ভূমি গোপবাণ,
শান্তি তব গৃহে বিদ্যাদিত ।

নন্দ । কহ' দেব কিবা অভিনায়ে, স্পর্শিত ও
পদ দীন দরিদ্র আবাসে ।

(কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ ।)

অক্রুর । নিমজ্জন করিতে এসেছি গোপ-
পতি । ধনুর্যজ্ঞ করিয়াছে মথুরা-পালক,
দেশ-দেশান্তর হ'তে অসংখ্য সামন্ত,
রাজা, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, যোগী, ঋষি, হবে
সমাপ্ত, মহা-সমারোহ মথুরায় ! কংসের
আদেশে আমি আসিয়াছি নিমজ্জিতে হেথা
তোমায় ও তোমার দুই কিশোর তনয়ে ।
কন্য শুভদিন, মম সাথে যাত্রা কর ধীর !

নন্দ । সর্বনাশ ! একি কথা কহ দেব !
ননীর পুতলী শিশু কানাই বলাই,
কেমনে যাইবে তথাকারে ? আমি অনা-
য়সে পারি যাইতে সেবক সহ রাজদর-
শনে । এই ভিক্ষা দাও দেব । কৃষ্ণ-
বলরাম মোর গৃহিণীর বড় যতনের,
এক দণ্ড তরে তিতি চক্ষু আড় করিতে
না চান, কি বলিব মহাভাগ ! অসংখ্য
গমন এদের ।

শ্রীকৃষ্ণ । কেন পিতা হেন কথা কন ? তব
সঙ্গে যাব মোরা যজ্ঞ দেখিবারে, নাগা
কেন দিবেন জননী ? বিশেষতঃ এ
জনমে দেখি নাই রাজধানী কেমন
সুন্দর, শুনেছি নগর বড় শোভার আকর,
দেখি নাই চক্ষে কখনও ।

বলরাম । কানন, গরিব, মর, নৈল, গুণ্ড-
গ্রাম, জগাবধি দেখিতেছি শুধু । শুনি-
য়াছি, মথুরা ভুবন সজ্জিত অসংখ্য হর্ষে,
পূর্ণ জনতায় ; সে দৃশ্য লেখিব বড় সাধ ।

নন্দ । যাও নন্দ ! কি বুঝিবি আমাদ
যে ভয় ? কেন যে শিহরে উঠে এ গোপ

পরাণ, কেন শূন্য হেরি ত্রিভুবন, কেন
বা এ হৃদিমারো বিরাট জলদ-ছায়া
হতেছে বিস্তার, কেন বা ভাবনানলে
হৃদি ছারখার প্রাণময় খুঁজি যাহা নাহি
পাই খুঁজে, পিতাব মাতার প্রাণ তনয়ে
কি বুঝা ?

অক্রুর । শান্ত হও গোপপতি !
বিসর্জন দাও ভাবনায ।

নন্দ । তব বাক্যে হে বৈষ্ণব ! সাহস বাঁধিহু
হৃদে, আজ্ঞা তব করিব পালন । যাও
হে গোপের দল ভেরীরব কর ঢাবিদিকে ;
সমস্ত পোকুলবাসী যেন একত্রিত হয়
আমি দুয়ারে আমার কালি প্রাতে, উপ-
হার সহ যাইতে হইবে মথুরায়, ভাগ্যে
থাকে হইবেক রাজদরশন, মহোৎসবে
মাতিব তথায় ।

[গোপগণের প্রস্থান ।

যাও বৎস কানাই বলাই, অতিথি দেবতা
সম, পূজ পদ যথাবিধি, বিজ্ঞানের দেখ
আয়োজন ।

[সকলেব প্রস্থান ।

(পটক্ষেপণ ।)

—*—

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

—*—

প্রথম দৃশ্য ।

যশোদা উপস্থিত—শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত ।

যশোদার গীত ।

ওবে নিশি কেন পোহাইতে চায়,
শশী কেন গগনে মিশায় ।

যেও না মিনতি করি, তুমি গেলে ফরা করি,
আমার আলো-করা কালশশী যাবে মথুরায় ॥
কৃষ্ণ । মা—মা—মা !

যশোদা । বাপ নীলমণি ! শান্ত হও ! মার
কথা শোন, ঘুমোও ।

শ্রীকৃষ্ণের গীত ।

ওমা আর আমি ঘুমাব না,
কোলে তোর শোব না ;

চুড়া ধড়া কটি-বেড়া আর আমি পবিব না ।
মথুরা না যেতে দিলে তোর ব্রজপুরে রব না ॥

যশোদা । নীলমণি ! তুই কি জানিসনে—
তুই গোষ্ঠে গেলে আমি পথপানে চেয়ে
থাকি ? বৎস-হারা গাভীর ছায় বার-
বাব গোষ্ঠেব দিকে যাই—ক্ষীর, সর,
নবনী নিয়ে পথে দাঁড়াই ? বারবার
সূর্যের পানে দেখি—কেঁদে বলি, দীন-
নাথ । তুমি অস্তে যাও, তা হ'লে আমার
নীলমণি যেরে আসবে । কোকিল ডাকলে
ভাবি, তুই বাঁশী বাজিয়ে ফিরে আস-
চিস । তোর চাদমুখ না দেখলে আমি
দশদিক্ অন্ধকার দেখি । তোরে কোন্
প্রাণে মথুরায় পাঠাব ? আমার কি মা'র
প্রাণ নয় ? নীলমণি ! তোরে মনীর তরে
বৈধেছিলাম ব'লে কি প্রাণে ব্যথা দিতে
চাস ? মথুরায় যেতে আর চেও না, ও
কথা শুন্লে আমার হৃদয়ে শেল বাজে ।
ও কথা আর বলো না, বললে আর মাকে
পাবে না । নীলমণি ! তুই মাকে ছেড়ে
কেমন করে যাবি ?

কৃষ্ণ ।—তুমি ঐ কেমন ? তুমি গোষ্ঠে
পাঠিয়ে দিতে অমুনি কর—বাবা যাবি,

বল্যাই দাদা যাবে, রাখালেরা যাবে—এক-
বার রাজসভা দেখবো আর ছুটে তোর
কাছে চলে আসবো। হেই মা। আমি
কখন রাজসভা দেখি নি। মা যাব মা ?
যশোদা।—না নীলমণি। তোর ছেড়ে দেব
না—আমার মনে হয়, তোর ছেড়ে দিলে
আব পাব না—আমার আর কেউ
নাই, তা কি তুই জানিস্নে গোপাল ?
নীলরতন। তুই যশোদার সর্বস্বধন,
অন্ধের নয়ন, কান্দালের নিধি, তোর
আমি ছেড়ে দেব না।

কৃষ্ণ।—আচ্ছা মা। তাকে যদি এক ফিকির
বোলে দি—তুই চোক বোবাদিকিন—
আমায় দেখতে পাবি। তুমি চোক
বুজে থাকবে—আমি তোমাব কাছে
দাঁড়িয়ে থাকবো, তার পর মথুরা থেকে
এসে মা বোলে ননী চাব—তুমি অমনি
চোক চাইবে, কোলে নেবে—ননী দেবে।
যশোদা।—তুই যাস্নে। তোর না দেখতে
পেলে আমি যমুনায় বাঁপ দেব। আমি
এক দণ্ড তোর ছেড়ে থাকতে পারি
না। গোপাল। আমায় মা বলবার কি
কেউ আছে ? বাপধন। আর মাকে
কঁাদিও না।

কৃষ্ণ।—আচ্ছা মা। তুমি কেন চোক বুজে
দেখ না; না যেতে দাও—যাব না,
চোখ বুজে দেখ দেখি।

যশোদা।—(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) এ কি ?
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী। এ কি ?
এ কি ? আমার গোপালেরে এমন দেখ-
নোম কেন ? ওমা ! ওমা ! বেষ্টের বাছা !
যশীর দাস ওমা ! এমন দেখলোম কেন ?

কৃষ্ণ।—কেন মা ? কি দেখলো ? মা ! তোমার
পায়ে পড়ি মা, আমায় যেতে দাও !
নইলে সমস্ত দিন তোমার পায়ে পড়ে
কঁাদবো, আর তোমায় মা বলবো না।
যশোদা। গোপাল ! তুই কি মাকে ছেড়ে
একান্তই যাবি ?

কৃষ্ণ।—যেতে দে মা !

যশোদা। বাপরে ! আমি অন্ধকার ঘরে কি
নিয়ে থাকবো ? আমি দশ দিক শূন্য
দেখছি ; আমার দেহে প্রাণ শূন্য—ব্রজ
শূন্য—গোপ-গোপী জীবনশূন্য বোধ
হচ্ছে। গাভীগণ আমায় হাস্য রবে
নিবারণ কচ্ছে—নন্দরাণি। তোমার
গোপালকে ছেড়ে দিও না—ছেড়ে দিলে
আর আসবে না। পাখীগণ যেন কঁদে
কঁদে ব'লছে, নন্দরাণী ব্রজশূন্য ক'রে
তোমার নীলমণিকে পাঠিও না। যেন
ফুলকুল আকুল হ'য়ে চেয়ে র'য়েছে, যেন
নীরবে ব'লছে—নিষ্ঠুর নন্দরাণি। নিষ্ঠুর
যশোদা ! তোর নীলমণিকে ছেড়ে দেবে,
আর আমরা দেখতে পাব না। গোপাল !
গোপাল ! আমি তোর ছেড়ে দেব না।

কৃষ্ণ।—দে মা ! মথুরা যেতে দে মা। যখন
বিরলে ব'সে আমায় দেখতে চানি, দেখা
পাবি, এসে—হেসে হেসে নেচে নেচে
ননী চাব—ননী খাবো—মা মা বলে
ডেকে তোর কোলে শোব গো।

যশোদা।—ওরে বাপ ! পরীক্ষা দে দেখি
তার, ঘরের বাহিরে যা, ডেকে দেখি,
পাই কি না পাই ?

কৃষ্ণ।—ভাল গো মা ! তাই দেখা দেবো।

মা তুই, তোরে কি মা ভুলিয়ে রেখে
যাব ?

[প্রস্থান]

যশোদা। আয় বাপ, আয় কৃষ্ণ ! আয়রে
নীলমণি। আয় আয় আয়—আয় বাপ !

(ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ।)

নেপথ্যে কৃষ্ণ। মা মা ! দেখা কি পেয়েছ ?
যাই আমি, ভাল ক'রে দেখ ।
(ছায়ামূর্তির তিরোভাব ও কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ)
কৃষ্ণ। এই ত মা আমায় দেখেচিস, তবে
যেতে দে !

যশোদা। না না, যেতে দেব না, তুমি
আমার বুকে থাক ।

কৃষ্ণ। কেন মা ! তুমি ত ডাকলেই দেখতে
পাচ্ছ, ছেড়ে দেবে না কেন ?

যশোদা। আমার প্রাণ কেমন করে ।

কৃষ্ণ। মা ! সত্যি বলছি, তুমি ডাকলেই
এগনি করে দেখা দেব ।

যশোদা। তোর দেখা পাব ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ মা, তবে যাই ।

যশোদা। তবে এস ।

কৃষ্ণ। আসবো কোথা মা ? এই যে রয়েছি ।
বল, গোপাল যাও ! মা যাই ?

যশোদা। নীলমণি এস ।

কৃষ্ণ। তুই বলবি কি না বল !

যশোদা। ওরে যাও বলতে পারিনে যে !

আমার যে প্রাণ ফেটে যায় ।

কৃষ্ণ। বল না মা ! তুমি না বললে আমি
যাব কেমন করে ?

যশোদা। তবে যাও বাবা, যজ্ঞ দেখে এস ।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান]

গীত ।

ঐ রে আমার প্রাণের নিধি
গোকুল ত্যজে যায় ।

ওরে ফিবিয়া নিয়ে আয় ;
অভাগিনীর কপালদোষে ফিরেও যে না চায় ॥

আর কে আমায় বলবে রে মা,

(মাখন) তুঙ্গে দেব কার মুখে বা ;
কার মুখে বা শুনবো আমি আধ আধ রা ;
প্রাণ-পাখী প্রাণকৃষ্ণ সনে
আপন সনে ঐ পলায় ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

গোপীকুঞ্জ ।

(রাধিকা ও সখীগণ আসীনা ।)

(রাধিকার গীত ।)

চাঁদ ডুবিল ঐ, শ্রামচাঁদ কৈ সই ।
প্রাণ সঁপিয়ে আর কার বা শরণ লই ॥
আজি ছিল রে আশ,
(আমি) কুঞ্জে করিব রাস ;
রাত্রি কাটিয়ে যাঘ কতই জাগিয়ে রই,
প্রেম শুকাল হৃদে সে শঠ কপট বই ॥

(সখীগণের গীত ।)

তাজ সখি নিষ্ঠুর নটবর আশ ।
যামিনী শেষ হলো সকলি নৈরাশ ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার,
ভাসায়ে দাও সখি বঞ্চে যমুনার ;
নিসরি আজি হ'তে পিরীতি-বিলাস,
প্রেম ফিরায়ে লহ কানু কি পাশ ॥

রাধিকা ।—

আমি কালারে পাইতে সকলি ত্যজিছু*

কত লোকে কত কয় ।

কলঙ্ক পসরা শিরে যার তরে

সে ধনে অপরে লয় ॥

কেমনে বা সই, কেমনে বা রই,

কিমে বা বাধিব হিয়া ।

আমার নাগর, যায় পরঘর,

আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥

দেখিব যে দিন, আপন নয়নে,

তার মনে মোর কথা ।

মুড়াইব কেশ, ছিঁড়িব স্রবশ,

ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥

প্রাণনাথে মোর, এমন করিল,

না জানে সে জন কে ।

আমার এ প্রাণ, জলিছে যেমন,

এমনি জলুক সে ॥

বিশাখা । ধৈর্য ধর শ্রাম-মোহাগিনী, *

মনে না ভাবিহ আন ।

তুমি সে শ্রামের সরবস্ত্র ধন,

শ্রাম সে তোমারি প্রাণ ॥

(বৃন্দার প্রবেশ ।)

গীত ।

আর কার তরে নিশি জাগিয়ে জাপিছ রাই ।

যার আসা আশে আশা

আর তার আশা নাই ॥

শঠ নট শ্রামরায়, চলিল লো মথুরায়,

বিরহ-অনলে প্রেম পুড়িয়ে হইবে ছাই ॥

রাধিকা । কি হলো কি হলো সই ?

বৃন্দা । সর্বনাশ কারে কই ? মথুরায় যাবে

বনশ্রাম ! কে জানে অক্রুর কে সে

এসেছে নন্দের বাগে, মজাইতে বুঝি

ব্রজধাম । পড়েছে নন্দের কাড়া,

সাজিছে সকল পাড়া, রাজাদেশ বড়ই

কঠিন । মহামহোৎসব হবে, দেখিতে

যাইবে সবে, গোকুল হইবে কৃষ্ণহীন ।

(রাধিকার মুচ্ছা ও মুচ্ছাভঞ্জে গীত ।)

যারে ছেড়ে সাধের নীলরতন,

আগে ভাগে তাই এত উচাটন মন ॥

যেন কিছু হারাই হারাই,

যেন কিছু খুঁজিয়া না পাই,

(ওরে) কে জানিত হারাইতে হবে শ্রামধন ॥

কপাল ভেঙ্গেছে বুঝি সই,

কাল বিনে কণে মনে ভাবিলো কতই ;

সে কাল যাইবে চলে, একেবারে পায়ে ঠেলে,

(গোপিনীর) অকালে শুকাবে

হায় সাধের জীবন ॥

[সকলের প্রস্থান ।]

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

যমুনাতীরস্থ পথ ।

(রথোপরি-কৃষ্ণ বলরাম, জলমধ্যে অক্রুর ।)

শ্রীকৃষ্ণ । দৈববল চায় দেখিবারে বলদেব,

অক্রুর সাধু ভকতপ্রধান । মঙ্গলমুখ মত

ধীর—চেয়ে থাকে মুখ পানে মোর,

ভক্তিজ্যোত নয়নের নীরসহ গড়ায়

কপোলে ; চিনিতে পেরেছে সাধু কিঞ্চিৎ

কিঞ্চিৎ আরও চেনা, চাই—চেনাবারে ।

বলরাম । পূর্ণকায় পুরাতন ঋষি তুমি ভাই,

ভকতের ভৃত্য চিরকাল ; নতুবা কি কটু
ভৃগু পদাঘাতে বক্ষ পাতিয়া রাখিতে ?
শ্রীকৃষ্ণ । প্রধান ভকতে তবে, প্রথম মিলন-
মন্ত্র দিই শিখাইয়া । স্নান হেতু পশেছে
কালিন্দীজলে—অক্রুর ভকতশিরোমণি ;
ব্রহ্মমূর্তি দেখাইব সলিলমাঝারে ।

বলরাম । প্রেমে মাতোয়ারা ভাই, প্রেমব্রত
ক'বেছ ধারণ ; শিখায়েছ প্রেমছলা
আবাল বনিতা বৃদ্ধে এই গোকুলের
গোপবালা ক্রীড়া ছলে প্রেমের রহস্য
ভেদিয়াছে ; প্রেমে পুনঃ যাও ভাই
প্রেমমন্ড্রে ভকতে মাতাও !

অক্রুর । সাধনার প্রেমনিধি তুমি দয়াময় !
চিনেছ এ দরিদ্র ভকত । এই যে
দেখিছ নারায়ণমূর্তি তব কালিন্দী-
সলিলে । (গীত গাইতে গাইতে

অক্রুরের জল হইতে উত্থান)

ওহে ভক্তবান্ধা-কলতরু তোমায় চিনেছি হে ।
ওহে ত্রিভঙ্গভঙ্গিম কালা তোমায় চিনেছি হে ॥
ওহে নবীননীরদশ্যাম তোমায় চিনেছি হে ।
ওহে গোলোকবিহারী তোমায় চিনেছি হে ॥

তোমায় চিনেছি হে, চিনেছি হে,

আমি তোমায় মজেছি হে ।

আর তো তুমি লুকাতে নারিবে হে ।

আমি দেখেই তোমায় মজেছি হে ॥

শ্রীকৃষ্ণ । সে কি সাধু ! অসম্ভব কথা কেন
কহ ? দুইভাইয়ে রয়েছি হেথায়—ব্রজের
বালক মোরা, তাই বুঝি কর উপহাস ?

অক্রুর । ভক্তিন্দোরে বাঁধিব তোমায় উপ-
হাস নহে এ কেশব । অগাধ সলিলে
পড়ে থাকয়ে রতন, সে রত্ন কি তোলে না
কেহই ? ভগ্নঢাকা স্তম্ভের অনল, ফুৎ-

কারে প্রকাশে নিজ জ্যোতিঃ । জ্যোতি-
র্মাষ কি লুকাও মোরে ? প্রাণ ভ'রে
ডাকি তব নাম, সার্থক জীবন হ'লো ইষ্ট-
দরশনে, পরশনে সাযুজ্য লভিব ।

শ্রীকৃষ্ণ । ভাল তা সকলই হবে ! চল সাধু
যাই এবে সকলে ত করেছে গমন ।

বলরাম । চলহ ছরিত, গোপাঙ্গনা আসিয়াছে
ছুটিয়া আলু থালু কেশ বেশ উন্মাদিনী-
গত ।

(বৃন্দার প্রবেশ)

গীত ।

মাধব তব বিধুবদনা,

কখন না জানে বিরহ বেদনা ।

তুমি পরদেশে যাবে, প্রাণ তো নাহি রবে,
রথ রাখি দেখ চেয়ে, আসে অচেতনা ।

ছায়ারূপিনী বামা ছত্যাশে মলিনা ॥

(গোপিনীগণের সহিত রাধিকার প্রবেশ)

গীত ।

স্বপ্ন রাখ হে রাখ হে শ্রাম ।

একবার ভাল ক'রে তোমায় দেখি হে,

তুমি যে ব্রজবা পীর প্রাণ ॥

তোমার চক্রবলে চক্রফলে পড়ি গুণধাম,

প্রাণে বধি যাও হে চলি বংশীবয়ান ;

(শ্রীকৃষ্ণের গীত ।)

সুন্দরি । কি কহিব বচন না ফুরে ।

আইল রাজদূত, তাই চলিছ সাথে,

হের মাজিয়ে মধুপুরে ॥

পুনরাগমনে কত, সুখ উপজিব,

না ভাবিও তাহে বিলম্ব ।

হৃদয়ে খেদ দূঢ়, সহ করিয়ে রহ,

বড় রাজ-কাজ অবলম্ব ॥

[রথারে ছুণে প্রশ্নান ।

(গোপিনীগণের গীত ।)
 জনমের মত বুঝি শ্রামচাঁদ ছেড়ে যায় ।
 যান্নি যমুনা মানা শোনলো ফিরিয়ে আয় ॥
 ছিন্ন কবি প্রেমভোর,
 পলায়েছে মনচোর,
 আকুলা গোকুলবালা নিবাসনঘনে চায় ।
 কে জানে কি হ'লো জালা প্রমদার প্রেমদায়া ॥
 পটক্ষেপণ ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

মথুরা-রাজপথ ।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ।

বলরাম । চমৎকার ! দেখিলে কেশব কি
 হৃদয় পুরী, এ মথুরা ! কিন্তু এবিধ যেতে
 হবে ভাই কংসরাজ দরবারে, রাখালের
 বেশে তথা পশিব কেমনে ?
 শ্রীকৃষ্ণ । আগিছে রজক ওই, এস ভাই
 তাজি এ রাখালবেশ, নগরে এ সাজ ভাল
 নয়, হুসাজে সাজাই তবু ।
 (রজকের প্রবেশ ।)

শ্রীকৃষ্ণ । হে রজক ! দেহ মোর চমৎকার
 সাজ, যা আছে বাহির কর, ভাল ভাল
 লইব বাছিয়া ।

রজক ।

তাইত ? এ যে নীওন পুতের
 চাঁদ ধরবার সাধ ।

কাজ কি বেটা অত্র সাজে
 রূপেক তো ওই ছাঁদ

৭

জেনে শুনে কোম্‌নে কথা
 পড়'বি বুঝি মারা ।
 রাজার রজক যাছি বোয়ে
 রাজার জামা জোড়া ॥
 কালটে ছোঁড়া শ্রাকুড়া পবা
 ঐ মেজেছে ভাল ।
 পথ ছেড়ে দে রাজবাড়ী যাই
 সন্ধ্যা হয়ে এলো ॥

বলরাম । হ'ক সে রাজার বেশ, এখনি তা
 চাই আমাদের, বৃথা বাক্যব্যয় মিছে,
 বিপদ ঘটাবি কেন বল ? দুটী সাজ শীঘ্র
 দে বাছিয়া ।

রজক ।

বড় যে বাড়ালি বাড়
 দ্বিধীপদের মত ।
 খাইয়ে দেব দেখ'বি তবে
 পাহারাদারের গুঁত ॥
 মড়'মড়ানি পিঠের,
 মুখের তড়বড়ানি যাবে ।
 কান্দাল পুতের রঙ্গাই নাচ,
 আপনি ভাল হবে ॥
 বিষ মাই তার চক্রখানা
 দেখছি কুলোপানা ।
 কোকিয়ে উঠে মরলি কেন্দে
 চেঙড়া রাখাল ছানা ॥

শ্রীকৃষ্ণ । এই শেষ বার বলিতেছি তোরে
 নির্দোষ, পরিচ্ছদ করে দে বাহির ;
 নতুবা এখনি, পাইবি উচিত প্রতিফল ।
 হুশুখের করিব দমন ।

রজক ।

ভয় করি কি রাজার নফর
 চোকরাঙ্গানি তোর ।

গিছে কেন ডব ডবানী,
দাঁড়িয়ে করিস জোর ॥
আলটপ্কা জুচ্চুরী ঢং
খাটবে না হেথায় ।
বাওয়া ডিমের বাচ্ছা বেটা
ঘটবে বিষম দায় ॥
সম্পদিয়ে পড়বে কৌড়া
ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবি ।
মাঝ রাস্তায় হুন্ডে প'ড়ে
মরণ খাবি খাবি ॥
ভিক্ষে ক'রে পোষাক পোয়ে
চাই নবাবী চাল ।
হতচ্ছাড়া ভেড়ের ভেড়ে
করিস কেন কাল ॥

শ্রীকৃষ্ণ । এখনও করিস উপহাস ? নির্ভীক
বর্ষের নীচ প্রতিফল সহ কর তবে ।
অদৃষ্টে যা আছে, কার সাধ্য করে তা
খণ্ডন । পাপরুতি পাপসহচর, পাপ শাস্তি
হ'ক তো সবার ।

(হস্তে মস্তকচ্ছেদন)

শ্রীকৃষ্ণ । পাইয়াছি রাজবেশ, পরিতে তো
জানি নারে তাই ।

বলরাম । আসিতেছে তন্তবায়, সাজাইতে
বলি ওরে দেখি ওকি বলে ? তন্তবায় ।
সাজাইয়া দাও হুজনায়ে ।

(তন্তবায়ের প্রবেশ)

তন্তবায় । এস গুরু ! এখনি সাজাব ।
সার্থক জন্ম মোর আজি, অনাহ্বানে
ভেটিছ অজ্ঞান—পূর্ণজানী পরম দেবতা ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

হুদামা মালাকারের মালক—সাজি

হস্তে মধুমতী)

গীত ।

মালাকে ফুল আপনি ফুটে বাস বিলাতে চায় ।
উষার কোলে হেলে ফুলে শিশির মাখে গায় ॥
ফুলে ফুলে গাঁথি মালা ফুলে ফুলে করি খেলা ;
ফুলকুমারী ফুটলে আসি হাসলে হাসি পায়,
তাড়িয়ে অলি চুমি মধু শিহরে মলয়বায় ॥
মধুমতী । আগরি মরি । গাছে গাছে, লতায়

লতায়, আজ যে ফুলের মেলা দেখি !
এত ফুল আজ কোথা থেকে এলো ?
শুধলতা, মর-মর গাছ সব ফুলের ভরে
নতিয়ে পড়েছে । আজ আর যে কোথাও
বাকী নাই, পা বাড়াতে ঠাঁই নাই, এত
ফুল তো কখনো ফোটে না । আজ যেন
ফুলরাণীর ফুল-শয্যা হয়েছে—কপালগুণে
ফুল ফুটেছে—ফুলের দেবতা এসে মান
বাঁচিয়েছে, যত ফুল চাই আজ তত
ফুল যোগাতে পারবো ।

(ফুল তুলিতে আরম্ভ)

(শ্রীকৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ)

আ মরি মরি । এই কি ফুলের দেবতা ছুটি ?
এমন রূপ তো কখনও দেখিনি, এ ছুটি
কে ? ফুল তোলা যে ভুলতে হ'লো,
হাতের সাজি হাতেই রইল ।

শ্রীকৃষ্ণ । ফুলেশ্বরী ! ফুলরাণী তুমি কি ফুলের
ফুলের গাবো ফুলের সাজি হাতে ক'রে,

ফুলে ফুলে হেলে ফুলে হান্ধ বেড়াচ্ছ ?
ফুলে যেন প্রাণ সঁপেছ।

মধুমতী। দাসীর নাম মধুমতী। এ মাল-
কের মালিনী আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। মালী কোথায় ?

মধুমতী। ইষ্টদেবের নাম কচ্ছেন, আর
ফুলের জন্ত দাসীর অপেক্ষা কচ্ছেন।
সাহস হয় না—সামান্য অবলা আমি
জিজ্ঞাসা কোতে পারি কি আপনারা
কে ? দেবতা বলে আমার বোধ হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। এ পবিত্র স্থান দেবতারই আগমন-
যোগ্য, যেখানে শান্তিরূপ মধুমতী,
সেখানে দেবতার আগমন অসম্ভব নয়।
পতিব্রতা। তোমার পতিকে আহ্বান
কর, আমরা বড় আশা ক'রে এসেছি,
একবার এমন শান্তির অধিকারী কোন
ভাগ্যবান, তা দেখবো।

মধুমতী। আস্থন। তবে এই ফুলের আসনে
ক্ষণক বসুন; আমার জীবন সার্থক
হ'য়েছে, তাঁকে এখনি ডেকে দিচ্ছি,
তিনিও এসে জীবন সার্থক করুন।

[মধুমতীর প্রস্থান।

বলরাম। পক্ষে পদ্য—ভ্রম্য মাঝে অনল-
কণিকা—পবিত্রা মালিনী, ভাই।

শ্রীকৃষ্ণ। পবিত্র মালাকারও ঐ সম্মুখে
দেখ। কি পবিত্র মূর্তি। পবিত্র কুমুদ-
মালা পবিত্র হাতেই পরবো।

(সুদামার প্রবেশ।)

সুদামা। (স্বগত) এই রূপ, এই সেই নবীন-
নীরদ শ্রাম পাশে শ্রুতবরণ বলাই।

আগুরণে শয়নে স্বপনে এই তো সেই ইষ্ট-
মূর্তি আরাধ্য আমার! (প্রকাশ্যে)

ভক্তবৎসল। আজ আমার জীবন সার্থক
হলো। এই মূর্তি, এই ভুবনমোহন রূপ,
এ জীবনে মার করেছি দেব। প্রেমমূর্তি
প্রেমের গঠন—প্রেম যেন উছলে পড়িছে,
দাও দাও দয়াসয়। প্রেমে প্রাণ মজিবে,
হৃদয়মাবো বসিয়ে রাখিব। দেখিব ও
ব্রহ্মমূর্তি জীবনে মরণে। চিনিয়াও চিনি
নাই দেব। দেখিতে মেখেছি চিরদিন
ভক্তির ভগবান। না জানি কি অনন্ত
দয়ার গুণে বাঁধিতে এসেছ। ভক্তি কৈ
ভক্তি দিতে পারিয়াছি কৈ ? সংসারের
মায়া মোহ সর্বদা ফিরায়, কত কাদি
পাছে ভুলে যাই, ভুলে পাছে একেবারে
হারাই, তাই রাখিয়াছি স্থির। এ মূর্তিতে
কে ! দেখিতে পার ? পাপী, তাপী,
অভাগা এ দীন, দীননাথ। জানি না
পূজন, জানি না ভজন। আজ্ঞা দিন,
সাজাই ও বরবপু পুষ্প আভরণে ?

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তিভরে পদাঘাত সহি রে ভক্তের !
তোমার হাতে পড়িয়াছি ধরা, যথা ইচ্ছা
কর মালাকার।

সুদামা। মধুমতি ! সত্বর মালা লয়ে এস।

(মালা হস্তে মধুমতীর প্রবেশ।)

মধুমতী। এই নাও, বিনা স্মৃতে আপনা
আপনি মালা হয়েছে গ্রথিত।

শ্রীকৃষ্ণ। সাজাও সাজাও সান্নিধ্য। পতিব্রতা
বড় ভালবাসি ফুলদামে সাজিতে হুভাই,
বালকরাখাল মোরা।

মধুমতী। বালকরাখালরূপে হৃদয়ের অমূল্য
মাণিক। প্রাণ ভরে সাজাব হৃজনে।

(ফুলের মালা প্রদান।)

সুদামা। আহা মরি, আহা মরি, দেব নয়ন !

সার্থক হইলি। চেয়ে দেখ চক্ষু খুলে
হৃদয়ের লক্ষ অঁখি খুলে, চেয়ে দেখ
সেই কি না? সেই সে মোহনমূর্তি
ত্রিতন্ত্রভঙ্গিম শান্ত দ্বিভুজ মুরলীধারী,
জ্যোতির্ময় মহান-পুরুষ।

মধুমতী। আরে আরে হৃদয়েব প্রেম। আর
কেন? উছলি পড়িবি কোন্ কালে? এই
ত সময়, আর পাবিনে রে এ সাহেব্রয়োগ,
এ মাধুরী আর ফিরিবে না! এইবাব
বক্ষ চিরে রেখে দে রে, লুকায়ে দেখ'বি,
এস নাথ। আর কেন? এস না লুটায়
পড়ি ও রাঙ্গা চরণে।

(উভয়ের ভুলুটিত হইয়া পদধারণ।)

শ্রীকৃষ্ণ। উঠ রে দম্পতি ভক্ত! ভক্তিডোকে
পড়িয়াছি বাঁধা, লহ বর যেরা বাঁধা হয়।
হৃদামা। বর আব কি লইব দেব! ছাড়িব
না চরণ জনমে! অপরূপ স্বরূপ প্রাণেশ,
হৃদে দাও অঙ্কিত করিয়া। প্রাণেব পবিত্র
গীর্থে ভক্তবাঙ্গাকল্পতরু সুবতি তোমার
স্থাপিব এ জীবনের সাধ—সেই সাধ পূর্ণ
কর আজি। হৃদয়কমলে রূপ করিয়া
স্থাপন, মুদিত কবিতা অঁখি করি দরশন,
কর যেন রত থাকে তোমার সেবায়।
মস্তক প্রণমে যেন সতত ও পায়। অঁবণ
থাকয়ে গুণকীর্তনপ্রবণে। রসনা রসিত
থাকে ও গুণ-বর্ণনে। অহেতুকী হরি-
ভক্তি করহ অর্পণ। ইহা বিমা অস্ত
ববে নাহি প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল ভাল ভক্ত মালাকার! প্রেম
ভক্তি রবে দৌহাকার। কিছুদিন কব
কার্য্য সংসাবে থাকিয়া। সংসারে পুণ্যেব
ছলি পবিত্র দম্পতি, ধনে পল্লভ কর প্রথ-

ভোগ! পবকালে পশিও গোলোকে।
যতদিন থাকিতে বাসনা হয়, থাকিয়ে
ধরায় হরিনাম করহ প্রচার।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(হৃদামা ও মধুমতী বদিত।)

হরিনাম বিলাস মথুরায়।

কে কে নিবি ছুটে আয়।

আমার প্রাণের হরিনামের স্তুতি

ঐ স্রোতের মুখে বহে যায়।

(হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!)

বল রে মন আগোব।)

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ—কৃষ্ণ বলরাম।

বলরাম। কেবা ঐ আগিতেছে ধীরে?
কুজপৃষ্ঠ জনেক রমণী। চন্দনধারিণী বাগা
বক্রকায়ামত? ওরে কুঁজি? ও কুঁজি!
আঃ, কালা না কি কুঁজি? কুঁজি তিলক
দিতে পারিস্?

(কুজার প্রবেশ।)

কুজা। কে রে অনাগুখে ধোমো! আ মরি
কি রূপের ছাঁদমি, হাঁসা মোটা হাঁদা
পেটা ঠাটাব শিরোমণি! আমার রূপ
মেই—নেই, তোর কাছে ত ধার চাই
নি বাবু? থাকলেও হাতে বা রাখতে
হতো ওই পোড়া কথা না বন্ধেকি নয়?
ওই তো আরও মানুষ আছে, কে?
আমাকে ডাকলে কি ঐ বোলে?

বদীরাম । কুঁজে যদি লজ্জা এত, কুঁজটি কেন

বাধিয়ে রাখ না ?

কুজা । মব্ মব্—নাওড়িবে ছোড়া ! এত
কেন ? মুখ যে পুড়ে যাবে ! রূপের গরব
থাকবে না, মেগেব লাখি খাবে ।

শ্রীকৃষ্ণ । রহ ভাই ! কলহের নাহি প্রয়ো-
জন ! সুবঙ্গিনী কপসী গলনা, চন্দনে
সজায়ে দেও তনু ।

কুজা । মিষ্টভাষি ! কে গো সুবসিক ? আহা
মরি মনোহর তনু ! এস মনোগত করি
চন্দনে সাজায়ে দিই কান্তি অগঠন, মদন-
মোহন কপে নবযনশ্যাম ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে সুন্দরি ! অগ্রে মম অগ্রজে
সাজাও !

(উভয়কে সাজান)

গীত ।

মোহন সাজে কি সাজে রমিকবব ।

হেরিয়ে অধির প্রাণে বাজে মনোজ-শর ॥

দেখে যা পুরবাণা, কি চারু চিকণ কালা,

পিরামা মিটবে আশা আপনা হবে পর ॥

শ্রীকৃষ্ণ । সার্থক শিখিয়াছিলে তিলকের

কারু, জান নাবী মোহিনী সমান । যে

সুখী করিলে তুমি, কি দিব তাহার

প্রতিদান ? লাবণ্যেব হার করিব রমণী

মারো তোমা । হও নারীসুন্দরী প্রাধানা ।

(অঙ্গে হস্ত প্রদান ও কুজার

সুন্দরী হওন ।)

কুজা । গুণমণি ! সুন্দরী হলেম যদি তব

করণায়, এস তবে দাসী ভবনে । হৃদয়

আসনে বসাইয়ে, জাগাইব ঘুমন্ত প্রাণ

প্রেমদাক্ষ পূর্ণাহতি দিন প্রিয়বর ।

গীত ।

এস এস হৃদে এসে ব'স কালা ত্রিভঙ্গ ।

তোমার রঙ্গভরা অঙ্গ হেরে

হার মেনেছে অনঙ্গ ॥

আমার যৌবন দিয়েছ ফিবে,

তাইতে ডাকি ফিরে ফিরে,

প্রাণ নিলে প্রাণ দিব ধ'রে

দেখ'ব কর কি রঙ্গ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । যাও বরাঙ্গিনি এবে । প্রতিজ্ঞা

রহিল মম, রাজদবশন করি, যাব তব

ভবনে সুন্দরি ! মনোরথ পূর্ণ হবে সেথা ।

কুজা । দেখো যেন ভুলে না দাসীরে !

[উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

— * —

চতুর্থ দৃশ্য ।

শয়নাগার ।

(কংস ও অস্তি ।)

অস্তি । সুখে নিদ্রা যাও প্রাণনাথ, কপি আমি
চরণ সেবন ।

কংস । কি কহিব প্রাণেশ্বর ! নিশি যত

হইতেছে শেষ, শিহরণ ততই বাড়িছে,

ততই উঠিছে কেঁদে প্রাণ । তত যেন—

প্রকাণ্ড পাযাণ্ডও বক্ষেতে চাপিছে,

পঙ্কর হইছে চূর্ণ বিচূর্ণ সদাই ! সন্ধ্যাবধি

নিদ্রা পাযাণীরে, চক্ষু মুদে ডাকিতেছি

বিনয়বচনে, জাগা দিবে পেয়েছে সময়,

ভুলেও না এলো একবার । লক্ষ লক্ষ

প্রজা মোব দীন, দুঃখী দবিদ্র, ভিখারী,
ভূশয্যায় মগ্ন আছে গভীবনিদ্রায়। আমি
তাহাদের রাজা কনক পালকে শুয়ে
কোমল শয়নে ইতস্ততঃ কবিতৈছি শুধু,
বিদ্ধ যেন হইছে কণ্টক, অকোমল উপা-
ধান অগ্নি হেন হইতেছে জ্ঞান। ওই
ওই আবার আবার! (মুচ্ছা।)

অস্তি। হায়! হায়! কি হলো কি হলো?
না জানি কি অমঙ্গল ঘটে—ছাই যন্ত্র
আয়োজনে।

(কংসেব মূর্ত্ত্যভঙ্গ।)

অস্তি। হায় নাথ! কেন মিছে কলনায়
হতেছ অস্থির?

কংস। কি বল প্রেয়সি। কৈ? কলনার
চিহ্নমাত্র নাই! সত্য যেন দিবালোকে
অদৃষ্ট লিখন আমি করিতেছি পাঠ। ধ্বংস
যেন হ'তেছে নিকট। যখনই ভেঙ্গেছে
সেই মস্তপুত ধনু, সেই সঙ্গে কংসেবও
অদৃষ্ট গেছে ভেঙ্গে, সে অবধি আমিও
অস্থির, বিভীষিকা দেখিতেছি নানা।
দেখ দেখ আকাশে চাহিয়া রক্তবর্ণ
শশাঙ্ক তাবকা কোটি কোটি, জ্যোৎস্নায়
আকাশপথে কত শত প্রকাণ্ড ছায়ার
মূর্ত্তি রয়েছে দাঁড়ায়ে। আরও শোন!
প্রতিবিন্দু হেরিতে দর্পণে—কি বিষম!
উহ! শোন—শিরহীন দেহ মাত্র দেখা
গেল মোব, তাও দেহে ছিদ্র শত শত,
লোমকূপ মুখ যেন বিস্তার বিপুল, উগবে
শোণিত বার করে! প্রাণ শব্দ পাই না
শুনিতে। কনকপ্রদীপ ঐ—কটা—কটা
জ্বলিছে, মহিষী?

অস্তি। একমাত্র জ্বলিছে প্রদীপ, প্রাণেশ্বর।
কংস। তা নয়, তা নয়, দেখি দুই
শিখা জ্বলে। উহঃ! এ কি! দেহ
গেল জ্বলে। দেখ দেখ চরণ হইতে
দেহ ঢাকি লেলিহান অনলের শিখা
দপ্ দপ্ জ্বলিয়া উঠিল, পাব
যদি কবহ নির্ঝাণ। কোন্‌রূপে
বাঁচি যদি আজি দেখিও দেখিও
প্রাণেশ্বরি, অগ্নিতে পোড়াব ব্রজধাম,
আবানবনিতারুদ্ধে পশুবৎ দিব বলিদান,
গোপালে যমুনাজলে দিব বিসর্জন, নন্দ
উপানন্দে দিব শূলে, শিলায় করিব চূর্ণ
কৃষ্ণ বলরামে! ক্রুবকর্ম্ম কে আছে
আমাব সম ত্রিজগৎ মাঝে? পোড়ায়
সমগ্র ধবা অগ্নিস্তূপ দেখিতে দেখিতে
নাচিতে মাতিতে পারি মহাগর্হোৎসবে!
জ্বলে প্রাণ উহ! প্রাণেশ্বর! জ্বলে
যায় যাক্ কি করিব? পড়িয়াছি অনল
মাগরে! বহিছে কি উষার সুগীর!
আঃ! তনু শীতল হইল, পারি যদি ঘুমাই
ক্ষণেক।

অস্তি। হে দেব পার্শ্বতিপতি। রক্ষা কর
প্রাণনাথে ও রাঙ্গাচরণে দেব! আমরা
তো নহি গো দোষিণী। নাথের জীবন-
নদে জীবন ভাসায়ে দিছি মোরা অকুলে
বাঁচাযো আশুতোষ! অচিরে অরাতি
নাশি। প্রাণনাথ প্রাণমন করো গো
স্থির! মণিমুক্তা দিব ক্রীচরণে, হীরকে
সাজায়ে দিব স্তবর্ণ দেউল।

কংস। (পালকে বসিয়া) আঃ! এ কি?
না না, ওবে একে কেন—ছি ছি!
এ যে নরকে প্রেত! অদৃষ্ট কবিতৈ

শিহরি । নরকেব নীল শিখা এখনও যে
সর্ব্বাঙ্গে জড়িত ওব দেখি ? না না,
আমি পারিব না । অহো ! বলে এ কিবে
আবার ? আমি গর্দভে আরোহী কেন ?
কোথা যাব ? কোথা লয়ে যাস ? অহো
ক্ষুধা ! প্রাণ যায় — মেদ অস্থি ভক্ষ্য কি
আমার—মথুবাব নবপতি আমি ? ওকে
—ওকে—কোথা যাস ? দাঁড়া, দাঁড়া,
দাঁড়া রে পামর । (উঠিয়া গৃহবহির্দেশে
গমন) পলাবি কোথায় ? কে ও ? কে ও ?
দেখেছ কি পলাতে পিশাচে ? বল বল,
নতুবা নাশিব একত্তবে ।

অস্তি । হায় নাথ । কি কহিছ ? কেন এ
প্রলাপ পুনর্ব্বার ?

কৎস । না, না—ছি ছি,—ছ'ও না আগায় ।
অস্পর্শ হয়েছি আমি, নবকের হ্রদে ডুবে-
ছিলাম । ঐ যে ঐ যে ওরে দিগম্বর
প্রকাণ্ড পিশাচ রক্তজবামালা পরি,
তৈলাক্ত শরীরে কোথা যাবি কোথায়
পলাবি ? নিশ্চয় ধরিব তোরে । মুণ্ড
তোর কড়গড়ি দস্তে চিবাইব ।

. [দ্রুত প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

—*—

পঞ্চম দৃশ্য ।

(কালিকাদেবীর মন্দির—পূজারতা প্রাপ্তি ।)
প্রাপ্তি । (করযোড়ে) মা জগদম্মে ! তুমি
●ত মা জগৎজননী ! পাপী তাপী দরিদ্র
—ধনেশ—●পুণ্যবতী—মহাপাতকিনী,

ব্রহ্মাণ্ড ভাঙোদরে সনারি জনম, সনাই
কাতরকণ্ঠে ডাক মা আনন্দময়ী ব'লে !
সদানন্দ শিরোমণি তুমি । জানি মা,
জঘন্যচেতা পিশাচের অবতার পতি,
জানি মা সবারি চক্ষুঃশূল ! কিন্তু গো
করণাময়ি, প্রেতপাত দেবতা আমার
স্বথের স্থখিনী আমি দুঃখের দুঃখিনী ।
কল্যাণ কামনা তাঁর জীবনের ব্রত । তাই
মা দুঃখিনী কল্যাণ কামনা তরে পুজি
ত্রীচরণ । স্বকল্যাণী আদর্শ সতীর, নারী
রূপে শিবগীমস্তিনী, মহাশক্তি ভক্তি-
সহাযিনী । নারী হ'য়ে নারীর সাধনা
সাধ উমা । শান্তিরূপে বিরাজ অশান্ত
পতিহ্রদে । কু আশার ঘোর তম নাশ
তাঁর গো তমোনাশিনি । কটাক্ষে করহ
লঘ পাপাবৃতি পিশাচপতির । পুণ্য যদি
থাকে কিছু মোব ; পতিপ্রায়শ্চিত্ত হেতু
কর মা গ্রহণ, তারো তাঁরে নিগদে
তারিণি । ভিখারী যরণী তুমি, ভিখারিণী
আমি, ভিক্ষা দাও পতির জীবন । নহে
কহ আশুতোষ জায়া, আশু তুষ্ট করি
তোমা বক্ষরঞ্জে ধুয়াইয়ে ও রাঙ্গাচরণ ।
একি ! একি ! কেন মা করালি ? (প্রতি
মার কম্পন) কেন গো কম্পিত কলে-
বর ? আঁখি কেন জলিয়া উঠিল ?
(উঠিয়া) পায়ণপ্রতিমা ওমা সজীব
চৈতন্যময়ী তুমি । হায় হায় ! কি হলো ?
কি হলো ? (প্রতিমা বিদীর্ণ হওন)
বিদীর্ণ হইল যে রে পায়ণপ্রতিমা ?
ইষ্টদেবি । ত্যজিলে মা তুমি ? ওরে—
ওরে কে আছে কোথায় ? আশান হইল
পুরী প্রমাদ ঘটিল মথুরায় ।

(প্রাঙ্গণেব এ দিক হইতে রাজলক্ষ্মীব দ্রুত
প্রবেশ ও প্রস্থানের উপক্রম ।)

রাজলক্ষ্মী । পতিব্রতা পুণ্যবতী তুমি । পতি
তব পিশাচাবতাব—অলক্ষ্মীব কৈল
আরাধন । আমি তবে কেমনে মা থাকি
আসন টলিল মোব, চলিলাম মথুরা
ত্যাগিয়া ।

[প্রস্থান ।

প্রাপ্তি । ওবে ওরে লক্ষ্মীহীন হ'ল পুৰী
রাজলক্ষ্মী গেল পলাইয়া । বিষপাত্র পূর্ণ
হ'ল এতদিন পরে ।

[বেগে প্রস্থান ।

(পটক্ষেপণ ।)

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

(রাজপথ—নাগরিকদ্বয় ।)

১ম । ঘুটিল ধরার ভাব, কংস হ'ল নাশ ;
হবে এবে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন
সন্তান নিধন—নিবারণ হ'ল মথুরায়,
রামকৃষ্ণ হ'লেন উদয় ।

২য় । কহ ভাই ! কে কবিল কংসের নিধন ?
দুবস্ত দুর্জয়, পরাক্রমে কল্পে ত্রিভুবন,
কহ সত্য বিবরণ কোন মহাজন নিষ্ক-
ণ্টক করিল অবনী ? প্রত্যয় না হয়
দুবাশয় ত্যজিয়াছে প্রাণ ।

১ম । কহি শুন প্রত্যক্ষ ঘটনা ! নিমন্ত্রিয়া
ব্রজ হ'তে রাম দামোদরে, আনিল
অধর্মাচারী করিতে সংহাব ! দেখ লীলা

বিধাতার । বালকের অবধব, কংসলীয
কায় দুইজন, কিন্তু দুই জনে সাক্ষাৎ
শমন । সভা ক'রে বসেছিল কংস দুবা-
শয়, কুবলয় মত্ত হস্তী বাধিয়া দুয়ারে ;
যেন করী পদভরে দুই মহোদরে প্রবে-
শের কালে বধে প্রাণ । শুন অদ্ভুত ঘটনা ।
দুই ভাই দুই দস্ত করি উৎপাটন, মত্ত
হস্তী কবিল নিধন, দস্ত হস্তে প্রবেশিল
ধন্যদেবে । চাণুর মুষ্টিক দুই দুর্দান্ত
দানব, বামকৃষ্ণে বধিবাবে উঠিল গর্জিয়া,
কি কব কোতুক, গেড়ুয়া সমান গেল
দূবে বালকের পদাঘাতে, মহাশব্দে ছাড়িল
জীবন । পাপমতি কংস নরপতি খড়্গ-
কবে উঠিল ছকারি, বধিবাবে শিশু দুই
জনে । অদ্ভুত বিক্রম—কৃষ্ণ কাষ কৃষ্ণ
যাব নাম, কেশে ধরি পাড়িল পামরে,
ভৌম নাড়ে অশ্রু ছাড়িল দেহ ! ক্ষণকাল
রহ এই স্থানে, আসিবে দুজন, সফল
হইবে আঁখি করি দবশন ।

(রাখালগণেব সহিত কৃষ্ণবলরামের নৃত্যগীত
কবিতা করিতে প্রবেশ ।)

জয় জয় জয় জগত জননী
হাস মা স্নেহমা ধর মা ।
জয় জয় জয় অম্বনাশিনী
মানস তিমির হর মা ।
জয় জয় জয় জীবনদায়িনী
শ্রামল বসন পর মা ।
জয় জয় জয় বীৰপ্রসবিনী
তনয়ে আশীষ কর মা ॥

। সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মথুরা—বিশ্রামঘাট ।

(কৃষ্ণ বলবান্ধব প্রবেশ ।)

শ্রীকৃষ্ণ—দেখ ভাই । উঠতেছে জলবালা

পুজিতে মোদের ।

(জলবালাগণের পদ্য হইতে উত্থান ও গীত ।)

বিশ্রামঘাটের কাণে চরণকমল শোভা ।

মত্ত মোহিত মধু পিয়ামী মধুপ-মানস-লোভা

পাপ তাপ তাপিততাবণ,

চরণে শরণে জগজনগণ ;

জয় জয় জয় জগৎজীবন বিতর বিমল বিভা ॥

শ্রীকৃষ্ণ—চল ভাই, আগিছে মথুরাবাসী

করিতে আহ্বান ।

(অগ্রসব হওন ।)

পটপরিবর্তন ।

রাজপথ ।

(মথুরাবাসীগণের প্রবেশ সংকীর্ণন ।)

মিলে সকলে হৃদয় খুলে

ধমন ভরে বল হরি হরি ।

মোহনমুরলীধারী মজ্ঞত ভূধর

ওই বলাইচন্দ্র আছা হরি ॥

কিবা বিনোদ ছাঁদে কালিশনী,

বলাই বরণ প্রভাস ভাসে দিশি,

কানাই বলাই কি শোভা ধরে,

ভক্তের মনের তিমির হরে ;

দোহার রূপ হেরে,

ভ্রমরা গুঞ্জে, কোকিল কুহরে ;

সুখে আনন্দে নৃত্য করে শুক সারী ॥

চতুর্থ অঙ্ক ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কারাগার ।

(বহুদেব ও দেবকী ।)

বহুদেব । উচ্ছ্বসিত হৃদয় দেবকী ! প্রাণে

কেন নৃতন আবেশ ? কি যেন কি আন-

ন্দের আলো, নিবিড় আঁধার হরি-

অকস্মাৎ চক্ষের স্রুখে জলে উঠে ; কল-

নাথ দেখি আঁখি মুদি, অসংখ্য অপরা

যেন উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে—

উড়িতেছে গগন ছাইয়ে, দেখাইছে তর্জনী

হেলায়ে, থাকি থাকি—কি যেন কি

বলিছে আশায়, মিষ্টভাষে ভাষিছে

গবনে । আগি তুমি দোঁহে—যেন মণি-

ময় পানাক্ষে বসিয়া কত কথা কহিতেছি

সুখে—কোলে তুলে দিতেছি তনয়ে ;

কপে ধবা-আলো-করা তনয়ের, মুখপানে

ঢাখি, মমতার অশ্রুধার গড়ায় কপোলে,

চুমি মুখ শুনি আশ্বাসী । অকুপে

বসি—অকস্মাৎ কেন হেন হৃৎকের

উচ্ছ্বাস ?

দেবকী । হায় নাথ ! কি কহিব—আশার

ছলনে আর না পারি ভুলিতে । প্রাণের

যাতনা প্রাণে—রহিয়াছে অক্ষিত পাশাণে

ভাঙ্গিবে পাশাণ—তবে হইবে নির্ঝাণ ।

জলন্ত যে আকা প্রাণে জল অমিবার

কাজ নাই কলনায় আর, কলনায় হবে

সর্বনাশ—

বহুদেব । হা দেবকী ! প্রতিক্ষণে আনন্দ

বাড়িছে এ হৃদয়ে, মরুভূমে হেরিতেছি
স্বচ্ছ সরোবর। নৈরাশ্রের অন্ধকারে—
কোথা হ'তে জ্বলিল আলোক? শুভ্রা-
লোক—স্বর্গের অমৃতময়ী ছটা—আহা
মরি। কি সুবাসে পুরিল এ কারা—
মলয় মরুত যেন বহিয়া বেড়ায়।

দেবকী। এ কি মূর্তি, প্রাণেশ্বর। শূন্যপানে
কি দেখিছ চেয়ে? পায় ধরি, কথা কহ
নাথ—

বহুদেব। ও দেবকি। শুনিলে না—মোহন
মুরতিধারী কাণে কাণে ব'লে গেল
মোর—“মুক্তির সময় উপস্থিত—পূর্ণব্রহ্ম
তনয় তোমার কংসে নাশি, আসিছে
হেথা।”

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি।)

দেবকী। শুনিতেছি জয়োল্লাস দূরে, সত্য
কি হৈল কংসপাত? সত্য কি পাইব
কোলে কানাই বলাই?

(কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রণমি চরণে আজি জনক জননী।
(প্রণাম)

বহুদেব। একি প্রভু—পরম ঈশ্বর। দাস
দাসী আমরা দুজন কারায় বসিয়ে, এত
দিন সাধনায় স'পেছি নু মন—তাই আজ
করণা করিয়ে মুক্তি দিলে দুঃখী দম্প-
তীরে। হে অনন্ত অনাদি ঈশ্বর। কত
রূপ ধর'গো ধরার উপকারে। আদি
মংগলরূপে দেব প্রণয়পয়োধিজলে করিলে
ভ্রমণ; হস্তগ্রীব হইয়ে নাশিলে মধুকৈট-
ভেরে পুরাকালে; কূর্মরূপে মন্দরে
ধরিলে; বরাহরূপেতে প্রভু, দন্তে তুলি
ব্রহ্মাণ্ডে রাখিলে; বামনে—ছলিলে

বলি; ক্ষত্রিয়াস্তকারীরূপে ভৃগুবংশে
লভিলে জনম; রঘুকুলধুরবার নবধনশ্রাম
রামরূপে নাশিলে রাক্ষস দশাননে। মৃত
আমি লইলু শরণ, মতি যেন থাকে ও
চরণে। আর কিছু নাহি চাহি দেব,
প্রপন্ন করহ দ্রাণ প্রাণ দিহু ধরে।

শ্রীকৃষ্ণ। বলদেব। দেখিছ কি জনক জননী
মোরে পুত্র ভাবে না পান দেখিতে।

বলরাম। জনমনমোহিনী মায়ার অঞ্জন
পরায়ে দাও চক্ষেতে জনক জননীর,
পুত্ররূপে পাবেন দেখিতে, চিনিবেন
বাৎসল্যে মজিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ। মা—মা জননী আমার। দেখ
চেয়ে তনয়ে তোমার, কোলে নে মা,
মার কোল জনাবধি পাই নি কখন।

(দেবকীর গীত।)

ওরে মা বলে কৈ ডাকিলি আশ্রয়।

আয় বাপ আয় কোলে আয়;

অভাগীর কেহ নাই রে,

অঁখি তারা হারা তাই রে,

দেখা দিয়ে কি বাঁচাতে এলি মায়।

ওরে কার মিথি মা বলিস্ কায় ॥

শ্রীকৃষ্ণ। মাগো, আমি তনয় যে ভোর।

নন্দালয়ে ছিনু এত দিন, কংস নাশ করি

আজি আসিয়াছি চরণ সেবিতে।

দেবকী। আঃ—প্রাণ হইল নীতল; ছুটী

ভাই বোম্বরে ছুকোলে। ওরে আজ

চক্ষু ফিরে এলো, প্রাণের অনল মোর

নিবিলরে এতদিন পরে।

বহুদেব। আঃ! আজ কি সুখের দিন প্রাণে

সুখ উথলে উঠিছে, বাৎসল্যে পূর্ণ প্রাণ,

কথা আর নাহি বাহিরায়।

বলরাম। পিতৃদেব! জননি! এত দিন শুশ্রূষা যে পারি নি করিতে, সে জন্য মার্জনা চাই মোরা।

(অক্রুরের প্রবেশ।)

অক্রুর। ভক্তবান্ধবকল্পতরু চল শ্রীনিবাস, পিতৃ মাতৃ উদ্ধারিলে—বহু ভক্ত আছে উদ্ধারিতে।

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

নন্দের শিবির।

নন্দ। উপানন্দ! ভাই রে আমার। আমার কানাই বলাই। দুই ভাইয়ে অস্ত্র-পুরে গেছে, ভয় হয় পাছে আমার সোণার চাঁদ শিশু দুটীরে কেউ ভুলিয়ে নেয়। পাছে তারা নন্দ যশোদায় ভুলে যায়। গোকুলের ময়া পাছে কাটায়? ভাই! তাই ভেবে প্রাণ আমার যে কেমন অস্থির হয়ে পোড়েছে! চারিদিক শূন্য-ময় দেখছি। প্রাণ থেকে থেকে কঁদে উঠছে। যেন ভাইরে আমার সাধের নিধি হারাই হারাই বোধ হচ্ছে। ওরে! তোরা ত সব কাছে ছিলি, কেন তাদের ছেড়ে দিলি? ওরে শ্রীদাম, ওরে সুদাম, ও সুবল, বল না রে! তোরা কেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইলি নি? পথপানে চেয়ে এখন ভেবে মরি—কঁদে মরি—ওবুওতো

দেখা পাইনে, কে জানে কি কপালে আছে?

উপানন্দ। দাদা গো! কিছুই ত বুঝতে পারছি না; রাজপথে যা শুনে এলেম, রাজপুরীতে যা দেখে এলেম, সে কথা ভাবতে কহিতে ভয় হয়—ভয় হয় পাছে বা সত্য সত্যই সে সর্বনাশ শেল আমার দেহে সইতে হয়! শুনে অবধি পাগল হ'য়েছি, কিছু জ্ঞান নাই, কোন দিকে চাই নাই, কারেও আর জিজ্ঞাসা করি নাই; আপন মনে ছায়ার মত ম'রে ম'রে এসেছি। তার উপর আমার তোমার এই ভাব দেখে আর প্রাণে কিছু নাই, সর্বনাশ বুঝি বা ঘটে।

নন্দ। ওরে ভাই! একি কথা? যুক পেতে তুই বজ্র ধ'রে আমার যুকে মারবি ব'লে এনেছিস? হাঁরে—সন্দেহ কি সত্য হয়? ওরে আমার হৃদয় গোপাল—তার কি কোন বিপদ শুনে এলি? যে কি আমার কোল ছেড়ে গিয়ে আর কারুর কোলে গিয়ে বসেছে? আর কারকে বাপ ব'লেছে? হাঁরে—আর কি নন্দ মথুরায় আছে? নন্দছলান আর কারুত নয় ভাই, সে যে আমার বালক রাখাল, প্রাণের প্রাণ।

উপানন্দ। দাদা গো! যে কথা শুনে এসেছি, তা কি শুনবে?

নন্দ। শুনতে পারি—শুনে কি ভাই নাচতে পারি?

উপানন্দ। শুনে এলেম, কানাই বলাই আর ব্রজে যাবে না, আর নন্দ যশোদার চিনবে না জানবে না, তাদের ভরে

একটিবাবও ভাববে না, দেখা দিতে
আসে কি না আসে, তাও ত ভাল বুঝি
না। তাবা কংসকাবাগাবে কাবে মা
ব'লেছে, বাপ ব'লেছে, তাদেব কোনে
বোসে তাদেব হাতে নবনী খেখেছে।
সব ভুলে'ছ দাদা গো সব ভুলেছে।

নন্দ। তাই কি ? তাই কি ? তাই কি
তারা আসছে না ? উপানন্দ। কি বলিস্
ভাই ? মিছে কথা ক'য়ে কেন কঁাদাস্
আমায় ? আগাব আর কে আছে
ভাই। কাব মুখ চেয়ে—ববে ফিরে যাব
বে ? ওবে শ্রীদাম, ওরে সূদাম, তোকা
কি কিছু জানিস বাপ। ওবে জানিস
ত বলনা রে, ছল ছল চোখে আমার
পানে কেন চাস ? তোবা কি কিছু
শুনেছিস্ বাপ ? গোপাল কি তোদের
কিছু বলে গেছে ? সে কি আমার
পর হষেছে ? সে কি আমায় ত্যাগ
কবেছে ? ওরে গোকুল ছেড়ে এসে
সে কি আমায় অকূলে ডুবালে ? ওবে ।
একবার তোবা ডাকনা বে, ওবে ।
তোদেব ডাকে সে কখন থাকতো না বরে,
তারে ডাক বাপ—ছুটে এসে দেখা দেবে
কোনোব নিধি কোনো ধরে এ পাপ
মথুরা থেকে ছুটে পালাবে।

(বাথালগণের গীত ।)

আথ বে আয় কানাই বসাই—

আযনা বে ভাই ব্রজে যাই ॥

তিন তিন না দেখে তোদের—

বুঝি মা যশোদা বেঁচে নাই ॥

সবাকার প্রাণ হরণ করে,

কৈমন ক'রে পরাণ ধরে,

এছার মথুরাপুরে সব ভুলে রয়েছ ভাই ।

গোষ্ঠের খেলা কদমতলা

কিছুই কি আর মনে নাই ॥

(শ্রীকৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ ।)

শ্রীকৃষ্ণের গীত ।

আর তো ব্রজে যাব না ভাই ।

যেতে এ প্রাণ নাহি চায় ।

ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে

তাই এসেছি মথুরায় ॥

বাপ পেয়েছি মা পেয়েছি,

ছেলে খেলা ভুলে গেছি,

তোমরা কজন মা ব'লে ভাই

ভুলিয়ে রেখো (মা) যশোদায় ॥

ননী খেও গোষ্ঠে যেও

প্রেম বিলায়ো গোপীকায় ॥

এই চুড়া নে, এই ধড়া নে,

জগের মত বিদায় দে,

আমাব মতন বাঁকা হ'য়ে

দাঁড়িও বে কদমতলায় ।

বাজায় ও বাঁশী বাঁশীর রবে

ব্রজবাগীর প্রাণ জুড়ায় ॥

নন্দ। ওরে ও বাপ্ গোপাল আমার—

চল রে বাপ ব্রজে যাই। ওরে বা প

তোরে হারা হ'য়ে—আমাব যশোমতী

বেঁচে নাই। ব্রজের সবাই প্রাণহীন ছায়া

মত হ'য়ে আছে, গোষ্ঠে ধেনু যায় না—

পশু পক্ষী খায় না—সারিস্তক গায় না—

সবাই যেন মবে আছে বাপ ।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা গো। আগে তুমি শ্রীদাম

সূদামে নিয়ে ব্রজে যাও—আমি পারি,

পবে যাবো গো। এ রাজ্যের রাজার

নাশ করেছি—কিছু ধার্ম্য না করে ত

- 'যেতে পারি না । তিন দিন ব্রজছাড়া—
যশোদা জননী, কেঁদে অন্ধপ্রায় পাগ-
লিনী মত হ'য়ে আছেন—আপনি গিয়ে
সবাইকে সান্ত্বনা করুন গে ।

নন্দ । ওবে বাপ । কি কথা শুনালি ? আমি
একা ব্রজে যাবো—তোরে ছেড়ে—
• হাঁবে ওবে প্রাণেব গোপাদা—এ কথা
তো তোর নয় বাপ,—কে তোরে
শিখানো—এ দাগা আমার প্রাণে কে
দিতে বলে দিলে ? তোবে ছেড়ে যাবনারে
—আর ছেড়ে দেবনা রে—চলরে বাপ
চলরে ব্রজে যাই ! এই দেখ—তোর
সকল সখা ছল ছল চক্ষুে তোর মুখখানি
দেখছে—আর বাপ ও কথা বলিস নে !
ওরে বলাই ! তুই বল কানাইবে ন'য়ে
চল—কঁাদাসনে বাপ—কঁাদাসনে আমায় ।

শ্রীকৃষ্ণ । ব্রজরাজ ! তুমি ত অজ্ঞান নও—
জ্ঞানচক্ষুে একবার ভাল ক'রে আমায়
দেখ—আমি কার, কে আমার—আর
তুমি কার কে তোমার—সকলই মায়ার
• খেলা—বিজ্ঞ নিবেচক হ'য়ে তুমি যদি
নারীব মত কেঁদে আকুল হবে তা হ'লে
তোমার যশোমতীর, আর গোপিনী-
গণের দশা কি হবে বদা দেখি ? কে
তাদের সান্ত্বনা কববে ? তোমার অধীর
হওয়া ভাল দেখায় না ।

নন্দ । ওরে বাপ ! কথায় প্রাণ বোঝে না—
সান্ত্বনা যে মানেন না । তুই ত পরেব
ছেলে নম্রের যাহু, তবে কেন যাবি না ?
ওরে তোরে হারা হ'য়ে—আমার সোণাব
সংসার ভেঙ্গে যাবে—আমার রঞ্জন
• রাজ্যসিংহাসন যমুনায় ভেসে যাবে—

আমি দীনহীন কাজালের মত কি বাপ
পথে পথে কেঁদে বেড়ান ? হাঁরে কৃষ্ণ !
ভক্তির ভগবান না তুই ? দেখব বাপ
এইবার তোন ভক্তবাহ্যকমণ্ডল নাম
কোথায় থাকে ? আয় বাপ ! কোলে
আয় রে—আমার গোকুলকে শাসন
করিস্নি বে—যশোমতীর কোলে দিবে
আমি দায় হ'তে এড়াই—তার পর
তোর যা মনে আছে করিস্ন—যেথা ইচ্ছা
যাস্ন—আমি আর মানা কব্ব না । ওরে
শ্রীদাম । তোদের সখা, তোরা একবার
ডাক বে বাপ—দেখি কৃষ্ণ মাকে মেরে
বাথকে মেরে তোদেরও যমুনার জলে
ভাসিয়ে দিতে চায় কি না চার ।

(রাখালগণের গীত ।)

(ওবে) কাবে নিয়ে আমরা ব্রজে যাব রে ।

তুই না গেলে (ও ভাই কানাই)

তুই না গেলে (ও ভাই বলাই)

তুই না গেলে—সুখা গেলে—

'কার পানে আর চাব রে ॥

আর কারে ভাই বাগুবো ভাল,

আর কে গোবুটা করবে আলো,

প্রাণেব নিধি প্রেমের সুখা

কাব কাছে আর পাব রে ।

কার গলে বনমুখের মালা

প্রাণ ভ'রে দোলাব রে ॥

শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীদাম, সুদাম, সুদল ! ভাই ! সখা

ভাবে তোমাদেবই ঐচ্ছ ব'লে ভারি ।

আমি কার্যক্ষেত্রে তেবেছি ভাই, বাধা

দিও না - আমার দেখা হবে—আবার

গোষ্ঠে গিয়ে দেখু চরাবো । পিহুদেব !

জগদাতা বহুদেব—জননী দেবকী—

মত্যা বটে—কিন্তু প্রাণ, নন্দ যশোমতীর
মায়ায় আচ্ছন্ন আছে—এ জগে তা ভুলবো
না । ব্রজে গেলে কার্য্য হবে না—আমি
আপনাকে দিব্যচক্ষু দান করলাম—এক-
বার দেখুন দেখি আমি কে ? কেন
এ জগতে এসেছি ?

নন্দ । (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) আহা হা !
ওরে সব তত্ত্ব বুঝলেম - ওরে ! কৃষ্ণ তুই
তো কোথাও ছাড়া নম্—কিন্তু বাপ—
তত্ত্বপথে জ্ঞানকাণ্ডে আমি যাব না—
তোতে যেন প্রেম থাকে, এই ভিক্ষা
দেরে বাপ, জীবন সার্থক করি ।

“জন্ম জন্ম তোমা পাই, ইহা বই নাহি চাই,
করিলাম চরণে বিদিত ।

যাও বা না যাও হরি, আর না জিজ্ঞাসা করি,
হৃদে সদা থেকো সমুদিত ॥”

শ্রীকৃষ্ণ । পিতা গো ! তবে আর বিলম্ব কি ?
যাও ব্রজে, মা যশোদারে স স্তুনা করগে ।

নন্দ । দেখ বাপ—দেখ—যেন অভাগারে
ভুলোনা । ওরে প্রাণ রেখে, কায়া নিয়ে
যাই চল—ওরে সূর্যস্বধনে মথুরায় বিস-
র্জ্জন দিয়ে যাই চল—ওরে বাপ ! চক্ষুজলে
পথ দেখতে পাইনা রে—এক পা চলতে
পড়ে যাই—শরীরে আর বল নাই—
ছায়া নিয়ে ব্রজে যাই ।

(রাখালগণের গীত ।)

(ওগো) শূন্য ব্রজে যেতে আর চলে না চরণ ।

হারাইলু মধুপুরে ব্রজের রতন ।

প্রাণের প্রতিমাখানি দিলু বিসর্জ্জন ॥

চক্ষে আর দেখিতে না পাই,

কাদি কাদি বক বাঁধি ভাট

হেলায় হারাতে হ'লো সাধনার ধন—

নন্দ নীলকান্তমণি যশোদা জীবন ॥

চতুর্থ অঙ্ক !

পঞ্চম দৃশ্য ।

নন্দের অটালিকাপ্রাঙ্গণ—যশোদা ও রোহিণী
(রোহিণীর গীত ।)

অভাগী তোর কপাল ভাল নয়,

তাইতে আমার বড়ই সন্দ হয় ॥

যাবার সময় সে তো কথা কইলে না—

ফিরে চাইলে না

তোমার কান্না দেখে—মায়ার পুতুল

একবারও ত কঁাদলে না ;

মা ব'লে তার মনে কি আছে,

তিন দিনে তিন যুগ বয়ে গেছে,

কৈ এল না—মনে হ'ল না ;

তাইতে দিদি মনে বাসি ভয় ॥

যশোদা ।—দিদি ! গোপাল আমার গোকুল
শূন্য ক'রে গেছে রে ! তার শোকে
সবাই নীরব—সবাই শূন্যপ্রাণে—শূন্য-
মনে—শূন্য চক্ষে চেয়ে আছে—যেন
কারুর প্রাণে আর প্রাণ নাই—দেহে
আর তেজ নাই—সবাই নীরবে কঁাদে—
নাঠ যাট কুণ্ড তরুতল শূন্য সর—নীরব
নীধর—যেন শ্মশান সমান ব্রজধাম ।
পাখীটীও নড়ে না, বাতাসও বহে না,
শুনি কেবল কানাইয়ের শোকে—গাভী-
গণ হান্সা রবে ডাকে—চায় চারিদিকে ;
মাঠে চরে না, পথে চলে না । কালিন্দীর
কালোজলে আর ঢেউ উঠে না ; বিষাক্ত
বিসময় চিত্ত যেন আঁকা ছবিভিত্তে ।

আমার গোপাল হারা গোকুল শূন্যময়,
হারানিধি আর কি ফিরে পাব নারে
দিদি ? ওই না বাঁশী কে বাজায় ? কৈ না
রে সঁকলই যে ভ্রম । ভ্রমে প'ড়ে যশোমতীর
প্রাণ কেন বেরোয় না, তা হ'লে ত আর
কাঁদতে হবে না, চিতায় শুয়ে চিতের
জ্বালা একেবারে নিভে যাবে রে ।

(রাখালগণের প্রবেশ ।)

(যশোদার গীত ।)

কৈ রে কোথায় আমার কৃষ্ণধন,
যশোদার জীবনের জীবন ।

আমার সর্বস্বধন প্রাণ গোপালে
দেরে কোলে রাখালগণ ॥

আমি কোল পেতে রয়েছি বসে,
অঁখির তারা গেছে খসে ;
অঁখি তারায় দেরে ফিরে
করবো তারে দরশন ॥

(রাখালগণের গীত ।)

ও মা নন্দরাণী (তোর) নীলমণিরে
হারিয়ে এলু মথুর য ।

কত ডাকিলু কেঁদে এল না মা
ভাসিয়ে দিলে যমুনায় ॥

সে ত ফিরে চাইলে না,
কথা শুনেও তবু শুনুলে না ;

কের ব্যথা রইল বুকে ॥

দাদিয়ে দিলে উভরায় ।

(যশোদার মুচ্ছা ।)

(নন্দ ও উপানন্দের প্রবেশ)

(মুচ্ছাভঙ্গে যশোদার গীত ।)

কৈ কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ আমার

কৃষ্ণধনে এনে দাও ।

আমি কৃষ্ণ কালিনী কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও ॥ বৃন্দা । ওরে সর্বনাশ হয় যে । মলিতে ।

কৃষ্ণ নিয়ে গিয়েছিলে,
কোথা কৃষ্ণ রেখে এলে
কৃষ্ণ ব'লে সদাই ভাসি নয়নের জলে ;
আমার প্রাণ গিয়েছে মথুরায়,
(প্রাণ) আর কি দেহে থাকতে চায় ;
কৃষ্ণ ব'লে কত ডাকি কৃষ্ণ কোলে তুলে দাও ।
(নহে) যাব কৃষ্ণ আনিবারে

ছুখিনীরে সঙ্গে নাও ॥

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক ।

যমুনাতীর—রাধাকৃষ্ণ ।

রাধিকা । সেই শতবর্ষ কেটে যায় তবু ত
শ্রাম এলো না আর আশা নাই ভাই—
আর আশা নাই—আমায় চিতা মাজায়ে
দাও, প্রাণনাথের নাম করে প্রাণ
বিসর্জন দিই ।

(গীত)

অভাগিনী যায় সেই অভাগিনী যায় ।

কাঁদিয়ে কাটায়ে কাল কাঁদিয়ে পলায় ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনাও ;

করে ধরি দেহ মোর ভাসিয়ে দিও যমুনায়,

ভেসে যাই যেন গো মথুরায়,

(রাধার) দেহে দেখেন যেন শ্রামরায় ॥

(রাধিকার মোহপ্রাপ্তি ।)

সখীগণের গীত ।

হা বুঝভাষু কুনারী,

হা হা কুসুম অকুনারী,

জাগ জাগ প্রাণ কিশোরী

আগিবে শ্রাম তোমারি ।

ও বিশাখা ! তোরা একবার ভাল ক'রে
দেখ, গাধের কমলিনী যেন অকালে
না শুকিয়ে যায় ? আমি মায়া বলে মুহূর্ত
মধ্যে এই দশম দশার কথা ব'লে শ্রাম
টাদকে নিয়ে আসি গে। দেখিস্ ভাই,
রাই যেন ফাঁকি দিয়ে পলায় না।

[বৃন্দার প্রস্থান ।

মলিতা । রাজকুমারি ! তুমি শ্রাম মোহা-
গিনী ! শ্রাম কি তোমার এ দশা শুনে
আর নিশ্চিত থাকতে পারবেন ? এখনি
এসে তোমার মৃতপ্রায় দেহে প্রাণদান
ক'রবেন ! একটু শান্ত হও ।

সখীগণের গীত ।

* বঁধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া ;

মিলিবে তোমার পাশ ।

তুরিতে দেখিয়া, চকিতে উঠিয়া ;

বদনে ঝাপিও বাস ॥

তা দেখি নাগর, রসের মাগর ;

মিটাতে প্রেমের ক্ষুধা ।

করে কর ধরি গদগদ করি,

চালিবে বচন সুধা ॥

সময় বুঝিয়া, থির মানিয়া ;

বসিবে রসিকরায় ।

কতই আমোদ, উথলি উঠিবে ;

ঘুচিবে বিরহদায় ॥

রাধিকা । কৈ সই কৈ সই ? আশা মায়াবিনী

কেন পায় পায় আসে ? পাব কি পাব

কি সই পাব ত্রিনিবাসে ? মরিয়া বাঁচিতে

সাধ হ'ল কই সই কৈ কালা এলো ?

(বৃন্দার প্রবেশ ।)

বৃন্দা । কমলিনী — এই দেখ শ্রামটাদ উদিল

আবার !

(কৃষ্ণের প্রবেশ ।)

শ্রীকৃষ্ণ । এস প্রিয়ে পুনঃ প্রাণ আমি রাখি
দিতে ।

রাধা । বক্ষ পেতে আছি আমি বক্ষেতে ধরিতে
রেখিছি নয়নজল ধোয়াতে চরণতল ;
এলায়ে রেখেছি কেশ মুছাইয়ে দিতে ।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত ।)

* তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি ।

মা জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি ॥

হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত ।

হারাই হারাই হেন সদা করে চিত ॥

হিয়া হৈতে আর নাহি করিব বাহির ।

রাখিব প্রহরী করি ছুটি আঁখি থির ॥

(রাধিকার গীত ।)

শুন হে পারশব্দ ।

এতদিন পরে, পাইলু তোমারে,

চাহিয়া রাহিব শুধু ॥

থাইতে শুইতে, ভিলেক পক্ষকে,

আর না যাইব ঘর ।

শ্রাম মোহাগিনী, সকলে জেনেছে,

আর কিছু নাহি উর ॥

(সখীগণের মিলনগীত)

মিলিল মাধবি মাধব সঙ্গ ।

হেরু গোকুলবাসী প্রেম কি রঙ্গ ॥

সৌদামিনী ধনী রাধা বিনোদিনী ;

উজলিল শ্রাম নবনীরদ অঙ্গ ।

রহসে কুহুমশর হানিল অনঙ্গ ॥

আমরা যুগল বড় ভালবাসি ;

যুগল হাসি দেখলে হাসি ;

যুগলরূপে যায় রে ব'য়ে প্রেমের তরঙ্গ ।

আজ যুগলরূপে যায় রে ব'য়ে প্রেমের তরঙ্গ

যবনিকা পতন ॥

উপহার ।

বৈষ্ণবচূড়ামণি

শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ

মহাশয়েষু ।

মহাশয় !

পরমসাধক বিবেচনায আমাব সাধনেব ধন এই ভগবান্চন্দ্রের লীলাকাহিনী আপনাব
হস্তে তুলিয়া দিলাম । ইতি

সন ১২৯৮ সাল ১০ই আশ্বিন ।

অবনত

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র ।

নাটোক্ত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

জবাসন্ধ

সহদেব

বিষদেব

লম্বোদর

ঐ পুত্র

নন্দ

উপানন্দ

উগ্রসেন

বহুদেব

শ্রীকৃষ্ণ

বলরাম

অক্রূর

উদ্ধব

শ্রীদাম

সুদাম

সুবল

স্ত্রীগণ ।

অস্তি ।

প্রাপ্তি ।

দেবকী ।

রোহিণী ।

যশোদা ।

পৌর্ণমাসী ।

রাধিকা ।

বৃন্দা ।

ললিতা ।

বিশখা ।

চিত্রা ।

কাত্যাবনী ।

গোপীনীগণ ।

জবাসন্ধেব বালক ভৃত্য, মগধদূত, মগধসৈন্য, ভেরীবাদক, একজন রাখাল ।

নিত্যলীলা ।

(বৈষ্ণব ধর্মমূলক নাটক)

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

মথুরা—গিরিরাজ ।

জরাসন্ধের অন্ত্রাগার ।

(জরাসন্ধকে ছুই তিনজন ভৃত্যের সজ্জাকরণ ।)

১ম ভৃত্য ।

দেখ দেব দেখ দেখ দিন বুঝি যায় ।

জরাসন্ধ ।—

উঃ দিন কোথা—যুগি চলে যায়, হায

মুহূর্ত না কাটে আর, রাজ্য কাবাগার,

সিংহাসন শৃঙ্খল আমার, রুদ্ধ করে

রেখেছে রে, ভেঙ্গে দে রে, ছুটে যাই আমি

বিশ্ববাস্য জয় করিবারে, অতি দূরে—

অতি দূরে—রয়েছে পড়িয়া, কত কার্য

রয়েছে ও ধারে ওই কার্যক্ষেত্রপারে ;

আজি কালি করিয়ে কাটানু কত দিন !

অনাদি বিরাট কাল অনন্ত প্রবাহে,

একবিন্দু জলবিন্দু নহিত রে আমি ।

উঠিব, ফুটিয়া, যাব অনন্তে মিশামে ।

উত্তাল তরঙ্গ কাল ভৈরব গর্জনে,

আকাশ পাতাল আয়তন, যোর বাজা-

সনে রণে দৈবরথ বিক্রম, নহি স্তম্ভ

গদা সচেতন, বিশ্ব সিদ্ধ বক্ষে করি

তাণ্ডব নর্তন, অস্তির নাহি মানে মন,

অস্তির চরণ, অস্তির এ হৃদয়ের

রুদ্ধ হতাশন ; ত্রিলোচন, ত্রিভুবন

করিব দাহন রুদ্ধতেজে তেজীয়ান্

বীরধর্ম করিব পালন, নিবেদন !

ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিনী দৈত্য অংশ বীর

সাজিয়াছে ইক্ষিতে আমার, আগুয়ার

কাতারে কাতার, সাথে থাকি মণাকার,

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি প্রলয় বাটিকা—

তুলিব গো কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে আমি

দাপটে সহস্র শির কাঁপাবে বায়ুকি,

বিদীর্ণ হইবে ধরা, ধরাধর তরা—

ভগ্নমূল ধ্বংশশেষ উলটি পালটি

রসাতলে প্রবেশিবে চূর্ণ রেণু হ'য়ে ।

পাঞ্চাল কেকয়কুরু বিদর্ভ নিমধ—

বিদেহ কোশলাবস্তি মৎস্য বারাগমী—

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড় মদ্র আদি—

ব্রহ্মাবর্ত দাক্ষিণাত্য সমগ্র প্রদেশ

মুছে দিব ধবাবক্ষঃ হতে, স্তূপে স্তূপে

সাক্ষ্য দেবে ধ্বংশ অবশেষ । রক্ষি ভোজ—

পুরু যজু দশাহ অক্ষক চন্দ্র সূর্য—

মধু অর্ক কোবব পাণ্ডব কোন বংশে

কেহ না বহিবে, আনান বনিতা বৃক্ষে

দিব বলিদান থরজ্যোত কাঁছ যাবে

রুদ্রিরেব ধাবা ; চূর্ণ ধবা-শূলি-কণা

স্তূপাকার করি, সেই রুদ্রিবে মিশামে,

নৃতন গঠনে নব ব্রহ্মাণ্ড গঠিব ।

দেবশক্তি কবি লোপ দস্ত সিংহাসনে,
একেশ্বর দৈত্য-শক্তি আধাব হইব,
বীর্যবহি দপ্ দপ্ জ্বালায়ে তুলিব,
উলঙ্গ কৃপাণমুখে সংসাব শাসিব ।

(রণবেশে অস্তির প্রবেশ ।)

অস্তি ।—

পিতৃদেব ! সাজিয়াছি সমব-সাজনে
বড সাধ সমরপ্রাক্ষণে, পতিহত্যা—
পাপতুণ্ড, খণ্ড খণ্ড কবির কৃপাণে,
বিদীর্ণ এ নারী-বক্ষ বেঁধেছি পাষাণে !

জরাসন্ধ ।—

কে রে, রণকল্যাণী আমার ! ওবে আয়
তোবে আশীর্বাদ করি ! নিদ্রিত পিতায়
জাগাইলি, মাতাইলি নবীন উৎসাহে ।
সমতা মাখান মুখ সদা হান্তময়,
হেরিলাম বিষাদ অঙ্কিত, বিধবার
বেশে আসি, শোক-তন্ত্রী বাজাইয়া দিলি,
বুঝিলাম ভেঙ্গে গেল দক্ষিণেব বাহু ;
ফোভে রোষে উগ্রাদ প্রমাদ পাড়িবারে,
বিশ্বগ্রাসী মহাশক্তি কৈলু আয়োজন ।
আজন্ম পোষিত আশা, জীবনের সাধ,
এইবার পূর্ণের সময় ; পাইয়াছি
অবসব ; ওবে পুত্রি, পতিবাতী তোর
প্রথম অঞ্জলি হবি পাবকেব মুখে
বিশ্বজিৎ মহাবজ্রে এই , পরে পব
দৈত্যদেবী সবাই পড়িবে সব রাজা
ভস্ম হবে, পূর্ণাছতি পাবে, অম্ববেব
মেদ মজ্জা, অস্থরেবি আয়ত্তে আসিবে ॥

অস্তি ।—

শান্তি হবে ! শান্তি পাবে পিতঃ ! দাঁবদন্ধা
কুবঙ্গী হৃদিশেল উপাড়িতে পাখে ?
পিতঃ, পিতঃ ! কতক্ষণে এ জ্বালা মিটিবে ?

জরা ।—

নাহি বংগে, নাহি আর দূর ; রক্ষশুর
লক্ষ লক্ষ রণমুখে ধাম অযাদব
হবে শীঘ্র মেদিনীমণ্ডল । কৃষ্ণ, ছি, ছি,
ক্ষীণজন্মা, নীচাক্ষজ, ঘৃণ্য শির তার
স্পর্শিবে না গুরুদত্ত কৃপাণ আমার !
গুপ্ত হত্যাকারী পাপ, প্রতিদ্বন্দী নয়,
যাতক, যাতকাঘাতে যাবে যমালয় !

(প্রাপ্তি ও বিশ্বদেবেব প্রবেশ)

প্রাপ্তি । পিতঃ, আসিয়াছি চরণ দর্শনে ।
বিশ্ব । প্রভু ! আশীর্বাদ ধর এ বিপ্রেব ।

জরা । অবধান ! একি প্রাপ্তি ?

এখনো কেন মা হেন বেশ ?
অনাথিনী, পিতা আমি, ও মলিন ছবি ;
দেখিতে যে পারি নে মা আর, অক্ষধার—
ফেল মুছে, বাজিকারে পর অলঙ্কার,
গৃহলক্ষী হয়ে থাক, গৃহেতে আমার,
পতিহত্যা প্রতিশোধ পিতার সাধিবে !
বীৰপুত্রী, মর্যাদা গুণ নির্ঝাণ হইবে !

প্রাপ্তি ।—

প্রতিশোধ ? প্রতিশোধ নাহি চাই পিতঃ,
ফলে গেছে অদৃষ্টলিখন নাহি জানি
পূর্ব জন্মে কত পাপ ক'রেছি আগরা
অকালবৈধব্য তাই পাইলু প্রতিফল ;
সাজিয়াছি ভাল সাজে পিতঃ পাপিনীর—
এই সাজই ভাল ; কি হইবে অলঙ্কার ?
এযোতী রাখিব আর কাহার কল্যাণে ?
যার তরে সে তো চ'লে গেছে পলায়েছে
ক'কি দিয়ে, এণ' গেছে ভেঙ্গে, আর তাঁকে
পাবনা ত পিতঃ, কি হইবে প্রতিশোধে ?
অরিরক্তে অক্ষজল নাহি ত শুকাবে ;
কাদি—কাদি, প্রাণভরে কঁদে ভাঙ থাকি

• কাঁদি—আর পুজি ভগবতী ; কলুষিত—
পতি-আত্মা মঙ্গলেব লাগি, ভোগতৃষা
ত্যজি পিতঃ, ব্রত তপে কাটাই জীবন !
নারী আমি, থাকি আমি নারীর মতন !

অস্তি ।—

থাক বোন, আমি যাই প্রতিশোধ দিতে ;
বীরবালা, শিখি নাই চুপে চুপে জালা
মহিতে, মজিতে, আর কাঁদিয়া কাটাতে !
পতিহত্যা দেখেছি সমুখে, জ্বলে গেছে
পুড়ে গেছে প্রাণ ; মত্ত রণরঙ্গিনীর
মত, ইচ্ছা হয় রণরঙ্গ ভূমে, অসি
কবে ছলঙ্কারে, ছিন্নশিবে রক্তধারে
ভয়ঙ্করী করি অরিনাশ রক্ত পিয়া,
ধিয়া থিয়া, নৃত্য করি মিটাই পিয়াস !
শোণিতপাতের ব্রত ক'রেছি অভ্যাস !
পতিহত্যা প্রতিশোধ পত্রীর প্রয়াস ! !

জরা । পতিব্রতা মা আমার, মিটাব তোমার
পতিহত্যা প্রতিশোধ আশ ; চল সাথে,
লগ্নক্ষেত্র যাত্রী, পিতা, পুত্রী তুমি মোর,
বন্ধ না হইতে ভ্রম্য রুদ্ধ হতাশনে,
বিদ্যুৎগতিতে চল পড়ি অরি মাঝে ।
অস্ত্রে অস্ত্রে বানংকার, উচ্চ হাহাকাব,
কৃপাণ পাড়িবে শির কাতারে কাতার,
পদাঘাতে-চূর্ণ হবে মেরু মহীধর,
বীরবর্পে কাঁথিবে বসুধা, ত্রস্ত শির
টলিবে বায়ুকি, রক্তে নদী ব'হে যাবে
ভেসে যাবে রামকৃষ্ণ যাদব বৈভব ;
শ্মশান মথুরা হবে সাক্ষ্য দিতে সেথা,
কালাগ্নি জলিয়াছিল পরশি গগন,
ভারতের কালসর্পে করিতে দাহন ! !

(সহদেবের প্রবেশ ।)

সহ । পিতৃশোক, প্রাণমি চরণে ।

জরা । কোথা ছিলে

এতক্ষণ ? অত্যাচার করে বনে,—বুঝি
প্রজাদের ঘরে গিয়ে বুঝাইতেছিলে ?
বিদ্রোহের বীজ বুঝি ছড়াবার তরে,
প্রজার চন্দয়ক্ষেত্র, তম আন্দোলনে
উর্ধ্ব কবিতৈছিলে ? সাম্য স্বাধীনতা
প্রজামত, ভুগামি হ, তত্ত্ব কথা মত
শিখাইতেছিলে বুঝি ? রাজ্য তরীখানি,
প্রজাতন্ত্র ঘূর্ণজলে ডুবাবার তরে,
ম'পে দিতেছিলে বুঝি ? ছি ছি লজ্জা পাই
হেন ক্ষুদ্র প্রাণী কেন ঔরসে আমার ?
জন্মিল তো মরিল না কেন ? অপুত্রক
ছিল ভাল এ আমার চেয়ে । এ যে ক্ষোভ
বৃন্দিকদংশন, চাহি মুখ ফাটে বুক,
সরলতা নহে ত মূর্থতাগাথা মুখে,
শূন্য দৃষ্টি শুষ্ক প্রায় মস্তিষ্ক লক্ষণ,
আপনায় ভাবে ভুণ ; নহে কি হুইত্ত
মিংহের শাবক হ'য়ে শৃগালসংভাব ?
পৌকষবিহীন ভীক কাঠের অভাব ?

বিশ্ব । মহারাজ, রাজ্যেশ্বর তুমি ; পুত্র
তব বীরবংশজাত, বীরাজনা—বীর-
বালা জননী উহার, হেন আচরণ
নাহি কব পুত্র মাথে ! প্রজা ভুঁষ্ট রুষ্ট
কি না, কোন্ রাজনীতি রাজা নাহি বলে
লইতে সন্ধান ? বীরমগ্ন স্বাধীনতা,
শ্রেষ্ঠ জীব মানবসংসারে, বীজমল
কে দিতে কাতর তাহাদের ? কোন্ রাজা
কহ রাজা, রাজরাজ্যেশ্বর তুমি, কহ
শুনি, কোন্ গুণবান রাজা অন্ধ হয়ে
অন্ধ করে অন্ধকারে ক'রে রাজ্যপাট ?
ছি ছি রাজা, তব যোগ্য নহে এ শাসন ;
উচ্চ গাথু নাহি হবে হেঁট, এই পুত্র—

একদিন দিগ্বিজয়ী পুত্ররত্ন হবে
সমাগবা ধরায আনিবে অধিকারে ;
বৃদ্ধের এ ভবিষ্য বচন, ফলিবেক,
দেখিবে জগৎ ; তাই বলি মহারাজ,
মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট কর শিষ্ট স্মৃতে ।
জরা । হে ব্রাহ্মণ, রাজকার্য্য নহে ব্রত পূজা ।
ধর্ম্মকর্ম্ম সত্য সরসতা রাজনীতি
নহে দ্বাপরের, প্রজাসত্ত্ব হ'য়ে গেছে
লোপ, ধরা এবে ধবণীপতির,
আত্মতেজে তেজীয়ান্ ॥
সর্কোপরি বলীয়ান্ ।
বল যেথা বলবান, স্বাধীনতা সাম্য
সেথা নাহি পায় স্থান । অস্ত্রবলে শাসি
রাজ্য, শাস্ত্রবল ছিল পুরাকালে ; নাহি
মানি সত্য কথা, দ্বাপরের আয়োজন
অগ্রতর, তাই চাই, তাই করি, তাই
এই আচরণ শিষ্ট শাস্ত্র শিষ্য প্রতি
তব পুরোহিত বুদ্ধি মনে পুত্র এব
করুক বিহিত, আদর পাইবে পুনঃ
অনাদরে নহে শুক হইবে নিশ্চিত ।
সহ । সেই ভাল পিতৃদেব, অনাদরই চাই,
অনাদরই আদর আমার, শান্তি ভাল
অশান্তির চেয়ে । সমকর্ম্ম সমধর্ম্ম
জীবের জীবন যজ্ঞায় সঁপে দিয়ে,
নাহি চাহি রাজার প্রসাদ । বল যাব
ধরাতল তার, হেন ছার কথা কভু
কর্ণে মম নাহি পায় স্থান ; হাহাকার
রবে কাঁদিবে পীড়িতে প্রজা, চক্ষু হেরি
হাসিতে নারিব ! সে অশান্তি মর্ম্মজ্বালা,
কিছুতেই বন্ধে না সহিব ! তার চেয়ে
আপনারে ভুলে যাই, মর্যাদা বালাই
পুণ্ডিতে রাখিয়া ছুটি শান্তি যেথা পাই

রাজধর্ম্ম পড়ে থাক নির্ম্মমের তরে ।
উঠুক রোদনরোল প্রতি ঘরে ঘরে ! !
জরা । নিরর্ধাধ বালক, অসার, হৃদয়হীন
তাই তোরে করিলাম ক্ষমা, মাতৃহীন
তাই আজ পাইলি নিস্তার ক্রোধে মোর,
ছিন্ন শির পড়িল না খসে ; শুনেছিহু
সিংহাসনে বসাইয়ে, রাজ্য সঁপে দিয়ে,
বাহিরিব বিশ্ববাজ্য জয় করিবারে ;
ভাগ্যবলে বাঁচিল মগধ ; যাও এবে,
কাবাগারে কর বাস, নীচবুদ্ধি
ঘুচে যাবে উচ্চ হাস করিতে শিখিবে,
নহে যা হবার হবে ভবিতব্য জানে ।
মন্ত্রীকরে সঁপি রাজ্য, চলিলাম আমি
বীৰধর্ম্ম কবিত্তে পালন । এস বৎসে,
বিলম্বে নাহিক প্রযোজন, উচাটন ,
সৈন্তগণ পদভরে কম্পিত ভুবন ।
বিষদেব । মহারাজ ! তনয়ে না কর নির্ঘাতন ।
জরা । হে ব্রাহ্মণ, রাজ্য আগে, পুত্র তার
পর, রাজার প্রধান ধর্ম্ম র জ্যেষ্ঠ রক্ষণ ।
প্রাপ্তি । পিতৃদেব, পিতৃযোগ্য নহে এ বচন,
শুকায়ে না মমতাব মুক্ত প্রস্রবণ ।
জরা । নারী তুমি, কহ কথা নারীর মতন,
ব্রাহ্মণের সনে কর দেব-আরাধন ।
সহ । কেন বোন, মোর তরে কেন আবেদন !
সুখে রব অন্ধকারে গিগি ; রবি শশী
নক্ষত্র আকাশ দেখিব না, লুকাইয়া
রব ; সুখপূর্ণ বহুক্ষরা সুখশূন্য
কেমনে দেখিব ? তার চেয়ে অন্ধ হওয়া
ভাল । পিতৃআজ্ঞা শিরে ধরি, ছেড়ে যাই
নির্দয়ের ঠাই ছুঁইব না নির্ম্মমের
ছায়ামাত্র কভু ; কুটিলতা কুট নীতি
নষ্ট আচরণে দরিদ্র দুর্কর্ম্মশিষ্টে —

শীর্ণনে, পেষণে, শাস্তি প্রদানে এড়াব ।
আত্মানন্দে জীবলীলা নির্জনে কাটাব ।
জরা । সেই ভাল, রক্ষিদল লয়ে যা কারাঘ,
সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে যাক্ অন্ধ তমসায় ।
উদ্ধতের পরিণাম ঘূরিব পশ্চাৎ,
হয় পুষ্পবরিষণ, নহে বজ্রাঘাত ।

[অস্তি ও জরাসন্ধের প্রস্থান ।

প্রাপ্তি । ভাই ভাই, এই ছিল তোমার
কপালে ?

সহ । কেন বোন্ কেন কঁাদ, তিত অশ্রুজলে,
প্রাণকে বাঁধিতে পারে লোহার শৃঙ্খলে ?
চল রক্ষি, চল, কোথা যাব ? গুরুদেব
কর আশীর্বাদ !

বিষ । অহো ! কি কহিব আর,
অত্যাচারে পূর্ণ এ সংসার, রাজ্য-রাজ্য
রসাতলে যাবে এইবার । দিব্য চক্ষে
দেখিতেছি আমি, ভারতের অগ্রগণ্য
বীর, উচ্চ শির আকাশ পরশে যাব,
পট্টনের আরম্ভ তাহার ; একে একে
মুকুটের রত্ন খসে যাবে, সিংহাসন
ছত্র দণ্ড চূর্ণ হয়ে ধূলিসাৎ হবে ।
এক খণ্ড কালো মেঘ অুতি ক্ষুদ্রকায়,
উঠিয়াছে আকাশের গায়, একধারে
আছে স্থিরবায়ু ভর করি, ক্রমে বায়ু
বন্ধা উঠাইবে, গরজিবে পয়োনিধি,
ক্ষুদ্র মেঘ বিস্তারিবে বিরাট্ কায়ায়,
কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে থাকিবে বিজলী,
বজ্রপাত হবে চারিভিতে, চূর্ণ রেণু
তম্র শেষ ধ্বংস হয়ে পড়িবে ধরণী ;
রাজ্য রাজ্য যাবে রসাতল, পাপপূর্ণ
নর নারী আউদর চূলে, দক্ষ দেহে
ছুটিবে চৌদিকে প্রতি পদে-প্রাণ দিবে ;

প্রলয়ের বিয়াণ বাজিবে, শূন্য স্তম্ভ
মহাশূন্যে শূন্য ধরা পস্থা হারা হনে,
পরমাণু পক্ষ ভূত মিলায়ে রহিবে ।
অদৃশ্যে এ দৃশ্য বিশ্ব অদৃশ্য হইবে ॥
[সকলের প্রস্থান ।

প্রথম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মণ্ডবা—বাজ-অন্তঃপুংস্ব এক কক্ষ ।

(রোহিণী ও দেবকীর প্রবেশ ।)

রোহিণী । ঐ দেখ দিদি । ঐ দেখ, কেমন
সাজাচ্ছে দেখ ? আ মরি মরি । এমন
সোণার চাঁদ ছেলে কি, আর কারো
আছে দিদি ?

(উভয়েব করতালি ও গীত ।)

আজু ভালি মাজ দুলাল । ২

বালগোপাল মাজে মাজে দুলাল ।

সাজে বলদেও সাথে সাজে কানায়ালাল ॥

ধটী ছটি গীঠ বাস বনমাল ॥

শিরে শিখিপুচ্ছ-চূড়া বরজ ভূপাল,

বাজে বাঁশরী শৃঙ্গা মৃদঙ্গ রসাল ॥

(গান করিতে করিতে রাম-কৃষ্ণকে লইয়া

উদ্ধবের প্রবেশ ।)

গীত ।

পেখজঁ দেওকী রাণী যুগল কিশোর তুঁহারি ।
খেত সাঙুল রূপ, বিশ্বরূপ স্বরূপ আকারি ॥

নীল নলিনী ঘোঁ নয়ন বিকাশিত,
মৃদু মধুরাধরে হাস্য বিভাসিত,
কুণ্ডলমণ্ডিত, গণ্ডযুগ স্নিত,
অলংকারিত বনোয়ারী ।
বানরন বানরন, নুপুর বাদন,
নর্তন জনমনোহারী ॥

গীত ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—

(আজ) রাখালসাজে সেজেছি মা
মাখন ননী দে ।

ওমা তেগুনি ক'রে আদরভরে কোলে তুলে নে ॥

কাঁদিয়ে কত কেঁদেছি মা,
তুই তো তেমন কাঁদাবি না,

হাসবো খেলবো নাচবো সুখে ভুলবো
মা তাঁকে ।

ওমা তেগুনি করে আদরভরে কোলে
তুলে নে ॥

গীত ।

দেবকী ।—

ওরে ধর রে ছুখিনীর ধন নবনী মাখন ।

চাঁদমুখে মা বলে কোলে আয় রে হারাধন,
ওরে ও নীলরতন ॥

(ননী প্রদান ও শ্রীকৃষ্ণকে কাঁদিতে দেখিয়া)

(ওরে) কি হল কি হল বল,

কেন বাপ নয়নে জল,

আমার সুখশতদল সোণার কমল কি
ছুখে এমন ।

ওরে ও নীলরতন ॥

রোহিণী ।— ঐ গীত ।

(আহা) রাখ রে বাছনি তোম জননী জীবন

দুটি হাত পেতে নবনী নিয়ে কাঁদরে বাপধন,

কেন কাঁদ রে রতন ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (ননী হস্তে কাঁদিতে কাঁদিতে)

গীত ।

(ওমা) কাঁদি আমি কে যেন কাঁদায় ।

কি জানি কে আমি যেন অকূলে ভাসায় ॥

ফিরে চাই সে না ফিরে চায়,

ভেসে যাই কি জানি কোথায় ॥

কে বলে কি অনলে,

এ প্রাণ, কেন জলে,

কেন আঁখিজলে হৃদয় ভাসে হার ।

কে জানে কে সে এসে কাঁদায় কেঁদে যায় ।

যেন সে কেঁদে সেধে কি নিদি ফিরে পায় ॥

কি মাথা মোহ ফেরে,

মমতা আসে ঘেরে,

ভাবিয়ে রাখি ধরে ধরা তো নাহি যায় ।

ফিরাতে চাহি যদি ফিরে সে যেতে চায়,

বলে সে ফিরে ফিরে ওরে রে বাপ ফিরে আয় ॥

(শ্রীকৃষ্ণের মোহ ।)

দেবকী । সর্বনাশ ! একি হলো, এ কি

হলো ! বাপ আমার এমন হয়ে পড়লো

কেন ? ও রোহিণী ! ও বলাই !

ওরে উদ্ধব ! ওরে দেখুনারে আমার

সর্বস্বধন হারানরতন যে ধলায় পড়ে

গড়াগড়ি যায় ।

রোহিণী । হায় হায় ! আজ কি এই

সর্বনাশ হবে বলেই আমি অভাগী

এ দিনের পর ননী খাওয়াবার কথা তুলে-

ছিলেম ? বলাইচাঁদ ! কি হবে বাবা ?

উদ্ধব রে ! তোর প্রাণের সখার এ দশা

কেন হলো বাবা ?

উদ্ধব । মাগো ! ব্রজবেশই আজ আমাদের

এই বিপদে ফেললে । কেন মা দেবকী !

এ সাধ আজ কেন কল্ল মা ?

দেবকী । বাবা উদ্ধব ! আমি হতভাগিনী
যে চিরদিনই কাঁদবার জন্যে জন্মেছি
বাবা ! নইলে পরে, কোলের নিধি
কোলে পেয়ে, তারে ধোরে রাখতে
পাচ্ছি না, একি আমার কম যাতনা !
বাগধন ! উঠরে ! ওরে চাঁদমুখ যে আর
মলিন দেখতে পারি না ! পদ্ম চক্ষু দুটি
খোল বাপ, মা বোলে কোলে আয় !
ওরে বড় আশুপ জলে উঠেছে, বুকে বড়
জ্বালা রে বড় জ্বালা মার প্রাণে আর
সয় না ! জেগে উঠে এ জলন্ত আশুপ
নিবিয়ে দে বাপ !

রোহিণী । হ্যারে কৃষ্ণ ! মায়ের উপর কি
অভিমান হ'য়েছে ? অভিমান হ'য়ে থাকে
তো, আমার কথা রেখে ওঠো ; আমার
কথা তো কখন ঠেলনি বাবা ! দেবকী
দিদি ! নীলমণি তোমার বড় অভিমানী
গো, বড় অভিমানী, একটুতে বাবা আমার
যশোমতীকে পাগল করে দিতো,
কথায় কথায় অব্যবহার করে কাঁদাতো।
দেবকী । কেন বোন ! আমি তো বাবাকে
আমার কোন রূঢ়কথা বলি নি, যশো-
দার মতন ও কমলকর তো দড়ী দিয়ে
বাঁধিনি, যে দিন থেকে হারা-নিধি
পেয়েছি, একটি দিনের তরেও তো কোল
থেকে নামাইনি। ওরে বাপ, তোরে
যে আমি অনেকমাধনে ফিরে পেয়েছি ;
তুই যে বাবা আমার অন্ধের নয়ন, দরি-
দ্রের নিধি ; তোকে যে বাপ এক দণ্ডের
তরে চক্ষের আড় করতে পারি না।
খলাইচাঁদ, তুই যে বাপ কোন কথা
কচ্চিস্ নি ? বল বাপ বল, কেমন

করে প্রাণের বাছাকে আমার বাঁচিয়ে
তুলি ?

বল । মা ! আপনারা উতলা হবেন না ;
কোন ভয় নাই, ভাই আমার মুচ্ছিত
হয়েছেন মাত্র ; আমি শুশ্রূষা করছি,
আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে পূজাগৃহে যান ;
আমি সত্তরই কৃষ্ণচক্রকে লয়ে আপনা-
দের চরণ দর্শন করবো। উদ্ধব ভাই !
এস, হুজনে কানায়ের মুচ্ছাভঙ্গের যত্ন
করি।

রোহিণী । দিদি ! চল আমরা ঠাকুর-ঘরে
যাই ; বলাইচাঁদের কথা মিথ্যা হবার
নয়, এখনি তুমি তোমার হারানিধি ফিরে
পাবে এখন।

[দেবকী ও রোহিণীর প্রস্থান।]

উদ্ধব । কি ভাবে ভাবিত ভাই, প্রেমপূর্ণ
আমি

কি প্রেমে বারিছে বারবার ? কেন মোহ ?
সচেতন কেন অচেতন ? কি মায়ায়,
মোহিত মোহনকায় এ পরা-শয্যায় ?
মলিন, মলিন আশু চির হাশুময়,
কি ছুঃখে ? রহস্য ভেদ কয় মহাশয়।

বল । বুকে বৃহস্পতি মধ্য, বিজ্ঞতায় অজ্ঞ
হয় সবে, এ রহস্য নারিলে বুঝিতে ?
ছিন্ন প্রাণের জ্বালা, ভগ্ন স্নেহ পূর্ণ,
অতৃপ্ত প্রেমের স্মৃতি, বেজেছে কঠিন,
তাই ভাই মোহেতে মলিন ; নির্দোষিত
ব্রজভাব উঠেছে জলিয়া ; নিজাগত
কৈশোরের লীলারঙ্গ স্মৃতি, বিশ্ব
রাজ্য হতে এসেছে জাগিয়া ; সেই স্নেহ,
সেই মায়া, অপার করুণা ; মূর্তিমতী
প্রীতি মাতা যশোমতী মতী, পিতা নন্দ

সদানন্দময়, শ্রীদাম সুদাম দাম—
 বাল্যমিতা, মমতা নিলয় ; অঙ্গ আধা
 রাধা, প্রিয়া গোপিনী-নিচয় ; যমুনার
 তট বট-মঞ্জু-কুঞ্জ-মৃগ-শিখী নাথি—ঃ
 গাভী বৎস-কোকিল কোকিলা-অলি-কলি
 ফুল ফুল কি বলিব সমগ্র গোবুল
 স্মৃতিমূলে করিছে আশাত দিবাবাত ;
 কাঁদিছে গগনভেদী উচ্চতার রবে,
 আসে দূর আকাশ বাহিয়া । কে নির্দয়
 বন্ধ পাতি নাহি লয় এ জলন্ত শেল ?
 কার হিয়া নাহি টলে মমতার দায় ?
 কে হেন নির্দয় নাহি কাঁদিবাবে চায় ?

শ্রীকৃষ্ণ । (মোহান্তে উঠিয়া) কৈ মা, কৈ
 মা ! অ.মি নির্দয় বলে, তুইও যে মা ?
 নিদয়া হলি ; কোলেও তো নিলিনি মা
 ওবে, ওবে ! আমার দুঃখিনী মা কেমনে
 গেল ? ওরে কাঁদিয়েছি বোলে যে মা
 যশোদা হেলায় ফেলে কাঁদিয়ে চলে যায় ;
 মা, মা, আমি যে তোর বালক রাখাল,
 প্রাণের গোপাল ; আর কাঁদাব না, মা
 আব কাঁদাব না ; আর ব্রজ ছেড়ে যাব
 না, দেখা দে, মা দেখা দে ; তোর
 বড় আদরের বড় যত্নের নিধি যে আজ
 পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে, তা কি তুই
 একটি বারের তরেও চেয়ে দেখবি না ?
 ওগো, মা বৈ যে আর আমার কেউ
 নাই (ক্রন্দন) ।

বল । ছি ছি ভাই, একি মোহ ? জ্ঞানময়
 তুমি ।

অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা, বিশ্বযজ্ঞযন্ত্রী,
 যন্ত্রী নিয়ন্ত্রী স্বীকৃতই উচ্ছাসয়, সদা
 সতেচন, কার্য্যস্রোত কালের নিয়ন্ত,

মূলে তুমি, স্থূল সূক্ষ্ম গিলাও মিশাও .
 দুঃখে সুখে রেখে জীবের হাসাও কাঁদাও,
 নিজে কেন কাঁদিবার সাধ ? কাঁদিয়া কি
 কার্য্যস্রোত ফিরাইতে চাহ অনন্তাব ?
 শোধ ধার মমতাব ফেলি অশ্রুধার ।
 বুঝিছ বুঝিছ ভাই ব্রজছাড়া নও,
 এ রহস্যে কেন তবে ভাবাইতে চাও ?

শ্রীকৃষ্ণ ।—

ভাই, ভাই ! কে শুধিবে যশোদার ধার
 এত মায়া কোন মার আছে ! বাঁচে কি ন
 বাঁচে মা আমার পাগলিনী, অভাগিনী
 বল কোথা আছে ? যেতে দাও, দেখে আসি
 পায়ে ধরে কেঁদে আসি শুধু একবার,
 মার জালা মাই বোঝো, পুত্র কোন্ ছার
 যেতে দাও, যেতে দাও, খুঁজিব সংসার ।
 মায়া-ভিক্ষা মেগে লব মে মহামায়ায় ।

বল ।—

কোথা যাবে ? কেন এ বিকার ? ব্রজভাব
 স্বভাবের, অভাবের নয় ; ভাবি চিতে
 উচিত যা করহ বিধান । পবনামে
 প্রিয়জন, পরিজন সুদূর আবাসে,
 হৃৎসংবাদে নিত্য জালা নাশে ; ভাবি ভাই
 পাঠাইয়া দূতে, ব্রজ হ'তে সবাকার
 আনুও বারতা । মাতা, পিতা, রাখালিয়া
 গোপ গোপী গাভী বৎস যে যথায় আছে,
 প্রাণ পাবে তারা, মারা হবে না কাঁদিয়ে ।
 চিন্তামণি ! তোমারও নিশ্চিত হবে হিয়ে !

শ্রীকৃষ্ণ ।

কে যাইবে ? কে করিবে হেন উপকার
 উদ্ধব ।—

মে কি মধ্য ! কেনা কার্য্য সাধিবে তোমায়
 হেন ভাগ্য কার, মধ্য দক্ষ সনাতন

লইবে যাহার ৭ বড় সাধ অভাগার,
চক্ষে হেরে আগি সেই লক্ষীর ভাগ্যার ;
বুঝি মনে ব্রজধাম ব্রজাণ্ডের সার,
মর্ত্যের গোলোক যথ। সাকার বিহার ।
(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের হস্তধারণ করিয়া গীত !
তবে যাও সখা দেখিয়ে এসো,
আমাব সোণার ব্রজ অরকার ।
চোখের জলো বইছে নদী,
সেথা উঠেছে শুধু হাহাকার ॥
কৈদে ক্লান্ত গোপ গোপিকার,
জীর্ণ জরা দেহ ভার,
অনাহারে শীর্ণ তনু পোড়ে আছে মা আমার ।
মা বোলে ভাই ডেকে তাঁরে দিও এ নয়নামার
পদে দিও এ নয়নামার ॥

দেখো কৈদে যেন কাঁদায়ো না,—
শোকানলে জ্বালাযো না ;
শাখী পাখি ধেনু বৎস রাখাণিয়া রে আমাব
আমার আমার আশে আশ্রমিয়ে
তুষো হিয়ে সবাকার ।
ও ভাই তুষো হিয়ে সবাকার ॥
[মকলের প্রস্থান ।

প্রথম অঙ্ক ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

মথুরা রাজসভা ।

(উগ্রসেন, বহুদেব সভাসদগণ আগীন ।)
(অক্রুরের প্রবেশ ।)

অক্রুর । কি কহিব মহারাজ, রামকৃষ্ণ কথা
অদ্ভুত ব্যরতা, বিশ্বয়ে ভাসিবে মন ।
গুরুগৃহে গমন অবধি, প্রতিপদে

দেখায়েছে অমানুষী লীলা পূর্ণভাবে,
আদর্শ পুরুষকার প্রকৃতি পুরুষ ।
ভক্তি প্রকৃতি সুবিনয়ে দেবতার মত
গুরুসেবা আরস্তিয়া দৌছে, শিথিলেন
দিনে দিনে, কল্প ছন্দ শিক্ষা ব্যাকরণ
নিবৃত্ত জ্যোতিষ-উপনিষদের সহ
অখিল বেদান্ত বেদ, দেবতা মন্ত্রের
জ্ঞান সহ ধনুর্কেন্দ্র, নীতিমার্গ, ধর্ম
নানাবিধ, ষড়বিধ রাজনীতি আদি ;
আত্মজিকী শিথি সমতনে চতুষ্টি
অহোবাত্র শিথিলেন চতুষ্টি কলা ।
মহামুনি মান্দোপনি মানিলা বিষয় ;
অনন্তীব বাণ বুদ্ধ দিবা জয় জয় ।

উগ্রসেন । —

অদ্ভুত, অদ্ভুত লীলা ! হেন শিক্ষা কত
জনি নাই, চক্ষে দেখি নহি, ভাবনাযও
আমে না, করনা চিনে চিত্রে না কেহই !
ধন্য অমানুষী শিক্ষা ধন্য দেবদল !
নতুবা কি রাজসভা যাবে, পারিত সে
একামনে হারাইতে নব্য বুদ্ধ বৃধ
যে যথায় ছিল ! সমগ্র মথুরা কালি
জয়মাণ্য দিয়াছে জীবাম দামোদরে,
মর্কবিদ্যা অপুত্তিত কিশোর প্রবীণ ।
ধন্য বৎস বহুদেব, ধন্য পিতা তুমি ;
পুল্ল বন্ধে তুমি ভাগ্যবান ! শত্রুমান
মর্কগুণধাম পূর্ণজ্ঞান জ্ঞানাতীত
ষট্‌ঋষীশালী মূর্তিমান মহাযশা
যুগান্তের মুক্তকারী মুখ অবত,

বধ । —

করুন আশীষ দেন, চিরজীবী ।
রামকৃষ্ণের সত্যসত্য প্রকাশিত । সত্য সত্য

কত দেব আরাধনে, দরিদ্রের নিধি
ফিরায়ে পেয়েছি কোলে । দিন দেছে
দীননাথ ; এ সুদিন রয়ে যেন দেব,
এই আশীর্বাদ যাচি গুরুজনপদে !

অক্রুর ।—

হে সুধীর মহাতপা ! পূজবর তব
অজর অমর, পৃথু পবিত্র করণে
আবির্ভূত এ মহীমণ্ডলে ; আজ্ঞামত
চলে কাল ব্রহ্মাণ্ড বাহিয়া, ভাঙ্গে গড়ে
ইন্দ্রিতে প্রভুর ; জন্ম জরাহীন নিজে—
অক্ষয় রহেন চক্ষু চাহি, ক্ষয় ভয়
নাহি তনয়ের, সর্ববলে বলীমান,
গুরুদক্ষিণার ছলে সেধেছেন কার্য্য
গুরুতর ; সান্দীপনি-মুনিপুত্র শিশু,
প্রভাতে সাগরে ডুবে ত্যজিল পরাণী ;
দক্ষিণার ছলে ঋষি মাগিল সে সূতে,
পশিল অতল তলে কেশব তোমার ;
ক্রাসে সিদ্ধু কাঁপিল মন্ডনে, যুড়ি কর
দাঁড়াইল ; মুনি পুত্রে চাহিলেন হরি ;
কহিলা বারীশ, পাঞ্চজন্ম শঙ্খাতুর
আসিয়াছে ব্রাহ্মণকুমারে ; ক্রুদ্ধ শূনি
হৃষিকেশ নাশিলেন মুষ্ট্যাঘাতে তারে ;
আছে শিশু সংযমীপুরে, কহি দৈত্য
ত্যজিলা জীবন ; শঙ্খ হরি মুরহর
করিলেন ভৈরব নিনাদ ; ত্র্যম্বক উঠি
মহিমবাহন, আজ্ঞামত আনি দিল
মগ শিশুটীরে ; প্রাণদানি প্রেমময়
দিল। তুমি মা বাপের কোলে ; দক্ষিণায়
তৃপ্ত দ্বিজ, দম্পতী আলায় স্নেহানন্দে
পূর্ণিত এখন ; মমতা মাখান অক্রুর
বারিধারা দিয়ে, সান্দীপনি মুনি পত্নী
পায়নি বিদায় দিতে, কেঁদেছে কেবল,

গেয়েছে ছবাহ তুলি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ।

সুস্তিত শূনিয়া কার্য্য দেবগণ যত,

অদ্বুত, অদ্বুত যেন স্বপ্নকথামত ?

উগ্রসেন । নহে নর, দেবতা যুগল । বুঝিয়াছি,

জগতের মঙ্গলের তরে, জন্মিয়াছে

নররূপে নিত্য নারায়ণ ; নহে হেন

সাধ্য কোথা নরে ? অসম্ভবে পরাভবি,

সম্ভবের সুসাধোর আয়ত্ত ভিতরে

আনি, করে বিশ্ব সচকিত । ধন্বাদ

শতমুখে দাও সবে রাম দামোদরে !

সকলে । ধন্ব যজুকুলরবি রাম দামোদর ।

অক্রুর । ধন্ব ধরাভারহারী মধুমুরহর ।

বহুদেব । ঐ যে আসিছে বৎস ব্রজবেশ ধরি ।

আহা মরি, দেখরে মাধুরী ; মন্দ পদে

আগে ছুটি সভা আলো করি ; কি মধুর

বাজিছে নৃপূর ধীরি ধীরি । আয় বাপ,

আয়রে ও । শর চুপি আশীর্বাদ করি ।

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

উগ্রসেন । আয় ভাই, আয় দৌহে ছবাহু পসারি

প্রাণ ধুলে আলিঙ্গন । জীর্ণ তরী

দেহ ধরি, তরঙ্গের ডরে যে শিহরি,

পার ক'রে দিমূরে মুরারি, ব্যথাহারি ।

ব্যথাহারি কোল দিম্ অকূল পাথারে ;

শান্তি পাই শ্রামকান্তি নয়নে নেহারি

অক্রুর । ভক্তাধীন ভক্তাধীন, দেখে বল পরে

শিখে ল'ব কার কার্য্য কে কেমন করে ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে ধীমান, চেয়ে দ্রাখ দ্বারে মগধের

রণদূত, কি কার্য্যের তরে আসিয়াছে ;

আদেশ মাগিছে প্রবেশিতে সভা মাঝে,

প্রভু বার্তা প্রদানিতে মথুরা অধিপে ।

বহুদেব । মগধের রাজদূত ?

উগ্রসেন । পাপ বাতাবহ ।

অক্রুর । পিশাচের অগ্রদূত, এসেছে নিশ্চয়
পৈশাচিক কার্যব্যপদেশে ; উগারিবে
হলাহল, মথুরায় করিবে চঞ্চল,
ঘাটে যাবে বীরত্বের প্রতিঘাত ।

বহুদেব । ভাবি ভয়, পাছে হয় অশ্বিনিসম্পাত ।

পাছে ক্রুদ্ধ জরাপুত্র বাধায় বিবাদ ।

শ্রীকৃষ্ণ । কিবা ডর ! শত্রু সে তো আগে
আছে জানা ;

আছয়ে বাসনা, দেখিব পরীক্ষা করি

কত বলে বলীয়ান, অমুরপ্রধান ।

আজ্ঞা দেহ দূত, হেথা হোক আওয়ান !

(মগধদূত বা লম্বোদরপুত্রের প্রবেশ ।)

মগধদূত । এ সভায় কে প্রধান ? কে লবে
বারতা ?

আসমুদ্র ধরাপতি, চক্রবর্তী রাজা,

মহারাজ রাজ্যেশ্বর জরাসন্ধ শুর,

প্রতিনিধি আসি তাঁর, মুখ্য রণদূত,

আসিয়াছি রণবার্তা লয়ে, কারে কহি ?

কে দিবে উত্তর ? কে নায়ক মথুরার ?

কে বা দণ্ডধর, কর্তা সন্ধি-বিগ্রহের ?

অক্রুর । আরে রে বাচাল বার্তাবহ, ভারবাহি-

পশুরুদ্ধি কেন ? অথবা মূর্থতা নয়—

দাস্তিকতা বুদ্ধি উদ্ধতের অমুচর,

পাপে ক্ষীণ দৃষ্টিহীন, ঠেকে না নয়নে

মথুরার সিংহাসনে মথুরা অধীপে !

মগধদূত । ইনি ? ইয়োগো, ইনি এবে মথুরাপতি ?

ভাল মাজে মাজিয়াজ প্রবীণ ভূপতি ;

শুভ্র কেশে মুছাইয়া পুত্রহাচরণ,

কেমনে লইলে বৃদ্ধ পুত্রসিংহাসন ?

কোন লাজে দেখাইছ মুখ ? বুঝ না কি

স্বার্থপর, বালকের ক্রীড়নক মত

ছিন্ন পরিচ্ছদে দেহ আবরি তোমার

মাজাইয়ে রেখেছে, খেলিবে ইচ্ছামত,

এক দিন দুই দিন, চরণপ্রহারে

ভাঙিবে পুত্রলি, কোথা রবে এ মাজন ?

ছি ছি ধিক্ রাজ্য তব, রাজসিংহাসন ।

প্রোতভূমি করেছ মথুরা ? পুত্রে নাশি

ঘাতকের সহযোগে, তারি সেই উমা

শোণিতাক্ত করে, রাজদণ্ড দণ্ডধর—

কি সাধে ধরিছ ? কত দিন রবে আর

জীর্ণতনু বহিয়ে জগতে ? কালকণী

ছলিছে মস্তকোপরি, নাহি বুঝি জ্ঞান ?

শাশান সমুদ্র তীরে আসিয়া পড়েছ,

তবু ভোগলালসা কমে নি ? ধিক্ থাক্,

ভগতরী কি সুখে বাহিছ ? ছিছি, ছিছি

ঘৃণা হয় চাহিতে ও মুখপানে তব !

হলাহল নয়নে ঠিক বে, দন্তহীন

আস্ত্রের গঙ্ঘর যেন নরক ছয়ার, ঐ

কুটিলতা-পূর্ণ প্রাণ, কুংসিত আচার ।

বল । সাবধান অমুরসেনক ! নটভূমি

নহে রাজগভা, যথেষ্ট আচার নাহি

চলিবে হেথায় ; রেখো মনে, রাজ্যে

শত্রু মিত্র বাহিতে না জানে অপরাধে

অপরাধী, শাস্তি পায় উপযুক্তমত !

দূত তুমি, দৌত্য কার্য্য তব অধিকার,

তাই মাধি করহ প্রস্থান, নহে কেন

বৃথা কথা পাড়ি বীর পাড়িছ প্রমাদ

রাজরক্ষী অসিঙ্গ্পর্শে কেন এত সাধ ।

মগধদূত । হে হিতাযী, ভাবে বুঝি বাঁচাই

জানি হেথা নহি নিরাপদ, কা

আবেগে প্রাণের, ভাল আর ?

কাজ নাই করিয়া বর্ণন, অকা

অপবাদ শুনিতে কঠোর ! কহি বাত্বা

শুনচ সনাতী সঙ্গগা গথনানামী

সহ বামকৃষ্ণ, ত্রুব বহু উগ্রসেন,
 গদাধীনুতবাসে, করযোড কবি
 যাচুক মার্জনা রাজপদে, নহে থাক
 প্রস্তুত হইয়া । সজ্জিত সমরসাজে
 আসিয়াছেন মগধাধিপতি, লইবারে
 জামাতৃহনন-প্রতিশোধ । অবরোধ
 করিষে এ পুরী, উগ্রতপে তপ্তকাষ
 ত্রুন্ধ বলীয়ান, হানা দিবে চাবিধাবে
 ঘিরি, মস্তবলে শত শত শতদ্ব
 প্রবল আঘাতে, প্রাকাব হইয়ে চূর্ণ,
 করিবে পক্ষিখা পূর্ণ, ঘন ধূলা-ধূমে
 শূন্য আঁধার হইবে ; চক্ৰমকি অস্ত্র
 শস্ত্র বিজলী খেলিবে ; ঘোর সিংহনাদ
 বজ্রগন্তীবে হাঁকিবে, কধিবপ্রবাহে
 বহি ধ্বজধ্বজ, পতাকা, আগুধ, চর্ম,
 অশ্ব, হস্তী, রথ, রথী, মৃতদেহস্তুপ,
 যমবারিধি আবর্তে পতিত হইবে ।
 মথুরার চিহ্নমাত্র ধরা না ধরিবে ।
 এই রাজ আজ্ঞা মম লৈনু বিজ্ঞাপন,
 কি ইচ্ছা, প্রকাশি কহ মথুরা-রাজন ?
 সন্ধি কি বিগ্রহ, উভ যেরা লয় মন । ।

শ্রীকৃষ্ণ । বার্তাবহ, কহ গিষে প্রভু প্রেতে তব,
 দৈত্যকুল করিব নিশ্চূল ; ধরাভাব
 না বাধিব আর, সংহাব-মুৰতি ধরি,
 যে যথায় আছে সবে কবিব সংহার ।

মগধদূত । ভাল, সাধ পূবিবে সবাব, অবিলম্বে
 আগুসার হবে সৈন্য কাতারে কাতাব ।
 বাস্তবে বিজয়ভেরী প্রলয় বিষণ,
 মুহূর্তে হেন্সিবে সবে সংসার ঋশান !
 আসি তবে, দেখা হবে রণবঙ্গভূমে,
 কালিকে প্রভাত ভানু না যেতে পশ্চিমে ।

[মগধদূতের প্রস্থান ।

অক্রুর । সমব তো বাধিল রাজন । •
 উগ্রসেন । জানে রণ
 রামনারায়ণ, আছে সৈন্য মথুরায়
 প্রকাণ্ড বাহিনী, স্থবিব আমিও বটি,
 কিন্তু এ দুর্বল ভুজে আছে হেন বন,
 জগদ্বাসি সিংহাসন, করিতে রক্ষণ,
 করাল কৃপাণে পাবে কবিত্তে ধারণ !
 এই ক্ষীণ দেহবষ্টি মানো, উগ্র ভোজ
 বক্তাপ্রাত এখনও বহিছে ; কিবা ডর ?
 সমব তো ক্রীড়াবঙ্গ ক্ষত্রিয় শূবের ?
 শ্রীকৃষ্ণ । মহাবাজ । রাজ্যভাব আপনার করে
 যান প্রজার রঞ্জন ; সমব সে মম
 প্রযোজন আরো মুহূর্তে করিব ;
 ধরণী মবিছে ভারে, কাঁদিছে কাতরে,
 অনাহত মর্শভেদী সে বোদনে বোম,
 এ জীব কল্লোল ছাপাইয়া, উঠিতেছে
 দিবাবাতি ; কবিছে আঘাত দেবতার
 দুয়ারে দুয়ারে, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক
 গোলোক অবধি হইয়াছে বিচলিত,
 বিচলিত বক্ষাণ্ডেব অশান্তি নাশিতে,
 উপলক্ষমাত্র তাই হইয়াছি মোরা,
 এ যুগান্তকালে শান্তি পাবে বসুন্ধরা ।
 বহু । ইচ্ছাময় । ইচ্ছা তব হউক পূরণ ।
 ক্ষত্রিয়ের আচরণে পুত্র ভূমি, ভোমা,
 ক্ষত্র আমি না করি বারণ, মায়া মোহ
 আশঙ্কায় দিহু বিসর্জন, শত্রুনাশ
 করি, কব স্বধর্মপালন, অনুক্ষণ
 যত্নকুল রবি জয় গাক্ ত্রিভুবন ।

অক্রুর । হে রাজন, প্রযোজন মন্ত্রণা কারণ,
 সভা ভাঙ্গি মন্ত্রপুংহে চলুন এখন,
 কব। চাই যথাযোগ্য মুক্ত-আয়োজন ।

শ্রীকৃষ্ণ । অগ্রসব হোন মদে পশ্চাতে সিদ্ধি

মুক্তিগত যথা কার্য্য সম্বন্ধে সাধিব ।
[সভাভঙ্গ ও রামকৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।
শ্রীকৃষ্ণ । কার্য্যক্ষেত্র বিপুল বিস্তার, বলদেব
দেখিছ কি আব, অনলে পতঙ্গ মগ
আসিছে পড়িতে ছুট্টি জবাব কুখ্যাব,
সাথে সৈন্ত পাৰাবার, ডুবাতে বাসনা
চিতে মথুরা আমাব ; বুঝি দেখ ভাই,
ধবাব সঞ্চিত ভাব কবিত্তে সংহার
অবতার, কার্য্যভাব আমা দৌহাকার ।
বলরাম । রব ভাই পঞ্চাতে তোমাব, সাধুরক্ষা
অসাধু সংহার, অধর্ম্ম উচ্ছেদ, ধর্ম্ম
স্থাপিতে আবার, দেহী দৌহে নরাকার,
দাহনে নিশ্চল করি স্তবর্ণ স সার,
পরমার্থ প্রেমলীলা করিব প্রচার ।
শ্রীকৃষ্ণ । হের আর্ধ্য, শূন্য হ'তে লয়ে আসে রথ
অস্ত্র শস্ত্র পবিচ্ছদ বীৰ অলঙ্কার
জ্যোতির্ম্ময় তোমাব আমাব, রণসাজে
সাজি, চল শত্রুকুল করিগে সংহ ব ।
দেবদত্ত রথ, এ যে কার্য্য দেবতাব ।
[শূন্য হইতে জ্যোতির্ম্ময় বথের অবতরণ ।
বলরাম । দেবদত্ত হে বিমান করি প্রদক্ষিণ
বক্ষঃ বীরাসনে তব হইব আসীন ।
তোমার প্রসাদে রণে বঁকি কবি নাশ,
প্রসাদ প্রসন্নময় পূবাও গো আশ ।

প্রথম অঙ্ক ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

বর্ণক্ষেত্রের এক পার্শ্ব ।

(পতাকাবাহক লম্বোদর ও তৎপুত্র মগধদূতের
প্রবেশ ।)

পতাকাবাহক । আমিতো বাবা এইখানে নিশেন

গেড়ে বস্‌লুম, আর একটি পাণ্ড
এঙছি না ।

পতা-পুত্র । সে কি বাবা, চমনা, চমনা,
একটি তাড়াতাড়ি চমনা, যুদ্ধ কব'তে
কব'তে মহারাজ ছু তিনবার তোমায
তল্লাস নিয়েছেন ।

পতা-বাহ । তা নেবেন না, ডানবাসেন
কত । আগে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পাহা-
ড়েব আডাল থেকে লোড়বেন ; মুণ্ডটি
যাক্ আমার, আব তিনি নাম নিয়ে
দেশে ফিরুন, তিনি বড় চালাক আব
আমি বড় বোকা । ওরে বাবা, এই
পেটটি দেখ্‌ছো, আমার পাকা বুদ্ধির
জালা, আমি দূব থেকে যা নড়ায়ের
আদুরা দেখ্‌তে পেয়েছি, তাহাতেই বস
আছে, এতদূব এয়েছি কেবল বাবা
তোমাব কথায়, পাছে বল বাধা বেটা
ভাতু মানুষ, আব আমি একটা পাণ্ড
এঙছি না, এইখানে নিশেন পুঁতে জমাট
হয়ে বোসে থাকি ; জয় হয় উঠিতো
পড়ি ছুটে গিয়ে, নিশেন কাঁধে, প্রথম
দলেব কাঁধে চোড়ে মথুরায সোঁজুবো, আর
বুঝেছ বাবা, যদি হার হয়, তা হলে ঐ
পথ, বুঝেছ বাবা, যৎপলাযস্তি স জীবতি
“বৃদ্ধাস্থুষ্ঠ প্রদর্শন আব নৌ নৌ শব্দে
পলায়ন ।”

পতা-পুত্র । তবেই দেখ্‌ছি সর্কনাশ কোব-

এখনি হযতো মহাবাজ মহা রেগে ত

পতা-বাহ । আর দূব খ্যাপা, জাম্‌বারি

অবসবটি আছে, না ওরা যোটা রেখে

খাড়াইটীব বহর দেখ্‌ছো ত ? বাপে

ছুটো ছোঁড়ার বিক্রম না কত ।

দিকে ছুটেছে, সে দিক্টে যেন কলা-
বাগান শুইয়ে যাচ্ছে, রক্তে সব নদী
নালা পুরে গেছে; বাহবা মা'র দুধ
খেয়েছিল যা হোক ।

পতা-পুত্র । কেন বাবা, আমরা কি মার
দুধ খাইনি ? আমি এতক্ষণ লড়াই
করি নি ?

পতা-বাহ । করেছ, বেশ করেছ, গরীবের
বাছা, আর কেন বাবা, যতক্ষণ আনতো
চলছিল, ততক্ষণ এটা ওটা সেটা কোরে
বেড়াচ্ছিলে, রাজকে কুম্ দেখাচ্ছিলে ;
এখন শন্ শন্, রন্ রন্ কোরে বাণ
চলেছে ; কোঁ, কট্, কট্, রথ ঘুরছে ;
সাঁ সাঁ, তলোয়ার চলেছে, যে যাকে
পাচ্ছে, মাচ্ছে, চোঁচাচ্ছে, কাঁদছে, পেচু
ফিরে রড় দিচ্ছে, হাতীর পায়ে ঘোঁড়ার
চাটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নোড়েভোলা
হয়ে যাচ্ছে, মাড়ামাড়ি, ছেঁড়াছিঁড়ি,
জল বেড়াবেড়ি কর্তে কর্তে ওখ'নে
একটা বিকট ব্যাপার চলছে ও গন্ধটে
পা বাড়াতে মানুষে যায় ? ও যাওয়া
টাওয়ার কথা আর কোস্নে বাবা !
এইখানে বাপ বেটায় বোসে রাজা
উজীরী মারি আয়, আর নিজের তোয়াজে
নিজে নিজে ভোম্ হয়ে থাকি আয় ।

পতা-পুত্র । সে কতক্ষণের জন্ত বাবা ! এ
দিকে পেছুতেই কতক্ষণ !

পতা-বাহ । পেছুতে পেছুতে আমরাও
পেছুবো—ওরা আনবে এক হাত, আমি
একশো হাত পেছুবো, তার পর ক্ষেত্রকর্ম
বিধীয়তে । বুঝলে বাবা, আড়ালে আব-
ডালে এমন গা ঢাকা দিয়ে পোড়ুবো

যে শিবের বাবা এলে খুঁজে পাবে না ।
কিছুতে না হয়, শেষ একটা এঁদো, খাদে
পানাপুকুরে গলা পর্যন্ত বুড়িয়ে মাথায়
কেলে একটা হাঁড়ি দিয়ে বাপটীমেরে
থাকবো । বাবা ! যুদ্ধের বদি আমরা, ধাত
বুঝে বুঝে বুড়িয়ে গেলুম, চক্কে নাড়ী
দেখবো আর পল্লড়িয়ে পালাব । বুঝলে ?

পতা-পুত্র । হেঃ ! তা আর কত্বে হবে না !
আমাদের এমন রাজা না, হয় এস্পার
নয় ওস্পার ।

পতা-বাহ । হাঁ বাবা, আমিও তো তাই
ব'সছি, হয় এস্পার নয় ওস্পার ; হয়
ফোজগুলিকে যমরাজার হাতে সাঁপে দিয়ে
একায়েক প্রাণ নিয়ে পালাবেন, নয়
সর্বসমেত আড় হয়ে পোড়ে খাড়
ভাঙ্গা ঘোড়েলের সামিল হয়ে এযাত্রার
মত পটল তুলবেন ; তা তোলেন তুল-
বেন, তুমি বাবা কেন এত জেদাজিদি
করে ধোরে নে গিয়ে এ বুড়ো বাপ
বেটাকে বলিদান দেবার ফন্দী কচ্চো ?
না হয় পাঁচ জনে বীরপুরুষ নাই বলো ;
না হয় দুটো মিছে কথাই বলতে হ'ল ?

পতা-পুত্র । তুমি এখানে থেকে না যাও
তো রাজার কোপ্ থেকে এড়াবে কিমে ?
পতা-বাহ । বাক্যিতে, বাক্যির জোয়ে এই
ত্রৈবং দেহখানা নিয়ে নিশেনদারী
কাজ পেয়েছি, তোকে এই বাচ্ছাবেলা
থেকে পাশের রক্তী কোরে দিয়ে, ক্রমে
ক্রমে দুতের পদ পর্যন্ত পাইয়ে দিয়েছি ।
আর এই তুচ্ছ মিথ্যেটা সাজিয়ে দিয়ে,
উটে রাজার কাছে বাহবা নিতে
পারবো না ! ও কে ছুটে আসে ?

দক্ষিণ দিক্ থেকে আসছে দেখছি,
ব্যাপারটা কি ?

(ক্রতপদে ভগ্নদূতের প্রবেশ ।)

পতা-বাহ । ওহে বাপু ভগ্নপাইক ! রক্তমুখী
হয়ে ছুটে চলেছ কোথায় বাবা ?

ভগ্নদূত । সর্বনাশ ঘটয়ছে শূর, ছত্র ভঙ্গ,
দক্ষিণবাহিনী, হতাহতে পূর্ণপ্রায়
রণরঙ্গভূমি ; বৃদ্ধ বীর উগ্রসেন
ক্ষুরে নিধন করি বীর বিহুরথে,
মহামারি আরস্তিলা ছত্র নাশ করি,
মস্তকবিহীন বীর বাহিনী মোদের
ভীত নেত্রে নিরখি মে কালান্তক যমে,
স্থিরপদে দাঁড়িয়ে পড়িল, অটল সে
বাহিনী টলিল পাছু হটি অতি ত্রস্তে
পলাতে লাগিল মথুরা কটক ক্রত
পিছে ছুটি অর্ধেক নশিল, অর্ধভাগ
শূঙ্গল পরিষে পদে বন্দী হয়ে গেল ;
একা প্রাণ বাঁচাইলু দৈবের সহায়ে,
যাইতেছি রাজপদে জানাতে সংবাদ ।

পতা-বাহ । (উঠিয়া) তাইতো ! তাইতো !

ও বাবা, এ দিক্ থেকে আবার ও কারা
ছুটে আসে ?

পতা পুত্র । তাইতো, কেউ খোঁড়াচ্ছে,
কারুর মাথা বাঁধা, কারুর গায়ে রক্তে
চেঁটে খেলছে ব্যাপারটা কি ?

পতা-বাহ । ব্যাপার ভাল, এদিকেও ফরসা
বোধ হয় ।

(তিনজন আহত সৈনিকের প্রবেশ ।)

পতা-বাহ । কি খবর ভাই ? তোমরা তো
দেখছি কেউ আদমরা, কেউ সিকি
সরা, কেউ পৌনুগরা ।

১ম সৈন্য । আর বাবা, এতক্ষণ বুঝি বা
সর্বনাশ হয়ে গেল ।

২য় সৈন্য । বুঝি কি রে ? আমি দেখেছি
মহারাজ আহত হয়ে পড়েছেন,
রাজকন্ডা ঘোড়া ছুট কোরে উর্দ্ধধামে
সোরে পোড়েছেন ।

৩য় সৈন্য । শুহু তাই ? মারে মারে সব
সৈন্য পালচ্ছে, কেউ ধরা পড়েছে ; কেউ
বা রামকৃষ্ণের আশ্রণ বাণে পুড়ে ছাই
হয়ে যাচ্ছে, কেউ বা বাঘুবাণে বোড়ে
কাকের মত ধড় ফড়াচ্ছে, কেউ বা বরণ-
বাণে হাবু ডুবু খেতে খেতে তলিয়ে
যাচ্ছে, মহারাজ সংজ্ঞাহীন, কেবা ঢালায়
আর কার মুখ দেখেই বা ফোঁজ সব
লড়াই করে ? ও বাবা ! তেঁয়াল যে
ছাতি ফেটে গেল । কেউ একটু জল
দিয়ে আমাদের বাঁচাও ।

পতা-বাহ । হ্যা বাবা, এতদূর তাড়া
করে আসবো কি ?

(চারিজন সৈনিক কর্তৃক আহত হইয়া
জরাসন্ধের প্রবেশ ।)

জরা ।—

পানীয় ! তুমায় মরি ! কে দেয় পানীয় ?
ওরে, অর্ধরাজ্য দিন তারে আমি ! দে রে
দে রে পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ, বিন্দু
দানেন বাঁচা রে আমার — ওহা প্রাণ যায় !

পতা-বাহ ।—

মহারাজ, দাম আছে শুশ্রূষার তরে ।

নীতল পানীয় পিষি জুড়ান জীবন ।

জরা ।—

দাও নীর, করি পান, কে ওই সৈনিক

একদৃষ্টে চাহিয়াছে তুমি ? নাহি চাই
পানীয়, উহারে দাও, ওই প্রাণটুকু
রহি দেহে, একদিন রক্ষিবে এ প্রাণ !
নেপথ্যে । এই ধারে, এই ধারে, এই দিকে
নিরে আস্তে দেখেছি ।

জরা । কে আসে কে আসে ওই শত্রুচর
বুঝি ? ওহো ওহো ! এর চেয়ে মৃত্যু
ছিল ভাল !

পতা-বাহ । কৈ ? কৈ ? তাইতো ? ওহে
সকলই এগিয়ে গিয়ে সারগোঁথে মহা-
রাজকে ঢেকে দাঁড়াই এম, নইলে
সর্বনাশের উপর সর্বনাশ খোটে যাবে,
মহারাজের প্রাণ রক্ষা করতে প্রাণ
দিতে হয় দেওয়া যাবে ।

(একদল মথুরা-সৈন্তের প্রবেশ)

পতা-বাহ । কে তোমরা, কি চাও ?

১ম সৈন্ত । চাই মগধরাজ জরামঙ্গ জীবিত
বা মৃত ?

পতা-বাহ । এই কথা ? আমরা যদি তা'কে
ধরিয়ে দিই, তা হ'লে আমাদের তো
কিছু বলবে না ? আমরা খেটে খাই,
চাই টাইয়ের ধার ধারি না ; বল কিছু
বলবে না ?

১ম সৈন্ত । কিছু না ।

পতা-বাহ । শপথ কর, নইলে বাবা বিধাম কি ?

১ম সৈন্ত । ভাল ভাল স্বীকার, কৈ কোথা !

পতা-বাহ । (নিজ পুত্রকে দেখাইয়া) এই
ইনি (জনান্তিকে) বার পালিয়ে আস্তে
দেখব ?

পতা-পুত্র । (জনান্তিকে) ঠিক আস্তে,
তোমরা মহারাজকে নিয়ে সোরে পড় ।
(প্রকাশ্যে) সৈন্তগণ বন্দী কর, লয়ে

চল অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক, বিধাম-
যাতক নরাদম নিষ্ঠুর নিজ সৈন্তদের
অপেক্ষা শত্রুর নিকটে যথেষ্ট স্নেহে থাকুব,
চল ।

[মথুরা—সৈন্তগণ পতাকাবাহক পুত্রকে
বন্দী করিয়া প্রস্থান ।

জরা ।—

বাল্য সাথী কি করিলে ? শার্দূল আবাসে
হাসিতে হাসিতে নিজ সম্মানে পাঠালে ?
পরাজিত, প্রহারিত, পায়ণ্ডের তরে
কেন নিজ মমতা মথিলে ? পুত্র মনে
কেন হেন শত্রুতা সাধিলে ? ছার প্রাণ
রক্ষা তরে বীর প্রাণে কেন বলি দিলে ?
এ লজ্জা আমার সখা যাবে না তো মলে !
মগধদল অক্ষৌহিণী সম্মান আমার
ধরে দিয়ে কালের কবলে, নিজ প্রাণ
রাখিলু কোশলে ! হারে দিক, দিক থাক
জীবন ধারণে, কালামুখ দেখাইব
কারে, অশ্রুধারে ভাসিব আঁধারেন ওরে
ধ্বংস বংশমান কংস ঘাতকের করে !

পতা-বাহ । মহারাজ, কাতর হবেন না ;
আমার কার্য আমি করেছি । আপনি
গেলে আমি তো আর দ্বিতীয়টি খুঁজে
পেছুম না । সে গেছে, সোরে আস্তে
পারে ভালই, নইলে তার মতন আর
একটি গোড়ে পিটে নেবো, গৃহিণী তো
এখন মরেন নি ; ছেলে মেয়ে বিয়োতেও
কাতর হন নি ; এখন আপনাকে বাঁচিয়ে
দেশে ফিরতে পারি, তবেই মঙ্গল । নইলে
এই ভুঁড়ি যে পাবে, সেই ধোংকে
দেবে, এই মুড়ি যে পাবে, সেই মোচকে
দেবে ; ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল ।

ফিরে বছরে ঘুরে এসে—তখন যা মনে শ্রীদাম ।— গীত ।
আছে তাই করবেন ।

জরা ।—

প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ চাই, ভাই চল
সবে গিরিব্রজে, বাছি নব সৈন্তবল
মিটাব প্রাণের জালা নিভাব অনল
হঁর হর বোম্ বোম্ ভরসা কেবল ।
[জরাসন্ধকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

—*—

প্রথম দৃশ্য ।

অদূরে যমুনা হ্রদ—গোষ্ঠ, অস্ত্রাশুখ স্বর্ঘ্য ।
(গাভী বৎস শয়ান, শ্রীদাম সুবল সুদাম
ইত্যাদি রাখালগণ কদম্বমূলে অর্দ্ধ-
শায়িত অবস্থায় গীত ।

সুবলের গীত !

(ওই) নলিনী মলিনী
ওর দিনমণি চলে যায়
কাঁদিয়ে কাটিবে নিশি
(পুনঃ) হাসিবে প্রভাত বায় ॥
অভাগা আমরা হায়,
কত দিবা নিশি যায় ।
কাঁদিয়ে কাতরে ডাকি
ফিরে তো সে নাহি চায় ।
দীন ব'লে দীননাথ বুঝি রে ঠেলেছে পায় ॥
(উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব ।— [গীত ।

ওরে কেরে তোরা—
কার তরে—ঝুরিছে নয়ন ।
কি নিশি সে—কে নিষেছে—
কে ছেন পাশাণ ॥

ওগো জীবনের সাথী, শৈশব চণ্ডাতি,
বড় ভালবাসা ভাই ।
হাসিয়ে হাসাত, নাচিয়ে নাচাত
কাঁদিয়ে কাঁদাত নাই ॥

সুদাম ।— গীত ।

আঁখিতে আঁখিতে, রাখিত থাকিত,
গিয়াতো পীণুষ বোল ।
তিলোকে তরে, ইতি উতি গেলে
তুলিত রোদন-রোল ॥

সুবল ।— গীত ।

হেন ভালবাসা, চরণে দাখিয়ে,
ছেড়ে গেছে নিরদয় ।
কাঁদিলে কাঁদে না, সাধিলে আসে না,
ডাকিলে না কথা কয় ॥

উদ্ধব ।— গীত ।

বিরহী শুন শুন বচন হামারি ।
সখা তুয়া সুন্দর, সর্বগুণাকর,
ধরম করম সদাচারী ॥
তুহু লাগি বিকল, সদত চঞ্চল,
নয়নে গলয়ে জলধারী ।
হাহা রব করি, কিবা দিবা শরীরী,
দুমত ফিরত চিতহারী ॥
নব দূরবাদল, শ্রামমোহন তমু,
অতি ভেলো ছুরবি বিষাদে ।
সোয়াথ নাহি ক্ষণে, কম্পনে শিহরণে,
রোয়ত রহত অবসাদে ॥

সুবল । ভাই, কে তুমি ? কে ?
কানায়ের বেশে, আমাদের
অমৃতধারায় ধুয়ে দিতে, এলে ?
এ ব

এলে ? আহা ! সেই সুমধুর কণ্ঠ, সেই সুধাভাষ, সেই আদর মাখামাখি ভাব, এসব কোথায় গেলে ভাই ? তুমি কি আমাদের সেই সুদূর স্মৃতি সুখের শৈশব-লীলার সঙ্গী হয়ে সেই সুখস্বপ্ন দেখাতে এসেছ ?

সুদাম। ভাই তো ভাই ! এ নিরানন্দের দিনে এমন আনন্দময় মূর্তি দর্শন তো আমাদের ভাগ্যে আছে বলে জ্ঞান হয় না। অভাগা আমরা, আমরা যে ভাই সর্বস্ব হারিয়ে পথে পথে কঁদে বেড়াচ্ছি, আমাদের আদর করবার তো আর কেউ নাই। আমাদের সুখ গেছে, শান্তি গেছে, খেলা-ধুলা এ জন্মের মত হারিয়ে রসেছি ; সব ফুরিয়েছে, শুধু এই জীর্ণ কঙ্কাল কথানা অবশিষ্ট আছে ; শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, ব্রজ-গোকুলের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত শুধু হাহাকার, সবাই কঁদে, পশু, পক্ষী, নর নারী, বালক, বালিকা, তরু, লতা, নদ, নদী, সবাই কঁদে, কেউ সাহস না করে না, ভাই, তাই বলি, বল কে তুমি ? এত দিনের পর কে তুমি সদয় হয়ে অভাগাদের মিষ্টকথায় সাহসনা কর্তে এসেছ ?

উদ্ধব। ভাই ! আমি সেই ভক্তসখা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাসানুদাস, নাম উদ্ধব। তোমরা তাঁর প্রিয় বয়স্ক, প্রাণ-সম প্রিয়তম, তাই তোমাদের পবিত্র মূর্তি দর্শনে আর অপূর্ব সখ্যভাব শিক্ষার আশায় ছুট এসেছি। ধন্য ভাই, ধন্য তোমরা ! আজ আমি ধন্য হলেম ! এত মমতা, এত সরলতা জগতে আর কোথাও কি আছে ?

সুবল। ভাই ! সত্য ক'রে বল, ভাই কানাই কি তোমায় পাঠিয়েছেন ?

শ্রীদাম। বল ভাই বল, তিনি কি ভ্রমেণ আমাদের মনে করেন ?

সুদাম। একবার বল ভাই, আর কি আমরা তাঁর সেই চাঁদমুখখানি দেখতে পাব ?

উদ্ধব। ভাই ! তোমাদের ত্যাগ করে গিয়ে কি সেই অনন্ত করুণাময় নিশ্চিন্ত আছেন ? তাঁর প্রতি কথায় তোমরা ; প্রতিদিন তোমাদের কথা তাঁর জগমালা, তোমাদের জন্ত চক্ষের জল না ফেলে তিনি কোন কাজ করেন না, তোমরা তাঁর, তিনি তোমাদের ; অধম নারকী আমি, তোমাদের মায়া-মমতা, তোমাদের আত্মসমর্পণের স্বর্গীয় ভাব আমি কি ছাড় যে আমি বুঝতে পারব ?

সুবল। ভাই ! তবে কি এই অভাগাদের ভাই কানায়ের মনে আছে ? তবে কি আমরা একেবারে তাঁর পর হয়ে যাই নি ? এই দরিদ্র গোপবালকদের তবে দেখছি তিনি চরণে রেখেছেন ? তিনি দিনান্তে একবারও মনে করেন। আহা হা ! চক্ষের জল ফেলেন ! সে নলিন-নেত্র তো ভাই কাদিবার জন্ত হয় নি, আমরা কাদি, কিন্তু তাঁর কান্না তো কখন চক্ষে দেখতে পারি না, সে জ্বালা তো ভাই এ বক্ষে কখন সয়নি ! মরি মরি ! কেউ কি তাঁর সেখা চক্ষের জল মুছিয়ে সাহসনা কর্তে নেই ? ভাইরে, কোথা তুই ? একবার হেথা আয় ! আমরা তোমার চক্ষের জল মুছিয়ে দেব।

কিছুতেই আর কাঁদতে দেব না। হেথা
তোর পিতা কাঁদে, মাতা কাঁদে, গোপ-
গোপী গাভী বৎস সবাই কাঁদে, একবার
আয় ভাই, এক ঝর এসে দেখে যা, আর
আমরা কাঁদব না, তোকেও আর কাঁদতে
দেব না, আয় ভাই আয় রে শূণ্য প্রাণ
সবার পূর্ণ করে দিবি আয়, তোকে
কোলে নিয়ে মৃতপ্রায় ব্রজগোকুল নব-
জীবন পেয়ে বেঁচে উঠুক !

উদ্ধব। ওহো! এত চক্ষের জল, এত
দীর্ঘনিশ্বাস, এত হাহাকার, এত
মমতা, এত মর্ষ-যাতনা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র
কেমন করে উপেক্ষা করে গেলেন ?

সুবল। না ভাই, না ভাই, তাঁর কোন
দোষ নাই, তিনি তো আমাদের নিষ্ঠুর
ভাই নন, তিনি তো আমাদের নিদয় হয়ে
ফেলে পালান নি, তাঁকে যে জোর করে
নিয়ে গিয়ে আমাদের পর করে দিয়েছে।
সে যে ভাই নির্মমলদয়ের দেশ! তারা
যে আমাদের কোল থেকে কৃষ্ণচন্দ্রকে
কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। নিয়ে
গেল, একেবারে নিয়ে গেল, আর দেখতে
দিলে না, কে জানে কি মজা যে তার
কাণে দিলে, সে আমাদের দিকে আর
ফিরে চাইলে না। আমরা কোন্ ছার,
সেই মহামায়ার অবতার একটীবারও
তার মা বাপকে মনে কতে-পায় না, মনে
কতে চাইলে নাকি তারা ভুলিয়ে দেয়।
তাই কানাইকে ভুলিয়ে রেখেই তো
আমাদের এই সর্বনাশ করেছে।

উদ্ধব। আহা! সরল প্রাণ তোমাদের!
তোমাদের এই যাতনা! মরি, মরি!

চক্ষে যে আর জল রাখতে পারি নি!
ভাই, বলি শোন, কানাই তোমাদের
আবার আশ্রয়, আবার সেই চাঁদমুখ
তোমরা দেখতে পাবে, এবার এলে আর
ছেড়ে দিও না, তোমাদের ধন দিবারাত্রি
তোমাদের কাছেই রেখো।

সুদাম। ও ভাই দিবারাত্রির কি? বুঝ
চিরে রেখো দেব, ব্রজ হ'তে একটী পাও
আর নড়তে দেব না, এবার ফিরে এলে
কি সে নিধি আমরা আর কাউকে দেখতে
দেব ?

(নেপথ্যে "বৃন্দাবনধন"।)

উদ্ধব। ও কি ?

সুবল। কান্নার শব্দ! গোকুলময় এখন
কেবল ঐ শব্দই শুন্তে পাব, সদাই
এখন যেতে শুতে উঠতে বোমতে কেবল
সেই সুদামাখা নাম গান কোরে প্রাণের
ছুখ মেটায়! ওই বুঝ গোপিনীরা মন্দির
প্রদীপ দিতে যমুনার ঘাটে চলেছে।

(গান করিতে করিতে প্রদীপ হস্তে
গোপিনীগণের প্রবেশ।)

গীত।

বৃন্দাবন ধন, গোপিনী জীবন,—

কাঁহা গেও মোহন মুরারী।

হরি হরি কাঁহা গেও বিপিনবিহারী ॥

কাঁদে কোকিলকুল—

মৃগকুল আকুল,

কালিন্দীর তট নট সুর

হরি হরি কাঁহা গেও বিপি

উদ্ধব।

চিত্রকরের হাতে বড়ই ফ'লেছে। হা নিষ্ঠুর
চিত্রকর! চিত্রে চক্ষের জলটুকু পর্য্যন্ত
এঁকে গেছে। শোকের সঙ্গীত শুনে
গাভীবৎসগণও উচ্চমুখে আহাৰ ত্যাগ
করে অশ্রুপাত ক'চ্ছে; চল ভাই রাখাল
চল, আগায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, দেখি
এ শোকের সীমা কোথায় ?

সুবল। চল ভাই, চল, তোমায পল্লী দিখে
মিয়ে যাই, দেখবে আমাদের কি সর্বনাশ
হয়ে গেছে, গাছ পালা সব শুক, ফুলের
গাছে ফুল ফোটে না, মধুকর আর গুন্
গুন্ কবে না, পশু পক্ষী ডাকে না, পথে
জনতা নাই, দেবীমন্দির উৎসবহীন,
প্রতিমা মলিন, সন্ধ্যায় পুরবধু আব শঙ্খ-
ধ্বনি করে না, নয়নজলে সন্ধ্যা-সতীকে
আহ্বান ক'বে, তার কোলে মুখ লুকিয়ে
বাঁচে, পোড়া মুখ কেউ কাউকে দেখাতে
চায় না। ভাই, বল দেখি ভাই ? যাদের
কৃষ্ণ হেন ধন পালিয়ে গেছে, তারা আর
কোন্ মুখে মুখ দেখাবে ? কৃষ্ণহারা হয়ে
আমরা কিশোর থেকে অকস্মাৎ যুবা
হয়েছি, যুবায প্রবীণ, প্রবীণে বৃদ্ধ, আর
বৃদ্ধ গোপ একের পর অশ্রুটী একে একে
জন্মের শোধ জ্বালা জ্বলে চলে যাচ্ছে। চল
ভাই দেখবে চল! পিতা নন্দ মাতা
যশোমতী কি দশায় আছেন ? কৃষ্ণ-
শোকানলে তাঁদের প্রায় সর্বস্ব দগ্ধ
হয়েছে, কেবলমাত্র ভস্ম হতে বাকি।
চল ভাই, যদি তুমি আশাস্ত নিয়ে
ফেরাতে পার। কালপথযাত্রী তাঁরা
অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

উদ্ধব। চল ভাই রাখাল, চল।

পাষাণে বাঁধিলু প্রাণ, শুনিব শোকের তান,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে গাঁথিয়ে লইব।
অশ্রুজলে মিলাইয়া লহরী তুলিব ॥
দেখিব পাষাণে তাঁর,
বারে কি না অশ্রুধার,
নহে অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক করিব।
ভক্তবাহ্যাকল্পতরু আর না কহিব ॥

রাখালগণের— গীত।

ওহে উদ্ধব! দেখ সব আসি গোকুলে।
বৈচে কি কেউ আছে প্রাণে

কৃষ্ণবিচ্ছেদ-অনলে।

সুকাল নব পল্লব,
বিহনে রাধাবল্লভ,
যমুনা হ'ল অর্ণব গোপীর নয়নমলিলে ॥”
[সকলে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(নন্দরাজের অট্টালিকা সংলগ্ন ঠাকুরবাটী
প্রাঙ্গণমন্দিরে ভবানী প্রতিমা।)
(অন্ধ নন্দের হস্তধারণে উপানন্দের প্রবেশ।)
উপা। কহ আৰ্য্য সর্বনাশ কেমনে নিবারণি ?
কারে ধরি, কারে করি নিবারণ ? কেবা
শোনে কার কথা ; সবাই অস্থির, যথা
বের ঘূর্ণিত বাটিকা তাড়নে ডোবে তরী,
সহযাত্রী যে যথায় আপন বাঁচাতে
অস্থির, অকুলে কুল পাইতে সাঁতারে।
ব্রজ-বাসী বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী
কেহ না থাকিতে চায়, কেহে জনে জনে,
অভিশপ্ত হ'য়েছে এ ভূমি স্বামকৃষ্ণ ॥

বিহনে শাশান, যে অবধি গেছে চলে
রোদনের রোল ঘরে ঘরে, প্রতি ঘরে
কান্দে উঠে বালক বালিকা ; যুবা যুনী
আকুল কুন্তলে ; প্রবীণ প্রবীণগণ
শোক শেল না পারি সহিতে—জর্জরিত
দেহ ঢালি চিতাব অনলে, একে একে
করে পলায়ন ; অবিরত চিতাধূমে
আচ্ছন্ন গগন, হরিধ্বনি ঘরে ঘরে,
প্রান্তরে চত্বরে, বিপদের পারাবারে
প্রতি পল্লী রয়েছে ডুবিয়া ; কে গৃহস্থ
হেন ভূমে রহিবারে চায় ? নিরুপায়
ব্রজ ত্যজি সবাই পলায় ; মথুরায়
করি বাস, প্রাণকুণ্ডে নিরধিবে সদা,
সেই আশে উল্লাসে আবাস করি ত্যাগ,
পরবাসে ছুটিতেছে না শুনে সান্ত্বনা ;
বলে শান্তি কোথা এ শাশানে ? ব্রজধাম
একের বিহনে আজ হ'য়েছে শাশান !
কহ আৰ্য্য এ মক্ষটে কি করি বিধান ?

নন্দ । ওরে ভাই, ব্রজে তবে কেহ কি রবে না ?
বজ্রদধি বিটপীর মত, একা আমি
রহিব কি ধ্বংসশেষ চূর্ণপুরীমাবো !
একা একেশ্বর হ'য়ে বহিতে কি হ'বে
ভবে শাসিতে এ শূন্যধাম ? চিতাভস্ম
মাধি দেহে, প্রেতকূলে ল'য়ে নাচিব কি
চির উন্মাদের মত এ মহা শাশানে ?
বল ভাই, অস্ত্রমে অভাগা ভাগ্যে এই
কিরে ছিল ? সবাই তেয়োগি যাবে ? হেন
সর্বনাশ কালে, এ বৃদ্ধের মুখপানে
কেহ না চাহিবে ? অন্ধ অসহায়ে ফেলি
পুত্রশোক নরক অনলে, পাগলিনী
সাধ্বী যশোদায়, সঁপি দিয়ে নৈরাশ্রের
অন্ধ তমসায়, আত্মপরিজন জ্ঞাতি

কুন্স এ ব্রজপূরজন, পলাইবে ?
একবারও ফিরে না চাহিবে ? ভগবতী,
এই কি করিলে । বাল্যাবধি কত জালা
কত মর্ষাদাহনে দহিলে, কত শোক
সহাইলো, সহিধু তো বজ্রে বাধি বুক !
বিমুখ বিধাতা, মাগো তুইও কি বিমুখ ?
উপানন্দ । আৰ্য্য, আৰ্য্য, কেন কর হুঃখ ?

কৃষ্ণ হেন তনয়ের শোক, বন্ধ বাধি ময়েছে
যে সেতো দেব হযেছে পামাণ ! আশা ত্যাগ
হুঃখ দুঃখ, শয়ন ভোজন, জ্ঞান কর্ম,
সংসার পাবন মানসিক বৃত্তিচয়
সকলি তো হযেছে নির্মাণ । শূন্য মনে
শূন্য প্রাণে, নিশ্চেষ্টে অবশ অড়মত
যে কদিন রহে প্রাণ রহিতে হইবে
কি হইবে রাজ্যে আর ? ছার রাজ্যভার
কদিনের তরে আর বহিয়া বেড়াবে ?
কাব তরে করিবে সংসার ? সংসারের
সারধন হাবায়ে বসেছো, ছেড়ে দেছ
ব্রজের জীবন, প্রাণশূন্য কায়্য আর
কদিন রহিবে ? আজি নয় কালি, নহে
তুই দিন পরে গোপরাজ্য হবে বন ;
শ্রীপদগঙ্গুল ধ্বংস অট্টালিকাচয়
কালে বিধ বক্ষে পুণ্ড হইবে নিশ্চয় !
তাই বলি, নাহি কর খেদ, যে যথায়
যেতে চায়, যাক্ ক্ষতি নাই । তুই ভাই
চল আৰ্য্য যশোমতী সাথে ব্রজ ত্যজি
বনবাসে যাই ! নিরাহারে হরিণাম
লহিতে লহিতে, পরমার্থ প্রেমালোকে
জুড়িয়ে গে থাকি, এই প্রপঞ্চ মায়ায় ।
প্রাণে প্রাণকুণ্ডধনে পাইব আবার !
সাধনের ধন মে সাক্ষ্যের নিরাকার ।

নন্দ । কি বলিও ভাই ? শোক নাহি ত আমার

আশা আছে প্রাণকুণ্ডে আশাব পাইব
 আশাব মে ব্রজে এসে সুখা বসিয়ে
 নিজ্জীব নিদ্রিত জীবে জাগাবে জীযাবে,
 আশাব গোকুল মম আনন্দে ভাসিবে ।
 ভববাণী বল গো ভবানি । এ আশা তো
 ছবশা না হবে ? বলগো ককণাময়ি ।
 ভিখাবীর-নিধি মোব দিবেতো আসিবে ।

উপানন্দ । পুত্র ভিক্ষা কাব কাছে করিছগো দেব ?
 পাশাণনন্দিনী উনি, আগনি পাশাণী,
 পাশাণে ককণা ঔঁব জানে জগজ্জন ।
 ভক্ত দীন অকিঞ্চন, সহস্র বৎসব
 একাসনে করি তপ, বক্ষ বক্ত্র ধাবে
 ধোয়াইয়ে ও চরণ, নাহি পাষ মন,
 নাহি পাষ কণামাত্র ককণাকিরণ,
 অন্ধ তমসায় শুধু কাটায জীবন ।
 নহে গৃহদেবী উনি, কুলরক্ষা কালী,
 কৈ রক্ষা করিছেন বিপদের কালে ?
 সৰ্ব্বনাশ ঘটে গেল সমুখে উহাব,
 ভক্তে যদি থাকিবক মায়া, কই তবে
 মহামায়া শাস্তিদানে বাঁচালেন ব্রজে ?
 কাঁদিয়া জনম যদি যাবে, কবে তবে
 হৃদাবেশে উচ্ছ্বাসে হাসিবে, মনোবথ
 কবে সিদ্ধ হবে ? অভাগা ভক্তের ভাগ্য
 ভাবি ভাই চিরদিনই অপ্রসন্ন হবে ।

নন্দ । দোষ ভাই, দোষ ভাগ্যদেবে ।

মা আমার
 উৎস করুণাব ! সেই দিন, যেই দিন
 পাপ মথুরায়, কে নির্মম, নাহি জানি
 ভূলায়ে লইল কাড়ি কোল হতে মোব
 রামকৃষ্ণ ছুলালে আমার, বজ্র পাতি
 লইলাম বুকে, হাহাকাব রবে সবে,
 কাঁদিত কাঁদিত, ফিবিলাম গোকুলেব ।

পথে, শূন্য বথ হেনি, মবে শূন্যমথ ।
 হেরিল জগৎ ; অজানিতে অশ্রুধাবা
 উথলিল, দরদর বাঁধিতে লাগিল,
 সন্ধেগে শোকের বাড বহিয়ে চমিল ।
 কৈ কৃষ্ণ । কোথা কৃষ্ণ । কোথা রেখে এলে
 এনে দাও একবার নেহাবি সকলে,
 বলিতে বলিতে যেন উন্মাদর মত,
 চাবি ধাবে, করে ধবে, সমগ্র গোকুল
 যাচিল শ্রীরামকৃষ্ণে, হইল আকুল ;
 হেবিলাম গোপ গোপী হাবাল সন্নিহ ।
 সেই দিন সে বিখ্যম দিনে ভাই ঐ
 মা ককণাময়ী, আশামৃত দানে, প্রাণে
 বাঁচালেন সবে, শব্দ সম ব্রজবাসী
 বুক নাধি পথপানে বহিল চাহিয়া ।
 ভাই, ভাই, নিষ্ঠুর তো নহে সে আশাব ।
 বড় মায়। আসিবে আশাব । দয়াময়ি,
 দিন দে মা, এগে দে গো তনয়ে আমার ।
 অতি দীন তনয় মা তোর, চিরদিন
 ও রাসচরণ ধরি আছে তো পড়িয়া,
 দে মা এ জলন্ত জ্বালা নির্মাণ কবিয়া ;

(প্রণাম)

(রাখাগণের সহিত উদ্ধবের প্রবেশ ।)

উপানন্দ । ও শ্রীদাম, একি হেবি ?

ওবে কৃষ্ণধনে কোথায় পাইলি ?

নন্দ । কৈ ? কৈ ? ওরে ! ওরে !

কোলে দে রে, কৈ রে, কোথা বে, আম বাপ
 বাঁচাবে সবারে ।

উদ্ধব । কৃষ্ণধন নাহি তব

পিতঃ দাম তার, বৃষ্ণিবংশে জন্ম, নাম
 আশ্রিত উদ্ধব, প্রবেছেন হেথা মোসে,
 পিতৃ মাতৃ পরিজন কুশল লংবাদ
 লইতে জানাতে তাঁর প্রণাম সকলে ।

নন্দা । ওবে বাপ, কি দেখিতে আইলি গোকুলে ?
কুম্বনে হাবা হয়ে কে বহে কুশলে ?
অকুশল হেব চাবি ধাবে, পিতা আমি
অন্ধ কেঁদে কেঁদে, মাতা হোথা পাগলিনী
পাবা, গোপ গোপী আত্ম-পবিজন, প্রাণ-
হীন ছায়া কায়া বহিয়া বেডায়, স্থির
নীবে যমুনা, পশুপক্ষী নাহি চবে,
কেঁদে কেঁদে শ্রামণী ধবণী, ওবে বাব,
কি আব কহিব, সর্বস্ব হাবায় এবে
হইয়াছি পথেব ভিখারী, একা কৃষ্ণ
সব নিষে গেছে, বলবে উদ্ধব, বাণ,
সে তো ভাল আছে ? মায়াব পুতলি মোর,
পিতা মাতা তব মনে কি বোঝাছে ?
কোন কথা বোনে কি দিযেছে ?

বোশেচ্ছিন্ন

বিদ্যাবের কালে, রাজকার্য্য মাঝি পুনঃ
আসিবে এ কোলে, মত্তা কবি বল বাপ,
সে কার্য্য কি এখনো বয়েছে ? এখন কি
বৎস মোর, বিপদের বাবিধি বেলায়,
প্রবল ঝটিকা ঝঞ্ঝা একেলা সহিছে ?
আহা, সে যে বালক আমার ! মোহাগেব
শিশু সে কিশোর শূকুমার । চোখে চোখে
রাখিতাম তাবে । সামান্য শ্রমের ভবে
কাদিত কাতরে, কোলে তুলে যশোমতী
ক্ষীর সব খাওয়াই তো মাদবে । হায, হায,
মমতায় কে বতনে সে যতন কবে ?
কেবা এবে শ্রমজল মুছায় আদবে ?
কাব কোলে শূকায় সে অভিমানভয়ে ।
আহা, বে উদ্ধব, সে যে আছে পবনবে !
পরনবে আমাদের কভু মনে কবে ?
উদ্ধব । কি কহিব গোপপতি । হেন অন্তবাণ,
হেন ভক্তি পিতা মাতা দেখি নাই

গুণি এ জনাম । মমতায় ভেঙ্গে বায়
দিবারাতি দেখি ছনমন । কত মতে
বোদন বে মাঝি ব্রজধাম, কত কথা
কহেন আগায়, কত মেহ, কত মায়া,
মাঝিময়ী যশোমতী মাঝ এক মুখে
নাবেন কহিতে, কহিতে বহিতে কভু
উদারদেব মত, বনায়েব গজা ধবি
মকাতবে কবেন বোদন, গোকুলেব
আবাল বনিতা বৃদ্ধ পশু পক্ষী আদি,
মনাকার নাম লয়ে আছেন মতত,
বাজবে গুলিত্ত প্রেম, পূর্ণ প্রেমময় ।
না জানি সে মহাপ্রাণ কতই উন্নত,
বাথ দিতে নাবেন সামান্য কীট প্রাণ ।
সামান্য দামান্যদাম দামে, কথা বলা ;
বাডায়ে গৌরব, পাঠানেন শান্তি দিতে
অশান্ত এ বহুভূমে, কহিলেন প্রভু-
যাও ভাই, অনন্যে নবম এস নবিন,
বলে এস মা তায় পি প্রাণ, কথা সখা
পৌবদনগণে, মনব মিথিব মবামনে,
অবিলম্বে কার্য্য শেষ হসে, —
ভবে বৃন্দাবন আমার আনন্দ নিকেতন,
আগাতে সবাব সখা আমি সর্বজন ।
উপানন্দ । আহা মবি, ব্রজেব সে অমৃত্যবন !
তাবি মুখে সাজে বে এ অতুণ বচন ।
নিজ্জীব মজীব আজ হাব, বোদনের
উচ্চ বোণ মহসা থামিবে, উদ্ধব,
কি কহিব প্রাণ দিদি মবে, মা ভবানী,
বড় কৃপা দেখালি । পাখালী নাম তোর
আজি হ'তে জুগিতে চাপিনু চরা আর্ধ্য ।
লায়ে চরা কৃষ্ণসখা পরম বৈষ্ণবে,
অমৃতধালা যশোদায় জীয়াইবে;
পাগলিনী কৃষ্ণ আসা আশায় ভাসিবে ।

উদ্ধব । চল দেব, বড় মাধ দেখিতে তাঁহায,
 প্রণমিতে আদর্শ সে জননীর পায়,
 দেখিব কি পবিত্র মুরতি মমতার,
 কিসে বাঁধা, কি পুণ্যে সে পূর্ণ অবতার ।
 নন্দ । ওরে বৎস, আয় তোবে তুমি লই কোলে

ডাকিবি চ যশোদায় মা জননী বলে ?
 কৃষ্ণ আসা আশা দিয়ে যে তম নাশিলি,
 যে শুভ আলোকে আজি ব্রজ উজলিলি,
 কি দিব তাহাব প্রতিদান ? চিবজীবী
 হয়ে থাক কবি রে কল্যাণ ! স্মৃঙ্গল
 সাধুন সতত তোব মঙ্গলা আশাব,
 স্মৃঙ্গলা মা আমার মঙ্গলনিদান
 ধরায় দেবতাযোগ্য হউক সম্মান ।

উদ্ধব । বল আর্ঘ্য, মতি যেন থাকে নারায়ণে
 অন্তিমে মিশিতে যেন পাই সে চরণে ।

উপানন্দ । ধন্য সাধু কিশোর পণ্ডিত ! সূচরিত
 দেব নরে করিবে সম্প্রীত ; সাধি হিত
 জগতের, কীর্ত্তি চিত্রে রহিবে অঙ্কিত ।

নন্দ । চল বৎস, এস তাই যশোমতী পাশ,
 স্নসংবাদে মনের তিমির হবে নাশ ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

নন্দরাজের অন্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যান ।

(যশোদা ও পৌর্ণমাসী তপস্বিনীর প্রবেশ ।)

পৌর্ণমাসী । নন্দরাজি ! তুমি যে পাগল হ'লে
 মা ? মুখখানি মলিন করে, নীরব হ'য়ে
 অমন করে শূন্যদৃষ্টিতে থাক কেন ?
 থেকে থেকে অমন পঁজরাজ্ঞা দীর্ঘ

নিশ্বাসই বা ফেল কেন ? ওতে যে মা
 বলকে বলকে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায় ।
 ওর চেয়ে কেন ডাক ছেড়ে কাঁদ না ?
 হ্যাঁ মা ! তুমি কি আমার কথা শুন্চো
 না ?

যশোদা । কেন মা, কেন তুমি আমায় আদর
 কচ্চো ? কেন তুমি আমায় ভাল-
 বাসছ, তোমার ঘরে বুঝি গোপাল
 আছে ? গোপাল বুঝি এসেছে ? তোমার
 আঁচলটি ধরে নেচেছে, ননী খেয়েছে !
 তুমি তাকে ধুইয়ে মুছিয়ে, মাই দিয়ে ঘুম
 পাড়িয়ে বুঝি চ'লে এসেছ ? মা ! আমার
 গোপাল কৈ ? আমার বুকজুড়ানো
 সোণার নিধি নীলমণিধন কৈ ? আমার
 বাছা তো কৈ এল না ? কৈ মা কৈ ?
 আমার কোলে তো কেউ তাকে দিলে না !
 হ্যাঁ মা, কে বুঝি তাকে ভুলিয়ে নে গেছে ?
 এই দেখ, এই দেখ, এই দেখ ! এই যে
 বাপ আমার কোল জোড়া হয়ে হেথা
 ছিল, মা ! কৈ মা, যাহু আমার কোথায়
 পালাল ? বাবা ! কোথায় গেলি ? তোমার
 হৃৎখিনী মাকে একলা ফেলে কোথায়
 লুকুলি ? একবার এসে মা বলে যাও !
 মা একবারখানি তারে এনে আমায়
 দেখিয়ে নিয়ে যাও, আমি তো বাছাকে
 আমার আর মথুরায় যেতে বারণ করবো
 মা । উঃ ! গোপাল যে আমার গেছে, চলে
 গেছে, একবারে চলে গেছে, আর ফিরে
 আসবে না, আর এ অভাগিনীকে মা
 বলে ডাকবে না ! না গো না ! সে যে
 আমায় বলে গেছে “না” উঃ ! বুক বুঝি
 ফেটে গেল ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

আমি হারানিধি পেয়ে যে হারানু,—
চাঁদমুখ ভাল ক'রে দেখিতে না পেলু,
দেখি দেখি ক'রে নিধি হরে নিল হায,—
তাই কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে মমতায় ।
ওরে মা বলিলি কেরে করুণায় ॥

উদ্ধব । মা, মা, আমি তোমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের
দাস । তাঁর বড় ভক্ত ব'লে দয়া ক'রে
আমায় তিনি আপনার চরণ দর্শন কর্তে
পাঠিয়েছেন ।

যশোদা । ওবে ! কে রে ? কে বাপ কে
তুই এলি ? আমার কৃষ্ণচন্দ্র ? বাবা আবার
বল সে আমার কৃষ্ণচন্দ্র ? আমার সোনার
নিধি কোথায় বাবা ? তুই কেন বাবা
আমায় ছলনা ক'র্তে এসেছিস ? ওরে
আমি যে বড় অভাগিনী, আমায় যে তেমন
ক'রে কেউ মা বলে না । বাবা তুমি এস,
এই আমার কোলের ভিতর লুকিয়ে থাক ।
এ যে বাবা চোবের দেশ । তুমি আমায়
তেমন ক'রে মা ব'লে ডেকেছ জান্লে কি
আর রক্ষা থাকবে ? সকলে আমায় ফাঁকি
দিয়ে আবার তোমায় বুক থেকে ছিঁড়ে
নিষে পালাবে ! ওঃ বাপ্‌রে ! একবার
এলিনি ? একবার তোর দুঃখিনী মাকে
এক দণ্ডের তরেও দেখা এলিনি !

পৌর্ণমাসী । মা ! তুমি কি কিছু বুঝতে
পাচ্চনা ? তোমার নীলমণি যে তোমাব
কাছে এই ছেলেটিকে পাঠিয়েছেন, তা কি
দেখতে পাচ্চনা ? ওকে সব জিজ্ঞাসা
কচ্চ না, কোন কথা বল্‌চো না, একবার
আজ্ঞাদও কোলে না ? মা অমন কোবে
চেয়ে থেকো না ; একবার ভাল কোরে
এর মুখখানি পানে চেয়ে দেখু দেখি ;

তোমার গোপালের চেহারা যেন গায়ে
মেখে এসেছে ! আহা সেই মুখ, সেই
চোখ, সেই নাক !

যশোদা । কৈ ভগবতী কৈ ? কৈ মা কৈ ?
কৈ দেখি বাবা ! তোর মুখখানি এক-
বার ভাল করে দেখি ! (নিরীক্ষণ করিয়া)
ওরে বাবা একবার মা বোলে ডাক,
গোপাল আমার, একবার মা বোলে
ডাক !

উদ্ধব । মা কেন তুমি এত কাতর
হোচ্চো ? তোমার গোপাল ফিরে আস-
বেন, তিনিতো মা ! নিষ্ঠুর নির্দয় নন ;
তিনি মমতার ধন, স্নেহের পাগল, ভক্তির
ভগবান, আমরা কোন্ কীটাপুঁকট অধম
জীব, আমরা তাঁকে ডেকে পেয়েছি, আর
তুমি হেন মায়াগয়ী, মমতারূপিণী মা জননী
তোমায় কি তিনি ভুলে থাকতে পারেন ?
ছেলে প্রবাসে যায় আবার আসে, মা
প্রাণের দায়ে কাঁদে আবার হাসে, কিন্তু
তোমার মত এমন কোরে আত্মহারা পাগ-
লিনী হয়ে দিবারাত্রির মর্শ্মপীড়ায় তো
পোড়ে না ।

নন্দ । অভাগিনী আশাষ বাঁধহ পুনঃ বুক,
নৈরাশ্রের অন্ধকারে নিমগন হয়ে
কেন প্রাণ হারাবে হেলায় ? নিরুপায়ে
উপায় হয়েছে, মধুপুরে মাধবের
মনে আছে মাতায়, পিতায়, পাঠিয়েছে
প্রেম অশ্রুনিরধারা উপহার সহ,
প্রাণের ভকতি তার আমা দৌহা কাছে :
আহা বাণী বংশ নাকি বড়ই কৈদেছে,
সেই নবনীতে প্রাণছলান মোদের,
সেই প্রাণে এখন রয়েছে ; আদরের

জন্মভূমি স্মৃতি-কক্ষে জাগরিত আছে ;

আসিবে ছুদিন পরে মা বাপেব কাছে !

যশোদা । আসবে ? আসবে ? আসবে ?

হ্যাঁ বাবা, আগাব বুক জুড়ানো ধন

আসবে বলেছে ? তার দুঃখিনী মাকে

দেখা দিতে এ ব্রজে কি আসবে বলেছে ?

উদ্ধব । হ্যাঁ মা, তিনি শীগ্গির আসবেন ।

তার এমন আদরের স্থান ছেড়ে তিনি

কি থাকতে পারেন ? তাঁর আসবার কথা

বলতেই ত আগায় পাঠিয়েছেন ।

যশোদা । তোমায় বাবা পাঠিয়েছেন ? এই

হতভাগিনী মাকে মনে পড়েছে ? হ্যাঁ বাবা,

গোপাল আমার ভাল আছে ? মাখনলাল

আমার তেয়িটী আছে ? তেয়ি করে এসে

আমার তেয়ি করে মা বলে ডাকবে বলেছে ?

যশোদার — গীত ।

ওরে) বলরে বল অভাগী মায়ে

গোপাল কি বলেছে বল ।

মুদ্রিত হয়ে রয়েছে বাপ ছিন্ন স্মৃতি শতদল ॥

সে যে দেহের ছিদ্র রে বল,

দুঃখিনীর সম্মুখে কে বল ভুলায়েছে রে করে ছল

উদ্ধব । — গীত ।

ওমা চল মা তোর কোঁলে

শুয়ে সকল কথা বলি চল ।

প্রাণের জ্বালা ঘুচিয়ে দে

তোর মুছিয়ে দিব নয়নজল ॥

মহামায়া মাঘের মায়া,

সেই মায়ে গঠিত কায়া,

মায়া ছায়া ভাই কানাইয়া মায়ায় কাঁদে, অবিরল

মা তোর মায়ায় কাঁদে অবিরল ॥

[যশোদার করদ্বারগে উদ্ধবের গীত পাইতে

গাইতে প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

নন্দাশ্রমসম্মুখে স্নানস্থল ।

(ললিতা, বিশাখা, চিত্রা গোপিনীগণের প্রবেশ)

ললিতা । ওমা, এ আবান কার রথ ? কে

এ রথে কোরে এলো ? একবার মথুরা

থেকে রথে কোরে, কে জানে কে জানে

কে ? — অক্রুর না ক্রুরকে একজন কে

রাক্ষসের রাজদূত আমাদের মাথা খেখে

গেছেন, আবার কোন্ মহাপুরুষ সেই

কাটা দ্বারে দুণের ছিটে দিতে এধোন ?

হ্যালো ! তোরা কিছু জানিস ?

বিশাখা । — কি জানি বোন কিছুই তো

বুঝতে পাচ্ছি না । তা যেই কেন আসুন

না, আর আমাদের কি আছে যে নিম্নে

পালাবেন ? একা কয় বিনা আমরা তো

সমস্ত ধন, জীবন, মৌল, স্নেহ, ভালবাসা

হারিয়ে বোমে আছি ; কেবল ছায়ার

গতন কান্দাখানা পোড়ে আছে বই তো

নয় ; এতে আর কার কি উপকার হবে

বল , যমের কোণে শুয়ে, চিতার বুক

আসন পেতে আর কার ভয় আমরা

রাখি বোন ?

চিত্রা । — ওলো ! দেখ, দেখ ওই যে আমা-

দের কৃষ্ণচন্দ্র উদয় হয়েছেন, একি

অদৃষ্ট ! একি প্রভাত !

গোপিকাগণের গীত ।

মরি মনোমাহন রূপময় অঙ্গ ।

পীত বসন তরু তরুণ অনঙ্গ ॥

মণিময় আভরণ রাজিত অঙ্গ ।

কনক হার হিয়ে বিজুরি তরঙ্গ ॥

অনল অনিষ মুখ অধর সুরঙ্গ ।
 হাসিব হিল্লোলে হিয়ে উপজয়ে রঙ্গ ॥
 মুরগী মধুর ধ্বনি মদন তরঙ্গ ।
 রমণী রমণ চূড়ে গুজরয়ে ভ্রঙ্গ ॥
 চল মখি চল কহি রাধিকা সঙ্গ ।
 আওল গোকুলে পুনঃ ছিরি তিষিভঙ্গ ॥
 (নন্দ, উপানন্দ ও উদ্ধবের প্রবেশ)
 নন্দ ।—উদ্ধব রে ! দেখিলি ত বৃন্দাবন,
 গোষ্ঠ বংশীবট, তট তাপনির ;
 লতা কুণ্ডবন, কদম্ব কানন, শ্যামকুণ্ড,
 ভাণ্ডীর তমাল তাল দেবপ্রিয়
 গিরি গোবর্দ্ধন, মুকুন্দের মমতার
 প্রিয় নিকেতন, একে একে সকলি তো
 কবিলি দর্শন ; দেখিলি তো বাপধন
 নয়নসলিলে সিক্ত গোপ গোপিনীর
 প্রতি স্থান, প্রত্যেক কানন ! কৃষ্ণধন
 বিহনে সকলি শূন্যময়, লোকালয়
 ক্রমে ক্রমে হতেছে শাশান ; ব্রজধাম
 ডুবিয়াছে বিচ্ছেদের অন্ধ তমসায়,
 আমি যশোমতী জলি প্রাণের জ্বালায়
 তরুলতা জীবকুল করে হায় হায়,
 রোদনের প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া বেডায় ।

উদ্ধব ।—হে মানদ ! ইহলোকে কে তব সমান,
 কেবা মাতা যশোমতী সমা ? হেন মতি
 নাবায়ণে কার এ জগতে ? বামকৃষ্ণ
 প্রকৃতি পুরুষ, বিশ্ববীজ, উৎপত্তির
 স্থান প্রবেশিয়ে ভূত দেহে ভেদ জ্ঞান
 নিয়ন্ত্রিত করেন অনাদি । অন্তিমতে
 জীব যারে, ভুলি কর্ম বাসনা, মুহূর্ত্ত-
 তরে ভাবি, স্বরূপ সাক্ষাতে, শুদ্ধ সত্ত্ব-
 মূর্ত্তি ধরি, মোক্ষপদ লভে অনায়াসে ।
 হেম ভক্তি হবে কি নিষ্ফল ? শুদ্ধ মনে

অধিপতি ভগবান্ আগিথে সতর, *
 প্রিয় কার্য সাধিবেন পিতার মাতার ।
 মহাভাগ, নিমীলিত মানস নয়ন
 উগীলি নিকটে হের কৃষ্ণধন ;
 দেখি হৃদে বিরাজেন সদা, অভিমান
 নাহি তাঁর, সবারে সমান, অতি প্রিয়
 অপ্রিয় বা উত্তম অধম, কেহ নাই ; *
 নাহি পিতা নাহি মাতা, নাহি পত্নী পুত্র
 জ্যাক্স পর, নাহি দেহ, জন্মকর্ম্মহীন ;
 কার্য কালে নিঃকণ্ঠে সগুণ, দেহ ধরি
 নামেব ধবায় ধর্ম্ম স্থাপনে, বক্ষণে
 সাধুগণে । হে ভূপাল, সর্ব্বজীবে তিনি ;
 পরমাত্ম-ভূত ঋত, দৃষ্ট, বর্তমান,
 স্থাবর জঙ্গম, তাঁর সবাই সমান ।
 পুত্র-আত্মা, পিতা মাতা ঈশ্বর্য্যবতার,
 একার নহেন কৃষ্ণ, যে ডাকে তাহাব !
 উপানন্দ । জ্ঞান বুদ্ধি বুঝাইলে সার, মহামায়া
 মোহ ষোরে, সবে করে আমার আমার ।
 নন্দ । আহা ভাই ! কত পুত্র ফিরে কত কুর ।
 যার নিধি সেই জানে কত সে মায়ার ।
 উদ্ধব । বল আর্ঘ্য, বুঝাইব বুঝিব বিস্তার,
 অবিনাশী আত্মারাম কবে হন কার ।
 নন্দ । ভাল, দেখি ভক্তিমার্গে কি কব বিচার ।
 (সকলের প্রস্থান ।)

তৃতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বিগতত্রীনিকুঞ্জমধ্যে পদ্মপত্র শয়নে বাধিকা,
 বৃন্দার পদ্মপত্রে বীজন ।
 বাধিকা ।—গীত ।
 “কাঁহা মোর প্রাণনার্থ মুরগীবদন ।
 কাঁহা মোর গুণনিধি সে চান্দরান ॥”

বৃন্দা ।—আহা কি যাতনা বে !

রাধিকা ।—গীত ।

কাঁহা মোর প্রাণ বঁধু নবখনশ্যাম ।

কাঁহা মোর প্রাণেধর জিনি কোটি কাম ॥

বৃন্দা—আহা মবি, কি মর্মভেদী যাতনা বে !

রাধিকা ।—গীত ।

কাঁহা মোর মৃগমদ কোটীন্দু নীতল ।

কাঁহা মোর নবানুদ সুধা নিরমল ॥”

বৃন্দা ।—আহা, আহা, শোকের বীণা নীরব

হল যে ? এত তাপ, এত দাঁহ কি অব-

লার প্রাণে সহ হয় ? হায হায ! সোণাব

কমলিনী বুঝি অকালে ওফ হযে যায় !

অভাগিনীর অন্তরের তাপ দেহ আবরণ

করে চারিদিক অগ্নিময় করে তুলেছে ।

পদ্মপাতার শয্যা বিশীর্ণ, পদ্মপাতাব বাতা-

সেও বুঝি অগ্নি বৃষ্টি হচ্ছে, নৈলে এত যন্ত্রণা,

এত মোহ কেন ? এ শয্যাকটকীর এত

যাতনা যে আর দেখা যায় না । কিশোরি !

একটু শান্ত হও, একবার চক্ষু টাও,

সজলনয়নে একবার আমার পানে ফিরে

চাও, একটিবার আমার গলা ধরে কাঁদ ।

রাধিকা ।—(উঠিয়া বৃন্দাব গলা ধরিয়া)

বৃন্দাবলি দিদি আমার, আমার কেন এ

যন্ত্রণা ? আমি যেন আর সহিতে পারিনি ?

আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি হযে উঠছে,

যেন দিদি বাঁচতে পারিনি, প্রাণ ধরে মব

তেও পারিনি ; দিদি ! বলনা, আমার

প্রাণের দেবতা কৈ ? কোথায় চলে গেল,

আব এল না যে ? উঃ মা গো ! মরণ

কেন হয় না ?

বৃন্দা ।—নিষ্ঠুর ! একবার ফিরে চেয়েও

দেখলে না ? এ হতভাগিনী যে চরণের

দাসী, সে চরণখানি কি পাশে ঢুকানো

ঠাকুব ? এতো প্রেম নয় মুরারি, এতে যে

অধু কঁাদালে ভাই, কঁাদলে না তো ?

কমলিনী ! তোমায়ও বদ্বি বোন্, অতি

বড় প্রেমেরই অতি বড় বিচ্ছেদ, যে প্রেম

পায়ে ঠেলে চলে যাওয়া যায়, সে তো

নাটেব প্রেম, ফটিংকর বামন, অজে ভাজে,

মহজে জোড়ে না ; তার আবার বিরহই

বা কি, কানাই বা কেন, জলে পুড়ে মরবারই

দবকার কি ? লম্পট চুড়ামণি কালচাঁদ

তোমায় কানন বলে কাচ দিয়ে ঠকিয়ে

গেছেন, অমৃত সরোবরে না নাইয়ে, গল-

লেব নরকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন, তবুও

তোমার চৈতন্য হেঁচো না ?

রাধিকা ।—আহা দিদি ! ও কথা বোলো না,

পোড়ামুখে ও কথা বোলো না, পোড়া

মুখে ও কথাটি আবার ময় না ! আমি

তো দিদি সব ভুলে, মণাকে ভাণ করে,

লম্পটের কাছে প্রেম যাচ'এল করি নি ?

আমি তো আমার প্রাণের নিদি, ইহ

পরকালেব সাথী, ঠিক বেছে নিয়েছি ।

আমি আদর্শ প্রেমিকের পায়ে প্রাণ দিয়ে

যে পবিত্র হ'য়েছিলাম । তার তো কোন

দোষ নাই দিদি । তিনি তো এ দার্মিকে

প্রাণ দিতে কখনও কাতর হন নি, আমি

অভাগী হয় ত তাঁর অনন্ত প্রেমের পবি-

মাণ না বুঝে, উপযুক্ত যত্ন কোবুতে না

পেরে, হেলায় সে ধন হারিয়ে নোমেছি ।

রাধিকা ।—গীত ।

আহা তার সকল ভাল আমিই ভাষা নই ।

কেউ দোষী নয় কপাল দোষে

আপনি দোষী মই ॥

বুক ফাটে, মুখ ফুটে বলি না,
(খুলে) নিঃস্বপ্নে প্রাণ ভোরে
কাঁদি দেখাইয়ে কাঁদি না;
মর্মব্যথায় মনে মনে আপনি মোবে রই।
ফিরে পাই যদি তাঁয়, প্রাণ দিয়ে পায়,
প্রাণের কথা কই ॥

(ললিতা, বিশাখা, চিত্রার গান করিতে
করিতে প্রবেশ।)
গীত।

গাও তরুনতা গাও বে ॥
শাখী-শিরে শুকশারী গাওবে ॥

বৃন্দা।—ওরে তোদের এত গাওয়া গাওয়ি
কেন ?

ললিতা ইত্যাদি—গীত।
কুঞ্জ কুজিত পিক গাওরে।
মৃগ শিখা খুলি আঁধি গাও বে।
বৃন্দা। তাই ত, তোদের এত আমোদ কিসে
হলো রে ?
ললিতা ইত্যাদি।—গীত।
তাপনি তট বট গাও বে।
কেলি কমলকলি গাও বে ॥

রাধিকা। ও ললিতা, ও বিশাখা! ওরে!
এ দুঃখের দিনে এত আনন্দ কেন কবিস্ ?
ললিতা ইত্যাদি।—গীত।
বৃন্দাবনধন গাও বে।
শ্রীমসোহাগী সবে গাও রে ॥

বৃন্দা।—আহা, রক্ষম কি ? কি হয়েছে ?
এত আমোদ কেন ? বল না ভাই, শুধু
তোরা একা হাসবি ?
ললিতা।—হাসবো না ত কি ? শুধু হাসব ?

গলাভবা হাসি হান্বে হাশাবো ; নাটাব,
নাটাব, জয় রাধা কৃষ্ণের জয়—জয় যুগল
কিশোরের জয় বলে, আমোদে আনন্দে
অজ্ঞান হয়ে যাব।

বিশাখা।—শুধু অজ্ঞান হয়ে যাব কিলো ?
বলব, কইব, কালাচাঁদের কাণে পাক দিয়ে
নাকে খং দিইয়ে তবে ছাড়ব।

বৃন্দা।—ইন্ তাইত, ভারি আশ্রা যে ! কালা-
চাঁদ কিনা অগ্নি পথে ঘাটে পড়ে রবেছে,
তাই ধরে এনে শাসন করবি ? তাঁকে
কোথায় পাবি ? স্বপ্নে বুঝি ?

ললিতা।—ওগো পাব গো পাব।

বিশাখা।—পাবে কিলো ? বল, পেয়েছি
লো পেয়েছি ! এখন ধত্তে পাল্লেই ধরা
দেয় ; ও কিশোরি ! শিকুলীকাটা প্রাণের
পাখীটি তোমার এতদিনের পর ফিরে
এয়েছে, পায়ের শেকল পায়ের আঁছে,
কেউ ধত্তে পারে নি।

রাধিকা।—সে কি ? সে কি ? সত্যি নাকি ?
সই, কই, কোথা, সত্যি এসেছেন না মিছে
কথায় আমায় সান্ত্বনা কচ্ছিস্ ভাই ?

ললিতা। এয়েছে গো এয়েছে, নইলে কি এ
সব পোড়ার মুখে এতদিনের পর শুধু শুধু
হাসি বেরলো ? সোণার রথে তোমার
সোণার নিধিকে পথে দেখে আনন্দে
আটখানা হয়ে ছুটে আসছি।

রাধিকা।—সত্যি ?—না, না, স্বপ্ন বুঝি !
বৃন্দে ! এরা কি বলে দিদি ! আমার যে
মাথা ঘুরে উঠলো, আমি যে কিছু ভাবতে
পাচ্ছি না।

বৃন্দা।—হালো সত্যি দেখে এলি ?

ললিতা।—সত্যি না তো মিথস ? তুমি না

হয় একুই এগিয়ে গিয়ে দেখে এস না ।
দিকি রথখানি ভাই, সূর্যের আলোয়
কাঁচা সোণা বাক্সক'ছে, আমাদের
ঘেন চোক ঠিকরে গেল ।

রাধিকা । তবে বুঝি সত্যি এসেছেন । দিদি,
চল চল আগিও যাই ।

বৃন্দা । না বোন, তুমি বড় দুর্বল, তুমি থাক,
আমি যাই, দেখা পাই ত বেঁধে এনে
হাজির করবো ।

আমি তোমার যেমন তেমন অম্বনি দূতী নই ।
জলের মাছে পোষ মানিয়ে ভাসায় বসে রই ॥
[প্রস্থান ।

ললিতা । কিষ্ট কিশোরি ! আমরা আগে তোমায়
কথা কইতে দেব না ; গড়িয়ে পড়লে তবে
এবার তোমায় গড়াতে দেবো ; এ নাকালের
শোধ না নিয়েতো কিছুতেই ছাড়বো না ;
ভুগি সাজা দেবে, আর তিনি মাথা হেঁটে
ক'রে সহিবেন, তবে কুঞ্জে গেঁ দূতে দেবো ।

ললিতা ইত্যাদির গীত ।
কহি কিশোরি ধরি কর, শঠ কণ্ঠে নটবর,
আসিলে পর মানেতে ভর করিও ।
হেরে ফিরায়ো মুখচাঁদ, মাধে মোহাগে !
সেধো বাদ ;
ধরায়ো পাশ, কাঁদায়ো তার কাঁদিও ॥
(বৃন্দার সহিত উদ্ধবের প্রবেশ ।)

ললিতা ইত্যাদির গীত ।
একি কেন হে এত মাধ, ছি ছি তোমারে
কালচাঁদ,
চাহে না রাই এ ঠাঁয়ে ভাই রোষো না ।
মিছে কেন হে ফিরে চাও,
মানে মানে শ্রাম ফিরে যাও,
রবে না মান অপমান আর হয়ো না ॥

বৃন্দা । আরে দূর ছুঁড়ীরা ! কাকে কি নাগি,
তার ঠিক রাখিগ্নে বুঝি ? রাজকুমারি !
এই নাও, তোমার প্রাণের নিধি, তার
পায়ে ঠেলা প্রাণ কেমন আছে, দেগুতে
নিজের মতন কাদমানিক এই দূতটিকে
পাঠিয়েছেন, এঁর নাম উদ্ধব ।

ললিতা । ওমা, তাইত ?
নিশাধা । তাইত বোন, অভেদ চেহারা,
ঘেন বমক ভাই ।

রাধিকা । সখি ! এতদিন পরে দূত ? তা
বেশ । আঃ—একি, এ পোড়ানমুখো
মধুকরও কি দূত হয়ে এল নাকি ?
উদ্ধব । শ্রীকৃষ্ণভাবিনি ! মধুকর আগান
সঙ্গে সাথী বটে । আমি রথে, মধুকর
সঙ্গে সঙ্গে উড়ে বরাবর মথুরা থেকে
এসেছে । শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা কি জানি
লক্ষ্মী ? কি বুঝি বন ? তেমন ভক্তি-
প্রেম কোথা পাব বন ?

রাধিকা । (মধুকরকে পরস্পর্শ করিতে
দেখিয়া) আঃ—এ আমার কি ? পাশে
ছুঁয়ে মধুকরটা যে মুখের কাছে বড়
জ্বালাতে লাগলো ?
বৃন্দাব গীত ।

অলি হে না পরশ চরণ রাধারি ।]
কান্ন অরূপ বরণ গুণ জৈছন,
জৈছন সবহঁ তৌহারি ।]

পূর-রঙ্গিনী কুচকুম্ব রঞ্জিত,
কান্নকণ্ঠে বনমাল ।

তাকে সুবাসে, পরাণ তুঁহঁ মাতল,
পরশে বরণ ভেল লাগ ॥

রাধিকা । ওহে সুপুরুষ ! ওহে সুকণ্ঠ দূতবর ;
ব্রজের জীবনধন, গোপগোপীর্ আশ্রয়,

নন্দ-যশোদার দরিদ্রের নিধি, আর এই
অভাগীর যথাসর্বস্ব প্রভু তোমার ভাল
আছেন তো ? এই সব দেখে যাও, শুন্ছি
ভক্ত তুমি তাঁর ; এই ধর ভাই, এই সব
চক্ষের জল উপহার লয়ে গিয়ে তাঁর
চরণে দিয়ে বলো, জন্মের মতন তাঁর
আপদ বিদেয় হলো ; একটিবার তাঁর
দেখার আশে, এ জন্মের মত একটিবার
তাঁর চাঁদমুখ দেখে মরবার বড় সাধ
ছিল, তা আর হলো না ; তোমায় তিনি
পাঠিয়েছেন, তোমার কাছে তাঁর সেই
মুখের কথা আছে, তাই শুনতে শুনতে
আর তোমাকে দেখতে দেখতে এ যাত্রা
লীলা-খেলা শেষ করি । সখি ! সব রইল,
আমার আর এ জগতে স্থান নাই ভাই,
মরতে বসেছি, মরে এ দারুণ বিরহ-
ত্রতের উদ্বাপন করি । উদ্ধব ! তাঁরে
ললো, জন্মে জন্মে আমি যেন তাঁরই
চরণ সেবা কর্তে পাই ।

গীত ।

“কহিও কানুরে ভাই কহিও কানুরে ।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥
নিকুঞ্জে রাখিলু এই মোর হিয়ার হার ।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥
ওই তরুশাখায় রাখিলু সারিসুকে ।
এই দশা পিয়া যেন শোনে এদের মুখে ॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিনী হরিণী ।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত তাঁর সখা ।
ইহা সবার সনে তাঁর পুনঃ হবে দেখা ॥
দুখিনী আছয়ে তাঁর মাতা যশোমতী ।
আসিতে যাইতে কোথা নাহিক শকুতি ॥

তাঁরে আমি পিয়া যেন দেন দরশন
কহিও বঁধুরে এই সব নিবেদন ॥

উদ্ধব ।

গীত ।

কাহে অধীর বৃষভানু-কুঙারী ।
আওব ব্রজে ব্রজবনবিহারী ॥
সম্পদ হরিপদ প্রেম তুঁহারি ।
রোয়ে কানায়ালাল হাহা কিশোরী ॥
অদ্ভুত প্রেম তব সুপুরুষ সঙ্গ ।
পৃথু নেহারে রাধা মাধব সঙ্গ ।
প্রেম বিরহ পুনঃ মিলনক লাগি ।
কুঞ্জ-ছায়ায় হাম অলপ ভাগী ॥
শ্রাম-সোহাগী পুনঃ বাঁধ পরাণী ।
বাঁধিয়ে তটে তরী অপরূপ দানি ॥



রাধিকা । ভক্ত সখা ! তবে কি তিনি সত্য
সত্যই আগুবেন্ ব'লেছেন ? তবে যে
ভাই মোর্তে গুন সচে না, মোলে তো
আর এ জনমে তাঁকে দেখতে পাব না ।
বৃন্দা । না বোল, মোরো না, মরণ তো
হাতের ভেতর, দুঃখের জালায় পাগল
হয়ে, যখনি খুসী, তখনি তো মরা যায়,
তা মোলেই তো সব ফুরিয়ে গেল ভাই,
এতো কান্না, এতো জালা, এতো বিরহ,
সব বুখা হবে ; বেঁচে থেকে প্রাণের
জোরে, প্রেমের আকর্ষণে, না হয় নিদেন
পায়ে ধোরে, মনচোরকে কাছে এনে
আবার হাসিল লহর তুললে তবে ত ভাল
দেখায় ।

রাধিকা । মই রে সে বলই যদি থাকবে,
তা হোলে কি যাকে আঁখির আড়াল
কোত্তে প্রাণে ব্যথা পেতেম, তিনি এক-
বারে এই অকুল পাথরের ভাসিয়ে দে

যেতে পাতেন ? আজ আমি যার জন্ত
শুরুত্যাগিনী, কুলকলঙ্কিনী, পতির নিকট
বিশ্বাসঘাতিনী, তিনি কি আমায় একেটা
ফেলে, সেই মধুপুরীতে শতসহস্র কুল-
কামিনীদের কাছে বাস কোত্তে পাতেন ?
হ্যাঁ উদ্ধব ! নগরবাসিনী বিলাসিনীগণের
মাবো থেকে প্রাণকান্ত কি এ গ্রাম্য
বনচাৰিণীদের কথা মনে করেন ? আর
কি তাই তাঁর কিছু মনে আছে ?

উদ্ধব । আহা সখি ! তোমরাই ধন্য ! সেই
উত্তমশ্লোকের জন্ত তোমরা পতি, পুত্র,
স্বজন ও ভবন পরিত্যাগ করে তাঁর চরণে
এমন মুনিজনহুজ্জ্বল নিকাম ভক্তিবাসি
প্রদানে কৃতকৃতার্থ হয়েছ । আমার জন্ম
সফল ; আমারি ভাগ্যে তোমাদের এই
বিষম বিরহ উপস্থিত হয়েছিল, নতুবা এ
দেবহুজ্জ্বল দৃশ্যে কোথায় পবিত্র হতেম ?
আহা কিশোরি ! এত স্বচ্ছ সরল প্রেমের
আলস না হলে কি বিরহে সেই মহাপুরুষ
আত্মহারা উন্মাদের মত হয়ে, চক্ষের
জলে হুকুল ভাসাতেন ? এমন আদর্শ
প্রেমিক-প্রেমিকার চরণে আমার শত
সহস্র প্রণাম । কমলিনি ! তিনি তোমা-
দের যজ্ঞগা দেবার জন্ত মথুরায় বাস নি,
কার্য্য জগৎ তাঁর উপাসনা করে নিয়ে
গেছে ; তিনি যেমন দূরে আছেন, তেমনি
তোমরা তাঁকে শয়নে স্বপনে ধ্যান করে
মনের নিকটস্থ কর । তিনি বলেন যে
প্রিয়তম দূরে থাকলে স্ত্রীগণের চিত্ত তাত্তে

যেমন অহরহ আবিষ্ট হয়ে থাকে, নিকটে
বা চক্ষের গোচরে থাকলে সেরূপ হয় না ।
তোমরা যে একমনে সেই চরণটিতাই
জীবনের সারব্রত করে রয়েছ, ভক্তির ভগ-
বান্ তিনি, তাঁর সাধ্য কি যে তোমাদের
দেখা না দিয়ে থাকবেন ? তার আর
অধিক বিলম্বও নাই, সম্বরেই শ্রীকৃন্দাবন-
ধামে সেই পূর্ণপুরুষের পদচিহ্ন আবার
পড়বে ।

রাধিকা । সাধু উদ্ধব, সাধু তুমি, চিরজীবী
হও ।

উদ্ধব । বলুন, সেই রাজ্যচরণে যেন চির-
দিন বিক্রীত হয়ে থাকতে পারি । এক-
ণের মতন আমায় বিদায় দিন, আবার
সাক্ষাৎ করে একত্রে তাঁর গুণগানে মন
দেব ।

ধন্য পোগ গোপিনী সুখদ কৃন্দাবন ।

বন্ধ প্রেমে মৎসরূপ পূর্ণ মনাতন ॥

ধন্য ধূলি মাথে তুলি ধন্য জগজন ।

নিকাম সাধনা ধন্য ধন্য প্রাণপণ ॥

কৃন্দা । চল কিশোরি ; যবে চল ; আবার

আশা হৃদ্য, আনার দিন গুণি গে চল ।

সকলে ।—

প্রাণে প্রাণ পড়বে ধরা, অধরুমা পিও লো !

বিরহ-বিধুব প্রাণে আবার প্রাণে নিও লো ॥

সোহাগী যার সোহাগে

সে যদি সোহাগ মাগে,

হ'য়ে আপন হারা

সাগনি মোবে দিও লো ॥

চতুর্থ অঙ্ক ।

—*—

প্রথম দৃশ্য ।

জরাসন্ধের শিবিরসমুখ—দূরে শিবিরশ্রেণী ।

(লম্বোদরের প্রবেশ ।)

লম্বো ।—আর কদর বাবা ? নাগাল যে পাই
না ? একটা বোঁপবাঁপও চোকে ঠেকে না
যে সেঁদিয়ে পড়ে, পাথের ওপর পা দে'
ভুঁড়ি না উঁচু করে গট্ হ'য়ে বসে আইত্তি
করি ! ওই না ! হ্যা, ওইত বটে ! আঃ,
বাঁচলুম, আমাদের তাঁবুর চুড়ই বটে !
আর মদারামকে পায় কে ? বাবা ! যুদ্ধ
ত নয়, যেন চারদিকে চরকী ঘুবে
লাগল ! চরিদিক থেকে পঙ্গপালের মতন
এসে, ফ্রিমিক রাজার আমার পুরুষরু
দলটিকে পাতলা করে দিতে লাগল; আমি
আঁচলুমে ফাঁড়াটা বুনি এইবারই ফোলে
যায় ; আঁচা, আর খপ্ করে অগ্নি মড়ার
কাঁড়িতে হুড়ে পড়া ! তার পর আড়ে
আড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বুকে হেঁটে “যং
পলাবন্তি স জীবতি” মন্তোরের সাধনা
আরম্ভ কবে দেওয়া গেল ! ভাগ্যে ভুঁড়ো
গড়ানি, তাই ত যমে ভাঁড়ালি ? এখন
একটা তাঁবুতে সেঁতুই কি ঐ গাছের
গোড়ায় ভর করি ? উঁহু, নোকটা নেই
জান্টা নেই, তাঁবুগুলো যেন খাঁ খাঁ
কোচ্ছে, ওর ভেতর বড় আচ্ছা বোবাচ্ছে
না ; সত্ত্ব মরে সব সেপাই বেটারা ত
ভুত হয়ে রয়েছে, হক্ না হাক্ স্বাড়-
টাধ্ ভেঙ্গে দোহে ভিড়িয়ে নেবে এখন

সহজে ত আর নোড়ছি না, তা ঐদিকে
দ-ই পোড়ে যাক, রাজাই মরুক, আর
রাজাই ধিনি কৃষ্ণ বেটা কেড়ে কুড়ে নিকু,
আমার দেখেও দরকার নেই, শোনারও
আশা রাখি না, আর যুদ্ধুর এই ছাই ভয়া
ছাকড়াখানা ঘাড়ে করারও কোন আব-
শ্যক দেখি না । যা বেটা নিশেনের পো,
তোর নিশেনের বাপ নির্বশ হোক ।
উঁহু, না বাবা, তা বলে এখানের মায়া
একেবারে ত্যাগ করে ফেলে চোলবে না ;
এ আমার সজীব ডাঙা, যত বেটা তরো-
য়াল চন্দরের কাছে আমার যা কিছু ভরম
ভারম, উঁচু পাখা, লম্বাচাল, তা এই ডাঙা-
গাছটার জোরেই ; অথচ কেফর সঙ্গে
এই সতের সতেরবার লড়ায়ে, ভোঁতা
তরোয়ালখানা কদিক কখন এক অ'দ-
রার স্থানটা ফ্যান্টাকে তাড়া দেবার জন্ত
খুলতে হয়েছে, নইলে এই কোমর-
পাটার আঁটাই আছে । ছেলে বেটা
আমার ধাত পোলে না ; এবার বেটা হয় ত
গদান দিয়ে বোসে আছে । যাগ, যাগ,
বেটা অধঃপাতে গিয়েছে, কথা তো শুন্লে
না, বিদ্রো ত নিলে না ? লড়ায়ের আঁচটি
পেঁচুতে পৌছুতে পয়ে আঁকার দেবার
পদ্দা । বেটা একটাও আসা হেন বাপের
ঠেঁয়ে আদাষ কোরে নিতে পাল্লে না, এখন
এই কাটা মাথা নিয়ে কোন্ লজ্জায় ধরে
ফিরবি বল দেখি ? পলাবার কারে
পোড়ে, একে মনিব তাব রাজা, স্ততরাং তার
জন্ত ধরিয়ে দিলুম ; তারা মাছি মেরে হাত
বাঁধো না কোবে ভালোয় ২ ছুটো ঢাকা
মেরে ছেড়ে দিলে কি না, আর ব্যাটাকে

পায় কে ? ধরা পড়াতে অমনি বুক বোলে
গেল, ধড়াধড় ধরা পোড়তে লাগলো !
এই সতের সতেরবার ধরা পড়েছে, আর
গলায় কাপড় দে কুড়াল বেঁধে তাদের
পায়ের তলা চেটে ছাড়ান পেয়ে এসে
যেন ধিন্ধিপদ পেয়ে বসেছে ! ব্যাটা
বলে, ধরা পোড়ে সরে পড়তে পারলে
তরোয়াল চন্দোরদের কাছে ভারী মান
হয় । ছুঃ তোঁর মানের মাথায় আমার
এই জোড়া পায়ের হাতিচ্যাপটা
লাখি ! ব্যাটা আমার মান নিয়ে ধুয়ে
খাবেন ! ঐ না, আগুচে ? তবু ভাল,
এখনো ব্যাটার ভোগ ফুরোয়নি ।

(লম্বোদর-পুত্রের প্রবেশ ।)

ল-পুত্র । (প্রবেশ করিতে করিতে) কে
হোথায় ?

লম্বো । তোমার ম'মার বোনাই হয় ।

ল-পুত্র । কে বাবা না কি ?

লম্বোদর । দেখ না, কি প্রকার বিবেচনা
হয় ? বুদ্ধিমান ছেলে, বাপ কি মেসো
চিনে তো নিতে জান ।

ল-পুত্র । ওগো, এ দিকে যে সর্কনাশ উপ-
স্থিত, রাজা একা, এতক্ষণ বোধ হয় সব
শেষ হয়ে গেল ; আগিম হারাজের ইঙ্গিত-
মাত্রে একা অস্ত্র কবে, মথুরার সৈন্যসাগর
ভেদ করে, রাজকন্যাকে নিরাপদ স্থানে
রেখে এলেম । না জানি, এদিকে এত-
ক্ষণে কি সর্কনাশই হয়ে গেছে ।

লম্বো । তা বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে, তা
তোমার বাপু আর হাঁপাইবোড়া কেন ?
এতটা যখন সরে এসে পড়েছে, তখন
আর এ কথায় কাজ কি বাবা ? হাতের

ওই লম্বা গাছটি নাবিয়ে, গলাব দোরাটি
খুলে ফেলে, সেই আমার পৈতৃক নীতি
“বৎ পন্যস্তি স জীবতি ” বুঝি ? ও-
দিকে যখন সব আঁকা প্রাপ্তেয় চিৎপটাৎ
তখন আর মিছে ছটফটাৎ কেন ?
বুঝি ? সাদা কথায় বাপ বেটায় চট্-
পট্, সরে পড়ি আস ।

ল-পুত্র । সোরে যাবে কোথা ? চাদিক
বেড়ে তারা লড়তে লড়তে আসছে, যে
যেখানে আমাদের ছিল, সব নিকেশ হয়ে
গেছে, কেবল এক রাজা হাজার রথীর
সত চাদিকে ছুটে ছুটে তাদের চারি-
দিকের সঙ্গে মোড়ছেন, তারা কিন্তু
ক্রমে ক্রমে এগুচ্ছে ।

লম্বো । ও বাবা ! তবে দেখছি বেটারা টানা
জাল ফেলে চুনোপুঁটি রুই কাতলা আগা
গোড়া টান ধরাচ্ছে ?

ল-পুত্র । ঐ যে, রাজা মশাই ছুটে আগ-
ছেন !

লম্বো । ঐ তো বটে, আগা বেটারদের
জড়িয়ে মারবার যোগাড়ে আগুছেন আর
কি ! একলা ডুবলে মজা হবে কেন ?
বড় ভাববাসেন কি না ? কাজেই মহ-
মরণে নে যাবার পছন্দ দেখছেন । আগি
ত বাবা ও ফ'গামাদে থাকছি না । এ
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে খপ্ করে কাঁচামাথাটা
খচ্ করে উথড়ে যাবেন, তা তো সহজে
পারব না ; হ্যা বাবা, মাথাটা দিলে, আর
কারো মাথা বাঁচে, তখন বোনা যায় ;
নইলে মজুরী পোষায় না । তার চেয়ে
পেটে নাখা বলে আড়্ হয়ে পড়ে, ভূমিতে
আগুটি গাড়ি আর মানো মানো দামড়া

লাফ ছাড়ি, তাল বুঝে তখন মাঝবো টেনে
পাড়ি । (শয়ন)
(বেগে রক্তাক্তশরীরে জরাসন্ধের প্রবেশ ।)
জরা ।—

কে আছ শিবিরে ? একা তুমি ? কেহ নাই
আর ? কে রবে ? আহবে সবে প্রাণ দেছে
স্বচক্ষে দেখেছি, শেষ রক্তবিন্দু ঢালি
অক্ষৌহিণী সকলি পড়েছে, শিবিরের
প্রহরীরা, সারি সারি দুধারি ভাজেছে
প্রাণ বীরের মতন ! ওহো কি দুর্দৈব !
সব গেছে, কারে লয়ে করিব সমর ?
পৃষ্ঠ দিলু রামকৃষ্ণে সপ্তদশবার !
কি হইল ? উচ্চ শির হৈল অবনত !
ছার তনু আর না রাখিব ; চক্রাকারে
বেড়ি চারিধার, আসিছে অরাতি সৈন্য
ঘেরি মোরে করিতে সংহার ; একা আছি
একাই করিব রণ, সংহারমুরতি
ধরি, বজ্রনাদে দিগন্ত বিদারি, রক্ত-
সিক্ত পদে যাব কেশরীর দাপে, কেঁপে
যাবে বক্ষঃ বহুধার ; চক্রাকার করে
ধরি ঘুরাইব তীক্ষ্ণ তরবার ছিন্ন
গ্রীবা ভেদি কত চক্রাকারে ঘুরে রবে
রুধিরের ধার ; দৃঢ়মুঠ বাহুবলে
শূলী শস্ত্র সম বেগে নিক্ষেপিব শূল,
মহামত্ত পঠিত গঠিত গরলের
ফলাকা ফলকে বাকি দাগিনী বাক ;
মুহূর্ত্তে পোড়াবে তুই দুর্দান্ত বাক ;
সর্বনাশী শক্তিশেলে বিদারি মথুরা
সপ্ততলে পাঠাইব সমগ্র যাদব ;
বংশে বাতী দিতে না রাখিব ; নহে প্রাণ
বীরের মতন, বীরের শয্যা শুয়ে
দিব অকাতরে । রাজ্য, ধন, প্রাণপণ

সুপ্তযশ জাগাইব, অক্ষত সন্তান
অক্ষত করিয়া লব, নহে দিব প্রাণ,
মান রবে ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে ;
শূন্য সাথী, একা মাতি এ যোর সমরে ।

লক্ষ্মণ-পুত্র ।—

মহাপ্রভু পার্শ্বে যদি রাখেন দাসেরে,
যথাসাধ্য সাধিব যতনে ; ক'রে যাব
প্রভুকার্য, দিতে হয় যুদ্ধে প্রাণ দিব,
অকাতরে বক্ষে দেব বজ্র পাতি লব ।

জরা ।—

রে সাহসী ! ধন্য হেরি প্রভুভক্তি তব !
বাঁচি যদি এ ভক্তির প্রতিদান দিব ।
রহ যোধ, নাহি চাহি পৃষ্ঠবল আর ;
যা ছিল আমার, সবারে করেছি গ্রাস ।
এই সপ্তদশবারে, সমর-মাগরে
নবত্রিংশ অক্ষৌহিণী দিছি বিসর্জন,
ডালি দিছি রণচণ্ডিকায় পুত্রাধিক
সবে যেহে, নর মাঝে সার রত্ন তারা ।
বলীযান্ ভালবাসা মম, বলে, রাজ্য
আনি করতলে, শাসি বলে, শ্রেষ্ঠ বল
রাজনীতি মম ; সমগ্র এ ভূভারতে
লোকবলে কে ছিল আমারে চেয়ে বলী ?
বাহুবলে একচ্ছত্রা, সম্রাট্ ভুবনে,
একেশ্বর বিরাজিতে ছিনু, উচ্চ শির
ছিল শুধু যোগবলে মোর পুত্র তারা,
পালিতাম সাদরে সতত ; অত্যাচারে
বলাৎকারে যথেষ্ট আচারে তাহাদের,
ভীক নর নারীকুলে কাঁদিতে হেরিলে
হাসিতাম । বিনা দোষে হাসিতে হাসিতে
পালিতাম, সহস্র প্রজার শির কাটি,
গ্রামে গ্রামে জাগাইয়া দিতে ; কিন্তু কভু
এ জননেম মোর, দোষী বা নির্দোষী যে সে

জ্ঞানধারী, পথচাৰী প্রেতাচাৰী কিবা,
পায় নাই শাস্তি মগ ঠাই ; শাস্তি কোথা ?
জ্ঞানে কভু কহি নাই কৰ্কশ বচন ;
শক্তিবানে শত দোষ কবিয়ে মার্জনা
বীরব্রতে ব্রতী চিরদিন । হায, হায !
কি করিব, কিসে বাঁধি প্রাণ । এত দস্ত
এত দৰ্প যাহাদের লগে, আজি তারা
শাশানশয্যে, শৃগালকুকুরভক্ষ্য,
লক্ষ্য-হারা অলক্ষ্য করেছে পলায়ন !
বাঞ্ছা বিতাড়িত ছিন্ন ভিন্ন বনমাবো
বজ্রাহত মহীৰুহমত, একা আছি
বণভঙ্গভূমে । একাই করিব রণ,
নাহি চাহি বলি দিতে একক রে তোরে ;
এর পরে এই তুই সহস্রের সনে
একা এক সহস্রের পৌরুষ দেখাবি !

লম্বো-পুত্র ।—

হায প্রভু ! জন্মাবধি আছি পাছে পাছে,
শিখায়েছ অস্ত্রখেলা, রণরঙ্গলীলা,
কবল লবে পরীক্ষা দাসের ! পাইযাছি
অবসর, প্রভুকার্য্য করিবারে মানা
কোরো না গো, আজ্ঞা দেহ রহিতে
পশ্চাতে ।

লম্বো । (শুইয়া শুইয়া স্বগতঃ) আঃ !
বেটা কি গাড়োল ! যম বোমোছে নোবনা,
ওর জেদাজেদি নিতেই হবে । আঃ ! বেটা
একবার না বোলে দেখছি শোধরাচ্ছে না !

জরাসন্ধ ।—

প্রভুকার্য্য করিবারে যদি থাকে সাধ,
যারে বৎস, যারে ক্ষতপদে, গিরিব্রজে
কহ গিয়ে এ লজ্জাব কথা ; মজ্জী যেন
পুনঃ করে সৈন্তের সাজন । অবশিষ্ট
যত যোধ যে লথায আছে, যত দুর্গে

যত প্রহরায়, প্রজাগৃহ হ'তে যুবা
যত আছে, সকলে দাইয়ে একত্রিতে
কহিবে ; কহিবে রাজ্য পালে কারাবদ্ধ
কুমারে আমার, কারামুক্ত করি ত্বর।
নূতন বাহিনী ভার দিতে তার করে ।
বলো সব, পৃষ্ঠ আমি না দিছু সমরে ।
চূর্ণ রথ, শূন্য অস্ত্র, সক্ষত শরীব
বক্ষ পাতি লইতে চলিছু শত্রুশূল ॥
প্রদীপ্ত রাখিতে রণবহ্নি বিভীষণ,
দৈবত সমরে মত্ত রহিতে চলিছু ;
ক্ষতপদে আসে যেন সব, রবে
প্রাণ নব বলপ্রাপ্তির আশায় । যাও,
যাও বৎস, দেখে যাই আমি ; পিতা তোর
প্রতিবারে এই যোর রণমন্দিরলে,
সামিত এ দৈত্য কার্য্য মোর ; কোথা গেল
আহা বৃদ্ধ, হয় তো সমরে দেছে প্রাণ,
রক্ষিতে সে শিবনামাঙ্কিত পতাকায় !

লম্বো । (উঠিয়া) উহু, উহু, মহারাজ
এখনও জঁকড়ে, খানিকক্ষণ আছি বলে
তো বোঝাচ্ছে, যত চন্দোর এখন নি নি
কবে ফেরৎ নেন নি, বোধ করি ভুঁড়ি
দেখেই বেটা মোঘবাহন পেছিয়ে গেছে,
পাছে আবার তার সিংহদরজাটা কেটে
বাড়াতে হয়, বুঝলেন, তাই মরি নি ?
আর আজকাল আগেকার মতন গরবার
বড় একটা আয়েস নেই বলেই তো শুনিচি,
তাই তাড়াতাড়ি না ভেবে না চিনে,
কাউকে না বলে কোয়ে, পাড়া পড়মীর
মঞ্চে দেখা সাক্ষাৎ না করি শলা পরামর্শ
না এঁটে ফগ করে ম'ন্তে এগুগুগ না ; তা
ছাড়া আমার এই সজীব নিশেনের নিরেট
নিটোল ডাঙা-গাছটির গামেও আঁচটি

পর্যন্ত লাগতে দিনুম না। যখন দেখলুম,
সাধের নাদাটি আর বাঁচে না, চাদিকে
ছোরা ছুরী চলতে আরম্ভ হল, তখন পাছে
কোন বেটা আমার লক্ষ টাকার ভুঁড়িটি
ফাঁসিয়ে দিয়ে বস্তাপচা করে ছাড়ে, তাই
তাড়াতাড়ি না নিশেন গুড়িয়ে দড়াম করে
পড়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে হাড়গোড়-ভাঙ্গা
দাঁটি হয়ে, নিজের কোটে এসে আড় হয়ে
পড়েছিলুম।

লম্বো-পুত্র। ওদিকে যেন মেঘের মতন
ধুলো উড়িয়ে কারা আসছে, যেন হাজার
হাজার ঘোড়ার পাধের শব্দ কাণে ঠেকছে
মহারাজ!

জরাসন্ধ।—

তাইতো! কারা এ? তীব-তার। উল্কাবেগে
আসে কোন বিরাট বাহিনী? অশ্বসাদী
অর্ধচন্দ্রাকারে, ঝঞ্ঝে অস্ত্র রবিকরে,
ছটায় ঠিকরে যেন বিদ্যুৎ অমল,
কি জানি, দেখিতে হল শত্রু বা স্বদল।

[জরাসন্ধ ও লম্বোদরপুত্রের প্রস্থান।
লম্বোদর। ও বাবা, তাইতো? ওরা দেখছি
সেই মথুরার গাংলা খেপার দল, স্বদল
হ'লে ত এ তাঁবু পানে ঝুঁকবে কেন? ওরে
ব'বা! বাচ্ছা সেপাই ওরা বেড়া
আঙুল জানে, পালিয়ে আয়, পালিয়ে
আয় ওই উদিকে কেঁপের রথ চকমক
কছে; ওই ওদিকে গাংলা বগার রাম-
শিঙ্গা ঝকমক ক'ছে। ওই হে, যেন
রাক্ষসে নন্দলখানা আগাশপানে পা
করে, হাঁ করে গিলতে আসছে। ও রাজা
মশাই! আব কেন? আমার বেঁড়ে রাজ-
নীতিটারই না হয় এক দিন মান রাখলেন?

“যৎ পলায়ন্তি” কথাটা বড় যে মে নোকেব
কথা নয়; ইন্দিরের ব্যাটা চন্দোর, তার
ব্যাটা নখিন্দর, আর তার ব্যাটা
গবেন্দর, আমার জগদাতা পিতে, সে
বড় কম মদ নয়, একটা হাতী একলা
খেতো, একখান ক্ষেতে একলা শুতো, এক
মুমে এক যুগ ফেরাতো, এক তাড়িয়ে এক
কোশ পেছুতো। ওবে ব্যাটা নকল রাজ-
পুতুর, লেজুড বাহাদুর, তুই না হয়
পালিয়ে আয়! উনি বড়নোক; ওঁর
বড় কথা, মড় মাথা, উনি না এলেও এক
তোপে ওঁর অত বড় মাথাটা টুক ক'রে
কেটে ফেলতে পারবে না; তোর আমার
ছুটো জোরে দাবড়ি দিলেই মাথা ছেড়ে,
কোমর পর্যন্ত খোসে পোড়বে! পালিয়ে
আয়, পালিয়ে আয়! ওয়র ব্যাটা ক্যাংলা!
পিতের গাংলা পুতো, এসে পোড়লো
যে রে! এখন আপনি বাঁচলে বাপের
নাম। কি করি? গাছের আড়াল কোঁ
কোঁ কোঁ—উছ'ছ'ছ'! তাঁবুর তেতর
সঁড়াকসো।

[লম্বোদরের শিবিরমধ্যে গমন।

(জরাসন্ধ, বিশ্বদেব ও লম্বোদর-পুত্রের প্রবেশ)
জরাসন্ধ।—

মিত্রপক্ষ। একি গো দেবতা? পূজাগৃহ
ছাড়ি আপনি যে রণরঙ্গভূমে? কারা
এরা, পশ্চাতে ব্রাহ্মণ! কি কার্যের তরে
এত সৈন্য সহ হেথা, কার সৈন্যবল?
কে দুর্বলে বল দিতে হৈল আওয়ান?
বিশ্বদেব।—

বলীয়ান! বীর্যবান তনয় তোমার,

মাথে সপ্ত অগুত হুদীর অকুমাৰ,
উলঙ্গ কৃপাণ করে রণে আগুসার ।

জরাসন্ধ ।—

তনয় আগাব ? তনয় কোথা পেলো ?
সহদেব আছে ত কারায় ? একি দায় !
প্রলাপ কহিছে ব্রাহ্মণ ।

বিশ্বদেব । না কহি প্রলাপবচন । হেব উচ্চে
উড়িতেছে মগধের বিজয়-কেতন !
বাজিরাজি, চর্ম্ম, বর্ম্ম, কৃপাণ, সায়ক,
শেল, শূল, মকলি তোমার ভাঙারের ।

— বংশধর তব বীর সহদেব শুব
পৃষ্ঠবল হইতে এসেছে—

জরাসন্ধ । কে দিয়েছে ?

হে ব্রাহ্মণ কে দিয়েছে, কাব আজ্ঞামতে
কারাগারহুয়ার খুলিযে ? কহ মীত্র
কে নিজ মস্তক দিল শাদ্দুলকবলে ?
কোন্ মুখ বাঁপাইল জলন্ত অনলে ?

বিশ্বদেব ।—

কেন প্রভু ক্রুদ্ধ কি কারণ ? কে এসন,
আছয়ে স্বজন, বিপদবারতা শুনি
স্বজনের, নাহি কবে মুক্তি আযোজন ?
কেবা হেন আছে দাস, প্রভুর বিপদে
নিশ্চিন্ত হইয়া রহে ? রণাঙ্গনে তব

অশুভ সংবাদ শুনি বার্তাবহমুখে,
মন্ত্রী সহ মন্ত্রণায়, সবাই আমরা
দিহু সাধ, যুক্ত করি তনয়ে তোমার
পাঠাইতে সৈন্তসহ বণরঙ্গভূমে,
উদ্ধারিতে, পৃষ্ঠবল হইতে তোমার ।

তাই আসিয়াছে সূত । কারে কর রোধ
অনিবার্য রাজকাৰ্য্য, কারো নাহি দোষ ।

জরাসন্ধ ।—

হা ধিক্ হা ধিক্ রাজকাৰ্য্য ! কি বিপদ ?

কে কহিল ? কে মম মন্ত্রীর দণে এত
মায়া, এত যত্ন, এত প্রভুভক্তি স্রোত
বহাইয়া দিল ? কার সাধ্য আজ্ঞা মম
কারিম হেলন ? কেবা ছাব মন্ত্রণার
ভানে, কারাবদ্ধ হুতে মম উদ্ধারিল
মমতা প্রকাশি ? কে হিতানী সর্কনামী,
বিজ্ঞতা বিকাশি, জগৎ-সমক্ষে মোর
দৰ্প চূর্ণ করিয়া বসিল ? জানাইল
নিজ রাজ্যে নাহি রাজা আর, আজ্ঞা সেথা
না চলে আমার ; ওহো ছার মন্ত্রী, ছার
মন্ত্র তার, ক্রোধে মম নাহিক নিস্তার ;
বাজ-আজ্ঞাবাহী দাস কুকুর আগাব,
ইচ্ছা, আজ্ঞা, বিচারের ভার, সে আগাব ;
তোমাদের নহেতা ব্রাহ্মণ ! নাহি চাহি
মাহাধ্য পুত্রের, ফিরে যাক্ কারাগারে,
নাহি চাহি হেরিতে সে মুখ, নহে পুত্র,
শত্রু বলে মানি ; পুত্র হ'লে দীরত্রে
ব্রতী বীর হৃদয় থাকিলে, পিতৃ আশ্রয়
বিনা কভু কারাগার ত্যজি, কাপুরুষ
ক্রীতদাস কথা না শুনিত ; আশ্রিতেছে
তেজীয়ান্, নিশ্চেষ্টের সহ না আসিত ?
যাও দ্বিজ, চলে যাও, ল'য়ে যাও সাথে,
পদাঘাত করি তার মাহাঘোষ মাথে ।

(সহদেবের প্রবেশ ।)

সহদেব । প্রণাম ঠাকুর !

জরাসন্ধ । প্রণাম না বল তব

কুলাঙ্গার বংশনাশকারী ! কুলামান
চরণে দলিল ! অবহেলে পিতৃ-আজ্ঞা
কলঙ্কেব পতাকা উড়ালি, ভাল কালী
শুভ্র বশে দিলি ! দ্বণ্ড তুই, দ্বণ্ড মুখ
তোরে হেরিতে না চাহি আর ; নরাকার
পাশব-আচার, গরে যা গম্মুখ হ'তে ।

যথা ইচ্ছা চলে যা নারকী, বুঝিযাছি
বিশ্বাসঘাতক, সাহায্যের ভানে, প্রাণে
বধিতে আশ্রয় বিদ্রোহী বাহিনী সাথে
এসেছিহু এই জুযোগে : ভেবেছিহু
পিতৃরক্তে হৃদি জ্বালা করিয়ে নির্ঝাণ,
মোণার মগধে মোর কবিরি শশ্মান,
সিংহ সিংহাসনে বসাইবি শিবাস্থান ।

সহদেব ।—

পিতৃদেব ! অবিশ্বাস কেন হেন স্মৃতে ?
জ্ঞানে কভু অপরাধী নহি ও চরণে,
যে বিশাল বিটপী ছায়ায়, শান্তি পায়
শ্রমতপ্ত কাম, কে হেন নির্ঝোঁধ বে সে
করে তা ছেদন ? আজীবন এ অধম
আশ্রিত ও পায়, বাঞ্ছা মনে, রণে বনে
সিংহাসনে রহিব সহায়, জানাইব
ত্রিজনতে, উপযুক্ত পিতার তনয় ;
সে সাথে সেধো না পিতঃ বাদ ! আজ্ঞা কর,
পিতৃ-অবি শির সাধি লুটাই ভূতলে,
প্রমত্ত মাতঙ্গ যথা দলে পদ্যদলে ।

জরাসন্ধ ।—

আরে রে প্যাপিষ্ঠ ! এত ভক্তি মায়া
কে শিখালে, এত ছল কে বলিয়া দিলে ?
বিপদে পতিত পিতা—তাই বুঝি, আহা,
পিতৃগত প্রাণ পুত্র এসেছে ধাইয়া ?
ছিছি ধিক্, ধিক্ মোরে, ধিক্ তোরে,ওরে
ধিক্ তোর সাহায্যের ভানে ! কি বিপত্তি,
বিপত্তি না আসে ত্রাসে আশা সন্নিকটে ।
জন্মে কভু চাহি নাই সাহায্য কোথাও ;
বিশেষতঃ এ সংগ্রামে প্রাণ যদি যায়,
তথাপিও নাহি দব সাহায্য স্মৃতির
বিন্দুমাত্র সহায়তা কভু, বন্দী যে, সে
চক্ষুশূল মোর, কারাগার যোগ্য ছার,

সাধ্য কি সে দেয় রণমুখে সাঁতার ?
ফিরে যারে,ফিরে যারে যথা ইচ্ছা তোর ।
দেখা যাবে জুষ্ট মন্ত্রী, নষ্টামাত্য আর
জুর্গ কারারক্ষীর রক্ষিবে কেবা শির ?
সবংশে নাশিব সবে, তবে হব স্থির ।

সহদেব ।—

পিতৃদেব ! কারো নাহি দোষ অসন্তোষ
বিষবাণে বিদারিয়া ফেল বক্ষ মোর,
অনেক মহিছি, সব, না কব যচন,
মৌনে রব চিরদিন তরে, কভু আর !
এ জনমে চাহিব না কোন ভিক্ষা দেব, —
এক ভিক্ষা দেহ মাত্র অভাগা তনয়ে,
পদে ধরি, কর না বঞ্চিত ; কর আজ্ঞা,
(পদধারণ) এ বিপত্তিকালে সজ্জিত স্বদলবলে
পিতৃ অরি নাশি, রাখি পিতার সন্তম,
বংশমান রক্ষিতে করেছি প্রাণপণ ।

জরাসন্ধ ।—

ধিক্ পণে, ধিক্ প্রাণে, ধিক্ রে সন্তানে !
ধিক্ থাক সাহায্যের ভানে ! যে জ্বালায়
জলিছে অন্তর মোর, অগ্নি-অপমানে,
সে অপেক্ষা শত গুণে দীপ্ত হতাশনে
দহিলি দহিলি ওরে আজ্ঞা অপালনে !
নাহি চাহি পৃষ্ঠবল ; বিদ্রোহীর দল,
যথা ইচ্ছা চলে যা হেরিতে যুগা হয়,
বাহুবল, বাহুবলে জিনিব নিশ্চয় ।

সহদেব ।—

ভাল দেব, ভাল মম যা আছে তা হোক ।
পিতৃ-আজ্ঞা পাতি শির করিয়ে ধারণ,
এখন যেতেছি কারাগারে, আবার সে
লৌহের নিগড় পরিবারে । কিন্তু প্রভু !
এ মিনতি, এ রণমাগরে লহ সাথে
সৈন্যদল মোর সাথে সাথে রবে, সবে

মাতিবে আহবে, অনাধাসে লবে
দিবে অকাতরে প্রাণ ; আবাব চরণে ধরি
অভাগা তনয়ে দেব কেহ ভিক্ষা দান !
ছাড়িব না ক্রীচরণ, নহে লহ প্রাণ ।

(চরণ ধারণ)

জরাসন্ধ । * অবিশ্বাসী তনয়ের সহচর সবে
সাথে রাখি, নাহি চাহি মাতিতে আহনে,
শীঘ্র ছাড়ি পদ, দূবে কব পলায়ন,
নহে পদাঘাতে যাবি শমনভবন ।

(পদাঘাত)

সহদেব ।—

পদাঘাতে অগ্রাঘাতে নাহি কবি ভর,
জগাবধি হে জনক সযেছি বিস্তর,
চূর্ণ করি ফেল মোরে তবু না ছাড়িব,
বিপদে বেষ্টিত পিতা হেরিতে নাবিন,
রাখিতে সবে সাথে সৈন্তদল মোর ;
ছাড়িব না করিব সমর, পরাজিত
পিতায় করাব পার এ রণমাগর,
পিতৃকার্য্য কর পিতা, পুত্রকার্য্য মোর !

জরাসন্ধ । ওরে ওবে বিশ্বাসঘাতক, একগণে
বুঝিছ সকল । বন্দী বুঝি করিবারে
সাধ ? ওহো, বজ্র যেন বিনা মেঘে হাক
ঘন ঘন, কে জানে কি পড়িব বিপাকে ?
শত্রু চারিদিকে, অসি, অসি, শেল শূল
দেরে ওরে কে আছিস ? বিশ্বে বুঝি আজি
দেবতা গন্ধর্ব্ব নয় স্থাবর জঙ্গম
চক্রান্ত করেছে দর্প দমিতে আমার ?
দে রে অন্ত—পরান্তবি প্রথম আঘাতে,
বৃষি, ভোজ, যজুঃশ-কলঙ্ক কেশবে,
সহ মূৰ্খ বলদেবে, বিজয়পতাকা
উদ্ভটন করিয়া উচ্চ উজ্জ্বল শিব তুনি,
হর হর বোমনাদে গগন বিদারি,

ধরাবক্ষে খটাইয়া প্রাণ, দৈত্যশক্তি
জাগাইয়া, জগতে ঠেলিয়া ফেল দিই
মহাশূন্তে অনন্ত সাগরে ; রবি শশী
এহে দেবতায় ফুৎকারে নির্মাণ করি,
শ্রুতিভেদ্য অন্ধকারে একা একেশ্বর
নির্ম্মাইব বাঙ্গদী মেদিনী , প্রেত ভূত
দৈত্য দান প্রজাকুলে লখে, বিশ্বে পুনঃ
করিব বিহার ; বিকট লীনার সঙ্গে
অট্টহাসি হাসিব করিব মহামাব,
মুছে দিব স্মৃতিপটে এ ছার সংসার ;
ত্রিলোচন জিজ্ঞাবস হইবে সংসার ;
যাই, যাই, দিতে বণসমুদে মর্ত্যার ।

[বেগে জরাসন্ধ ও লক্ষ্মণদেবপুত্রের প্রস্থান।

সহদেব । ওহো সর্দনাশ ! শূন্য অস্ত্র রথ রথী
উগ্রাদেব মত, পশিনেন পিতৃদেব
অসংখ্য বাহিনীমানো একা অসংখ্য,
পুত্র হযে স্থিরভাবে কেমনে নেতারা ?
নাহি পারি, হোক পিতা পামান আমার,
যেতে হ'ল পৃষ্ঠবন হইতে পিতার ।

(প্রস্থানোদ্ভূত)

নিম্নদেব ।—

কোথা যাবে ? পিতা তব দত্ত অন্তর,
মহাদর্পী, তুণ্ণজান করে এ সংসার,
নাহি লবে সাহায্য তোমার ; ফিরে চল,
ভবিতব্যে যা আছে তা হবে ।

সহদেব । ওহো ! ভবে

বৃথা যেন, বৃথা কন্ম, বৃথা এ জীবন ;
বৃথা বীর পুত্র নাম ; কি কারণে রহিলু,
কি করিলু এ জগতে আমি ? নাহি হ'ল
পূর্ণ মোর আকাজক্ষা প্রাণের । অনাদরে
অবিচারে শুষ্কপ্রায় আশার সাগর ।
কাননে ফুটিতু বৃক্ষ কাননে বারিষু,

চক্ষে কেহ দেখিল না দেব, লইল না
কবে তুলি, বাস গিয়া মিশায় আকাশে !
নৈরাশ্রে ভাবিতে সদা নয়ন-আসারে,
চল গুরু চল যাই লুকাই আঁধারে।

[বিশ্বদেব ও সহদেবের প্রস্থান।

“(সত্তর্পণে শিবির হইতে লম্বোদরের প্রবেশ)

লম্বোদর। বাস বাবা! ছুটো ভুঁটাই হ'ল,
আমিও বাঁচলুম। পাশ ঘেঁসে এখন
পাণাবার পস্থা দেখতে পারব। ওই যে
ছোঁড়া ঘোড়ায় উঠে দলবল মমত লক্ষা
দিলে, আর এদিকে, ও বাবা! কোস্তা-
কুস্তি, ধস্তা-ধস্তি, যেন ছুটো ধর্মের ঘাড়ে
লড়াই বেধেছে, বিবেখানেক ভুঁই যেন
ছুটোতে চোষে ফেলে, বেঁধে ফেলে যে?
তবেই তো, কি হবে? আমি এখন ভুঁড়ি
সামুলাই কি নিশেন আগলাই? ওই যা!
ধল্লি বুঝি? ক ব্যাটাতে এদিকে আঙ্গুল
দিয়ে আবার কি দেখাচ্ছে? তাই তো!
চার পাঁচ ব্যাটা ছুটে আসে যে, তবে বুঝি
ধল্লি, ছুটে তো ব্যাটারদের সঙ্গে পারব না;
কি করি? নিশেন বুকে কবে তো মড়ার
মতন পড়ে থাকি, তাব পর যা আছে
বরাতে।

(লম্বোদরের শয়ন)

(চারিজন মথুরা-সৈন্তের প্রবেশ।)

প্রথ-সৈন্ত। কৈ রে কোথা গেল?

দ্বি-সৈন্ত। ঐ বুঝি রে, ঐ বুঝি।

৩ সৈন্ত। ‘আর না, ওটা সেই ভুঁড়ো শালা,
নেড়ে চেড়ে দেখ দিকি?’

১ম সৈন্ত। (লম্বোদরকে ঠেলিয়া) এই ওঠ,

আরে। সেই তো, মটকা মেয়ে পোড়ে

আছে দেখ দি।

লম্বোদর। উঁহু, মোরে ভুঁত হ'য়ে আছি
বাবা!

৪র্থ সৈন্ত। ভুত বটে, দেতো ঠাণা।

২য় সৈন্ত। টেনে তোস্তো ব্যাটাকে।

লম্বোদর। মিছে কেন গোল ক'র বাবা?

আমি নড়নচড়নহীন হ'য়ে শেকড়
গেড়ে পোড়ে আছি হাজার খোঁচা-খুঁচি
কর উঠছি না।

৩য় সৈন্ত। ও ব্যাটা ত্যাগড়! তোমার ভিড়-
খুঁচী বার কচ্চি দাঁড়াও, নেতো ব্যাটার
নিশেনটা কেড়ে।

লম্বোদর। ঐ তো বাবা! বেরসিকের মতন,
আলুগা কথাটা ক'য়ে ফেলে। ও বাজে
কথাটা ব'লো না বাবা! নিয়ে যেতে হয়,
সবশুদ্ধ নিয়ে চল, নৈলে এই মরণ কামড়
কামড়ে রইলুম, কৈ টেনে নাও দিকি?

১ম সৈন্ত। তোকে হুদুই তো নিয়ে যাব,
উঠে আমাদের সঙ্গে আয়, জোর রাজারা
সামিল ক'রে দিইগে।

লম্বোদর। ও বাবা, আমি বেতো মানুষ,
বাত চেগেছে, হাটতে কি, উঠতেই পোড়ে
যাব।

২য় সৈন্ত। তাইতো, তবে কি তোকে পাকী
ক'রে নিয়ে যেতে হবে নাকি? ব্যাটার
আস্থা দেখ, যাবেন জেলে, তার কেঁড়েলা
কতো।

লম্বোদর। না বাবা! পাকীও চাই না,
গাড়ীও চাই না, আমি বরঞ্চ এই 'ডাঙা
গাছটা ধ'রে বুলি, তোমরা অনুগ্রহ ক'রে
—কাদে ক'রে,—কি বল?

৩য় সৈন্ত। তাইতো, এ ব্যাটা যে বাত
জাণাগে, কি ক'রো যাব।

‘চতু’ সৈন্ত ।—কি আব হবে, কত আর দেৱী
কৰ্বি ? চ, ব্যাটা যে হিসাবে যেতে চায়,
তাই করা যাক ; ধব ব্যাটা ভাল করে ধর,
দেখিস্ যেন হাত পা ছেড়ে কুমড়ো গড়ান
গড়ানি ।

• [নন্দাদরকে ডাঙায় বুলাইয়া চারিজন
সৈনিকের প্রস্থান ।

(ভেরীবাদক ও রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)
শ্রীকৃষ্ণ । কৈ, কোথা ? কর অবেষণ ।

ভেরীবাদক ।—হের প্রভু !

ঐ দূবে, বন্দিভাবে, বলদেব পাশে ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—ভেরীরবে কর আবাহন, শৃঙ্গলিত
কেশরীরে প্রাণ ভিক্ষা করাব,

যাচাইব দান্তিকেরে, দৰ্প অবতার

অবনতমাথে লবে আদেশ আমায় ;

(ভেরীবাদক কর্তৃক ভেরীরব ও শৃঙ্গলিত জরা
সন্ধকে লইয়া বলদেব ও সৈন্তগণের প্রবেশ ।)

বলদেব ।—লহ ভাই, বন্দী তব মগধরাজন ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—নর প্রেতে কি হবে লইয়ে বলদেব !

একা নহে, আছে দৈত্য অংশজাত বীর

বহুতর ভারত ব্যাপিয়া, একে একে

সবারে যে চাই ; শৃঙ্গল খুলিয়া দাও

যেতে দাও পিশাচে পাইতে নব বল ;

এই সপ্তদশ বারে, সমর-সাগরে,

ধরার অর্ধেক ভার দিছি বিসর্জন ;

এখনও সঞ্চিত অর্ধ আর ; যেতে দাও,

পুনঃ গিয়ে অবশিষ্টে আনি দিক্ ডালি

ঘুচাই মা ধরিত্রীর কলঙ্কের কালী ।

বলদেব ।—(জরাসন্ধের শৃঙ্গল খুলিয়া)

যুদ্ধ আশ মিটিল তো, যাও যথা ইচ্ছা যাও ?
নির্বিষ ভুজঙ্গ হ'য়ে বিবরে পুকাও ।

[জরাসন্ধ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

জরাসন্ধ ।—

ওহো, এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল ! এ যে

জালা ভক্ষকদংশন ! দীপ্ত হতাশন,

প্রাণ, মম যদি কাথ, বেড়িল চৌদিক ;

পুড়ে গেল, পুড়ে গেল সব ! আশৈশব

উদ্ধৃশিরে অভিমানভাবে, ভারতের

অগ্রগণ্য ছিলাম ! কি গন্ধর্ক দেব, নর,

হেরিতে সত্তীত নেত্র আশা পানে সদা !

আজ হায় কি হইল ? দৰ্প অভিমান

জন্মশোধ গেল বুঝি চলে ! তবে এবে

নেহারিবে জাকুটি করিয়া, দেখাইবে

ইন্দ্ৰিতে আমায় ; কাপুরুষ, কবে রবে,

এ চিরকলঙ্ক কথা গণিত গাথায় ।

হায়, হায়, অবশেষে এই ছিল ভালো ?

বালকে হ্রিদি যশ ? হইল অবশ,

বিশাল এ যুগাবাস্তব মত্ত করী বল,

অটল এ দেহ শৈল, নারিল বারিতে

প্রবল সে বলে ছলে জিনিষ সকল !

শূন্যপ্রাণে কোথা যাব ? কারে দেখাইব

কলঙ্কিত কাণামুখ আর ? ত্রিসংসারে

টিকুকারি দিবে, ভয়ে নাহি বুঝি ঠাই ?

আত্মহত্যা.—আত্মীয়ে কোথা দেখা পাই ?

সব গেছে, নিভে গেল জীবনের আলো,

ওহো, ওহো এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল ।

[জরাসন্ধের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

—*—

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মথুরার রাজ-অটালিকা—ভোরণ ।

(শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত ।)

শ্রীকৃষ্ণ ।—দিন যায় দিননাথ কিরণ গুটায়,

পশ্চিম আকাশে শোভে রক্তিম ছটায়,

ধীরে ধীরে বহে যায়, অঁধার মাথায়,

জাগ্রত জগতে জীব জীবন জুড়ায়,

কিছু পরে মগ্ন হবে গভীর নিদ্রায়,

শ্রমশ্রান্ত কলেবর হবে শান্তিময় ।

কিন্তু হায়, একি দায়, রণ-ক্রান্ত কায়,

কেন না জুড়ায় ? যেন জলি কি জ্বালায় !

কত কথা আসে মনে, দূরস্মৃতি মনে

ভাসে যেন যমুনা-জীবনে ! যেন কোথা

কে কঁাদে বিজনে, বহে ধারা ছ'নয়নে ।

উদ্ভাদিনী পারা, আহা ওরা সকাতরা

কাহারে আমার করুণার তন্ত্রীখানি

। বাজাইয়ে দিল, নয়নমণিলে ভাসি

শান্তি হরে নিল ? শূন্য প্রাণে কঁাদি তাই,

হেরিতে না পাই, পাষাণে গঠিত চিত,

একি রে বাল্যই, ভাবনায় মগ্ন হ'য়ে

যাই ! কঁাদি, কঁাদি, প্রাণভয়ে কেঁদেতো না

পাই ! ভাই, ভাই, ক'বে তুই ফিরিবি রে

জলন্ত আগুণে জল কবে ঢালিবি রে ?

যশোমতি ! আর কি মা ফিরে পাব তোমা ?

ওমা, ওমা, অশ্রুজল ক'বে মুছাবি মা ?

(শ্রীকৃষ্ণের গীত ।)

আমার শূন্য এ সংসার ।

আমি শূন্য করে এসেছি

প্রাণ সে মহামায়ার—

ব্রজে শূন্য প্রাণে আছে সবে শবেরি আকার ॥

যত রতন কহিয়ে মোরে যতন করেছে,

তত কপট মাযারি মোহে মোহিত রেখেছি,

যত লালনে পালনে প্রাণে মমতা ঢেলেছে,

তত কঠিন হইরে বুক পাষাণে বেঁধেছি,

শেষে রাখিবে এসেছি হাহাকার !

কেঁদে কাতরে ভেকেছে

ফিরে চাহিনি কো আর ॥

(গান করিতে করিতে উদ্ধবের প্রবেশ ।)

আমি কঁাদিতে কঁাদিতে ফিরে এসেছি কেশব ।

সাথে এনেছি সে গোকুলের হাহাকার রব ॥

কেন দিয়েছে দীর্ঘশ্বাস,

কেহ দেছে হা হতাশ,

কারো বা পেয়েছি শুধু রোদন নীরব ।

কারো ক্ষীণ কণ্ঠরব নিদয় মাধব ॥

কেহ পাঠিয়েছে অঁখিনির,

মমতা মগ্নিত ক্ষীর,

বিষাদ ব্যথিত চিত হৃদয় কুধির -

কি বা পিতা মাতা মখা মখী

সম দুখে সবে দুঃখী

উথলে উঠেছে ব্রজে বিরহ অর্ণব ।

তবশায় নিরাশায় ভেসে যায় সব ॥

(শ্রীকৃষ্ণের গীত ।)

আজি এ পাষাণ ভাঙিল রে ভাই ।

নাহি ঠাঁই জলন জুড়াই,

ভাবে বুঝি-বুঝি আমার মা যশোদা বেঁচে নাই ॥

ওরে কাতরে কঁাদিলে পরে,

কঁাদিতে রে বুকে ধনে,

ক্ষণে হারা ফিরিত মা পাগলিনী পারা ;—

আজি এত কঁাদি মা মা বলে,

মা কৈ করে না কোলে,

করে ধরি দেরে বলে (কোথায় আমার)

দুঃখিনীর মা'র দেখা পাই ॥

পঞ্চম অঙ্ক ।

—*—

(রাধাকৃষ্ণ - কাত্যায়নীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত)

রাধিকা । কাত্যায়নি ! কর মা করুণা, মাগো
তোর —

অনাথিনী অভাগিনী ছাঃখিনী স্ত্রতার
সহে না যে জ্বালা আর ছারখার প্রাণ !
শোকে ক্ষীণ-দীন-জীর্ণ দেহতরীধানি
আর যে মা বহিতে পারি না । প্রতি অক্ষ
প্রত্যেক নিখামে, হা হতাশে হতাশের
নিষাক্ত শোষণে, বক্ষের শোণিত মাগো
শুকায়েছে বালকে বালকে ! কাঁদিবার
আর শক্তি নাই—ইচ্ছা নাই আশা নাই
বাসনার ফাঁসি খুলে গেছে । দয়াময়ি—
দিন দে মা, কোল দে মা অকূল পাথারে !
কৃষ্ণ হেন পতি বাম কঁজ কি মা প্রাণে ?
প্রাণ রেখে কারে দিতে রব ? স্নানী প্রভু
ইষ্টদেব—পরকাল সাথী, সকলি যে
শ্রীকান্ত আগার । ভিখারিণী করে গেছে
মাগো জগৎশোধ কাঁদায়ে গিয়েছে চলে,
অনেক কঁদেছে আর কাঁদিতে পারি না—
বড কষ্টে ডেকেছি মা তোমায়,—কোল

•দে মা—

মার কোলে লুকায়ে থাকিব—সাথে রব
সর্বানী গো দাসী হয়ে শ্রীকৈলাস তোর ।
মর্ত্যের এ জ্বালা হ'তে কর মা নিস্তার,
আনন্দময়ের রাজ্যে করি গে বিহার ।
ভুলে যাই প্রাণেশের প্রেমসীপীড়ন,
ভুলে যাই শোক তাপ জ্বালা ! কৃষ্ণপতি
দিয়েছিলি বৃন্দাবনে ব্রজবালিকার,
কৃষ্ণপতি পবনলোক দিস্ মা ঈশানী

কৃষ্ণপদাশ্রিত-মৃত্যু শুষ্ক লাভিকায় ।

বল্ মা বল না তারি, নহে মা এখনি

বক্ষরক্ত যতটুকু আছে বিদারিয়ে

দিব মা চরণে তোর এ জগের শোধ ।

কথা ক'না কাত্যায়নী দেগো মা আশয়

আমন করিয়া

মহা-মৃত্যুযোগে বসি,

ব্রহ্মরন্ধু ফেটে যাক্ কায়া কারাগার

ধরায় ফেলিয়ে তোর কোলে গো গিলাই ।

আত্মহা পাপের শাস্তি পাইব প্রবোধ

পাষাণী পূজিতে খাম করিয়াছি রোধ ।

(যোগাসনের উপক্রম)

(সজীব প্রতিমার শ্রীকৃষ্ণচতোর হস্তধারণে

অগ্রসর হওন)

কাত্যায়নী । সপ্নর মা শক্তিরূপিনি ! মহামায়া

কেন হেন মায়ায় মোহিত ? ধর তব

পুরুষ প্রকৃতি । নিভাও বিবহানল—

প্রেমানল জ্বালহ শ্রীঅঙ্গে পুনঃ মিশি

গোলোক আলোক থাক্ ভূলোক বিকাশি ।

(রাধিকা অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের করধারণ

করিয়া গীত ।)

এস এস বঁধু মধুমাথা মুখে,

চোখে চোখে তোমা রাখি ।

অনেক দিনের না দেখার শোথ,

নিতে চায় দুটি জঁাখি ॥

শ্রীকৃষ্ণ ।—আর ত হব না ছুজনে ছু-ঠাই,

অঙ্গে অঙ্গ হব মেলা ।

অপেক্ষ হারাব, অঙ্গে ফিরে পাব,

খেলিব প্রেমেরি খেলা ॥

রাধিকা ।—বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব ।

হিয়ার মাঝারে, যেখানে পরাণ,

সেখানে রাখিয়া থোব ॥

কালো কেশরাশি নিগুঢ় করিয়া,

পাঁধিব পদারবিন্দ ।

কে বা নিতে পারে, নিউক আসিয়া,

পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ ॥

(বৃন্দা ও গোপিনীগণের প্রবেশ ।)

বৃন্দা । (নেপথ্য হইতে কহিতে কহিতে) ও

রাজকুমারি! বুক বাঁধ তোমার শ্রীমহুন্দরকে

এই আমরা মা যশোমতীর কোলে দেখে,

ও মা এ কি ? এই যে হেথাও হাজির ?

গোপিনীগণ ।—তাই ত ? ও মা একি গো ?

(নেপথ্য হইতে একজন রাখাল দৌড়িয়া

বলিতে বলিতে প্রবেশ ও গমন ।)

রাখাল । ভাই কানাই আমাদের গোষ্ঠে

এয়েচেন আমি সবাইকে বলিগে গো ।

বৃন্দা । ও সুমঙ্গল ! এই যে তোদের ভাই

কানাই হেথা ।

রাখাল । (ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া)

অঁ! তাই ত ? ভাই! তুই এখনি আবার

হেথায় কেমন করে এলি ? তা হোক, আমি
কিছু বলিগে গো !

(হঠাৎ পটপ রবর্তন সজ্জীভূত নিত্যলীলা-

সনের দৃশ্য প্রকাশ ।)

(কাত্যায়নী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে নিত্যলীলাসনে

দণ্ডায়মান করাইয়া)

রহ নিত্য দৌহে মিলাইয়ে আশ্রয় কায় মনে ।

রহ নৃত্য করিতে এ নিত্যলীলাসনে ।

আহা মরি, ওরে আর কে বলিতে পারে,

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন ছাড়া ; কে কহিবে

শ্রীহীন গোকুল ? হের চির অভ্যুদয়

বৃন্দাবন ছাড়া কভু নয়, যে ডাকিবে

সে পাইবে, সাধনের লীলাক্ষেত্র হেথা ;

অসংখ্য সাধক হৃদে এক আশ্রয়

অসংখ্য অরুণ হৃদে একা দিবাকর

অসংখ্য হইয়া যেন প্রদীপ্ত রহিবে ।

ভক্তিময় হবে, ভবে ভক্ত কোলে পাবে,

প্রেমের ভক্তির স্রোত অনাহত রবে,

ধর্মপ্রাণ নরনারী অঞ্জলি পুরিয়া

যুগল মিলনে নিত্য অমৃত পিয়িবে ।

নিত্যলীলা সাধকের নিত্যই চলিবে ॥

(গোপিনীগণের নৃত্যগীত ।)

দাঁড়াল দাঁড়াল বক্ষিম ঠামে

বামে শ্রাম-সোহাগিনী ।

বালমল চূড়া ঢলিয়া পড়িছে

দোলে ফণিনী বেনী ॥

চূড়া চরণ ছুঁইতে হেলিছে বামে,

বেনী হেলিছে জুলিছে বাঁধিতে শ্রামে,

শ্রাম নীলকান্তমণি (আমাদের)

কাঁচা সোণঃ কমলিনী ॥

ভাল মিলেছে মিশেছে সেজেছে ভাল

ওলো কালোতে ভালোতে জলেছে আলো,

শ্রাম অঙ্গে অঙ্গ ঢালি (আমাদের)

নিত্যলীলা বিলাসিনী ॥

যবনিকা পতন ।

[ম্যাসনেল থিয়েটারে অভিনীত]

প্রণয়-কানন বা প্রভাস ।

প্রস্তাবনা ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রেমিক ও প্রেমিকাগণ ।

(গীত ।)

মিলে মিশে খেলবো খেলা,
প্রেমের খেলা নয় ।
মাথামাখি করুবি যদি,
আয় নারী আয় নর ॥
প্রেম শিখাবে প্রাণের কিশোরী,
কুঞ্জে কালার বাজ্বে বাঁশরী,
শুন্বি শুনে মরুবি যদি
আয় নারী আয় নর ॥
বাসুবি ভাল বরণ কালিয়া,
জ্বলবি হৃদে অনল জ্বালিয়া,
গোর বিরহে কাঁদুবি যদি,
আয় নারী আয় নর ॥
ছতশ প্রাণে মরুবি মরমে,
অধার করে ভাসুবি মরমে,
শেষ মিলনে হাসুবি যদি
আয় নারী আয় নর ॥

* দ্বারকা—রাজভবন ।

শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—(স্বগত) পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি
করিব পালন,
যজ্ঞরতে করাইব ব্রতী,
পবিত্র প্রভাস তীর্থ
দেবতার বিচরণস্থান
তথা স্থান করিব নিৰ্ম্মাণ ।
তীর্থভূমে হইবে মিলিত,
মহোৎসবে মাতির তথায় ।
রচিত মণ্ডপ বেদী
যজ্ঞকুণ্ড কাটি বৃহৎ—
অফুরন্ত ভাণ্ডার নমার সারি
সে মা চালে পান্নে আই
আশা পূর্ণ করিব সঙ্গার ।

(গীত ।)

বিরমে না রবে রমে বসিব সবাধ ।
 প্রভাসে তুষিব ঢালি মন প্রাণ কাষ ॥
 যে যা চাবে পাবে তাই,
 না রহিবে নাই নাই,
 কল্পতরুকেপে সবে দেখিবে পিতাষ ।
 বাসনা পূরিবে ববে মাতিবে আশাষ ॥

বল ।—কি ভাবনা ভাবিছ কেশব
 কেন ভাই কেন হেরি ভাবেব অভাব
 স্থির তুমি হিমাচল মত,
 কেন এত অস্থির এখন ?
 কেন হেরি কুণ্ডিত কপাল—
 কপোল কেন বা শুষ্ক চক্ষে কেন জল
 কি বেদনা করেছে চঞ্চল ?

শ্রীকৃষ্ণ ।—অচঞ্চল অটল অচল,
 চিরস্থির আমি তো অগ্রজ
 কৈ কিসে হেরিলে অস্থির ?

বলরাম ।—

মোলোক আলোক ভাই কি লুকাও মোরে
 লুকাচুরি আমি জানি ভাল
 ক্ষীবোদমাগবে যবে বুকে ধরেছি—
 দেবতার অনুরোধ অস্বরদমনে,
 বহুধার ভার বিমোচনে—
 এসেছিলে আছে ত স্মরণে
 রেখেছিলে লুকাচুরি খেল ।
 সে খেলার রহস্য ভেদিয়ে,
 এসেছিলাম সাথে সাথে,
 চিনেছিলাম চিন্তামণি তোমা ।
 এবে তবে কি লুকাও মোরে ।

(গীত ।)

ভেবেছিলে যে ভাবনা ভবে আসিতে
 সেই সে ভাবনা এবে পাই দেখিতে ।

এসেছে এসেছে ঘোর,

না জানি কি ভাবে ভোর,

প্রাণ মম কায়া ছায়া হেরি আঁখিতে ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—সে ভাবনা নহে গো অগ্রজ !

এ ভাবনা ভাবিতেছি জনকের তরে,

আদেশ তাঁহার—

পালিতে না পারি যদি কি ছার জনম

কি ছার এ ভবভূমে জীবনধাবণ ?

পিতৃমান পিতার সঙ্গম

বাড়াইব বাসনা হৃদয়ে

ঔরসে জনম লভি

মস্তানের যথাকার্য সাধিব সত্ত্বর ।

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম পিতা পরাংপর !!

(নেপথ্য হইতে বীণাযন্ত্রে গান কবিতা করিতে
 নাবদেব প্রবেশ)

“ভজছ’বে মন, নন্দনন্দন,

অভয় চরণারবিন্দ রে ।

হুলহ মানুষ, জনম সংসঙ্গে

তরহ এ ভব সিদ্ধুরে ॥

নীত আতপ, বাত বরিখন,

এ দিন যামিনী জাগি রে ॥

বিফলে সৈবহ, কৃপণ ছুরজন,

চপল স্থখ লাভ লাগিরে ॥

এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,

ইথে কি পরতীত রে,

কমলদল-জল, জীবন টলমল,

ভজছ’ হরিপদ নিত রে ॥

শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ বন্দন,

পাদমেবন দাশু রে,

পূজন সভজন, আত্মনিবেদন,

গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে ॥”

শ্রীকৃষ্ণ ।—হে দেবর্ষি দয়াময়,
বিধাতার মানস তনয়,
মহাযজ্ঞী মজ্জী ভকতের
ভাগ্য মানি-ও পদস্পর্শনে ।

নারদ ।—মহা আপ্যায়িত আজি হইলু কেশব
কহ এবে কেন দামে করিলে স্মরণ ?

শ্রীকৃষ্ণ ।—যজ্ঞ আয়োজন
মহাঅনু—
করিয়াছি তুমিতে পিতায়
প্রভাসের তীরে হবে মহানু উৎসব ।
তব প্রতি মহাভাগ
ভার দিনু নিমন্ত্রিতে সব
স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে যে যেথায় রথ,
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
দেব নর নাগ আদি করি,
সবে যেন আসবে প্রভাসে ।
মাত্র স্নুধু যেও না শ্রীকৃষ্ণাবনধামে ।

নারদ ।—যথা আজ্ঞা হে কেশব পালিব সঙ্করে ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—এস তবে এস ঋষীশ্বর ॥

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান ।

বলরাম ।—বুঝিলে ত দেব-ঋষি
যেতে মানা বৃন্দাবন ধাম ।

নারদ ।—মানিব না মানা মনে বুকহ শ্রীরাম ।
গীত ।

আমি যুগল ভাঙ্গা দেখ্‌বো নাক আর ।
আমার যুগল চরণ মার ॥
আমি প্রাণ দে পুজি যাঁয়,
যার নাম বাজে বীণায়,
তাঁরে আন্বো মানা মান্বো না এবাব ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

[শ্রীকৃষ্ণাবন ধাম—নন্দালয়]

(নন্দ, উপানন্দ, যশোদা উপস্থিত ।)

(রাখালগণের প্রবেশ ও গীত ।)

ও মা র রাখরাজে

দাও মাজায়ে প্রভাত হয়েছে ।

ধেনু বৎস মনে সবে হেথায় এসেছে ॥

চাঁদমুখে ননী দিয়ে

মুখখানি দাও মুছাইয়ে,

মোদের সাথে যাবে মধুর নাচ নেচে নেচে ।

বেগুর রবে ফিববে ধেনু তাব পিছে পিছে ॥

যশোদা ।—গোপেশ্বর হের কি বিপদ !

প্রতিদিন প্রাতে আমি

গোপাল গোপাল বনি

ডাকে সবে ছুয়ারে আমার

প্রতিদিন প্রাতে উঠি

ভুলে যাস—পণায়েছে সে নিষ্ঠুর হয়ে ।

নাহি সে কহিলে কঁাদে সারা হৃদয় এরা—

হায় হায় কি দারুণ ছুঃখের পসরা

ভাবি মবি মরে যত গোপাল বাছারা !

গীত ।

ও বাপ্ —

গোপাল কোথা পাব তোদের গোপাল

পাব কোথা ।

গোপাল আমার পর হয়েছে

বুকে দিয়ে বাখা ॥

তোদের গোপাল পাব কোথা ॥

যেথায় গেছে সেথায় নাকি সে,

বাপ, পেয়েছে মা পেয়েছে সঙ্গী পেয়েছে,

তোদের হয়ে তোদের নিয়ে স্নেহে আসে সেপা

গোদের গোপাল পাব কোথা ॥ ॥

সুবল ।—

কি বলিলে মা যশোদা । বাখালবাজা ভাই
নাই হেথা চোলে গেছে ওহো চোলে গেছে
চোলে গেছে ভুলেছিল মোরা
হায় হায়
এ ভুল যে বড় ভাল ছিল
কেন ভুল ভেঙ্গে গেল—
কেন পুনঃ জানালি জননি ?
মনে হলো ভেঙ্গে গেল বুক
সে হেন সোনার ভাই কোথা পাব আব
কে আর বিপদাপদে করিবে নিস্তার ?

গীত ।

মোদেব—

সকলি ছিল গো, সকলি গিয়েছে,
ডুবে আছি হুঃখসলিলে ।
একাব বিহনে, সকলি আঁধার,
বাঁচি বুঝি প্রাণে মবিলে ॥
স্বপ্নেব মত এসেছিল শ্রাম,
দিয়েছিল প্রাণে পূর্ণ প্রাণাবাম,
মা জানি কি দোষে, হযে শেষে বাম,
• হেন শেন বুক হানিলে ॥
নাচিয়ে নাচাত, হাসিয়ে হাসাত,
ভালবেসে ভালবাসা সে শিখাত,
কোল দিয়ে কোলে, তুলিত উঠিত,
সে সব কেমনে ভুলিলে ।

নন্দ ।—ওরে বাপ রাখালিয়া,

নিদয় সে, নাই আমাদের ।

এসেছিল মজাইতে মজাইয়ে গেছে
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সবাই ঝুরিছে
দিশাহারা দক্ষ্যহীন

বক্ষেব শোণিত ঢালি অশ্রুদীর্ঘ ধারে—

এ দেখায় যাতনা উহাবে

কেহ কাছে চিনিতে না পারে—

চিন্তামণি ডুবে গেছে অচিন্ত্য সাগরে ।

উপা । ফিরিবে ত বোলে গেছে আসিবে ত
ফিরে—

পিতার মাতার কোলে বসিবে সাদরে !

নন্দ । আহা ভাই কি বিশ্বাস তাবে ?

হাসিতে হাসিতে যবে মথুরা হইতে

কাঁদাইয়া ফিরাইল তোমাবে আমাবে—

কি কথা কহিয়াছিল,

কি প্রতিজ্ঞা করেছিল,

সব তব আছে ত স্মরণে ।

উপা ।—কয়েছিল বাজকার্য্য সাধিয়ে সত্বে

শূন্যে ব্রজে আসিবেক ফিরে ।

নন্দ ।—কৈ এল কৈ ভাই,

সত্বে মে কতকাল পরে ?

বর্ষশত কেটে গেল আজও তো এলনা

ভক্তি ভালবাসা তার সকলি ছদনা ।

গীত ।

ওরে ছলতে এসে ছ'লে সবায়

চোলে গেছে সে ।

যেব অনলে জ্বলতে

হুঃখ রেখে গেছে বে ?

হা-হতাশে ফাটাও পোড়া বুক

আঁধার কোলে লুকাও কালামুখ

(মদা) বুকভাসানো কান্না কাঁদ যত পার যে ।

যশোদা ।—গোপেশ্বর কত কাঁদি আর

জন্মেছে যে কামাব পাথার

জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে শক্তি কোথা আর ?

(গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)

গীত ।

ধন্য শূন্য ব্রজধাম পূর্ণ-শ্রাম নামে রে ।
ধন্য নরনারী ধন্য ধন্য পূর্ণ কামেবে ॥

ধন্য এ যমুনাঙ্গন,

• ধন্য কদম্বেবি তল,

ধন্য দৃশ্য নিত্য নিত্য নৃত্য বক্ষ ঠামেরে ।

নন্দ । হে দেবর্ষি একি হেরি
দীনে এত দয়া কেন প্রভু ?
দীননাথ ছেড়ে গেছে সবে
কেন তবে এ শুভাগমন ?

নারদ । মহাত্মনু মহা আয়োজন
প্রভাসের তীবে এসে ,
যজ্ঞব্রতে ব্রতী নারায়ণ
থেরেছেন অধীনেবে
করিবাবে সবে নিমন্ত্রণ ।
ব্রজের যে যে আছে
গোপ গোপী রাখালিষা ধেনু বৎসগণ
সবে যেন করয়ে গমন
সবার তাপেতে সেথা তপ্ত নারায়ণ ।

নন্দ । হে সাধু সন্তম ! মোবা
নিজ্জীব শরীরে পুনঃ পাইবু জীবন ।
হে রাখালগণ !
লয়ে যাও ঋষিবরে
যে যথায় কবিছে বোধন ।

(রাখালগণের গীত)

দেখিবে চম গো দেব এ ব্রজ শাসান ।
হবি বিনে সবকাব কণ্ঠাগত প্রাণ ।
কেহ আব বিনায়ে কাঁদে না ।
• কাঁদে না কি কাঁদিতে পাবে না,

ধীরে ধীরে বহে ধাম ভেদিখে পাযাণ ।

অন্তিম সময়ে গায় অদিভেদী গান ॥

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

বৃন্দাবন—রাধাকুঞ্জ ।

বাধিকা ও সখীগণ উপস্থিত ।

বাধিকার গীত ।

দিন বায়ে গেল সই ,

হুঃখ কারে কই ।

আশা জলাঞ্জলি দিষে সব সই চিতা সই ।

সকলি হযেছে শেষ,

প্রাণমাত্র অনশেষ,

উদ্দেশে প্রাণেশপদে যাই গিয়ে মিলে যই ।

দিন বয়ে গেল সই ॥

বৃন্দা । একি সখি একি কথা বাকু,

শতবর্ষ কাটাইলে,

কাঁদিয়া কাঁটিয়া শেষে,

দশম দশায় পড় চোনে ?

জীর্ণ শীর্ণ তনুখানি শুকলতামত,

আছে একপাশে পড়ে,

থাকো না পড়িয়ে রাখে যে কদিন বাজে

যাবে তো প্রকৃতি জানি,

পুরুষেন আঙ বাড়াইয়ে

থাক তবু যে কদিন দেখে পাই

গীত ।

বিরহিণী ফিরে পাবি দিন ,

প্রাণ রাখলো জ্বলন ॥

এত গইলি যদি আশা কেন ছাড়'বি,
তিন পো' পথে দেহ কেন পাড়'বি,
এগিয়ে চলো এগিয়ে চ বহিন ।
পথের শেষ যেমনি পাবি অমনি হবি লীন ।
রাধিকা । বৃন্দে তুই কি বলিস্

কি প্রবোধ দিস্ এতো শেষে
জীর্ণ এই পঙ্কর ভিতরে
হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে
অন্তর যামিনী যায় অন্তরে অন্তরে
বুঝিয়াছি এতদিন পরে,
এ জনমে পাব না তাঁহারে ।
তাই বলি কাজ কি এই জীর্ণ কায়াখান,
মায়া মোহে রাখি ফেলে আর,
ছেড়ে যাই পড়ে থাকু,
ভেসে যাক বক্ষে যমুনার ।
ভাল প্রেম কবেছিছু,
ভাল বিয় খেয়েছিছু,
ভাল অগ্নি জ্বলেছিছু কাজ নাই আর,
মাথায় থুইয়া প্রেমে করি নমস্কার,
মোরে যাই সেখা যেথাকার ।

গীত ।

কি স্থখে রব,
ভবে রব না যাব চোলে যাব লো যাব ।
ভালবাসা ভুগিব না কিন্তু পলাব ॥
প্রাণে প্রাণে প্রাণনাথ,
আসিয়া দিবে সাক্ষাৎ,
এ জন্মে হলো না ফিরে জন্ম বর চাব
পারি যদি পরজন্মে ভুবন ভরাব ।
প্রেমে ভুবন ভরাব ॥
বৃন্দা । যাবে যদি একান্তই রাধে,
আমরা কি লয়ে রব আর ?
আমাদেরও কৃষ্ণধন গেছে ।

বড় ভাগ্যবতী মোরা,
আছি তাই প্রকৃতি লইয়া ।
প্রকৃতি চলহ যদি লহ সাথে করি,
চিরসহচরা,
মরিতে না জানি তা তা নয়,
এস প্রাণ দিই সবে যমুনার জলে ।

(সকলের গীত)

এ জনমে এল না যদি
ফিরে এল না যদি,
নিরবধি কেন তবে কাঁদায়ে কাঁদি ।
বাঁকা বুক খুলে গেল শেষ,
মূলে আশা রহিল না শেষ,
নিরাশায় তাই আজি শমনে সাধি ।
ছোঁ এসে শমন আর নই প্রতিবাদী ॥
(যমুনায় পতনোদ্বেগ)

(রাখালগণের সহিত নারদের প্রবেশ)
(নারদের গীত)

জয় রাধে জয় রাসেশ্বরী রাই ।
বীণার তারে আয় না তো'র গাই ।
তুই পূর্ণ প্রেমের প্রতিমাখানি,
তুই ভালবাসার রাজার রাজরাণী,
তো'র প্রেম বিরহের একটুখানি পাই ।
ভুব দিয়ে আর'ঠাণ্ডা হয়ে যাই ॥
স্থবল । কি দেখ ঠাকুর,
সামান্টি এ বিরহিণী নয়,
প্রাণ দিতে বসেছে নিশ্চয়,
প্রেমোন্মাদ বাহজ্ঞান হয়েছে বিদায় ।
নারদ । ঠাকুরাণী শুনেছ কি কথা,
এনেছি বারতা,
ঠাকুরের প্রেরিত এ দাস ।
বৃন্দা । কৃষ্ণনাম কহ শুনি,
আর তুমি কি দিবে বারতা

চতুর্থ অঙ্ক ।

—*—

প্রভাস—যজ্ঞভূমির তোরণ ।

দ্বারবান্ উপস্থিত ।

(যশোদা, নন্দ, উপানন্দ, রাগালক্ষণ ইত্যাদিব প্রবেশ)

দ্বার । ওগো মায়ী প্রবেশ নিষেধ ।

রাজপুত্রী আজ্ঞা বিনা ঘাইবারে মানা ।

(যশোদার গীত)

এত পথ এত বেথে

কোথায় রে বাপ নীলমণি ।

তোর দ্বারের দ্বারী কবে মানা,

শুকায় কবে ক্ষীর ননী ॥

অন্ধ আঁখি কেঁদে কেঁদে,

এসেছি রে প্রাণ বেঁধে,

দেখিতে না পাব তবু পরশিব দেহখানি ।

বুকে রেখে জুড়াব,

আমার নব-নীলকান্তমণি ॥

দ্বার । ভিখারিণি ভিক্ষা লয়ে যাও,

কাঁদ কেন—

কাজ্মিণী কাঁদিঘে কি ফল ?

(যশোদার গীত)

ধনের কাজ্মাল নই রে দ্বারি,

আমি কৃষ্ণ-কাজ্মালিনী ।

শুধু চোখের দেখা দেখ্‌বো তারে—

থাওয়াব এই ক্ষীর ননী ॥

সামান্য ধন ভিক্ষার তরে,

আসি নাই রে তোদের দ্বারে,

শুধু চোখের দেখা দেখ্‌তে তারে

রেখেছি এ পাঁজরখানি ।

দ্বার । ঐকি কথা কহ পাগলিনি !

দ্বারিকায় আর বোলো তাঁরে,

রাধারানী রাধেনি পবাণ ।

নারদ । কৃষ্ণনাম শোনা শুধু নহে বার্তা গোর

শ্রীরাধা দেখিবে কৃষ্ণ,

শ্রীকৃষ্ণ রাধায়,

সেই হেতু এসেছি হেথায় ।

বৃন্দা । এনেছ কি যন্ত্র কিছু,

দূরবস্ত্র যাছে দেখা যায় ?

স্বর্গে আছে কালাচাঁদ মর্ত্যভূমে বাই ।

নারদ । আনি নাই যন্ত্র কিছু,

আনিয়াছি মাত্র নিমন্ত্রণ,

যজ্ঞে ব্রতী শ্রামরায় প্রভাসের তটে,

ব্রজের আবালবৃদ্ধ বনিতা-নিচযে,

সবিনয় নিমন্ত্রণ তাঁর ।

বিশেষত পিতার মাতার আব শ্রীমতী রাধার

বালাসখী রাখালিয়া রাখাল বাজার ।

রাধা । যাব সই প্রাণ রেখে যাব একবার,

সাজ সবে প্রভাসযাত্রায়,

হে দেবর্ষি হোন্ অগ্রসর,

বলিবেন—

চবণের দাসী তাঁর আসিছে সত্বর ।

[নরদের প্রস্থান ।

(সকলের গীত)

নিদয় দয়িত কভু নয় ।

দয়াময় সবে তাঁরে কয় ॥

নিত্য নিজ ধনে ব্যথা দেন,

ফিরে কোলে তুলে ছান,

বিরহ গিলনে হয় লয়,

যার ধন তারি হয়ে রয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ মোদের রাজা
পিতা তাঁর বশুদেব জননী দেবকী
কার ছেলে কে তুমি মা হইতে এসেছ,
ছি ছি এ কথা বলোনাক আর,
অপরে শুনিবে কথা রবে না নিস্তার ।

(যশোদার গীত)

ওরে তোদেব রাজন শ্রীকৃষ্ণধন,
আমাব কি কেউ নয় বে ।
ও বাপ দুঃখিনী জননী প্রাণে এতই কি সখ বে
এই দেখ বাপধন,
বিনা কৃষ্ণ প্রাণধন,
কাদিয়ে কাদিয়ে গেছে ছুটি নয়ন ;
ও বাপ এই দেখ ক্ষীণ দেহ আর নাহি বয় বে ॥
দ্বার । আর কথা শুনিতে চাহি না,
কাজালিনী কব পলায়ন,
নহে কেন অপমান হবি ।

(রাখালগণের গীত)

ওরে আয় বে আয় প্রাণেব গোপাল
দ্বারে কঁাদে নন্দরানী ।
ভূপাল হয়ে গেছি ভুলে,
কল্লি মোদের নানাস্থানী
আশার আশে আশ্বাসিয়ে,
এসেছিলি নিদয় হয়ে,
এখন সদয় হোয়ে দেখা দে ভাই,
দেখি সে চাঁদবদনখানি ॥
নন্দ । কৈ কোথা এল না ভো
তবে আর কেঁদে কিবা ফল ।
অভাগিনী চল ফিরে চল ।
যশো । ফিরে যাব কোথা যাব আর ?
প্রাণ দিই এই দ্বারে তার,
সে আগার না হোক আগিত রব তার ।

আজি প্রাণ দিই দেখে যা গোপাল ।
ওরে যশোদা-ভুলাল ।
কৃষ্ণ নাম কহি মুখে লয়ে যাক কাল ॥
একবার দেখে যা গোপাল ।
(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

গীত ।

ও মা এলি মা আয় মা ধন মা
আহা কেঁদেছ যত,
আমি কেঁদেছি তত,
অখিনিবধারা এবে মা
ভুলে দে এ মুখে মনী সর মা ॥
(যশোদার কোলে উত্থান)
যশো । আঃ ! প্রাণ হইল শীতল ।
কত বাগ ছিল মনে,
মুখ দেখে ভুলিছু সকল ।
শ্রীকৃষ্ণ । যজ্ঞশালে যাও মা জননি ।
যাও পিতঃ সখাগণে লয়ে,
যাইতেছি পশ্চাতে এখনি ।
(শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বাতীত মকর্দেব দ্বারমধ্যে প্রবেশ)
(মথীগঙ্গা সহ রাধিকার গান করিতে করিতে প্রবেশ)
আগরা গোরে মোরে এসেছি হে শ্রাম ।
শুধু চোখেব দেখা দেখতে গুণধাম ॥
তুমি নিঠুব হলে হলে হলে,
আমরা প্রেমে আছি গোলে,
বুকে বুকে আছে লেখা তোদের মধুর নাম ॥
শ্রীকৃষ্ণ ।—রাসেশ্বরী রাধিকা সুন্দরী
জান না কি এ জনমে হবে না মিলন ।
যাও আঙবাড়ি তুমি
সঙ্গে লয়ে অষ্ট গোপপোঙ্গী
গোলোক পড়িয়া আছে আলোকবিহীন
যাও আমি যেতেছি পশ্চাতে ।

রাধিকা ।—যাই হে পুরুষ

জন্মশোধ দেখি ভাল করে

প্রকৃতিরে থেক'নাক ভুলে ।

[রাধিকা ও মধীগণের শূন্তে প্রস্থান ।

ব ল ।—অপ্রকাশ হও সপ্রকাশ

এ রহস্য করহ প্রকাশ ।

অন্ধকাবে কেন রাখ আব

অবতার

খুলে দাও ভবিষ্যৎ দ্বার

দেখি, বুঝি, করি হরি

করাইতে চাই যে প্রকার ॥

ত্রীকৃষ্ণ ।—কি আর করিবে তবে

লীলা-খেলা সাক্ষ আমাদেব ।

যে জন্ত আসিয়াছিহু

সাধি তাহা চল বলদেব—

হুঁষ্টের দমন হলো শিষ্টের পালন

যুগান্তে হইল ভাই ধর্ম্মেব রক্ষণ

চল এবে কবি পলায়ন ।

এসেছি প্রভাস, ঘরে ফিরিব না আব

এইখানে ধ্বংস করি বংশ যাদবের

আত্মগণে ল'য়ে চল যাই ।

ফুরালো ভবের খেলা গোলোকে পলাই ॥

(উভয়ের গীত)

আর কি হবে ভবে রবে কে ।

সাধ মিটেছে বিষাদ ঘুচেছে ॥

নব নারী নবীন জীবন জন্ম পেয়েছে ।

প্রেমোপবনে ধর্ম্মনিশান ধবায় উড়েছে ॥

ক্রেড়াক্ষ ।

গোলোক-রাসমণ্ডল ।

জীরাধাকৃষ্ণ ও গোপ-গোপিনীগণ ।

গীত ।

গোপিনীগণ—

জয় জয় জয় জগত-জননী

প্রধানা প্রকৃতি সতী গো ।

গোপগণ—

জয় জয় জয় প্রথম পুরুষ

প্রধানা প্রকৃতিপতি গো ॥

মকদে—

জয় জয় জয় যুগল মিলন

তাপিত পাতকীগতি গো ।

জয়-জয় যুগল চরণে

সতত রজ্জ্বক মতি গো ॥

যবনিকা-পতন ।

(এম্বারেন্ড থিয়েটারে অভিনীত)

বকেশ্বর

বা

সামাজিক নক্সা ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

অজ্ঞানচন্দ্র কাস্তুরী	...	বিলাত ফেরত—Free Love প্রবর্তক ।
চালুকদাস গড়গড়ি	...	ঐ বন্ধু ও সংবাদপত্র সম্পাদক ।
বকেশ্বর ইয়াস	...	মাষ্টার ।
রামকিঙ্কর পলসাঁই	...	রাঁধুনি ব্রাহ্মণ ।
চৌধুরাম	...	মেথর জমীদার ।
চারিজোড়া স্ত্রী-পুরুষ ও মেথরগণ ।		

স্ত্রীগণ ।

রসময়ী কাস্তুরী	...	অজ্ঞানচন্দ্রের পত্নী ।
অবলা কাস্তুরী	...	ঐ কন্যা ।
চতুরা ইয়াস	...	বকেশ্বরের পত্নী ।
গৌরবী	...	বি।
চিকণ বিবি	...	চৌধুরামের মাতা ।

মেথরানীগণ ।

প্রথম দৃশ্য ।

—•—

বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ ।

অজ্ঞানচন্দ্র উপস্থিত ।

অজ্ঞান । এবার ? এবার পুরো চারপো-
হলে তবে ছাড়ান ! স্বাধীনতা কথাটা
বড় সহজ কি না ? আহা ! সোণার
বিলেতে যা দেখে এসেছি, তা কি আর
ভুলবো ? সেথায় *hypocrisy* নেই ! স্বাধীনতা
দেবে, পূর্ণ-মাত্রায় দাও ! বিবা-
হতো একটা *civil contract* মাত্র ; তবে
এত বাঁধাবাধি কেন ? বিলাতী বিবিরা
এখানকার বাঁধাবাধি অবস্থার *Idea* ই
form কোর্তে পারে না । তাই সেথায়
স্বাধীনতা উভয়েরই সমান উন্নতি—তাই
Western civilization এর এত মান ।
এখানেও আমি তাই কোর্তে চাই । স্বাধীন-
পুরুষে কোন একটা বন্ধনীর ভেতর বাঁধা
না থাকে, এইটি দেখে মোর্তে পাল্পে জান-
লেম যে দুশো বছরের কাজ আমরা
বিশ বছরের ভেতর সেরে যাচ্ছি ।
generation কে আর বড় বেগ পেতে হবে
না । আমাদের এই নূতন আবিষ্কার
ফল তারা ভোগ করবে—আর বুঝবে যে
আমরা জগতের কত উপকার করে
গেলেম । গুরু *Europe* ও *America* !
তোমাদের নমস্কার ! তোমাদের সমস্ত
রকম সকম একে একে হেথায় আমরা
Indent করবো ! এ চালাকি না কোন্নে
কি আমরা ঠাই পেতেম ? আমরা ধর্ম্মে
হিন্দু • কর্ম্মে *christian* বল আর যাই

বল, তোমাদের ডউল তোমাদের সব—
কেবল, আমাদের সেই পুরাতন ব্রহ্মই বল
আর হরিই বল, নামটামাত্র রেখে
গোড়াদের চ'খে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল
করে নেওয়া । আমাদের পূর্ববর্তী
pioneer কজন তাই করে গেছেন,
আমরাও কচ্চি, আমাদের ছেলেপুলেরাও
করবে ।

(চালাকদামের প্রবেশ ।)

অজ্ঞান । কি হে ভায়া ! আমার এই নূতন
অথচ আবশ্যকীয় *Free love* এর গভীর
ভাবটা বাবুদের বোঝাতে পাল্পে ?
চালাক । বাঙ্গাল *portion* ঠিক *take up*
করেছে । আমাদের এদেশী এঁরা নানান
বায়না তুলছেন ;—বলেন, দলপতি মশাই
যখন কিছু বোলছেন না, তখন ওঁর কথা
কে শোনে ? এমন কি, কেউ কেউ আপ-
নার মাথা খারাপ হয়েছে বেলে সন্দেহ
কোচ্ছে ।

অজ্ঞান । বলি এ *opposite* দলের ভেতর
আমাদের *monied man* কেউ আছে,
না—সুদূর নবাবের দল এই বাধা
তুলেছে ?

চালাক । আপনি ঠিক ঠাউরেছেন—সাধে
কি আপনাকে *Inspired prophet* বলি ?
আপনি ঠিক অনুমান করেছেন, তা-
দেরই *clamouring* বেশী ।

অজ্ঞান । *Dam'n'd Brutes* ! আমি তো
সে বেটাদের কুরুর চেয়েও ছোট নজরে
দেখি । ঐ বেটারাই আমাদের দল খারাপ
করবার মূল । দলপতি মশাই এ কথা
রোজ বলেন শোননি ? যাই হোক ভাই !

আমাব ধারণাকে ভিত্তিহীন কবে ঠেলে
ফেলে দেওয়া বড়বে সে লোকের কাজ নয়,
Female emancipation এর চূড়ান্ত
আমি চাই, This is my order—this
is my fiat! সকলকে অবনত মস্তকে
বহন কোত্তে হবে! পয়সাওয়ালা দল যখন
আমার পেছনে—আব কর্তাও যখন এতে
নিম্নবাজি হয়েছেন—তখন আমি কোন
বেটার তোয়াক্কা রাখি না! চালাকদাস!
তুমি তাদের বোঝাতে পারলে না যে আমি
কে? আমার মূলভিত্তি কত সুদৃঢ়? আমার
প্রত্যেক কথা স্বর্ণাকরে খোদিত হওয়া
উচিত কি না? হা নিকেরোধদল! আমি
যা করি, তোদের উপকারের জন্তই কবি;
আমাব এতে স্বার্থ কি?—কিছু না। আমি
যখন এতদিনে এত কাষদা করেও
পকাশ হাজার জমাতে পাশ্বেম না—
তখন আমি ত কেবল চিনির বদমাশ।

চালাক। অবশ্য! This is true to the
letter এই দেখুন না—আমি? আমি
বেটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হান্ ত্যান্
সাত সতেরো লিখে লিখে brain খারাপ
কোর্টে বসেছি, কিছুতেই নাম নেই—
উটে বনে, অমন এক এক কাড়ি টাকা
মাসে মাসে পেলে অমন খবরের কাগজ
আমবাও দশখানা চাণাতে পারি। হারে
মুখ! এটা বুঝিস্ না যে, আমার মতন
লেখার ধার কোন্ বেটা journalist এর
আছে? বিলেত হলে আমার লেখা
মোগাব ওজনে বিক্রী হতো।

অজ্ঞান। হতোই তো! তা ও বেটারা কি
বুঝবে! যত বেটা “উদ পেতে সুদ নেই

বাতাসে নড়ে হাড়ি”—আশ্রয় দিয়েছি,
তাই বেঁচে গেছে—জৈতের খপর কোন
বেটার তো পাবার যো নেই। এ আকুড়া
না থাকলে—বেটারের বোষ্টম হাঘে
ভিক্ষে করে খেতে হতো। সব দূর কোরে
দাও, দূব কোরে দাও, বেটা বা গেলে
বাঁচি। কর্তা বোলছিলেন, পয়সা দিয়ে দিয়ে,
ধর্ম চালান আব চলছে না—বাও গিয়ে
বলগে, হুকুমত কাজ করা চাই—যার
ভাল লাগে থাকে, না লাগে গিয়ে লাঙ্গল
ধর গে! I authorize you—to utilize
a sincere party of Socio radicals
radicals to the back bone

চালাক। আমি তাদের এক রকম চুপ করিয়ে
এসেছি—তবে বেটারা মনে মনে গর্জাবে,
এর তার কাছে নিন্দে করে নেড়াবে,
বাগে গেলে ক্ষর্তাব কাছেও লাগাবে।

অজ্ঞান। বাগে পেলে তো? তুমি কথা!
করুক গে! আমি কাজ চাই—কথা চাই
না। আমাব লিষ্টমত আজকের দল
ঠিক আছে তো?

চালাক। সব ঠিক, আপনি জোড়া জোড়া
কবে call করুন।

অজ্ঞান। All right! (চোতা ধরিয়ান
নাম ডাকন) Mrs বিলাসবতী বটব্যাল
come সরাসরী চরণ সাধুখাঁ! (উভয়ের
আগমন)—come my dear pair?
Glory to the first and fairest
specimen of free-love in India
হে ভাতঃ! তুমি পবের স্ত্রী ভাবিয়া
অমন সন্তর্পণে রহিয়াছ কেন? এখনি
ওই স্ত্রীর স্বামী “আবার” তোমার

স্ত্রীকে লইয়া জোড়াধিয়া আসিয়া Free-loveএর চূড়ান্ত দেখাইবে ! সুতরাং হয় কোমর বেড়িয়া বাগাইয়া ধরিয়া, না হয় হাতের ভিতর হাত লইয়া মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে,চারি চক্রে চাহিতে চাহিতে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া প্রেমসঙ্গে সম্মিলন হইয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগদখল করিতে রহ । Next—Mrs কুন্দনন্দিনী সাধুখাঁ and খাঁদারাম বটব্যাল । (উভয়ের আগমন) Next—Mrs আদরিণী পাকড়াশি and Dr ভজহবি ভড় । (উভয়ের আগমন) and then Mrs উন্মাদমুখী ভড় and প্রেতচন্দ্র পাকড়াশি । (উভয়ের আগমন, No more । অদ্য এই চার জোড়াতেই পরখ করা হোক । হে ভাতা ও ভগিনীচতুষ্টয় ; আর্য্যজগতে তোমরা অষ্টজন এক নূতন সৃষ্টির pioneer হইতে চলিলে । Free-loveএর প্রচলন ক্ষরিতে তোমরাই বন্ধপরিষ্কার হয়েছ— তোমাদের লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ ! ইংলণ্ড ও আমেরিকা নামক অপূর্ণ উদ্যান হইতে যে Free-love নামক অমৃতময় ফল আহরণ করিয়াছি, তোমরা আজি সেই অমৃতফল ভক্ষণ করিয়া Asiatic soilএ বীচি পুতিলে,তোমাদের ছেলে মেয়ে নাতি নাতিনীগণ এই বৃক্ষের ফল এরপর কোঁচড় ভবিয়া পাড়িয়া থাইবে ও বিলাইবে । হায় ! সেদিন কবে আসিবে ? বাঙ্গালায় সে স্বর্ণযুগ কবে প্রবর্তিবে ? কবে ? হায় ! না জানি কবে—আর কত বৎসর পরে— স্থপিত বিবাহপ্রথা উঠিয়া গিয়া নরনারীব মধ্যে স্বাধীন সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ? কবে

যে পুরুষের যে রমণীর ও যে রমণীর যে পুরুষ বাধা হইবে—সে তাহাকে নির্বিবাদে পাইবে ও প্রেমদীপার চূড়ান্ত অভিনয় দেখাইবে ?

চালাক । Beg your pardon for this interruption আপনি অভিনয় কথাটা ব্যবহার করিবেন না । ও কথাটা অশ্লীলতা-বাচক—immorality ও obscenity পরিপূর্ণ । বিশেষতঃ তথায় অশ্লীল ভাতা ও ভগিনীগণ গতাযাত করিয়া থাকেন ।

অজ্ঞান । অবশ্য ! আমি তা মাথ করি— এই কাণ মলিলাম - গালে চড় মারিলাম—আব ও কথা উচ্চারণ করিব না ।

চালাক । অহো ! Free love রূপ যে সুখ-স্বর্ঘ্য আজ এই এক কাঠা পরিমিত ভূম্যাকাশে উদ্ভিত হইল, ইহার ছটায় সমস্ত জীবজগৎ আলোকিত হইবে, ও এ সুখস্বর্ঘ্য আর অন্তর্গত হইবে না । এই প্রথাপ্রচলনে কাহারও আর সংসারের টান থাকিবে না, সুতরাং সকলেরই হৃদয়বল দ্বিগুণ হইবে । এমন কি, ঈশা, মুসা, শাক্যসিংহ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট, প্রজ্ঞাদ, চৈতন্য ইত্যাদি ধরে ধরে ফুটিয়া উঠিবে—ঈশ্বরকে হয় ত নামিয়া আসিয়া প্রত্যক্ষ দেখা দিতে হইবে—আর তাহা হইলেই আমরা ভগ্ন বাজাইতে বাজাইতে জিতিয়া যাইব ।

অজ্ঞান । হে ভাতা ও ভগিনীগণ ! এখন আর একটীমাত্র শিক্ষা দিয়া তোমাদের ছাড়িয়া দিব । তোমরা যে কার্য্য করিতে বসিয়াছ, ইহাতে অনেক বাধা আসিয়া পৌঁছিবে । কিরূপে সেই বাধা অতিক্রম করিবে—তাহাই নিখাইব । প্রথমতঃ

দলস্থ হতভাগাদল তোমাদের পাছে
লাগিবে—হাসিবে। হাততালি দিবে—
তখন কি করিবে? তাহাদিগকে গ্রাহ্য না
করিয়া জোড়া জোড়া গলায় চীৎকার
করিয়া love song গাইবে—সেই চীৎ-
কারে তাহাদের টিট্কারীর শব্দ ঢাকিয়া
যাইবে। দ্বিতীয়তঃ—হিন্দুদল নানান
বদনাম রটাইবে—তখন কি করিবে?
নিজেদের খবরের কাগজে লিখিয়া জানা-
ইবে যে, “আমরা আমাদের ছাগল লেজের
দিকে কাটিব—তো শালাদের কি?” বস্
এই পর্য্যন্ত! তৃতীয়তঃ—বড় শক্ত কথা
হইতেছে—আপনা আপনি একটু গোল
বাধিবে। নিজের পরমাসুন্দরী স্ত্রী অপ-
রের সঙ্গে love করিবে এই হিংসায় প্রাণ
ফাটিয়া উঠিবে—তখন কি করিবে? অপর
কারো খুব সুন্দরী স্ত্রীকে লইয়া খুব প্রগাঢ়
loveএ মত্ত হইবে—বস্—সব জালা
ঘুচিয়া যাইবে। এই হলো তোমাদের
Elementary lessons; ইহার পর
যেমন যেমন শক্ত পড়া পড়িবে, তেমনি
তেমনি শক্ত শিক্ষা দিব। এক্ষণে আইস,
সকলে এই শুভ কার্যের সংঘটন জন্ত
আমাদের মাথার উপরিভাগস্থিত—মহু-
মেণ্টের চেয়েও উচ্চ সেই অহাত, অপা,
অমুখ, অবুক, অ-নাক, অ-চোখ, অ-পুং,
অ-স্ত্রীং ইত্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট যে ঈশ্বর,
তাকে একবার মিশ্রকণ্ঠে ধন্যবাদ দিই।

—

সকলের গীত।

আমরা সবাই তোমার বেটা!
তোমার মেয়ে বেটা, বেটাও বেটা,

কেউ ঠেঁটি কেউ ঠ্যাটা।

তুমি চৌদ্দ পুরুষ বাপ্ পিতামো জ্যাঠা।

এবার মদা মাদী এক হয়েছি জুটে,

সমাজ বাধা আপ্‌নি যাবে টুটে;

ভাই ভগিনী সবাই মিলে

বোলবো গো মুখ ফুটে;—

যারে দেখবো ভাল, বাসবো ভাল

মেরে বিয়ের মুখে বাঁটা।

অজ্ঞান। All right! ভ্রাতা ও ভগিনী-

গণ—এইবার তোমরা যথাভিলষিত স্থানে

প্রস্থান করিতে পার।

জোড়াচতুষ্টয়ের গীত।

হাঁটি হাঁটি পা পা, গায়ের ওপর দিয়ে গা।

ঙুটি ঙুটি চল ভাই, জোড়া গঁথে বাড়ী যাই ॥

[প্রস্থান।

অজ্ঞান। বাঃ—বাঃ—কি মনোহর দৃশ্য! আঃ!

এই দৃশ্যের পূর্ণতা দেখতে আর যেন

ছবৎসরও বেঁচে থাকি।

চালাক। এতো হলো, এখন ওদিক্‌কার কি?

ওদিকে যে তোমার উচ্চমাথা হৈল হেট।

অজ্ঞান। তাই ত চালাকদাস—আমার যে

মুখদেখানো তার হবে! আমার চাই

ধর্ম কর্ম! তাইতো কি হবে?

চালাক। হবে আর কি? এমন সবই

তো মেয়ে ভাগর হলে হয়ে থাকে!

শীগ্‌গির বে-টা দিয়ে ফেলুন!

অজ্ঞান। তা হলে ভাই আমার Free love

এর Advocacy কোথায় থাকে?

চালাক। আরে মশাই মুখে যা বলা যায়

—সব কি কাজে হয়? এতে আর লজ্জা

কি? আপনার কাজ আপনার হিসেবে

করা চাই। আর সব সময়ে কি শিয়ম

স্বপ্না কোর্টে গেলে চলে—নিয়মভঙ্গের
উপমা দেবার অনেক বিশেষ ঘটনা—তো
রয়েছে ।

অজ্ঞান । তাই তো ? এ.বড় বিষম বিভ্রাট
হলো ! আচ্ছা ভাই, তোমার পরামর্শই
নেওয়া যাক । কি করা যায় বল
দৈখি ? অত বড় ও'মেয়েকে বে করবে
কে ?

চালাক । এখনো টেব পাওয়া যায় না । এই
সময় আমি একটা মংলব বলি কি—
একটা লোক—বেশ পয়সাওয়ালা লোক
—আমাদের দলে আনতে চাচ্ছে—তার
সঙ্গে বে দিলে সে বোত্তে যাবে ।

অজ্ঞান । কে ? কে ভাই ?

চালাক । জাতে বড় ছোট—মেথর—কিন্তু
বেটার টাকা অটেল—এক বুড়ো মা—
আর কেউ নেই—ওই যে আমাদের বন্ধু-
খর মাঠারের পাশের বাড়ীটে কিনেছে—
মুস্ত লোক—অথচ ছোকরা বয়েস, কি
বল ?

অজ্ঞান । তাই ত—মেথর ?

চালাক । হলোই না মেথর ! আমাদের তো
জাতিভেদপ্রথা নাই ।

অজ্ঞান । আচ্ছা চল, একবার কর্তাকে
জিজ্ঞেস করে, তার পর এ বিষয়ের পরা-
মর্শ করা যাবে । এখনই সেই হতভাগা
ছুঁড়ীকে আর তার মাতাকে রীতিমত দমন
কোত্তে চাই । মেয়েমানুষকে যত বেঁধে
রাখতে পারবে—তত বেশে থাকবে ।

চালাক । সুধু তাই ? মাঝে মাঝে প্রহারটা
আস্‌টা না দিলে কিছুতে পেরে ওঠা
শয় না ।

অজ্ঞান । মাঝে মাঝে কিহে ? উঠতে
বোসতে জুতো মারা চাই । আর খর
থেকে চৌকাটে পা দিলে—পা ভেঙ্গে
দিতে হয় ।

চালাক । তা হলে যে আবার আমাদের
সামাজিক নিয়ম সম্বন্ধে একটু আনুগা
দিতে হয় । আমরা হলেম দলপতির প্রধান
পৃষ্ঠপোষকের দল, তাঁর যাতে কোন বদ-
নাম না হয়—সেটা লক্ষ্য রাখা উচিত ।
আমি বলি—প্রকাশে পুরো সাহেবী
সভ্যতা দেখিয়ে—ভেতরে ভেতরে শালী-
দের অন্তর্দীপী বোড়ে ধুরন্ত রাখলেই হবে ।
অজ্ঞান । সেই ভাল, তাই করা যাবে ।
এখন থেকে ওই সূক্ষ্ম প্রণালীই ধরা
যাবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ ।

(রসময়ী ও পুটুলী বাণীয়া রামকিশোরের প্রবেশ ।)

রসময়ী । বেরো বেটা বেরো !—তোমার বাপের
মাথায় এই আমার মেয়ে slipperরের
বাড়ি মারি—হতভাগা—লম্পট বেটা ।
আমার বদনাম করা ? ছুধ দিয়ে বেটাকে
কালসাপ পুষেছিলেম—আমার খেয়ে
আমারি নামে কর্তার কাছে চুকলি খাওয়া ।
বেরো ব্যাটা !—তোমার কাপড় চোপড় টাকা
কড়ি নিয়ে বেরো !—আমি আর তোমার
মুখ দেখতে চাই না ।

রাম । মা ঠাকুরণ ! তুমি ছু বা মাল্লো তো
আমি কথা কব না । তোমার দৌলতে—

আমি বেটা রাজার হালে বাস কচ্ছিলেম,
ছুবছর জামাই-আদরে কাল কাটিয়েছি,
এখন যাই, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভালোয়
ভালোয় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি, বামণের
ছেলে এক কাজ করেছে—বাবা ঠাকুর
ক্ষ্যামা ঘেনা করে কেন এ গরিবের সঙ্গে
বেটাই দিয়ে ফেলুন না—আমারও দাবী
দাওয়া যায়—আপনারাও মেয়ে জামাই
নিয়ে ঘর ঘরকরা কোর্তে পারেন ।

রস । আ মব্ বেটা—কাঙাল হয়ে উচু
সাধ দেখ—বা কোচ্ছেন এতেও মন
উঠছে না, আবার জামাই হবার সাধ ।
শুন্ছি কত যে রকম রেগেছে—তাকে
দেখতে পেলেই চোর বোলে পুলিশে
দেবে ।

রাম । তা দিন্ না—তাতে ডরাই না—
আমিও কাছা দিয়ে কাপড় পরি—তঁার
মত তিন্টেকে সাত ঘাটের জল খাওয়াতে
পারি—তিনি যাবেন কোথা ? রামকিন্ধর
আর মা ঠাকুরন বামুন ঠাকুর নয়—এখন
থেকে পাড়ায় রোট্বে রামকিন্ধর জামাই
বাবু ! একবার চোর বোলে দেখুন না,
বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবো না !

রস । এই রে ! হতভাগা বেটা ককেছে—
আর বেটা কারুর নয়—দেখ্ বেটা—
তোমর মরণবাড় বেড়েছে—আমি কোথায়
ভাবছি, আঁটকুড়ীর ছেলেকে মাগখানে-
কের জন্তে কতীর সামুনে থেকে সরিয়ে
দি—তার পর গোলমাল চুকলে বুকুলে—
কর্তাকে বুঝিয়ে স্থানিয়ে আবার 'বেটাকে
ঘর আনি—হুকো বেটা তা তা বুঝবে
না—কেবল রেগেই মরবে ! ওরে

হতভাগা ! তোমর ভালোর জন্তেই বলছি,
—এখন তুই বাড়ী থেকে বেবো—
বেবো—বেবো !—

রাম ।—বটে ? বটে ? ও মা ঠাকুরণ—তবে
আমি বাপের সুপুত্র হয়ে বেরাছি !
যাবার সময় কর্তাকে তোমাব বাবু ছু-কথা
খুব জোর জোর শুনিয়ে যাব ঝোলে
কোমর টোমর কোমে বেঁধে নিয়েছিলুম—
তা তুমি যখন আমার সহায় আছ—তখন
আর সে মুখো হচ্চি না । তিনি দামড়া
লাফ ছাড়ুন—আমিও থিড়কী দিয়ে লম্বা
দিই । মা ঠাকুরণ—একবার তোমার
মেয়েকে যদি বাবু ডাকিয়ে—

(অজ্ঞানচন্দের বেগে প্রবেশ)

অজ্ঞান । দূর কোরে দাও—দূর কোরে দাও !
ও বেটাকে জুতো মার্তে মার্তে তাড়িয়ে
দাও ।

রাম । কেন বল দেখি ঠাকুর ? আপনার
ঘর শাসিত কোর্তে পার না ? আমি
তোমাব বাড়ী ৭৩ সালের বাণে ভেসে
এয়েছি না কি—দুব করে দাও—দূর করা
বড় সহজ কথা কি না ?

অজ্ঞান । হ্যাঁ—বেটা রাধুনী বামুন ! যত বড়
মুখ, তত বড় কথা ?

রস । আঁপা কি কর ? মারামারি কেন ?
(ধারণ)

রাম । হোক না মা ঠাকুরণ হোক না—ধরেন
কেন ? দেখি না বাবা ঠাকুর বিলাতী এঁড়ে
গক খেয়ে কেমন জোয়ান হয়ে
এসেছেন ।

রস । চোপ-রাও—হারামজাদা ! আমি
বলছি—নেকাল যাও !

রাস। 'তা যাচ্ছি। কিন্তু বাবা ও গয়নার
গাই আমায় দিতেই হবে—এ দাবী আমি
সহজে ছাড়ছি না।

[প্রস্থান।

অজ্ঞা। বেটা পালান্ কেন? তুই তো
একটা গুণ্ডা ruffian আমার spirit আর
moral courage সহ কর। তোর পক্ষে
অসম্ভব! দরোয়ান—পাকুড়ো শালাকো!
নেপথ্যে। তোমার ঘিয়েভাজ। দরওয়ানকে
ট'য়াকে গুঁজে নে যাবো।

অজ্ঞা। হুঁ, বেটা—দরোয়ান দরোয়ান—
রাস। কি কর? গোড়লের কাণে উঠবে—
পাড়ার সবাই শুন্তে পাবে—বারিকে
পর্যন্ত খবর যাবে—একেবারে মাটি হবে।
বেটা যে তেরিয়ান—সহজে বেরিয়ে যাচ্ছে
যাক—আর ওকে যে টিয়ে কাজ কি?

অজ্ঞা। কেন বল দেখি? তোমার যে ও
বেটার ওপর আন্তরিক টান দেখছি। ও
বেটাকে ছাড়বো? ওকে জেলে ঠেলে—
কুঠিনীর মাথা মুড়িয়ে নোল ঢেলে পদ্মা-
পারে রেখে আসবো, তবে ছাড়বো।

রাস। দেখ সাবধান! তুমি আমায় ঠেস দিয়ে
কথা বোলো না। আমি ত এ কাজ করিনি
আর যদিই কোরে থাকি—কি মল কাজ
করেছি? তুমি যে অবস্থায় আমাদের
ফেলে গেছিলে, তাতে যেই কেন হোক না,
একটা না একটা ভুল কাজ কোরে ফেলতে
পারে। আর এমনই বা ভুল কি? আই-
গুড়ো বুড়ো মেয়ে—আপনার খবর যদি
আপনি না রাখেতো কে আপনার কাজ
কর্ম ছেড়ে আগলে নিয়ে বেড়ায়? সভায়
সভায় ঘুরে বেড়াবো, ঘোমটা খুলে খাম-

টির নাচ দেখাবো—না ওই কুনাকাঠে
আংরি কাপড়টাকা দিয়ে রাখবো

অজ্ঞা।—তোমার সভায় যাওয়া ঘোরাচ্ছি!
বড্ড বেড়েছে। কোণের বউ থেকে
বাজারের স্বর্ণবাই হয়ে উঠেছে। একটা
মেয়ে—এব খবর তুমি রাখতে পার না?
এমন নছার মেয়ে মানুষ তো কখন
দেখি নি। তোমায় হবে পুরে ধানে ভাতে
খাওয়াচ্ছি দাঁড়াও!

রাস। তা আর ঠাকুর পার্তে হয় না—তা
হলে আর সমাজে তোমায় মানবে কে?
আমায় না বেরুতে হয় তো বাঁচি, ঘরের
বউ ঘরেই থাকি। তোমার ওই পোড়ার
মুখ যাতে দশজনে না পুড়িয়ে দেয়—
তাই তো আমি সবার কাছে তোমাব
গুণ গাইতে ঘুরে বেড়াই। যে সব নতুন
নতুন মনোব বাৎলাও, তোমায় নোকে
পাগল বলে তা জান?

অজ্ঞা। পাগল বলে—বেশ করে, তোর যানার
কি?

রাস। এই রে—রোগে ধোঁরেছে—মুখে
গোণর গুঁজে দেবো যে?

নেপথ্যে। এদিকে একবার আয়ুন—আমি
মেথা থেকে ফিরে এসেছি।

অজ্ঞান। হ্যাঁ, যাই ভাই! আগুটি চানাক
দাম এয়েছে, একটা কথা কয়ে আমি।
যদি মনের মত খবর না পাই, তোদের
মাকে নিকে—হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা
দিয়ে পুতে ফেলবো, আর ঘরে দোরে
আগুন দিয়ে বিবাণী হ'য়ে বেরিয়ে যাবো।

রাস। চলনা—আমিও যাই। কি কথা হয়
শুনুনুগই বা?

অজ্ঞা। না-না—তোমার গিয়ে কাজ নাই।
তোমার সাক্ষাতে সব কথা কহিতে শুনতে
আমি বাধ্য নই।

রস। বাধ্য নও বৈ কি? কৈ যাও দেখি
কেমন একলা গিয়ে কাণ্ডে পোড়ার-
মুখের সঙ্গে পরামর্শ আঁটতে পারে?
এই হাতচেপে ধরুন—কৈ যাও দেখি?
(হস্তধারণ)

অজ্ঞা। উহু—ছেড়ে দাও! আচ্ছা আচ্ছা,
যাবে চল! হাত ছেড়ে দিবে চল না!
(হাত ছাড়াইয়া দেওন)

রস। তাই বল—সহজের কেউ নও।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অজ্ঞা দ্বাব হইতে মিস্ অবলা ও বন্ধুদের প্রবেশ।)

মিস্ অবলা। না ভাই মাষ্টার! তুমি ঠিক
আমার প্রাণে মের্দিয়ে আমার মতন
হরে কথা কইছো না। তুমি বুঝছো না
বে, আমি তোমায় আরেসার ভাববাসা,
কুন্দনন্দিনীর ভাববাসা, কমলমণির ভাব-
বাসা, আরো অজ্ঞাত নাটক-নভেলের
heroineএর ভাববাসার চেয়েও বেশী—
মাষ্টার হে! চের বেশী ভাববাসি, কিন্তু
ভাই জীবনসর্বস্ব বকু! আমার কিন্তু
ভাই, ওই বিষয় অন্তরায় থাকতে আমার
দেহমন সমস্ত সমানভাবে পাওয়া তোমার
পক্ষে অসম্ভব। ওই অন্তরায়টাকে পরি-
ত্যাগ কোলে তবে আমার প্রেমের ঢেউ
গায়ে লাগুতে পারে, নতুবা—(হস্তছাড়া-
ইয়া কিকিং দূরে দাঁড়াইয়া) নতুবা নদী
বোয়ে চোলে—আর দাঁড়াবে না, কারুর
মুখ চেয়ে আর ফিরবে না, আর একমুহূর্ত্ত
মাত্র সময় মাগটিকে ভাসাও, আমায়

নিষে ঘর কর! নইলে এ বাড়ীর জি-
সীমানায় আর এসো না—এলে পাড়ার
লোক ডেকে জড় করবে!

বন্ধু। ওঃ! কি তপ্তিকর তেজস্বিনী মূর্তি!
Darling dear তোমার স্থির সংকল্পের
কাছে আমার হার মানতে হলো! কিন্তু
কথা হচ্ছে, ওকে ফেলি কোথা?

মিস্ অবলা। কেন? ফেলবার ভাবনা কি?
ওতো তোমার খুব রোজকারী মান।
যাকে দেবে, সেই লুফে নেবে। পুরুষের
বাজারে—অমন চালাক চতুর মেয়েমানুষ
যে পোড়তে পার, এতো আমাদের সমাজ
দেখে বুঝতে পারি না ভাই!

বন্ধু। চালাক হলে কি হয়? এদিকে যে
তিরিশের কোটা পেরুলেন বোলে—আর
রূপ তো আমার অবিদিত নাই? আমি
তাড়ালে ভিক্ষে করে না হয় গোলা
ঝেড়ে খেতে হবে।

মিস্ অবলা। হাঁ—অমনি আর কি? লেখা-
পড়া জানে—রগিকতা জানে—নাচতে
গাইতে বাজাতে সহচরীসভার একজন
প্রধান মেম্বর! কিছু না হয়, বারাগার
চিচ্ বোলালেওতো বাবু-ভায়ের নজরে
পোড়তে পারে।

বন্ধু। আমার তো বিশ্বাস হয় না—তা নাই
হোক, আমি তো তাড়িয়ে দিয়ে তোমায়
বিষে করি, তারপর ও মরুক আর বাঁচুক,
আমার অবিজ্ঞিত স্থখের তো কণ্টক হতে
পারবে না! আমার এমন গজমতির মালা
তো গলায় থেকে খুলে নিতে পারবে না।
অবলা সুন্দরি! তাই স্বীকার—তোমার
মুখের অনুরোধে—জুধু মুখের কেন—

তোমার সর্কারের অরুরোধে আমি আজ
তাকে বনবাস দিবে তোমার আনন্দ
বর্ধন করবো। কিন্তু প্রাণময়ি! তুমি
শেষ রেখো, হাতে হাত দিয়ে; প্রাণে প্রাণ
দিয়ে আমার সপ্তস্বর্গে তুলে দিও!
তোমায় পূণ্যবতী বলে পূজা করবো!

[অবনতজানু হইয়া হস্ত চুম্বন]

মিস্ অবলা। ভাল, স্বীকার কল্লেম। এখন
রাত হয়ে গেছে, এই ক্ষুদ্র প্রাণটি নিজের
প্রাণের সঙ্গে বিনিময় করে নিয়ে,
য.রর ছেলে যেরে যাও তো ভাই। আমার
আজ আমার ঘুম হবে না—জেগে রাত
কাটাব। কান তোমার মুখে ঐ কথাটি
শুনে তবে ঘুমবো—ঘুমবো আর মিলনের
সুখস্বপ্ন দেখবো।

বন্ধু। আঃ! আখ্যাসে তপ্ত কোলে ভাই!
এখন এই চক্ষের জল চক্ষে মেরে—মন
প্রাণ সব এইখানে ধোরে, গুটি গুটি
যাই-যবেরে।

[প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে অজ্ঞানচন্দ্ৰের প্রবেশ)

অজ্ঞা। এই যে কালামুখী বেটা! ও বেটা
কে ধাঁ করে ঐ দোর দিয়ে বেরিয়ে
গেল? ও আবার তোর কোন্ বাবা রে
বেটা!

মিস্ অবলা। সোরে যাও! সোরে যাও!
ও গো, মা গো, বাবার কি হয়েছে দেখে
যাও, পাগলের মতন আঁচাল পাঁচাল পাড়-
ছেন, আমার উপর কু-নজরে চাইছেন।
সোরে যাও, বেরিয়ে যাও! অনধিকার-
প্রবেশ! Trespass !!

অজ্ঞা। চুপ্ কর বেটা! আবার মুখ নেড়ে
কথা কোচ্ছি? বল ও বেটা কে গেল?
মিস্ অবলা। তাই ভান করে জিজ্ঞাসা
কর না! ওতো মাষ্টার বাবু!

অজ্ঞা। কে? আমাদের বন্ধুদের?

মিস্ অবলা। তা না তো আর কে?

অজ্ঞান। তা হোক না বন্ধুদের? বন্ধুদের
কি পীর নাকি? রাত্তিরে ও বেটা তোর
কাছে কি দরকারে এসেছিল রে বেটা
বলতো?

মিস্ অবলা। ওঃ—পিতঃ! তুমি ভুল বুঝেছ,
আমার কাছে একখানা বই ছিলো তাই
নিতে এসেছিলেন। উনি তেমন নন।
ওঁর চরিত্র খুব ভাল।

অজ্ঞা। ভাল কি মন্দ তা আর তোকে
বোঝাতে হবে না। আমি সব শালাকেই
চিনি! ওর সঙ্গে ফের যদি কথা কইতে কি
শালাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখি, তা হলে
হুজুনকেই গলা ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেবো।

মিস্ অবলা। কেন, এখনিই দাও না।
আমায় তো আর ভালবাস না। বিলেত
থেকে এসে অবধি আমায় কু-নজরে
দেখেছ। আমি যদি এতই চম্পুশূল
হয়ে থাকি - তো আর কেন, আমায়
পরের ঘরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোন না?

অজ্ঞা। এইবার তাই দিচ্ছি। তুই পাপিষ্ঠা,
তোব মুখ দর্শন কোর্ত্তে ধূলা হয় - তোর
সব নষ্টামী ধর। পড়েছে।

মিস্ অবলা। কেন? কেন? কেউ বুঝি
কিছু লাগিয়েছে? মাঝে তুমি জিজ্ঞেস
কর না কেন?

অজ্ঞা। তোর মা-ইতো তোমার ঘরে! কান্দা-

মুখী। তোকে বিসর্জন না দিয়ে আর
সোযান্তি পাচ্ছি না। তুই তোমের থাকু,
হয় তোর গদায় দড়ী কলসী বেধে গঙ্গায়
ফেলে দেবো, আব না হয় তোর শিগ্নীর
বে দৌবো।

মিস অবলা। বাবা! আমিও তা হলে
বাঁচি। তোমার মতন নির্দয় বাপের ঔরসে
যার জন্ম, তার সকল বৃথা! মোব জন্ম
জন্মে অবধি জলছি। এত বয়স হল,
মা বলেন বে হলে চার ছেলের মা হতুম—
এত বয়স হল, তোমাদের একটা উল্টো
শান্তের হাঁপায় পড়ে প্রাণ যাচ্ছে—আব
সয় না বাবা! যোড় হাত করি, বে দাও!
বাবা, বে দাও! তোমারও জঞ্জাল সাফ
হোক, আমারও হাড় জুড়োক!

অজ্ঞা। মব বেটি—আমায় lecture দিতে
এসেছে—এঁ চড়ে পেকেছে, হতভাগী বেটি
এঁ চড়ে পেকেছে—বেটীকে জবাই কোল
তাপ যায়।

(রসময়ীর প্রবেশ)

রস। ওগো, তোমাব পায়ে পড়ি, ব্যগত
করি—মেয়েটা একে আপনা আপনি
মোবে আছে, তাব উপর আর ঐ দুর্নু-
খের মতন কড়াকথাগুলো বোলো না—
এস যরে এস।

অজ্ঞান। না বোলবে না? তোমাব মেয়েকে
ক্ষীবতক্তি খাওয়াতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

মিস অবলা। (কবতালি দিয়া) বাবা বেটীকে
কথায় খুব ঠকিয়েছি।

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বকেশ্বর মাষ্টারের বাটী।

মিসেস চতুরাহ্যাস হারমোনিয়া বাজাইয়া
গান গাইতেছে, পার্শ্বে চৌখস রাম
বানু সোফায় উপবিষ্ট।

গীত।

তোমাব ভান তোমাবি থাকু
আমায় তো তাব ভাগ দেবে না।
যে আগুনে জলছি যাহু
তুমি তো তার ভাগ নেবে না॥
ইসাবাতে বলছি যত,
বুঝেও তুমি বুঝে চো নাতে;
কাদছি যত হাসছে তত,
ভাবছে কেন বাক সরে না।
জান না কি ডব্কা ছুঁড়ী
বুক ফাটেতো মুখ ফাটে না॥

চৌখস। বাঃ বাঃ বিবি! তুমি বহুতাজ্জ। গান
শোনালে—তোমার গানের সাথে সাথে
হামাব লাচ কবতে দিল চাচ্ছে, বাঃ বাঃ!
এমন মিঠে গান তো হামার বাপের জন-
মেও শুনিনি, যেন কোয়েলের ডাক
মাবুগ হলো।

চতুরা। হ্যাগো বানু হ্যা—খোসামুদীর কথা-
গুলি তো খুব শিখেছ দেখছি—কাজের
কথার বেলা তো মুখ দে এমন খেইও
ফোটো না—কোকিলের ডাকও শুনে
পাওনা? জানি গো জানি—যারা টাকার
কাড়িন উপর বোমে থাকে, তাদের প্রাণে

মায়া দয়া কিছুই থাকে না, মেয়েমানুষ
কৈদে মোলেও তারা ফিরে চায় না ।

চৌখস । এঁ বিবি ! এমন কথাটি বলিও
না—হামার প্রাণে দরদ নেই ? হামি
বেটাকি তবে—বেয়কুব সন্দ কোব্ছো ?
জানি—তোম'র জন্ত হামি বেটা জান
দৈনে মোস্তাযেদ—তাকি সমজ কোর্ভে
পারো না ?

নীত ।

আরে—তেরে আঁখিয়া মেরে জান্ ।

নজরামে গিরজায় হাজাবো পাহালোয়ান ॥
চতুরা । ঐ বুঝি বাবু আস্চেন—(পদশব্দ)
চৌখস । এঃ ! শালা আস্ছে ? হামি তবে
সব্চি দিদি !

চতুরা । সর্বে কেন ? তুমি এই Screen
এর পাশে খানিক দাঁড়াও—আমি একটা
ছুতো ক'রে ওকে তাক্কাচ্ছি—কত ধোমা-
মুদীর পর আজ যখন তোমাব ঘরে
পেয়েছি, তখন কি আর সহজে ছেড়ে
দেবো ?

চৌখস । বাঃ বাঃ !—বড় মিষ্টি কথা তোর
দিদি—লে ভাই পবদাটা একটু টানিয়ে
দে—শালার নজরে না পড়ে যাই ।

(পরদার আড়ালে গমন ।)

(বক্শের প্রবেশ)

বক্শের । এ কি ? তুমি এখনও এত রাত
পর্যন্ত জেগে রয়েছ ? ঘুমোওনি কেন ?

চতুরা । এ কেনর মানে কিছুই নেই !

বক্শের । অবশ্য আছে—অবশ্য তুমি কোন
হতভাগা লম্পটের বিষয় ভাবছিলে বা
তাকে love-letter লিখছিলে—আমায়
দৈখে গুকিয়ে রাখলে ! জানো তোমার

মুখ দেখে আমি তোমাব কুমদর্প অতঃ-
করণের সব কথা বলে দিতে পারি ?

চতুরা । তা পারো বৈ কি ! তা না হ'লে
রাড় মহলে গণককার বোলে স্থখ্যাত
পাও ? এখন ভাবছি, আমার এত গুণের
তুমি—তোমার লেজ বেরুবে কবে ?
বকে । এ কি ? ঠাট্টা কোর্ভে সাহস
কোচ্ছ ?

চতুরা । বাপরে !—তা কি পারি ? মাইরি
বোলছি, সস্তি সস্তি তোমার লেজ দেখতে
আমার বড় সাধ ! আর শুধু আমার
কেন ? তোমার আলাপী কি পুরুষ কি
মেয়েমানুষ—সকলোই—

বকে । Damned আলাপী, I kick them
& you too cadavorous imp of Satan
তোমার মুখ দেখলে আমার ঘৃণা হয় ।

চতুরা । তাতো নয়—যেহা তো তোমার
শরীরে নেই । তুমি কখনও মৃত taste
কোভে পেয়েছ—তখন তো যেমার মাতা
খেয়ে বোসেছ । আদত কথা তা নয়—
একটা কিছু মংলব এঁটে এমেছ—ভাই
বন ।

বকে । হ্যাঁ মংলব ! অবশ্য মংলব ! নিশ্চয়
মংলব ! এবং মংলব তোমার মন্তন
হুঁগুখা, হুঁভাগা, হুঁচরিত্রা প্রী ঘরে রেখে
আমার সর্সনাশ হ'চ্ছে । আমি বিশেষ-
রূপে বুঝতে পেরেছি, তুমি থাকতে আমার
কপালে সুখ নেই ।

চতুরা । Now to the point এই এত-
ক্ষণে পেটের কথা বেরিয়েছে ! ভাইতো
বলি, আমার শাশুড়ীর মাতা কুরেব দোষ
ধরা নোড়ে ভোলা ছেলোটের আজ এত

ছকার কেন ? হ্যাঁ না ! আজ বুঝি ইস্কুলের কেন যণ্ডা ছেলে—রাস্তার মোড়ে গলার কাপড় দিয়ে আচ্ছা কোরে পুজিয়ে দিয়েছে, তাই মদুটু ধেয়ে গায়ের ব্যথা ভেঙ্গে—গরিব মেগের ওপর বালু ঝাড়তে এয়েছ ? আহা !—এমন মোণার চাঁদ ভাতার কুকি আর কারো কপালে জোটে ? বকে । জুটুক আর না জুটুক—আমি সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসিনি । চতুরা । তবে কি—ঘরের মাগকে মেছো-বাজারে ঘরভাড়া কোরে দিবে আস্বার পরামোশ কোত্তে এয়েছ নাকি ?

বকে । আমি অত শত বুঝি না—I tell you plainly, তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে আর বড় বোন্টে না । I wish to see you off in a day or two —

চতুরা । তা তাই কেন ভেঙ্গে বল না—আমিও নীচি তুমিও বাঁচো ! তা Day or twoএ কাজ কি—এখন থেকেই ফারখত হোক না !

বকে । বটে ? তবে তুমি দেখছি ready আছ ?

চতুরা । আছি বৈ কি ? I can clear the house in a minute কারণ, আমায় ছু একদিনের মধ্যে আর একটা তোমার মত গাড়ল দেখে শুনে পছন্দ কোরে নিতে হবেতো । তা কি বল ? ফারখত হবে কি ? বকে । ইস্—তাইত ! আর যে তবু সময় না—রাতটা কাটতে দাও ।

চতুরা । তা হবে না—আর এক মিনিট দেবির কথা কইলে তোমায় shoot কব্ব, তা জানো

বকে । সে কি ? ওকি কথা ? বন্দুক দার কোচ্ছ না কি ?

চতুরা । বন্দুক নয়—এই দেখ কি ।

(চৌখন্স্ রামকে টানিয়া বাহির করণ)

বকে । By jove ! এ কি ? এ যে গোট্টে কামান !

চতুরা । কেমন হে চৌখন্সরাম বাবু ! তুমিতো পরদার আড়াল থেকে সবই শুনলে—আমার পোড়ার বাঁদরটি আমায় Divorce কোল্লেন—এখন এই publicly তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি—আমায় ভাত কাপড় দে পুষতে পারবে তো উত্তর দাও ভাই, আমি তোমায় Sincerely জিজ্ঞেস কচ্ছি ।

চৌখন্স্ । আরে দিদি ! তুমিতো হামায় বড়ই লজ্জা দিলে—তোমার বাবু পুবাচ্ছেন—হামি বুঝি তোমায় কাড়িয়ে লিচ্চি, না বকেশ্বর বাবু ! হামি কেবল গান শুন্নে এমেসছিলেম—

বকে । বা কোত্তেই এসে থাকুন—আমি আপনাকে তা জিজ্ঞাসা কচ্ছি না—এখন আপনি আমার বাঁটী হতে চলে যান—নতুবা একটা বিরোধ হবে ।

চৌখন্স্ । বিরোধ বাবু ! কি আপনি কি হামার সাত দাঙ্গা কর্তে চান ?

চতুরা । আরে না না, বড়ত মর্দ—তা আবার দাঙ্গা করবে ! এখন বল না—আমায় পুষতে পারবে তো ?

চৌখন্স্ । আরে দিদি ! কি বলিম্ ? পুষতে পারবে ত । হামার বাড়ী দশটা গরু, পঁচিশটে বক্বী, ৭৮ টা নওকর চাকুরাণ, সবাইকে খোবাক দিচ্ছি, আর তোর

একটা খোপ্‌সুরত আওবাতকে হামি বেটা
হুসু দিবো ? এই কি কথা হলে দিদি ?
তোম ভাতাবেব মুখে লাগি মেরে আমার
মস্তে চল, তোর জন্তে দশটা নকশ, দাগী,
দবোয়ান রাখিয়ে দিব ।

চতুরা । ওগো বাবু—ভাত দেবাব ভাতার
নও কিল মারবার গৌমাই ! এই তোমার
মুখে কলা ঠেকিয়ে বাগ্‌নাপাড়ায় চলুম ।
আঃ ! হাড়ে বাতাস লাগলো ? চল, চল ।
ই্যা শোন—আমার টাকাকড়ি, কাপড়
চোপড় সব নিজে মাথায় কোরে ওই
সুমুখের বাড়ীতে পৌছে দেবে—আর
আমার work-tableটা গৌরবীকে দিয়ে
পাঠাবে, নইলে পরশু নাগিস হবে—
ঠিক জেনো ।

বকে । Very good ! এখন যে বেরুনে বাঁচি !
চতুরা । চলগো নতুন ভাতার ! চল—
তোমার ঘরে একবারেই ঘর কর্তে যাই ।
চৌধুরী । হাঃ হাঃ ! চলবি ত চল দিদি
—ভোরে সাথে কোরে লে যাই । বাবু
সাহেব ! বন্দিগী । হামরা চলছি—
চোরের উপর গৌমা কোরে যেন জমিনে
খাইওনা । [প্রস্থান]

বকে । আঃ ! মহাজঞ্জাল clear হলো,
বাঁচলুম, সুখের পথের কাঁটা সরে গেল ।
Nonsense ! গজগিরি পুকুর বোলে ডুব
দিলুম পঁকে, পা ভোরে গেল, আট
বছরে আমার আট হান করেছে—
• মায়াবিনী ডাকিনী বেটা কেমন সন্তা-
বন্তা—সরল সুবিজ্ঞার মতন হয়ে আমার
চোকে ধাঁধা লাগিয়েছিল, তার পর ঘরে
এনে নেড়েচেড়ে দেখি বিকটমূর্তি । পুত-

নের ব্যবহার সহজে যে ছেড়ে গেল এই
চের ; তিনটে ভাতাবের মাথা থেয়ে আমার
এসে গিলেছিলেন । উঃ । মেথর বেটা খুব
ঠকেছে, খুব ঠকিয়েছি বেটাকে, বেটা জালায়
চোট্টে সহর না ছাড়লে বাঁচি । আঃ !
বাঁচলুম ; হাড়ে বাতাস লাগলো, জলস্খী
বিদায় হলো, এখন ঘরের দাস্তী ঘরে এলে
তবে বুঝতে পাবি । হাঁ, এই এরে বলে
যথার্থ সবল। সুবিস্তা বিদ্যামতী বুদ্ধিমতী
সরসিজা, আব যা বল তাই শোভা পায়—
আহা । রূপ—রূপ তো নয় যেন সরস্বতী
Dam'n সবস্বতীরূপে Cleopatra,
এমন না হলে কি আমাদের মন উঠে ?
যা বেটা আমার পেংনী ছেড়ে গেল, আজ
হিঁচুর সব হলে গোবর-জল দিয়ে বাড়ী
পবিত্র কোবে নিতুম ।

নেপথ্যে—মাষ্টার বাবু ! আমি এসেছি, ঘরে
যেতে পাবি কি ?

বকে । ওবে বাপ বে তুমি ? তুমি ? তুমি
আসবে না ? এতো তোমারি ঘর— (মিস্
Miss অবলাব প্রবেশ) Oh my dear
Darling ! কি ঐশ্বরিক Coincidence
দেখ । এইমাত্র মেই সময়তানীকে দূর করে
দিয়েছি, আর অমনি তোমার উদয় হল—
আমার অদাস্তী, গিয়ে লস্কী এদো কি
করি ? কোথায় রাখি ? কোথায় বসাই ?
আমি যে কিছুই যোগাড় করতে পারি
না ? কেমন করে তোমায় আদ
কব্বো ? ঐ চেয়ারে না হয় মোফায়
বসো—হারমোনিয়াম বাজাবে কি ? —
মিস্ অবলা । মাষ্টার ! এত ব্যস্ত কেন ? এত
রাত্রে আমি কেন হেথায Intrude

কোল্লেক্স—তার একটা কারণ জানতে কি
তোমার ব্যগ্রতা হচ্ছে না ?

বকে। কেন—কেন Darling ? তোমার
জন্তে কি ভয়ের কারণ কিছু আছে ?

মিস্ অবলা। ভয়ের কারণ ? না—না, এক
বিন্দুও নয়—তুমি আমি এ জগতে যে
মাষ্টার একটা বোটার দুটি কুল হয়ে
বোলবার জন্ত জন্মেছি ভাই ! শোন—
বাবা ত কোট করে বসেছেন—কাল
যেমন করেই হোক আমার বিবাহ
দেবেন—চালাক কাকা বব খুঁজছেন—
দাবাও ঠাওরে দেখছেন—মাও ছুটে
চারটে নাম কচ্ছেন—কিন্তু ভাই প্রাণে
মাষ্টার—আমার চক্ষু যে আব কাউকে
দেখতে চায় না—আমি যে তোমার জন্ত
মোরিয়া হয়ে রয়েছি। কি হবে ? এখন
এর উপায় কর—নইলে কাল ভোবের
বেলা কুন্দনন্দিনীর মতন পুকুরের সিঁড়ির
এক এক ধাপ নাকো—আব এক একটি
'না' বোলবো—তখন গেলে আমায় পাবে
না, তখন মিথ্যা 'না'—সত্য হবে, টপ
করে ডুকো, আর উঠ বো না।—মাষ্টার,
আর উঠবো না !

বকে। তা ভালই হয়েছে ত—কাল সকাল
বেলা আমি গিয়ে আমার স্ত্রীকে divorce
করেছি বলে—তোমায় বিবাহ করবার
propose করি গে ; আমার moral ch-
aracter সম্বন্ধে তাঁর খুব high opinion
আছে আর তাব ওপর তুমি যদি openly
আমায় recommend কব, তোমার মাতা
যদি এই ছমাস ধোরে courtship এর
কথা প্রকাশ কোবে বলেন—তা হোলো

হাজাব claimant থাকিলেও আমারই
জিত হবে।

মিস্ অবলা। আহো ! কাল সকাল পর্যন্ত
দেবী হলে মাষ্টার সব ফোকে যাবে—
চালাক নাকি কাকে যোগাড় করেছে—
তুমি এই রাত্তিরে—এখনি গিয়ে এর
একটা বিনিব্রবস্থা কোয়ে এস—নইলে
আমার উদ্বেগ যাবে না আর আমি বাড়ী-
তেও ফিবো না, উদাসিনী হয়ে বেরিয়ে
যাব। ঠিক জেনো মাষ্টার বেরিয়ে যাবো।
বকে। আচ্ছা, আজই এখনি যাচ্ছি—কিন্তু সব
কাজের Dark Sideতে অর্থাৎ কালো
দিকটা আগে ভাবা উচিত। যদি না হয়—
মিস্ অবলা। সহজে না হয়—তুমি পুরুষ
মানুষ—যথার্থ ভালবেসে থাকো ত—
আমার নিষে আজ রাত্তিরেই বোম্বাই
চোলে যাবে—তুমি সেখায় মাষ্টারী করবে
না হয় বিনামূল্যে ঘরের মাগ্‌টীকে পর্যন্ত
ভালুপেএবলো পাঠাবার বিজ্ঞাপন দিয়ে,
একখানা পচাপাচকো খবরের কাগজ
বার করবে—সময়ে সময়ে চানুকও থাকে
—ইজমও করবে। আর আমি রেজেষ্টার
করা ধাত্রী হয়ে মাইনবোর্ট কোলাব।

বকে। এই সাহসের কথার দরুণ—আর
তোমার অকৃত্রিম ভালবাসার এই চূড়ান্ত
নিদর্শনের দরুণ তোমায় শত শত ধন্য-
বাদ—সহস্র সহস্র আনিজন ও লক্ষ লক্ষ
চুম্বন ! তুমি তবে কি এইখানে আমার
জন্ত wait করবে ?

মিস্ অবলা। না ভাই—আমি লুকিয়ে এসেছি
—যদি খোঁজ পড়ে তো বাবা বড় কড়া
কথা বোলবেন—তিনি আজকাল

তোমাদের দলপতির চেয়েও strict হয়ে এসেচেন—আমিও চল তোমার সঙ্গে যাই, পাশ থেকে দাঁড়িয়ে শুনবো এখন, ভাল হয় ভাল—নইলে অম্নি খিড়কী দিয়ে তোমার গাড়ীতে ।

বন্ধে । All right, সেই ভাল, তবে চল ।
(নেপথ্য হইতে চীংকার করিতে করিতে গোরবী ও তৎপক্ষে কন হস্তে রাম-
কিঙ্করের প্রবেশ ।)

গোরবী । ও বাবারে—রক্তসে বেটা খুন কোলে রে—মেরে ফেলে রে—ওগো বাবু রক্ষা কর, রক্ষা কর ।

বন্ধে । ও কিহে ! কর কি ?

রাম । বেশ কচ্ছি—ক্ষমতা থাকে ছাড়িয়ে নাও না । এই যে ইনি হেথা ? তবে আর কি—যা বেটী তোকে ছেড়ে দিলুম—এখন এসত যাহু দেশে নিয়েগে ধান সেদ্ধ করাই গে ।

মিস্ অবলা । মাষ্টার দেখ্ছ কি, গোয়ারেব হাতে পড়ি যে, ও যে আমাকে লক্ষ্য কোরেই বোলছে ।

বন্ধে । দেখ্ বামুন, মুখ সামলে কথা কোন্, তুই কাকে কি বলচিস্ ? আমার বাড়ীতে আমার betrothed প্রণয়িনীকে তুই অপমানের কথা বলিস্ ?

রাম । তোর প্রণয়িনী না আমার প্রণয়িনী রে বাবু ? ও সব বাজে কথা শুনি না—আজ ওর জন্তে আর এই বেটীর জন্তে আমার রাজার মতন চাকরী হারিয়েছি—যখন বাগে পেয়েছি—তখন ওর নড়াধরে নে গিয়ে উলুবেড়ের জাহাজে চড়াব,—তচ্চোকুই রান্ধাও আর মুখই ভ্যাঙ্গাও

—রামকিঙ্কর 'মরদ বাচ্ছা, এক নাগিতে এই খর যুদ্ধ চাপা দিতে পারি ।

মিস্ অবলা । মাষ্টার, ও বড় গোয়ার ।

বন্ধে । চোপরাও you শুরারকি বাচ্ছা ! তুই honorable Damselকে অকথা বোলে তাব modesty outrage করিস্ ?

রাম । চেপ্‌রাও ইউ—ড্যাম্‌শালা—ইষ্ট্রুট—তোর ইংরাজী গালাগালেব বাপ নির্দংশ করি—নচ্ছাব শালা, শনিয়ার বিট ।

বন্ধে । একি, বেটা পাগল নাকি ?

মিস্ অবলা । ই্যা, একটু একটু বায়ের ছিট আছে বৈ কি !

রাম । এখন বোলবে বই কি হে ! গলার বীচি উলে গেছে কি না—কাজেই বায়ের ছিট হলো—তা হোক—আমি কিন্তু বাবা তোমায় ছাড়্‌চি না, ভাল চাও তো এসো ।

বন্ধে । এমন কোরে বগাবাব তোর কি ক্ষমতা আছে ?

রাম । নইনে কি সাহেব—অম্নি শ্বশু শ্বশুই এত জোর কচ্ছি—আমার দখলী জমি—বেদখল কোত্তে চাও না কি ?

বন্ধে । অবশ্য বেদখল করবো—তোর মতন যণ্ডামার্ক ছোটলোকের জন্ত এ সোণার কমল তোয়ের হয় নি ।

রাম । আহা ! বেটা আমাব কি ভদ্রব লোক গা ! দেখ্, ব্যাটা ফোতো সাহেব, সোণার কমলই হোক আর বেটু ফুলই হোক—ও এখন আমার দখলে—

বন্ধে । Nonsense—তোক্‌ claimএ আমি পদাঘাত করি ।

রাম । আমিও তোর মুখে বাহে কোরে দিই ।

বকে । দেখ গিম্, আমি আর সহ কোর্টে পারি না—ও বেটার যদিই তোমার ওপর কিছু demand থাকে—তা হলে ও বর্কর জাম্বুক যে—এক ডব্বের দুজন claimant থাকতে পারে না—অতএব আমি ওর সঙ্গে Duel কোর্টে প্রস্তুত আছি—ওকে বুঝিয়ে দাও, আমার দুজন second গিয়ে সব arrange কোরে আসবে । Mock sword এর লড়ায়ে যে জিতবে সেই তোমায় লাভ করবে । আর জোর, জরাবতী করে তো এখনি এক চিঠিতে জেলে পাঠাব ।

গৌরবী । ওরে বেটা হারামজাদা—শুনলি ? এখনি এক চিঠি লিখে তোকে জেলে পুবে—বুঝলি ? পারিস্ত এই সময় পালা, কেন বেটা বিখোরে গ্রাণ হারাবি ।

রাম । পালাব কি ? ও শালার শ্রদ্ধ কোরে যাব না ? আয় শালা তোর একটা ঠাং ভেঙ্গে দে যাই—তার পর আগায় জেলে পাঠাম্ ।

বকে । আরে—আরে মাল্লে রে—মাল্লে রে ।
উঃ হঃ (রামকিন্ধর কর্তৃক পায়ে রুল মারণ ও বকেস্বরের পতন)

রাম । আয় অবল ! তোকে কাঁধে করে নে পালাই ।

গৌরবী । নে যা দিকি কৈ কেমন কোরে নে যাবি ? এখনি পাহারাওয়াল ডেকে দেব না ? পাহারাওয়াল ! পাহারাওয়াল !
খুন কোলে, খুন কোলে, খুন কোলে !
(দৌড়িয়া গমন)

রাম । যা ছুঁড়ি । আজ ছাড়ান্ পেলি ।

প্রস্থান ।

গিম্ অব । আহা হা । সত্তি সত্তি পা ভেঙ্গে গেল না কি ? ও গৌরবী, কি হলো রে ? মাষ্টার যে নড়ে না চড়ে না,—চ-চ—গৌরবী চ-চ নদামার কাছে নে গিয়ে জল ঢালিগে চ-চ ।

বকে । (উঠিয়া) বেটা গেছে কি ? উঃ ! পাটা খোসে গেল বুঝি, চল চল, আগায় ধোরে নিয়ে চল । উঃ—আঃ—ওঃ ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

বাটীর দালান ।

অজ্ঞানচন্দ্র উপস্থিত ।

অজ্ঞান । আঃ ! কদজটা হয়ে গেলে যে বাঁচি ।

একটা টাকাওলা লোক হাতে আসে, মেয়ে-টারও গতি হয় । খোদ দলপতির কাছেও নাম নিতে পারি । বড় আবশ্যকের সময়ই বেটা জুটে গেছে । বোকা বেটাকে জামাই কোরে ক্রমে ক্রমে মাথায় হাত বুলিয়ে সমস্ত বিষয়টা আঙ্গমাং কোন্তে পাল্লেই আমার এত পরিশ্রম সার্থক হয় । টাকার আশায় আর মোড়লের দৃষ্টান্তে পইতে পুড়িয়েছি ; বাপের ত্যজ্য পুত্র হয়েছি—ক্রমে ক্রমে দেশের টাকায় ভুঁড়িটিও বাড়াছি । মিছিমিছি এক একটা বাজে হুজুগ তুলে চালাকদাস ভায়া আগায়, মাঝে মাঝে দুহাজার চার হাজার চাঁদায় আদায় করে দিচ্ছে—

অথচ কেমন ভদ্রলোকের মতন আগায়

সিকি ভাগ দিয়ে—সিকি আপনি নিয়ে—
অর্ধেকটা দলপতির তপিলে অর্থাৎ আজ্ঞা
Fund এ জমা রাখছে। যেন তেন প্রকা
রেণ টাকা রোজগারই আমাদের মূলমন্ত্র।
তা Female imancipation বল, Free-
loveই বল আর Social-reforma-
tionই বল, সকলের মূলে—সেই অর্থ।
Nineteenth centuryর সমস্ত কাজই
অর্থকরী বিজ্ঞার আয়ত্তাধীন—মুতরাং
ধর্ম বল, কর্ম বল, অর্থই সর্বত্র পূজ্যতে।

(রসময়ীর প্রবেশ)

রস। ওগো সর্বনাশ হরেছে—মেয়ে
কোথায় পালিয়েছে !

অজ্ঞান। সে কি—সে কি ? আমি যে পাঁচ
হাজার টাকা হজম কোরে বোসে আছি—
সে ভালমানুষের ছেলেকে কি বোলে
জবাব দেবো ? কাল রাত্রে পুঁটিগাছের
মতটাকা গুণে দিয়েছে—আজ যদি না
মেয়ে পায়— তা হলে যে মহা গোলমাল
বাধাবে দেখছি—আবার যেমন তেমন
লোকের নয়—আনুকোরা মেথরের কড়ি
—না পেলে বেটা হয় জাত ব্রাদারদের
ডেকে এনে—দলকে দল বাঁক পেটা
করবে—না হয় জোচ্চোর বোলে পুলিশে
দেবে।

রস। তাই তো ? তবে কি হবে ? এখন
উপায় কি ?

অজ্ঞান। উপায় তুমি। ভাল কোরে খুঁজে
দেখা যাক—না পাওয়া যায়, পাঁচ পাঁচ
হাজার টাকা তো আর প্রাণ ধোরে উগরে
দিতে পারি না, দিন কতকের জন্ত তুমিই
কোনে বোঁ হয়ে তার দাব কবগে—শেষ

একটা মিছে অছিলে তুলে তাকে divorce
কোরে যার ধন তার কাছে এস।

রস। ও মাগো !—মেথরকে ছোঁবো কেমন
করে ? তা বাবু তো পাববোনা।

অজ্ঞান। সে কি ? তুমি আমার স্ত্রী হয়ে
এমন কথা মুখে এনো না—হলোই বা
মেথর ? জাতিভেদ যখন আমরা তুলে
দিয়েছি, তখন কে জানে মুচি—কে জানে
মেথর, সর্বজীবের সমান দৃষ্টি চাই।

রস। বলি, তোমার রক্ষিণী বিধবা বোনকে
কেন সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠাও না ?

অজ্ঞান। না না—আর কাউকে পাঠাতে
হবে না—ওই যে হতভাগী মাঠারের
হাত ধোরে আগুচ্ছে।

(বন্ধুগণের হাত ধরিয়া অবলার প্রবেশ)

অজ্ঞান। কিরে—ব্যাপার কি ? এই না কাল
তোকে বারণ করুন, মাঠারের সঙ্গে কথা
কগ্নি—আনার হাত ধোরে এসে হাজির
হলি ?

বন্ধু। আশ্চর্য—আমায় বোলতে দিন—
অবলা ! হাত ছেড়ে দাও।

মিঃ অব। আর যদি তুমি পোড়ে যাও ? না
পায়ে তো আদতে জোর নেই, ফুলেছে,
টাটিয়েছে।

বন্ধু। না—এই লাঠি ধোরে ঠিক থাকবো।
মহাশয় ! আপনি আমার উপর কোন
সন্দেহ না কোরে আমার আবেদন
শুনুন—আজ প্রায় ছ মাস ধোরে আমি
অবলার সঙ্গে Courtship কোরে আসছি,
আপনার প্রদেয় পরী তার সাক্ষী,
অবলাও আমায় পছন্দ করেছে—ততএব
আপনি আমার সহিত উহার দিবাহ দিন।

অজ্ঞা। হ্যা মবি -বিবাহটা অমনি কথার
কথা কি না, দিলেই হলো। আর তাই
বা তোমাব সঙ্গে কি করে সিদ্ধ হতে
পারে? তোমার এক স্ত্রী বর্তমান।
তাই তো—মাষ্টার, তোমাব আবেস যে
আর ধরে না—আমার ও অমনি একটা
হেঁজি পেজি মেয়ে'কি না—বে হোচ্ছে
না তাই তোমা'য় ধোবে দেবো—একজন
৫০০০ হাজার টাকা দিয়ে—কত খোসা-
মুদি কোবে—তবে আজ ওকে বে
কবনে তা জানো? যাও—সবে পড়।

বন্ধে। সে কি মহাশয়। আমি ও'ব কথায়
আমার স্ত্রীকে বিনা দোষে Divorce
কবেছি।

অজ্ঞা। বেশ কবেছ -সে বেটী বেচে
গেছে—এখন যাও তাই, অপর কোণায়
চেপ্টা দেখে গে।

বন্ধে। অবলা। আমায় ধর তাই—আমাব
মাথা ঘুবে উঠলো, সর্বশরীর কাপছে—
বুঝি পড়ে যাই।

অজ্ঞা। না না—আর ধরে না—যা ছুঁ ডী
মোরে যা—পড়তে হয় পড়ক—
মোন্তে হয় মক্কু—অমন ঢের love sick
বকে'খব। দেখা আছে—এই যে ভায়া
আমার বব সঙ্গে কবে হাজির।

(চৌধুরামকে সঙ্গে কবিয়া)

চালাকদামেব প্রবেশ)

বন্ধে। এই বব? হা হতোমি। (মুচ্ছাব
ভান।)

চালাক। ও কি? ও কি? মাষ্টার অমন
হয়ে পোড়লে কেন?

চৌধুরাম। যাবে তা'ত দেখি? এ'য়ে হামা-

দেব বকে'খব বাবু। বেচাবার কি কিছু
বেমো টেমো হয়ে'ছে না কি?

অজ্ঞান। আবে না না, ও বেটাব ঐ এক
চং—থাক পোড়ে। আমাদের শুভকার্যে
আব বিনামের দবকার কি?

চৌধুরাম। কুচ্ছু না বাবু, আপনার মেইয়া
কোন্টী দেখি? এইটি না ওইটি?

অজ্ঞান। এই যে এইটী আমাব কথ্য।
অবলা। এদিকে এসে তোমার বিবাহার্থী'ব
সহিত সদালাপ কব।

চৌধুরাম। আবে আসো না মো বিবি!
হামি তো আব বাগ-ভালুক নই যে
কামড়িয়ে লিব। আসো—আসো—
হামার সামনে আসো—পসন্দ কবি—
ছুচাবটে বাং জিজ্ঞাসা কবি।

(অবলার সরিয়া আসন।)

চৌধুরাম। বাঃ বাঃ বাবু। খুব ধোপ-সুখৎ
গেডকী তোহাব। বাঃ বাঃ যেন বিজলী
ফোলে'ছে, হামার আঁখি বালসাজে'ছে বাবু।
ও বিবি। ছুটা মিঠা বাং শুনাও।

বন্ধে। (উঠিয়া) অবলা। এই তোমার ধর্ম?
তুমি স্বচ্ছন্দে বিনা আপত্তিতে আমাব
ঘণিত rivalএব কাছে মোবে দাঁড়ালে?
আমার মুখ দেখে তোমার দয়া হলো না?
অজ্ঞান। মাষ্টাব। থামো বলছি। তোমাব
সে সব জোবের কথা দেখছি, অবলার
তুমি কোড়ে আগুনের জুগু'গি নও, তা
জানো?

চালাক। কিছে—বকে'খব মাষ্টাব অবলাকে
বিসে ক'র্তে ডায় নাকি?

অজ্ঞান। হা হাঁ, —উনি মাগ তাড়িয়ে—
বানন হয়ে চাঁদে হাত দিতে এসেছেন।

চৌধুরী । ও বন্ধুগণ বাবু ! হাঃ হাঃ হাঃ—
সাদি কববে নাকি ? বিয়ে ?—ফের বিয়ে
কববে ?

বন্ধুগণ । চৌধুরী বাবু । ঠাট্টাই কর
আব যাই কর—তুমি ভদ্রলোক, কাল তুমি
আমার মাগটিকে নিয়েছ, আজ আবাব
*আমাব betrothed brideকে বিবাহ
কোর্তে এসে উপস্থিত হয়েছ । এই কি
তোমাব উচিত ? আমার এ পথে আবাব
কেন ভাই কাটা দিতে এসেছ ? তোমাব
পায়েধবি ভাই আমায় এই ভিক্ষাটা দাও ।

চৌধুরী । আবে ছিঃ ছিঃ—কি কব বন্ধুগণ
বাবু ? পা ধবিও না । হামিতো ভাই
তৌহার আওয়ারতকে কাড়িয়া লিইনি, সে
শালী আপনি আপনি হামার কাছে
এসেছে, হামি বেটাতে পুরুষমানুষ, তাই
তাকে যবে লিইছি, তা ভাই, সে তো
হামার সাদি কব। মাগ নয়, হামার যেমন
আব এই একে বিয়ে কববার গোণে হামি
৫০০০ হাজার টাকা এ'য়ার এই বাপকে
দজর দিযেছি । কেমন বাবু ?

অজ্ঞান । অবশ্য দিযেছেন । অবশ্য আমি
স্বীকার করি ।

বন্ধুগণ । আচ্ছা ভাই, আমি যদি যোগাড়
ক'ড়ে তোমায ঐ পাঁচ হাজার টাকা
ফেরৎ দিই, তা হোলে ত কোন claim
রাখবে না ? বল ভাই, এ যাত্রা আমায়
বক্ষা কর, আমি বড় বিপন্ন, এই দেখ,
আমাব প্রাণ ঠোঁট ববাবব এসে হাজিব
হয়েছে, আমায় আব মেয়ে না, আমি
তোমায তিন দিনের ভেতর খুব সুন্দর
• দেখে মেয়ে দেখব ।

চৌধুরী । আচ্ছা দাদা, তারেই কেন তুই
লিস না ?

বন্ধুগণ । না ভাই, তা হলে আমি মরে
যাই—এই ভিক্ষাটা আমায় দাও, চল
যাভী গিয়ে এখনি তোমায টাকা দিচ্ছি,
আজ ১২ বছর ধরে চাকুরী কোরেচাবিটী
হাজার টাকাব 'কোম্পানীর কাগজ
কোরেছি—আর জিনিষপত্র বাধা দিযে
১০০০ হাজার টাকা কোরে চল
তোমায দিই গে, অবলার পানে আর
চেও না—অবলা আমার মাত রাজার
ধন ।

চৌধুরী । আচ্ছা দাদা তোব মাগ নিউচি
—তাব ওপর তুই কাঁদাকাটা ক'ছিস্—
ভাল টাকা দে, তোব অবলাকে হামি
ছাড়িযে দিচ্ছি ।

বন্ধুগণ । তবে আর কি ? আপনারা এক্ষণে
সম্মতি দান কব্বন ।

অবলা । ওঁবা নাই দিলেন, ওঁরা তো
আমায ৫০০০ হাজার টাকায় বেচেছেন ।
তুমি খদ্দেরেব ঠেঁয়ে কিনে নিলে,
ওঁবা যেমন তেমনি ফ্যান ফ্যান কোরে
চেয়ে থাকুন, তুমি শীগ্গির টাকা নিয়ে
এসে আমায় ডাংডেঙ্গিয়ে নিয়ে যাও ।

বন্ধুগণ । কেমন গো, এই তো ?

অজ্ঞান । যা ইচ্ছে করগে যা, আমাব
পাব হলেই হলো । আর টা
ফেরত দিতে হলেই হলো, ছু
ওপব পেনে আরন্তাল ।

বন্ধুগণ । আব একবার বলি, এ বিবাহে কা
কোন বাধা নেই ? কেহ এতে প্রতি-
বন্ধক হলে না ?

(নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে
রামকিঙ্করের প্রবেশ)

রাম। খোঁড়া ছাং ছাং ছাং, কার
হাঁড়িতে ভাত খেয়েছে কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং ?
কৈ শালা! বাধা নেই কিরে ? আমি থাকতে
অবলাকে কার বাপের মাদি বে করে ?
লাঠীর চোটে মাথা ছু ফাঁক কোরে
ফেলবো না ! কৈ ? আমার স্মৃথ থেকে
কোন্ শালা নিয়ে যায় বে খি দিকি ? এই
ছোরা বুকে বসিয়ে দেব-জানিস্ ?

অবলা। ও বাবা রে, সস্তি সস্তি ছোরা যে ?
অজ্ঞান। তাই তো ? এ রাক্ষসে বেটা
আবার কোথা থেকে এল ?

চৌখস। আরে ! এ বামুন শালা কি খুনে
না কি ?

চালাক। এ যে ভীমে মূর্তি দেখছি।

রাম। দেখছো ত ! এখনি বিয়ম কাণ্ড
বাধিয়ে দেবে, বাবা ঠাকুরকে বল, মেয়ে-
টিকে ছেড়ে দিন, আমি নিয়ে যর-ঘরকন্না
করি গে। মাঠাকুরণ। তুমি ত সকলি
জান, আমার হয়ে ছুকা বল না ?

বকে। কি বোলবে রে বেটা ! অমনি পুলিশ
ডেকে দেবো জানিস্।

রাম। ফের বেটা কথা কচ্ছি কাল বাবা
পা ভেঙ্গে দিয়েছি, আজ এখনি ডান্
পা-টার দফা রফা করবো, সরে যা স্মৃথ
থেকে সরে যা বলছি, অবলা সহজে
আস্বি ত আয়, নইলে চুলের ঝুঁটি ধরে
হড় হড় করে হেনে নিয়ে যাব।

অব। ওগো ! দেখ না গো, সস্তি ধরে নে
যাবে যে ?

বকে। বেটাকে গুলী করবো।

রাম। থাক্ বেটা দুর্কল সিং (মাথি মারণ
ও বন্ধের পতন) আয় অবলা আয়
বলছি—তবু আস্বি না ?—তবে দেখি
ভোকে কে রক্ষা করে ?

[অবলাকে লইয়া প্রস্থান।

অব। ওগো বাবা গো ! কি হলো গো !
বকে। ওগো ধর না গো ! বেটা নে গেল
যে ?

অজ্ঞান। ওরে বেটা ! কোথা যাস ? ওহে
সকলে মিলে এস না বেটাকে ধরা যাক্গে।
(গৌরবীর সহিত চিকণ বিবির প্রবেশ।)

(পশ্চাতে মিস্ চতুরা ও মেথরাণীর প্রবেশ।)
গৌরবী। এই যে সব।

চিকণ। আরে বেটা সর্বনাশটী কোরে
বসেছিচ্ ? হামার ৫০০০ হাজার টাকা
ঠকিয়ে লিয়ে একটা বুড়ো মেয়ের সাথে
তোর মাদি দিচ্ছে ? জুয়াচোর বেটারা
হামার সর্বনাশ কোলে।

চৌখস্। আরে না না। তুই থাম বেটি,—
হামী বেটা কি তোর বোকা ছেলিয়া
মাথি—হামি মাদি করছি না। মাদি উল্-
টিয়ে গিয়েছে—লেকেন বড় মুন্সিল
হয়েছে।

চিকণ।। মাদি করিস্ না—এ বেটারা সব
জুয়াচোর—হামি সব শুনেছি। এ সব
জুয়াচোরের দল আছে, এই গৌরব হামায়
সব বোলেছে। আর তোর রাম বাবু
এসেছিল, সে বলিয়ে গেল, তোর টাকা
লেবে, জাত লেবে আর একটা কস্বী
ধোরে তোর মাদি দেবে—হামার সর্ব-
নাশটী করবে। মাদি কাজ নেই, তুই
এমন লক্ষী গোয়ে রেডি রেখেছিচ্—শেষ

কৈরেছি—হামার মনের মত হযেছে
—আব সাদি করিস্ না—টাকা আদায়
কোরে—চল্ বঃ লে যাই ।

চৌধুরী । কৈ বন্ধুগণ বাবু ! আসো হামার
টাকা দিবে আসো ।

বন্ধু । ও বাপ্ রে ! আমি স্খু স্খু কেন
টাকা দেবো ? বে কর্তে পেতুম তো টাকা
গুণে দিতুম—হায় হায় ! আমার একুল
ওকুল গেল ! আমার মুখের গ্রাস শালা
জোর কোরে কেড়ে নে গেল—কেউ
সহায় হলো না ।

চতুরা । কিহে ? এখন কাদছ যে ?

বন্ধু । চতুরা ! পায়ে ধরি—চ ভাই আমার
যরে চ—আমার সব গেল—পা গেল—
প্রাণ যায় যায় হয়েছে—চ ভাই চ !

চতুরা । তাই তো ? গেলুম এতক্ষণ !
এমন ধন দৌলত ফেলি কে তোয় যরে
মোর্তে যাবে ? বেশ হয়েছে—খুব
হয়েছে !

চিকণ । আরে টাকা কে দিবে ? হামিত
কিছু সমজ কর্তে পাচ্ছি না—তোব টাকা
লিয়েছে কে ?

চৌধুরী । এই যে এনার হাত দিয়ে ইনি
লিয়েছেন । এবাবু ! হামার টাকাটা
চুকিয়ে দাও, হামি বেটা চল্ দি—
তোমরা বাগড়া লড়াই কর ।

অজ্ঞান । টাকা ? টাকা কিসের ? তোমায়
মেয়ে দিলুম, আবার টাকা চাচ্ছ ?

চৌধুরী । এ বাবু ! সব জুয়াচুরী কথা
কইচ্ছে ! তোমায় মেয়ে লিয়ে গেলো যে
শালা আগে চুপি চুপি সাদি করিয়েছে
আর হামি বেটার টাকা পয়সাল হোবে ?

চিকণ । এ বাবু ! তুমিত দেখছি ভজলোক
আছে ; টাকা পাঁচ হাজার হামার ফেরত
দিয়ে দাও, নইলে সহজে আমি ছোড়বো
না ।

অজ্ঞান । সে টাকা কি আর আছে ? খরচ
হয়ে গেছে ।

চৌধুরী । হামার টাকা কোন্ শালা খরচ
কোলে ? মায়ি এ সহজে হোবে না—
তোয় বাপ্ দাদাকে খবর দে—দেখি শালা-
দের জুয়াচুরী ছোড়াতে পারি কি না ?

গৌরবী । ও বাবাঠাকুর ! কেন ওদের
টাকা নিয়ে গোল কচ্ছে ? বাপের
সুপুতুর হয়ে টাকাগুলি ফিরিয়ে দাও,
ওরা চলে যাক ।

অজ্ঞান । যা বেটী ! তোয় আর মধ্যস্থ কোর্তে
হবে না ।

গৌরবী । বটে ? বুড়ী মায়ী—তোয় বাপ্-
দাদাকে তবে বাইরে থেকে ডেকে আনি ।

চিকণ । হাঁ বেটী ডাকিয়ে লে আয় ।

[গৌরবীর প্রস্থান ।

অজ্ঞান । চালাকদাস ! What's to be
done ?

চালাক । The money must not be
refunded ।

(গৌরবীর সহিত বাপ্ ও দাদার প্রবেশ ।)

বাপ্ । কোন্ শালায় বেটী !

চিকণ । এই বাপ্, এই শালা জুয়াচোর

দাদা । বাবু ! টাকা দিয়ে দাও, নই

সহজে ছোড়ছি না । বাইরে

শওয়া আদমি মজুত ।

চতুরা । (চৌধুরীর কাণে কাণে) যে টাকা
হজম করেছে—সে টাকা বড় সহজে

দিয়ে না, ও ছুঁতেকে জব্দ কর, তোমার
তো ৫০০০ হাজার টাকা বড় গায়ে লাগাবে
না, বেটাদের ময়লার ভার বইয়ে নে চল।
চৌধুরী। (জনান্তিকে) হাঁ দিদি—রামবাবু
হামারে বি—ওই কথা বলিয়েছিল, পেঁচ
কোরে শালাদের জাহানোমে ঠেসতে
পাল্পে রাম বাবু বড় খোস হোবে। এ
শালাদের সব বুটা হয়ে যাবে, কৈ
মানবে না। (প্রকাশে) এ দাদা! শালারা
টাকা দিতে পারবে না, গরিববেচারী টাকা
হজম করিয়ে নিয়েছে। হামি বলি খাটিয়ে
লিয়ে ছোড়িয়ে দে!

চিকণ। আচ্ছা—তবে নওকরি করুক!

চৌধুরী। এ বাবু—তোমরা তো টাকা দিতে
পারছো না দেখছি?

অজ্ঞান। কৈ আর বাপু পাচ্ছি।

চৌধুরী। ভাল, হামারা ও টাকা ফেরত লিচ্চি না
লেকেন—হামাদের খোড়া কাম কোর্তে
হোবে—তবে ছাড়ান দিব।

অজ্ঞান। ও চালাক! কি? কি? কি কাজ?

চৌধুরী। ছুঁ ময়লার ভার কাঁধে লিয়ে—

ডিঁপোয় ফেলিয়ে আসবে—ছাড়ান।

অজ্ঞান। (চালাকের প্রতি) কি বল?

চালাক। হোক না—কতি কি?

অজ্ঞান। আচ্ছা চৌধুরী বাবু—আমরা রাজী
আছি।

চালাক। কিন্তু—মুখ খুলে তো আমরা
রাস্তায় বেরোতে পারবো না।

চৌধুরী। ভাল—ছুটা বান্দেরের মুখস পরিয়ে
দিচ্ছি। দাদা! ছুটা বাক লে আসতে
বলিয়ে দে—হামি শালাদের মুখোস
লাগিয়ে দি।

(চৌধুরীর কতৃক মুখস তাঁটন—ভাঙ্গ
লইয়া মেথরগণের প্রবেশ)

রসময়ী। উঁ হুঁ হুঁ হুঁ—গন্ধে মলুম! মর
পোড়ারমুখো মিন্‌মে—এত টাকার লোভ
অমন হতভাগার মুখে বাঁটা মেরে
চোলে বাই না?

[প্রস্থান।

বকে। বাঃ বাঃ! এঁরাতো দেখছি খুব চমৎ-
কার free-love প্রবর্তক। আমি ত খুব
টনকো লোকেদের লেজ ধোরছিলাম?
কে জানে বাবা—হয় ত এও এঁদের এক
লীলা—এও এক নূতন ধরণ!

গৌরবী। ও বাবু—এখন এই শেষ দশায়
কি করবে ঠাওরাক্ষ?

বকে। আর ছাই করবো। আমার হওয়া
মাগ গেছে—হবু মাগ গেল—এখন জাত
হারিয়ে ভেকু নিয়ে বষ্টুম হইগে—বলি ও
গরব। তুইও কেন আয় না, ১০ সিকি খরচ
কোরে কঠীবদল করা যাক গে! তোরতো
এখনো বয়েস আছে। কি বলিস?

গৌরবী। হাঁ, তা মানাবে ভাল। আমার
কি জানো বাবু—সেদো ভাতখাবি, না—
হাত ধুয়ে বসে আছি। তা চল—
ছেলেপুলে নেই—তোমায় নিয়েই ভুলে
থাকিগে।

বকে। আচ্ছা—তবে দাঁড়া, এই hypo-
crite outcast দুজনকে ছু কথা বোলে
যাই। ওহে ভায়া—তোমাদের দেখছি—
ধর্মকর্ম সকল ফাঁকি মুলেতে রোজগার।
টাকার লোভে—হোচ্চ খাড়া

বইতে গুয়ের ভার॥

পরের বরে স্বাধীন পীরিত কোর্তে চালাচালি ।

নিজের ঘরে উথলুলো প্রেম—

পোড়লো কুলে কালী ।

স্বাধীনতায় কেলেকারি ষটেছে বারম্বার ।

লজ্জা সরম নেই তবুও কচ্ছে কদাচার

ছি ছি তোমাদের সকল ফকির ! !

ও পোড়ারমুখ দেখিও নাকো আর ! !

[উভয়ের প্রস্থান ।

চৌধুরী । বাঁক—কাঁধে লিয়ে লাও বাবু !

অজ্ঞান ও চালাক । (কাঁধে লইয়া) উঃ !

বড় ভারী যে ?

চতুরা । পাঁচ হাজার টাকাটাও বড় হাল্কা

নয় তো ?

(সকলের ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য-গীত)

রূপেয়া সাফ করে জগাল ।

আরে আরে ছুনিয়া ভরমে রূপেয়া সেরা মাল ।

রূপেয়াওয়ালা সবমে বাড়িয়া সবমে উঁচাচাল ।

রূপেয়া সাফ করে জগাল ॥

রূপেয়া লেকে ছুনিয়াদারি দিল দরিয়া চাল

ঝুঁটা আদমি মাঁচা ছো যায়

রূপেয়াকে এ হাল ।

রূপেয়া সাফ করে জগাল ॥

ধর্মী কর্মী সবকোই জানি রূপেয়াকে কাম্বাল

রূপেয়া লেকে বুড়টা লেড়কা—

জেরানি ছোয় ছাওয়াল ।

রূপেয়া সাফ করে জগাল ।

হামার হামার সবকোই বোলে

সবকোই ছোয়ে লাল ।

বাহবা রূপেয়া কোইকো

নেহি ইয়ে মেরে মওয়াল ॥

রূপেয়া সাফ করে জগাল ॥

[গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে অজ্ঞান ও

চালাককে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

যবনিকা পতন ।

এমার্জেন্ট থিয়েটারের অভিনীত

আমোদ-প্রমোদ ।

গীতি-নাট্য ।

গীতি-নাট্যে লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

আমোদলাল	}	...	...	কাশ্মীররাজের ষষ্ঠ পুত্রদ্বয় ।
প্রমোদলাল		...	...	
আদর		...	...	লীলার শিশুভ্রাতা ।

কামদেব, বসন্ত, মলয় । যমদূতগণ ।

স্ত্রীগণ ।

লীলা	...	...	গন্ধর্বকন্যা ।
ললিতা	...	...	আমোদলালের স্ত্রী ।
অপরীণ	...	...	লীলার সহচরী ।

প্রস্তাবনা ।

নন্দন কানন ।

(কামদেব, বসন্ত, মলয়া উপস্থিত ।)

গীত ।

কামদেব ।

কাম নাম মম, ধাম ধরণী পর —

নরনারী হৃদয়-নলিনে

ফুটন্ত যেথা করি, জাগন্ত যেথা অলি,

সেথা ভালবাসাতে হাসাতে আসি,

কাঁদাইতে আসিনে ॥

ফুলে অলি চালে প্রাণ,

ফুটে উঠে ফুলকলি দেয় প্রতিদান,

চায় ফুলবাণ বুকু পায়—

কভু না চাহিলে হানিনে ॥

বসন্ত । আমি বসন্ত ভালবাসি তাই,

আবেগে উল্লাসে আশে আবেশে জাগাই ।

মলয়া । আমি মলয়া বহাই,

কুহরিত পিকমুখে পিরীতি বিলাই ।

সকলে ।—

সদা জীবন্ত অনুরাগে, ঘুমন্ত প্রেম জাগে,

প্রাণে প্রাণে মিলাতে কামনা করি,—

দাগা দিতে জানিনে ॥

প্রথম অঙ্ক ।

দৃশ্য ।—হিমালয় পর্বতের উপত্যকা

প্রদেশ ।

(গন্ধর্বারাজের বিরাম-বাটিকার উদ্যান ।)

(পবাক্ষে লীলা দণ্ডায়মান ।)

(পাখীহস্তে লীলার গীত)

সোণামুখী পাখীটি আমার ।

সুখে দুখে সাথিটি আশার নিরাশার ॥

পাখা ভুটী বিছাইয়ে,

ওড়ে তো উধাত হয়ে,

বোলো তাঁরে আনি যারে জানি আপনার ॥

নীরব সে বীণা বিনা এ বীণার তার ॥

(হস্ত হইতে পাখীর উড়িয়া যাওন)

লীলা । (স্বগতঃ) পাখী আমার যাবে—

তাঁর হাতে গিয়ে বোস্বে—মুখের পানে

চেয়ে নীরবে যেন কত কথাই কবে । তাঁর

পর তিনি বুঝ্বেন, আমার প্রাণে যে তাঁর

দারুণ অভাব হইবে পোড়েছে, তা বুঝ্বে

পেরে তবে দেখা দিতে আস্বেন । অল্প

দিন আস্বে এতো দেয়ী হলে—মন

একটু একটু উচটন হয়—আজ যেন এলো

বাঁচি ! প্রাণের নোনা নাগিয়ে বাঁচি ।

এ আবার কি জাণা হলো ? আমাদের

এ সকল ভালবাসায়—অপরে কেন দাদ

সংস্বেত চায় ? আমার ভালবাসা—আমার

আপন পাবার জন্য আমি যাকে চাই না—

সে কেন চায় ?

(অপ্সরীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

ও সে ভালবাসে যদি তবে বহো না কেন—

মুখ ফুটে যবে না কেন ?

ভাসা ভাসা ভালবাসা ম'য়ো না যেন
আহা মই ! ম'য়ো না যেন ॥

দেখাও দেখ সে প্রাণ, লও কর প্রেম দান,
চেনা দিয়ে চিনে লও চতুরে হেন ॥

চিত-চোর চতুরে হেন ॥

লীলা। ও মই ! কার কথা বলছিস ? কে
চতুর মুখ দুটে বলে না ? আমার তিনি
তো চতুর নয় ! আমার তিনি যে প্রেমি-
কের শিরোমণি, পুরুষের মধ্যে পরেশ-
রতন !

১ম অপরী। আহা ! তিনি কেন মই ?
তিনি কেন মই ? যিনি তোমার এই
নুতন ফাঁদে পা দিয়েছেন। তিনি মন,
কি তাঁর যমজ ভাই তো বটে !

লীলা। তাই বটে মই ! কিন্তু আমার ইনি
এখনও ছাই চাপা আগুণ, আর ওঁর
আগুণ নিবো নিবো প্রায়। না হলে
একেবারে অমন দপ্ কোরে জলে উঠবে
কেন ? ও জালা যে নিবন্ত আগুণের
জালা ! ও নিবন্ত আগুণের কাছে গিয়ে,
আমি কি আমার এ জ্বলন্ত ভালবাসার
দীপটী নিভিয়ে ফেলবো ? মই ! ও কথা
আমি যত না শুনি, ততই ভাল, আমায়
আর কোন পুরুষ ভালবাসে শুনে গা
যেন জালা করে।

২ম অপরী। ও কথা তা নয় মই ! ভাসা-
ভাসা ভালবাসার আঁচ যে আমরা
পেয়েছি। আমাদের হাত দিয়ে ভেগোর
নবীন নাগরের ফুলের তোড়া পাঠানোর
কথা যে আমরা শুনেছি।

লীলা। ও মই ! শুনেছ ? আর বুঝেছ
যদি যে আমি কাউকে বলা না—কওয়া

না—সেই নবীন নাগরের বায়ে দিয়ে
বোসে পোড়েছি ?

৩ম অপরী। তাই তো বুঝেছি ! তোমার
নাগরেতে আর ওঁতে যমজ ভাই তো বটে
—অবিশি তোমার মনটা এখন হুনোকায়
পা দিয়েছে। একবার ভাবছো আমার
প্রমোদলালটী বেশ শিষ্টশাস্ত ভালমানুষ-
টীর মত, মিষ্টি মিষ্টি কথা কর—ভালবাসতে
গেলে গা এলিয়ে মে। আবার ভাবছো—
এ আমোদলালটী তো কম সুকী নয় !
কম ভালবাসতে জানে না ! তবে কি
না বীর পুরুষ ! মিষ্টি কথার ধার ধারে
না, গা এলিয়ে ভালবাসতে জানে না !
তাই বোঝেছ মই ! তোমার হয়েছে
এখন উভয় মগ্গট।

লীলা। আমার ভালবাসা মগ্গটের ধার
দিয়েও যায় না ! আমার প্রাণ আমার—
অপরের নয়। আমি যাকে চাই—সে
আমার—অপরের নয়। আমার আমি,
আর কোন দিকে যায় না—আর কোন
দিকে চায় না। আমি যার, তাঁরও চক্ষু
আর কারও পানে চায় না। উঠতে
বোসতে আমাদের প্রাণে প্রাণে চাওয়া-
চাউই চলে—সে চাউনির সামনে থেকে
আমি আর কার পাশে চাইবো মই ?

১ম অপরী। তুমি কি আর সহজে চাইবে
মই ? তার চাইবার ক্ষমতা থাকে তো
সে তোমায় চাইয়ে নেবে। বল—

চাইতে পারি চাউনি ভারি আড় নয়নে চাই।
ডাগর ডাগর চোকছুটী নে চাইতে আমি তাই ॥

লীলা। ও চাউনিতে মন ভেজে না মই !
আমার পানে চাইতে হ'লে চাউনি শিথিল

হবে । আমি যাকে ভালবেসেছি তাঁকে,
ভালবাসার চাউনি চাইতে শিখিয়েছি—
তবে ছেড়েছি ।

তয়া অপসরী । বটে ! বটে সই ! তা বেস !

(অপসরীগণের গীত ।)

আহা মরি মরি ! বেস তো ভালবেসেছ ।

বেশ বেশ বেশ বেশ কোরেছ,

বাসতে ভাল শিখিয়েছো ॥

ছুটি ছুটির পানে চাও,

মুখভরা হাস বুকভরা প্রেম

নিতুই নূতন পাও ;

বেশ বেশ বেশ বেশ মিশেছো

প্রেম-পিয়াসা মিটিয়েছো ॥

[অপসরীগণের গাইতে গাইতে প্রস্থান ।

লীলা । (স্বগতঃ) আসছেন না কেন ? অল্প

দিন আসতে তো দেরী হয় না ।

পাখী বুঝি যায় নি ? না, পাখীতো আমার

তেমম নয় । পাখীও যে তাঁকে ভালবেসেছে

—পাখীও যে তাঁর কাছে যেতে পারে

বাঁচে । সে গেছে—হাতে বোসেছে—মুখ-

পানে চেয়ে আছে । তিনি হয় তো আসতে

চাচ্ছেন না । না—তাও তো নয় ! পাখী

গেলে তিনি যে সহস্র কণ্ঠ ত্যাগ কোরে

ছুটে আসেন । তবে বুঝি পথে কোথাও

আটক পোড়েছেন । না,—তাও তো

নয়—প্রেমিকের পথ তো কেউ আটকায়

না । সরল প্রেমের যে সাধনা করে—

তর জন্তে পাহাড় বিদীর্ণ হোয়ে পথ দেয়

নদী শুষ্ক হয়ে পথ দেয় । ভালবাসার

অবতারকে—এ ভালবাসার জগতে কেউ

তো আটকায় না ।

(নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে পাখী

হস্তে প্রমোদলালের প্রবেশ)

প্রাণ চিনিতে শিখেছি প্রেম পাঠ ॥

ভালবাসাবাসি নহে নটয়ার নাট ॥

সরল পিরীতি মেলা,

প্রাণ ধরা ধরি খেলা,

ফণে ধরা—বাধাবাধি—খুলিবে না বাট ॥

জীবনে মরণে হুঁ হুঁ চলে এক বাট ॥

লীলা । তুমি এয়েছো ! শীগগির শীগগির

এয়েছো—বেশ কোরেছো । আর একটু-

খানিক না এলে আমি কত রাগ কোন্তেম,

কেন রাগ কোন্তেম জানো ?

প্রমোদ । না, কেন লীলা ? কেন রাগ

কোন্তে ?

লীলা । রাগ কোন্তেম কেন—বোলবো

শুনবে ?

প্রমোদ । হাঁ শুনবো । বল না লীলা !

লীলা । শুনবে ? সর্বনাশ হয়েছে ।

প্রমোদ । সে কি ? সর্বনাশ কি ? তোমার

পিতার তো কোন বিপদ হয় নি ?

লীলা । না, না, সে কথা কেন । সর্বনাশ

হয়েছে কি বোলবো । তোমার সেই

ভাইটি আমার ভালবেসে ফেলেছেন ।

প্রমোদ । কি রকম ?

লীলা । সেই যে ! যিনি মুদ্র থেকে মনে

ফিরে এয়েছেন, তোমাদের বাড়ীতে এক

দিন যার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে

দিয়েছিলে, সেই যে তোমার যমজ ভাই ।

প্রমোদ । তা বুঝিছি । কিন্তু ভালবাসাটা

কিমে বুঝলে ?

লীলা । ও মা ! তা জান না বুঝি ! কাল

যখন আগর্য তোমাদের বাড়ী থেকে আসি, তখন তিনি আমার ভাই আদরের হাতে একটা মস্ত ফুলের তোড়া দিয়ে আমায় দিতে বোলে দিয়েছিলেন। তাতেই তো বুঝতে পার্লেম।

প্রমোদ। ফুলের তোড়া দেওয়ায় ভালবাসা নাও বোঝাতে পারে ?

লীলা। ওমা, শুধু ফুলের তোড়া কি ! সখীদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারা বোলে, একেবারে পাগল, আরও কত কি ! এই দেখ না আমি আদরকে ডাক্চি। আদর !

আদর ! একবার এই দিকে আস না ভাই !
নেপথ্যে আদর ! না, আমি যাব না ! অমন শুকনো কথায় ডাকলে আদর যায় না।

প্রমোদ। আদর ! আদর ! লক্ষ্মী ভাই আমার এসো তো !

লীলা। এস তো ! এস তো দাদামণি !
ফুলের তোড়াটা নিয়ে এসো তো !

(ফুলের তোড়া হস্তে গাইতে গাইতে প্রবেশ)
আদর কোরে আনুলে আদর আপনি দেয় ধরা।
ঘরের আদর পরকে দিতে আদর দেয় ত্বরা ॥

লীলা। আদর ! চিঠিখানা দাওনা ভাই !
আদর। তোমায় তো দোব না দিদিমণি !
চিঠি দেব তোমার বরকে। ও বর ! দিদির
আর এক বরের চিঠি পড়তো, ধরো।

প্রমোদ। চিঠি কি রকম ?

লীলা। তা বুঝি জান না ? ফুলের তোড়ায়
প্রেমের লিপি।

প্রমোদ। সেকি লীলা ! আমোদলালের
যে স্ত্রী বর্তমান।

লীলা। তবে আর বল্চি কি ! তোমাদের
পুরুষ জাতই স্বতন্ত্র। তুমি না বোলে

থাক, পুরুষের প্রেম কৃত্রিম হয় না, পুরুষ
শুধু রূপে ভোলে না, পুরুষ পবিত্র ভাল-
বাসা পায়ে খেতলায় না ! এখন দেখ
শেখ, তোমার ভাইয়ের দৃষ্টান্তে মত
ফিরিয়ে নাও।

প্রমোদ। (চিঠি দেখিয়া) ভাই তো ! স্ত্রী
সঙ্গে এ পরকীয়া প্রেমলালসা কেন ?

লীলা। শুধু লালসা হলেও তো বাঁচতেন।
বীরপুরুষ যে আমায় না পেলে, প্রাণ-
বলি দিতেও প্রস্তুত। লেখার ভঙ্গী বুঝতে
পেরেছো তো।

প্রমোদ। বুঝতে পেরেছি ! বুঝতে পেরেছি
যে, তারা আমার রূপজ মোহে মুগ্ধ হয়ে-
ছেন, এ প্রেমের ভিতর প্রাণের গন্ধ মাত্র
নাই।

লীলা। তা তো বটে ; এখন তাঁকে ফেরা-
বার কি ?

প্রমোদ। যে কোন উপায়ে হোক, ফেরাতে
হবে। ভায়ার গায়ে আঁচও লাগিবে না
তুমিও আমার হাত ছাড়া হবে না, বোয়ের
চক্ষেও জল ফেলতে দেব না।

লীলা। মুখে যত সহজে বোলে, কাজে কি
তত সহজে হবে ?

প্রমোদ। তুমি আমি এক থাকলে এমন কি
কাজ আছে, যা সহজে না সম্পাদিত হবে।
তোমার প্রাণে আমার প্রাণে তো আর
চোক ঠারঠারি নাই।

লীলা। তা কই ?

লীলার গীত।

প্রাণে ভালবাসাবাসি বাসনা আমায়।
অবশ্যে যিহা রূপ মোহাঙ্গে তোমার ॥

ভাব যা—ভাবনা মোর,
দৌছে দৌছা ভাবে ভোর,
মিলে মিশে মিটে যায় আশা লালসার ॥
আদর । যে যার আপনার আদর নিয়েই
ব্যস্ত, আদরকে আর কেউ আদর করে
না । আদর আর থাকবে কেন ? আদর
তবে পালিয়ে যাক ।

আদরের গীত ।

না পেলো আদর, আদর থাকবে কার তরে ।
যার আদরে আদর, আদর চলো তার ঘরে ।
[গাইতে গাইতে প্রস্থান ।
লীলা । এই যে সখীরা সব আগুচে ! ও সই !

ভালবাসার চাউনি শিখবিতো আর,—
ভালবাস্তে দেখবিতো আর ।

(অপসারণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

ভাল ভেবে বড় ভালবেসেছে সখি ।

ভাল বধু ভাল তুমি বাসতো দেখি ॥

মানে মানে ত্যজ মান,

প্রাণে কর প্রাণদান,

ভাবিনীর ভাবে প্রেম ভাব নিরখি ।

ভাল ভাল ভাল বঁধু বাসতো দেখি ॥ ।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

দৃশ্য—কাশ্মীর ।—আমোদলালের
প্রাসাদের ছাদের উপরিভাগ ।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা । (স্বগতঃ) সোণার স্বামী আমার ।
এত দিন প্রাণ ধোরে পূজা কোরেছিলাম

বোলে কি, আজ এই ফল দিলেন ? এমন
শেল বুকে মাল্লেন যে, যায় ব্যথা ইহজন্মে
ভুলতে পারব না । স্বামীর চক্ষুশূল, স্বামীর
তাচ্ছল্যের পাত্রী হয়ে কেমন করে
মর্শে মর্শে পুড়ে মোরুতে হয়, তাতো আমি
জানি না প্রভু ! তাতো আমি শিখিনি ।
হায় ! হায় ! কে আমায় জানাবে ? কে
আমায় শোধাবে ?

(প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে লীলার প্রবেশ)

ললিতা । লীলা ! তুমি গর্ভাকরকণ্ঠা, আমি
অভাগী মানবী ! আমায় চিরদিনের জন্ত
কিনে রাখ, আমার স্বামী ভিক্ষা দাও ।
দেখ, গর্ভে আমার স্বামীর সন্তান, তা না
হ'লে, এ কথা শুনে কি আর বোন এক
দণ্ডও বেঁচে থাকবার সাধ রাখতেম ?
যখনি আমায় তুমি এসে, আমার এ গর্ভ-
নাশের কথা দয়া কোরে শোনালে, সতী
আমি বোন ! তখনি আমি এ সংসার
থেকে চোলে যেতেম । গর্ভে জীব, এখন
আমায় আত্মহত্যা কোর্তে দিও না । বোন !
তোমার হাতে ধরি, আমায় স্বামী ভিক্ষা
দাও ।

(ললিতার গীত ।)

আহা আমার যে বোন সকলি দুঃখ ।

যত সাধ মনে আজ মনেতে গিলায় ॥

আপনায় দিয়ে পবে,

পরেরে আপনা কোরে,

মগ্ন প্রেম স্বপ্ন স্থখে ছিন্ন এ ধরায় ।

ভাঙ্গিল স্বপ্ন সব ঘুয়ে মুছে যায় ॥

লীলা । সতী তুমি বোন ! পতিব্রতা তুমি ।
বীরাঙ্গনা তুমি—তোমার তেজে তাঁকে
অভিভূত হতেই হবে । তোমার অগাধ

বিশ্বাস আবার তুমি ফিরে পাবে—বিশ্বাস
হারি হয়ো না । আমি যা বোলেছি তা
ক'রো ! তোমার স্বামী তোমারই হবে,
তোমার স্বামী তোমারই হবে । ভয় কি ?

[লীলার গান করিতে করিতে শূণ্ডে উত্থান ।

প্রেম রণে প্রাণ হারিয়ে হারাবে ।

প্রাণ বঁধুয়ারে ফের পায়ে ধরাবে ॥

ম'রে বাঁচার সাধ হবে,

সাধে বিষাদ না রবে,

সুখা পিয়ো পিয়ো প্রাণ ভোরে পিয়ো,

ফিরে নাগর চাঁদ পাবে ॥

(লীলার শূণ্ডে অদর্শন হওন ।)

ললিতা । (স্বগতঃ) ফিরে পাবার তপস্বী
কি করেছে ? ফিরে পাব কি ? প্রাণ
ভেঙে গেলে তা জোড়বার ওধুধ কে
জানে ? ভগবান্ ! কেউ জানে যদি আমায়
জানিয়ে দিন, আমি তাঁর চরণে ধোরে
মুখে কুটো কোরে ভিক্ষা কোরে নেব ।
আমার সর্বস্বধনের যে মন ভেঙেছে
এতু । সে মন আমায় ফিরে আনতে
দাও ! আমার সোণার স্বামীকে আমার
ফিরে পেতে দাও !

(ললিতার গীত)

দীননাথ ! আর দিন কি পাব না ?

সাধনা কামনা,

সকলই কি এতু ফুরায় যাবে ?

খেলা খেলা ফেলে,

কৈদে যাব চোলে,

করুণা নয়নে ফিরে না চাবে ?

দয়া যদি দাতা না কর দীনায়,

অনাথায় যদি নাহি রাখ পায়,

দয়া ধর্ম দান তা হলে ধরায়,

কে শিখাবে শিখিতে চাবে ।

"দীননাথ নামে কলঙ্ক রটিবে,

সান্ত্বনা না দিলে বেদনা পাবে ॥

(অতুল পার্শ্ব হইতে আমোদলালের প্রবেশ)

আমোদ । আঃ ! কাঁদ কেন ? কি চাও স্পষ্ট
করে বল ?

ললিতা । কাঁদি কেন ? এতু কাঁদি কেন,
তা কি জান না ?

আমোদ । কি করে জানি, কখন তো
কাঁদতে দেখিনি ?

ললিতা । আর কখন তো কাঁদিমি । মাথার
মণি আমার ! তুমি তো আমার কখন
কাঁদবার অবসর দাওনি ? চিরদিন ঐ
বিশাল বুক রক্ষা করে আজ আমার
টেনে ছিড়ে ফেলে দিচ্ছ, তাহিত এ কান্নার
চেউয়ে আমার নুক ভেসে যাচ্ছে ।

আমোদ । আমি ফেলে দিইনি । তোমার
উপর ভালবাসা ফুরিয়ে গেছে, কি
ক'রবো ? প্রাণকে চোকঠেয়ে রেখ—
লুকিয়ে লুকিয়ে পরদারপাপে মগ্ন হব—
আর এ দিকে তোমার পাছু পাছু সোহাগ
কোরে বেড়াব, সে ধারার নীচ প্রাণ
আমার নয় ললিতা ! আমি স্পষ্ট কথা
কই, স্পষ্ট কাজ করি, স্পষ্ট প্রাণ নিয়ে
ধর করি । এখন আমার স্পষ্ট কথা এই,
তোমার কাছে প্রাণটা ছিল, লীলা
সেটা নিয়ে ফেলেছে, তার মতও পেয়েছি,
আমার স্পষ্ট প্রেম প্রার্থনায় সে
প্রেমিকা স্পষ্ট উত্তর দিয়েছে, আমি স্পষ্ট
ভাবে ভালবেসেছি, বুঝতে পেরে সে
আমায় স্পষ্টভাবে ভালবাসতে চেয়েছে ।

তাই বলছি, তুমি কৈদো না—আন্তে আন্তে
আমার আশাটা ত্যাগ করে ফেল। আমি
তোমাকে ভুলে গেছি—ঠিক ভুলে গেছি,
সত্য বলছি, তোমার এক বিন্দুও আমাতে
নাই।

(ললিতার মুচ্ছা)

মুচ্ছা গেল—গেলে কি করবো ? সমুখে
একটা অপর জীলোক মুচ্ছিত হলেও যা
কোত্তম, তাই—করি।

(শুশ্রূষাকরণ)

ললিতা । (মুচ্ছাভঙ্গে) নিষ্ঠুর ! পাষণ !
আজ আমি অবলা ব'লে—আমার হৃদয়ে
—এত বেদনা দিতে সাহস পেলে ! এক
দিনের একবার চাউনিতে প্রাণ দিয়ে-
ছিলেম—একটি—মুখের কথায় হাতে স্বর্গ
এনে দিয়েছিলে, আজ সে কথা
কোথায় ? সেই একটি কথার ভিখারি-
ণীকে আজ তুমি এক কথায় বিসর্জন
দিলে ?—দাও । নির্দয় ! বিসর্জন দাও,
প্রাণ থেকে জন্মের মত এ অভাগিনীকে
মুছে ফেলে দাও ।

আমোদ । তাইতো দিয়েছি । তবে আর
বোলচি কি ? এ প্রাণে তোমার তো
আর ঠাই নাই ললিতা ! আমি জানি,
তুমি মহা অভিমানিনী, এ অভিমানে তুমি
কিছুতেই প্রাণ রাখবে না । কেমন—
রাখবে কি ?

ললিতা । কি বল, প্রভু ! ও কি বল ?
তোমার তাক্কল্য সহিবো আর হাসিমুখে
এ প্রাণের ভরা বোয়ে নিয়ে বেড়াবো ?
এ ভরা ডুবুতে তো হিঁচুর মেয়ে কখন
ডুগায় না ।

আমোদ । তবে মরবার পণ তুমি করেছে ?
লীলাও বলেছে,—“ললিতা এ শুনে
প্রাণ রাখবে না । তার যা হয় একটা
হয়ে গেলে তোমায় বরমাল্য দেব।”
আমার স্পষ্ট কথা । তা মরণই যদি ঠিক
করে থাক, আমায় ভেঙ্গে বল কি
উপায়ে আত্মহতিনী হবে ? বিষে না
ছুরিকায় ? তা হলে বল, বিষও
আছে, ছুরিকাও আছে । এই দেখ বিষ ।
(বিষের পাত্র প্রদর্শন) এই দেখ ছুরিকা,
(ছুরিকা প্রদর্শন) যেটা ইচ্ছা, সেইটে
নিতে পার ।

ললিতা । রাক্ষস ! পিশাচ ! সোরে যাও !
তুমি অধর্মী, কামের কৃতদাস ! পিশাচিনী
তোমার যোগ্য সহচরী ! তুমি সোরে
যাও ! আমায় আর ছুঁতে এসো না ।
তোমার স্পর্শে পাষণ হয়ে যাবো ।
তোমার স্পর্শে পবন কলুষিত হয়ে
বইছে, কলুষের তাপে আমি জ্বালা
মলেম—জ্বালা মলেম ।

আমোদ । তা তো জানি । এ সব যন্ত্রণার
হাহাকার শুনতে হবে বুঝে গুণেইতো এ
যুদ্ধে হাত দিয়েছি । যুদ্ধ জয়ের জন্য আমি
সকলই কোত্তে পারি, সকলই সহিতে
পারি ; সকলই করবো—সকলই মইবো ।
তুমি অন্তরায় হয় সোরে যাবে, নয়
সোরে যাওয়াবো ।

ললিতা । পায়ণ ! নরাধম ! গর্ভে যে
তোমার সন্তান রয়েছে ।

আমোদ । যোদ্ধার প্রাণ পাষণ, সে
পাষণে অত মায়াদয়া টেনে আনতে
হলে যুদ্ধবিগ্রহ ছেড়ে দিয়ে,

যার ভেঙ্গে ফেলে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে অন্তঃ-
পুরে গিয়ে বোসে থাকতে হয়।

ললিতা। ভাল পাষণ।—ভাল, তবে দাও।

দাও, তোমার বিষ দাও। অঘা তুমি—
ভালবাসার পবিত্রতা চরণে দলিত করে
চরণের চিরদাগীকে বিষপাত্র দাও।

আমোদ। এই নাও।

ললিতা। দাও! কেঁপো না! কাঁপ কেন
পাষণ?

আমোদ। কাঁপছি কি? বুঝি কাঁপছি?
না;—কাঁপিনি! আর কাঁপবো না। এ
লীলার দত্ত বিষপাত্র ধর! (বিষপাত্র
প্রদান)

(বিষপানান্তে ললিতার গীত)

আহা নিরদয় দয়িত তুমি চিরতরে বিদায় দিলে।
মথিয়ে গমতা-মায়া রূপমোহে মোহিত হলে ॥

গর্ভে সুসন্তান স্থান নাহি পায়,
মাতৃকার। সহ মাতা তার যায়,
জলিতে না জলিতে দীপ
অবহেলে নিভায়ে দিলে।
খেলিতে না খেলিতে খেলা
জীবলীলা হরিয়ে নিলে ॥

(অবসর হইয়া চলিয়া গমন)

আমোদ। মৃত্যু হয়েছে! এ দৃশ্য আর
দেখি কেন? ও পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশে
যাক! (নেপথ্যাভিমুখে) ব্রাহ্মণগণ!
যে রূপ বলা আছে, যথাবিধি সৎকার
করগে।

[ললিতাকে লইয়া ব্রাহ্মণের প্রধান।

আমোদ। (স্বগতঃ) বাধা সহজে গেল,
আর তো কোন বাধা নাই! এ বাধা

শেষ হবার পরেই তো লীলার আশ্বাস
কথা আছে। সে রূপেশ্বরী, গন্ধার্কুণারী,
সে তো মিথ্যাবাদিনী নয়। তার এক
একটি কথায় অগাধ ভালবাসার পরিচয়
পেয়েছি। সে দেবকন্ঠা! না জানি দেব-
কন্ঠা কত ভালবাসতে পারে। এখনো
আমুছে না কেন? আর যে বাঁচি'না।
এক মুহূর্তও সহিছে না! প্রাণে বড়
অভাব। উঃ! প্রাণে বড় অভাব!
একলা প্রাণে আর এক মুহূর্তও যে থাকতে
পারি না। এতো ভালবাসতে জানে,
এতো ভালবাসে, তবে লীলা আমে না
কেন? এ সময়ে একবার আসে না
কেন?

(লীলার শূন্য হইতে ক্রমে অবতরণ)

লীলা। কি গো বীরপুরুষ! ঐ করে এক
নারী হত্যা করে আবার এক নারীর
করধারণে মাধ হায়েছে না কি?
ছি ছি ছি! সরলা পতিব্রতা রমণীবধে
তোমার যে সুখ—নিজের প্রাণ বলি
দিয়ে তোমার মত কাপুরুষের হাতে জীবন
সমর্পণ কোরে আমি তো সে সুখ চাহি
না! নরপিশাচ! দিক তোমায়। ব্রাহ্ম-
সেও যা পারে না, তা তুমি অনায়াসে
করলে? স্বচ্ছন্দে নারীহত্যা পাতকে
পাতকী হোলে? আবার সেই কলুষিত
প্রাণে আমার পেতে সাহস কটো?

আমোদ। লীলা! ও কি কথা বল?
পাগলকে আবার পাগল কর কেন?
তোমার কথাতে আমি এতদূর এগিয়েছি,
স্বর্গের কাছে নিয়ে এসে কি আমার
ফিরিয়ে দিতে চাও লীলা? আমি যে

কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, তুমি এ ভাবে
কথা কোচ্চ কেন ?

লীলা । মূর্খ তুমি ! যে তোমায়—সর্বস্ব
অর্পণ কোরে,—শুধু তোমার মুখপানে
চেয়ে জীবন ধারণ করেছিলো, যার
ভালবাসার জ্যোতিতে তোমার জীবন
দিন দিন উজ্জ্বল হ'চ্ছিলো, তুমি যখন
সে হেন রাজলক্ষ্মীকে চরণে দলন
করলে, তখন কোন্ রমণী আর তোমার
কাছে অগ্রসর হতে পারে ? কে তোমাকে
দেখে হিংস্র জন্তু বোধে দূরে পলায়ন না
করে থাকতে পারে ? তুমি নরাধম !
অত্যাচারিত পাপের ফলভোগ কর । আমি
তোমার মত নারকী নরের ভোগ্য হবার
জন্ত জন্মাইনি । আমার আশা তুমি ত্যাগ
কর, আমায় তুমি ইহজন্মে পাবার ভাগ্য
কর নি ।

আমোদ । তাই কি ? তাই কি ? লীলা
তাই কি ? লীলা ! এ কি সেই তুমি ?
এই যে তুমি ভালবাসার ছলা করে
ভুলিয়ে গেলে । এ কি সেই তুমি ?

লীলা । হ্যাঁ—সেই আমি । ললিতার পায়ও
পতি তুমি, তোমার ঐ পাশব বক্ষে সেই
দেবীপ্রতিমার স্থান হতে পারে না
ভেবে, রমণী আমি—সেই অনাথিনী রম-
ণীকে তোমার গ্রাস হ'তে রক্ষা করেছি ।
সে স্বর্গে গেছে, তুমি নরাধম নরকে
যাবে ।

আমোদ । উঃ ! কি ভয় ! পাষাণি !
তুই যে আমার চক্ষের যবনিকা ফেলে
দিলি । রূপগর্ভিণি ! তোর সে স্থল-
লিত নারী কোথা গেল ? এ কর্কশ

মূর্তি তুই কোথা পেলি ? পাণীয়মি !
বল কেন রূপেব মোহে ভুলালি ?
সুখের সে প্রেমস্বপ্ন কেন ভাঙলি ? কেন
আমার সর্বস্বদন ললিতাকে ভুলিয়ে
দিলি ? নারীহত্যা-পাপে কেন আমায়
পাণী করি ? কেন আমার এ বিশাল
বক্ষ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলি ?

লীলা । কেন কল্লেম ? জগৎ-সমক্ষে তোমার
মত পিশাচকে প্রকাশ করে দিতে
কোল্লেম । অগাধ—প্রেমশালিনী শত
মহত্ব কুলকামিনীকে সাবধান করে দিতে
কোল্লেম ! ঐ কলঙ্কিত কালামুখ নিয়ে
জগৎ-সমক্ষে কুষ্ঠরোগীর ছায় তোমার
অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করাতে কোল্লেম ।

আমোদ । কার সাধ্য ? সবে না ! যাতনা
সবে না ! ললিতার প্রেম গেছে—প্রাণ
গেছে ! আমারও প্রেম গেল, প্রাণ কেন
যাবে না ? ওরে পিশাচিনি ! তুই দেবী
নোঙ্গ, সোরে যা । উঃ ছঃ ! জীবনে
ভুল বুঝিনি—রণে নয়—রাজ্যে নয়—
পিতার মন্ত্রণাহে নয়—কোথাও কখন
ভুল বুঝিনি । কিন্তু রে পাষাণি ! তুই
আমায় কি দারুণ ভুলই বুঝিয়েছিলি !
আমার শান্তি গেল, সুখ গেল, সর্বস্ব
গেল, প্রাণ কেন যাবে না ? প্রাণ যাবে !
দেরে দে বিষ দে, ঐ বিষে প্রাণ
যাবে । ললিতা আমার যে বিষে প্রাণ
দিলে—আমারও সেই বিষে প্রাণ যাবে ।
তুই বিষময়ী ! বিকটার বৈশে—বিষাক্ত
হস্তে ঐ বিষ আমায় দে ।

লীলা । বিষ থাকবে ?—ঐ খাও । আমি হাতে
করে বিষ দেব না ।

আমোদ । প্রাণে তো বিষ ঢেলে দিতে
পাশ্বি ? ভাল, চাই না, নিজেই খাই ।
(বিষপান)

লীলা । ঐ দেখ । ঐ তোমাব ললি-
তার মৃতদেহ চিতার বক্ষে জন্মেছে ।
নিজেব বক্ষে চিতা সাজাও ! প্রাণ তোমার
পুড়ে ছারখার হয়ে যাক । ও প্রাণহীন
দেহ নিয়ে জগতের কোন উপকাৰ হবে না ।

আমোদ । ও হো হো । সুবর্ণনলিনী আমাব
পুড়ে যায় । ওরে একা পুড়ে দেব
না । আমিও ত বিষ খেয়েছি । প্রিয-
তমে । এ হতভাগ্যকে এই জলন্ত চিতায়
তোমাব পার্শ্বে যেতে দাও । অস্থিৰমতি
কামাক্ষ পশুবৎ কার্য্য কৰে ভাল ফল
পেলেম । ভগবান্ । পাপের উপযুক্ত
ফলই পেলেম । অনুতাপের তো অবসৰ
নাই প্রভু । আমাব সুবর্ণনলিনী যে
পুড়ে যায় । একত্রে এক চিতায় পুড়বো
বলে পণ ক'বেছি, সে পণ আমায় বক্ষা
বস্তুে দাও ।

[কাঁপিতোকাঁপিতে গ্রন্থান ।

(অতীত হইতে আমোদমালের প্রবেশ)

আমোদ । তাইতো । গিয়ে কাঁপিয়ে যদি
ও আশ্রণের কুণ্ডে পড়েন ?

লীলা । না, তা পড়বেন না । অতদূরে যেতে
হবে না । মিঁড়ি দিয়া নামুতে না নামুতে
শুয়ে পড়বেন । সেখানে আমাব দুজন
গন্ধৰ্ব্ব আছে, তুলে নিয়ে যাবে এখন ।

আমোদ । তাই তো, রাত শেষ হয়, নাটক
শেষ হ'বে যে নাচি ।

লীলা । বোলেছিলাম তো । ভাব না হ'লে
দেখবেন না ।

আমোদ । ভাল, তাই যেন হলো । 'এখন
বাত্জাগান। মাঝ হয় ।

লীলা । তা আর হতে হয় না । যা যা
বলেছিলাম, তা তা ঠিক ঘটেছে তো ?
এক ঘটায় যাব মন টপে, এক বাতে
তাব টলা মন ফিবেও যায় । তোমাদের
পুণ্যজাতের ধারা স্বতন্ত্র, তা আব
বোঝা নাকো ?

আমোদ । ভাল, বোঝা যাবে । আগে
শেষ পর্য্যন্ত বুঝি তো ।

(আমোদলাল ও লীলার গীত)

আমোদ । নারী কি বুঝাতে নারে বুঝাতে নারি ।

লীলা । নবে যা বুঝাতে পারে বুঝাতে পারি ॥

আমোদ । বুঝি না বুঝিতে পারি,

বুঝি মায়াময়ী নারী,

মহানাটকের মহা নাটিকা নারী,

মহা আঁধারের মহা দীপক নারী,

মহাসাগরের এ বতাবকা নারী,

মহাপ্রবাসের চিবময়ী নারী,

নরজদি-বেদন-নিবাবিণী নারী ।

উজ্জ্বল মধুরা ধবধারিণী নারী ॥

লীলা । নরে না বুঝিতে নারী,

নরে না বুঝিতে পারি,

নারী নয়নের নর আ ধাবহারী,

নারী বেদনার নব নয়ন-বাবি

নারী জীবনের নব জীবনধারী,

নারী নাটকের নর নটবিহারী,

নারীপ্রতিমাব নবগঠনকারী,

নারীমাধন্যাব—নর নরেন্দ্রি নারী ॥

পটক্ষেপণ ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

—*—

[দৃশ্য ।]

সতীস্বর্গেব তোরণ ।

আমোদলাল নিদ্রিত, যমদূতগণ উপস্থিত ।

(যমদূতগণের গীত ।)

ধবাব মরণ প্রাণেব স্বপন,

ঘুম ভেঙ্গে যায় ধবাব পাব ।

জীব জাগো জীব জাগো

বোলে ডাকছে কালে অনিবার ॥

কর্মফলে জন্ম ভবে হয়,

কর্ম জীব জন্ম পুন লয়,

কর্মশূণ্যে জন্ম-জয়ী জীবমুক্তে সবাব মার ॥

(গীতের মধ্যে আমোদলালের চৈতন্য) ।

আমোদ । (স্বগতঃ) এ কি ? এ অদ্ভুত

মহান্ গান কে গায় ? গভীর গানের

বোল যেন বাতাসে ভাসছে । আমি এ

কোথায় ? মরণ কি হয় নি ?—না, মরণেব

পর এখানে আসে ? হাসে,—কে হাসে ?

(নেপথ্যে বিকট হাস)

না বিদ্রূপ কবে ? এ কোথা আমি ?

যমবক্ষী । (বিকট হাসেব সহিত অগ্রসব হইয়া)

এই হেথাষ তুমি, আমবা তোমাষ এনেছি ।

আমোদ । কে তোমবা ? কেন, আমায়

এনেছ ? এ কোথায় ?

যমবক্ষী । কে আমরা ? দেখে বুঝতে পাচ্ছ

না ? আমরা যমদূত । কেন তোমাষ

এনেছি ? তুমি বিষ খেয়ে স্ত্রীব চিতাষ পড়ে

পুড়ে মবেছ মনে নেই ? এ কোথা বুঝতে

পাচ্ছ না ? মানুষ মরবাব পর

যেখানে আসে, হয় স্বর্গে নথ নরকে । তুমি

এখনও জ্বলয় মাঝামাঝি জগৎগাষ আছ ।

আমোদ । মরে গেলে দেহ থাকে না,

আমাব এ দেহ রয়েছে কেন ?

যমবক্ষী । দেহ ? এই যে আমাদেরও দেহ

রয়েছে । এখানে যে আমবা যে দেহ ইচ্ছা

সেই দেহ ধ'ত্তে পারি—ধবাতে পারি ।

তোমাষ দেহ ধবিষে এই সতীস্বর্গে আন-

বাব ছকুম ছিল—তাই তোমাষ এনেছি ।

এখানকার কার্য্য সাজ হলে, তোমার

ঐ জড দেহ থেকে সূক্ষ্ম দেহটা টেনে

বার কোবে নিয়ে—পতীহা পাপীর জন্ত

যে নরক আছে, সেইখানে নিয়ে যাব । সে

নরক কেমন জান । এইমাত্র যে পৃথিবী

ছেড়ে এবে—সেই পৃথিবীর সবগুলো

সমুদ্র এক কোন্নে যত বড় হয়, তার চেয়ে

শতগুণে বড় একটা অভলম্পর্শ প্রকাণ্ড

গহবর আছে, তাতে জল নেই—আগ্নেয়

পর্বতের অগ্নিগর্ভের ছায় শুধু গলিত

ধাতুস্রাব—যেন বিদ্যুৎ গলিষে ঢেলে

দিয়েছে । বড় বড় বিরাট মেঘের মতন

ধোঁয়াব বাশি ঘূর্ণী বায়ুতে ঘুরতে ঘুরতে

উঠে—আর শত সহস্র ভূমিকম্পের মতন

চাৰিদিব্ধ অনববত কাঁপছে । আমবা

সেই মহাসাগরের ধারে নিয়ে গিয়ে

পাপী দাঁড় করাই—আর ভিতর থেকে

এক একটা বিদ্যুতের হলকা উঠে এসে

এক এক পাপীকে গ্রাস করে নিয়ে যায় ।

পাপী ডুবে যায়—আবার উদ্ধার তরঙ্গের

মুখে ফুটে উঠে—উপর থেকে অম্নি

আমাদের ডাঙশের দা পড়ে । পাপী

আবার ডোবে—আবার ছিটকে উঠে—

আবার মারি ডাঙ—পাপী আবার ডোবে

—আবার উঠে ।

আমোদ । উঃ । আব না—আব শুন্তে
পাবি না । কি বিকট । কি বিকট ।

যমরক্ষী । বিকট কার্য কবেছ জগতেব
বাইবে যে একজনের কাছে—বিকট
কার্যের বিকট বিচার আছে—বিকট
পাপের বিকট ফল আছে, এ কথা মান
ভাব নি কেন ? পশুত্ব করেছ—এ নবক-
যন্ত্রণার পর আবাব পশুবোনিতে জন্মতে
হবে, তা জানো ? পশুত্বের প্রলোভনে
পোড়ে তুমি আপন পব কবেছ—পব-
নাবীব প্রেমে মজে নিজেব নাবাহত্যা
কবেছ । জীবিত্য পাতকীর কোটি বর্ষ
নরকবাস—পরে পশুবোনিতে জন্ম—
এ কথাটি যেন মনে থাকে ।

(যমরক্ষীগণের গীত ।)

ছি ছি ছি নরক জন্ম নবের কৰ্ম

নবের ধর্ম বোঝা ভার ।

নরক প্রাণ-পুরুষে কায়ায় পুষে

কচ্ছে মদা হাহাকাব ॥

কাবর হাসি কান্না, কান্না হাসি,

কেউ ভোষে কেউ রোয়ের রাশি,

স্বর্গ নরক পুণ্য পাপে

কেউ বোঝে না নাই বোঝাবাব ॥

(গীতান্তে বিকট হাস্য ।)

আমোদ । নরকযাত্রাব দোসব তুমি যমদুত
বল—এ কি ? এ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ শেনা কোথা
হতে আসে ? পৃথিবীর দেহ তো পৃথি-
বীতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে । তবে এ
শেলবৃক্ষে বাজে কেন ? নরকের অগ্নিতে
যদি এ কলুষিত আত্মার পাপপ্রক্ষালন
কার্যের সমাধা হয়, নরকেব নারকীর
দুত । তবে তাই হোক । পশীহা পাগী ?

মতাব পর নবকে আমাব স্থান, তবে আমি
এখানে কেন ?

যমরক্ষী । এখানে কেন ? এখানে অমু-
তাপেব জন্ম । অমৃতাপেব জন্ম এই সতী-
স্বর্গেব দ্বাবে এনেছি । পবিত্রতা সতী-
প্রতিমা দগ্ধিতা । সতীর অনুরোধে কাল
কর্তৃক প্রেবিত হয়ে তোমায় এখানে
এনেছি । প্রাণেব প্রাণ দিয়ে সাধনা কর ।
অমৃতাপেব অশ্রুজলো ও পাপবক্ষ পাবিত
কবে ফেল—কাতবকর্ষ তোমাব সেই
জীবনমবণমঙ্গিনীকে আরাধনা কর ।
একবার সে পবিত্রমূর্তি দেখতে পাবে ।
একবার—বিদ্বানতার মত তিনি তোমায়
দেখা দিবেন । একবার তোমাকে তোমাব
জীবনব জীবন্ত ভুল দেখিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত
হবেন—তাবপব তুমি পাগী, নবকে যাবে ।
সেই নরকে যাবাব সময় স্বর্গীয়—গিৎহা-
মনাকটা সতীত্বেব পবিত্রপ্রতিমা একবার
এক মুহূর্তেব জন্তে যদি দেখে যেতে পাব,
তা হলেও তোমাব কথকিং মঙ্গল
হতে পাবে ।

আমোদ । কোথা ? কোথা ? পাব কি ?
একবার আর তাকে দেখতে পাব কি ?
ওহো, হো । পাব কি ? বড় অপরাধী যে
আমি । বড় মহাপাতকী যে আমি । বড়
দাগা দিয়েছি যে আমি । ওহো । পাব কি ?
বড় দাগা দিয়ে—বড় দাগা নিয়ে প্রাণ
দিয়েছি—প্রাণ দিয়ে তাকে পাব কি ?

যমরক্ষী ।—পাবে—পাবে, প্রাণ ঢেলে
পূজা কর, একবার দেখা পাবে—একবার
দেখা পাবে বোনোই তো তোমাকে এখানে
এনেছি ।

আমোদ । তবে ডাকি ! প্রাণভোবে ডাকি ।

ভাই যমদূত ! জগতেব । জীবন গেছে—

সংসারের মোহেব আঁধার ঘুচেছে,

এখন একবার ভক্তিব সাহসে ভব কোবে

এই পবিত্র আলোকে আঁধার পবিত্র।

পতিরতাকে প্রাণভোবে ডাকি ।

(আমোদমালের মতজাহ্নু হইয়া উপবেশন)

পতিত এ পাতকী ডাকে ।

পতিবতা পূর্ণাবতী সতী পতি বিপাকে ॥

পাপে তপ্ত চিত্ত কার্য

অনুতাপে না জুড়ায়,

পরিণত প্রাণবাম ভোষ আসি আশাকে ।

প্রাণ নিছি প্রাণ দিছি আমা ভেবে তোমাকে ।

(প্রিয়ে) পতিত এ পাতকী ডাকে ॥

(অলক্ষিতভাবে অঙ্গবীগণের গীত)

ছি ছি কি লাজেব কথা লাজেব মাথা খেয়েছে ।।

পায়ে দোলে কাল সোণাব কমল

আজ পেতে মাধ কোত্তেছে ॥

আমোদ । কোথায় ললিতা ? এ তীত্র

ব্যঙ্গস্বরে কারা আমার এ শেষ আশায়

নৈরাশ করাব কল্পনা কচ্ছে ?

যমবক্ষী । জান না ? ওরা দেবকত্তা, সতী

বাক্তী ললিতা দেবীর সহচরী ।

আমোদ । সহচরী যদি, তবে আমায় দেখা

দেন না কেন ? আমি ওঁদের চরণ ধবে

এক মুহূর্তেব তরে আমার সতী প্রতি-

মার দর্শনভিক্ষা করে নেব ।

(অঙ্গবীগণের গাঠিতে গাইতে প্রকাশিত হওন)

অঙ্গবীগণ । নিলাজ বঁধু হে

যদি চাইতে পাব চেয়ে

দেখ সতী এলো ওই ।

• ও চোখে চাহনি নাই

প্রাণেব চাহনি চাই

চোখের দেখায় আশ মেটে না

প্রাণেব দেখা বই ।

নিলাজ বঁধু হে

যদি চাইতে পার চেয়ে দেখ সতী এলো ওই ॥

(জ্যোতির্ময় সিংহাসনোপরি

জ্যোতির্ময়ী মণিতার আবির্ভাব)

আমোদ । ঐ যে । ঐ যে আমার

ললিতা ! ললিতা । আঁগাঘ ক্ষমা কব ।

ললিতা । তোমার এই পাতকী স্বামীকে

মুক্ত কবে দাও ।

(জ্যোতির্ময়ী মূর্তির অদৃশ্য হওন ।)

কৈ । কোথা গেল । সে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী

কোথা লুকালো ? ওহা ! একবার প্রাণ-

ভোবে দেখতে পেলেন না যে ।

যমবক্ষী । আর দেখতে পাবে না । চল,

তোমাব ও শূন্যেব কামা শূন্যে মিশিয়ে

দিয়ে স্মৃতিদেহ নিয়ে চলে যাই ।

আমোদ । আব একবার দেখবো । সে

জ্যোতির্ময়ীকে আর একবার দেখবো ।

একবার অল্পতাপ অশ্রুজল দিয়ে সে সতী

স্ত্রী ছুটি চরণ ধুইয়ে দেব । দেবকত্তাগণ ।

পামে ধবি, আব একবার আমায়

দেখাও ।

১ম অঙ্গবী । তিনি বদোচ্ছেন, মব্বাব পূর্ক

তিনি ছুটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সে

প্রতিজ্ঞা তাঁব যদি রক্ষা হয়, তা হলে

তিনি দেখা দিতে পারেন ।

আমো । কি প্রতিজ্ঞা ? কৈ তিনি ? কৈ

তিনি বলছেন ? একবার আমায় দেখাও

কৈ তিনি ?

১ম অঙ্গবী । এই যে তিনি । এই যে

তিনি আমাদেব পাশে রয়েছেন। আমরা
সকলে দেখতে পারছি। প্রতিজ্ঞা বক্ষা
হলে আপনিও দেখা পাবেন।

আমোদ। কি প্রতিজ্ঞা? এখনি বক্ষা হবে।
বলুন জগতে যত বকসেব প্রতিজ্ঞা আছে,
যদি সব প্রতিজ্ঞা বক্ষা কর্তে হয়, তাঁর
একবার দর্শনেব ভিত্তারী, তা এখনি
কোর্তে প্রস্তুত আছি।

১ম অপরী। (বক্ষিদিগেব প্রতি) তোমরা
একবার সোবে যাও তো।

[যমদূতগণের প্রস্থান।]

১ম অপরী। ইনি বোলছেন, প্রতিজ্ঞা বক্ষা
হলে আপনি একবার দর্শন কেন, চির-
কাল দর্শন পাবেন। নরকের পথ কষ্ট
হবে।

আমোদ। কি প্রতিজ্ঞা বলুন?

১ম অপরী। প্রথম প্রতিজ্ঞা, এ মিশানের
পর চিরদিন আপনাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে
থাকতে হবে, এক মুহূর্তেব জন্তও বাছ-
ছাড়া হতে পারবেন না।

আমোদ। প্রতিজ্ঞা অবনতমস্তকে বক্ষা
করুন।

১ম অপরী। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, পৃথিবীতে
একদিন একবারমাত্র চোয়, যে চক্ষুেব
দোষে সতী নাবীকে বিসর্জন দিয়ে পর-
নাবীতে আসক্ত হয়েছিলেন, এইখানে
আজ্ সেই চক্ষু নিজেব হাতে তুলে ছিঁড়ে
ফেলে দিতে হবে। এ যদি পারেন,
তা হলে এই সতীস্বর্গে চিরকাল তাঁর
সঙ্গে একত্র থাকতে পারবেন।

আমোদ। পাপচক্ষুই আমার সর্বনাশের
মূল। এ চক্ষু উৎপাটন কল্পে যদি পাতক

যায়, মহাপাতকেব হাত হতে যদি নিস্তা
পাই, আব সেই প্রতিজ্ঞার বক্ষে যে
শেল মেবেছি, সে শেল যদি তুলে নিতে
পারি, তা হোলে আর বিলম্ব কি? পতি-
ব্রতা মতী জানিতা! একবার দেখা দাও,
তোমার পবিত্রমূর্ত্তি আর একবারমাত্র
দেখে নিয়ে তোমার সতী প্রতিজ্ঞা বক্ষা
করুন। দয়াবতি! একবার দেখা
দাও।

১ম অপরী। চক্ষে আব দেখা পাবেন না,
প্রাণে দেখা পাবেন।

আমোদ। ভাল, তাই হোক। একলক্ষের
চক্ষু কদম্বকালনে অর্পিত হোক। যে
মহাদেবীর অবমাননা করেছি, সেই
মহাদেবীর চরণেব তলে এ উৎপাটিত
চক্ষু দলিত হোক।

যে ভুল চাহিনি চাহি যে আঁখি মজিল,
হায় মজালে আমায়।

সে ভুল চাহিতে আর চাহি না সে আঁখি,
আজ উপাড়ি হেদায় ॥

(চক্ষু উৎপাটনের উদ্যোগ)

[মলিয়ার প্রবেশ—আমোদমালের হস্ত ধারণ
করিয়া গীত।]

যে ভুল বুঝিয়ে ভুলে পায়ে ঠেলেছিলে হায়,
অকালে আমায়।

সে ভুল ভুলিয়ে গেছি চেয়ে আছি আগের সে,
চাহনি আশায় ॥

যে তাপ দিয়েছ প্রাণে যে পাপ কোরেছ
পরশ্রম-লালসায়।

সে পাপ গিয়েছে প্রাণে সে পাপে ধুয়েছো
অনুতাপের সেবায় ॥

• (অপ্সারীগণের নৃত্য ও গীত ।)

ভাল চাওতো হে নাগব, বড চাইছে নাগবী
ফিবে চাও চাও ফিটে চাউনি নিতে

চাও মোহাগ কবি ।

ভুক ধনুকে দিয়ে টান, হান শাঁকা নয়নবাণ

ফিবে বাণ মেবে বাণ বুক পেতে

• নাও স্ববাসবি ॥

ললিতা । দেখ, চাবি চক্রেব আব চুই

মুখেব একত্র মিলনে প্রাণেব পুনঃপ্রাণ

তো হলো ! তোমাব এ আদর্শিণী অভি-

মানিনীব মান তো বক্ষা কল্ল । সন্দেহেব

জনন্ত আঙুন নিভিয়ে দিনে । আব যে

কখন জালাবে না, তাও প্রতিজ্ঞা কোলে ।

তুমি বীৰপুরুষ, তোমাব প্রতিজ্ঞা অটল ।

তুমি আমাব দেবতা । দেবতাব মত

কার্য্য কব্বে, এ বুঝতে পালেম । এখন

একটী কথা বাল শোন ।

আমোদ । কি বোল্বে ললিতা বল । তুমি

যা বল্বে, তাই শুনবো ।

(নেপথ্যে গীত । ও প্রমোদলাভেব গীত)

জনমে প্রেম, মরণে প্রেম, প্রেম চবমে সাথী ।

পবনপুরুষ প্রকৃতি প্রীতি প্রেম মিলন ভাতি ॥

(গাইতে গাইতে একান্তে প্রবেশ)

আমোদ । কে গান গায় ?

ললিতা । ঐ কথাই বোলছিলাম, ও গীতা

আর প্রমোদলাস ।

আমোদ । সে কি ? লীলা, আমোদ কি করে

এলো ?

ললিতা । তাই বলছিলাম, আজ ঐ

লীলাব গুণেই তোমায় ফিবে পেলেম ।

এ স্বর্গ নয়, লীলার লীলানিকেতন ।

আমাদের বিষপানেও মৃত্যু হয়নি । সে

বিষ নয়, লীলার প্রদত্ত ঔষধ । সে

ঔষধেব ওণ চাব পাঁচ দণ্ডমৃতবৎ অচেতন

কবে বাথে ।

আমোদ । সে কি ললিতা । তোমায় যে

পুড়তে দেখেছি ।

ললিতা । সে শুধু কাঠের চিতা, তোমায়

দেখবাব তন্তু করেছিল ।

আমোদ । ওঃ । এতক্ষণে বুঝতে পালেম ।

ললিতা । তুমি লীলাকে ডাক । আমি

ও বুদ্ধিমতীকে ধন্যবাদ দিই । আমাব মহা

মোহেব স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে । ও মাধবী

পতিমুখে চিবমুখিমী হবে । প্রমোদলাল !

তোমাব সুপরিজ্ঞা প্রেমিকাব সঙ্গে এক-

বাব এদিকে এস ।

(লীলা ও প্রমোদলাভেব অগ্রসর হওন)

আমোদ । লীলা । আমায় আজ মহাবিপদ

হইতে উদ্ধার কোল—এ কৃতজ্ঞতা হই-

জন্মে ভূবো না ।

লীলা । তা ভুল আশ না ভুলন, এত যত্নেব

তোড়া দিলে কার সমস্যাব সমস্যা ভাববেমে

ছিগেন—এখন এই আব এক ফুলেব

তোড়া নিয়ে এই ভোবেব সমস্যা আপনাব

ভালবাসা ফিনিয়ে নিন, (কুলেব তোড়া

দেওন) আমি যাব তাব হই—আপনি

যাব তাঁন থাকুন ।

(লীলাব গীত)

তুমি যাব তাঁবি থাক আমাব

আমায় নিতে দাও ।

চিনিয়ে দিছি, চিনে নিছি সখা,

আমি নিই তুমি নাও ॥

ভোগব। ফুটে থাক ছুটি ফুল,
 আমরা দেখে শিখে মাঝে ফুটে উঠি
 ছুটি নবীন মুকুল ;
 আমি আমার পানে চাই—
 তুমি তোমার পানে চাও ॥
 আমোদ ! যে যার সে তার তো হলো !
 এখন আমাদের আদর না হোলে তো
 আমোদের ঢেউ ওঠে না ।
 (ফুলের তোড়ার মধ্য হইতে আদরের উত্থান ও গীত)
 অনাদরের আদর—আদর পায় না অনাদর ।
 ধর ধর আদর ধর, ফের ফিরিয়ে দাও আদর ॥
 [সকলের গীত]
 আমোদ আমোদ ।—
 কাম-কামনা পর-প্রেমলালসা মোহ টুটিল রে ।

দীনা ও ললিতা ।—

প্রেম-নাথকে পুন প্রেম-নাথিকা
 প্রাণ মঁপিল রে ॥

অপসরীগণ—

ভাল মিলিল রে ।
 পুন হারান প্রাণে প্রাণ ফিরিল রে ॥
 রূপ—মোহিল দহিল মহাপ্রাণী,
 গুণ—সে দাহ জুড়াল প্রেম অমৃত দানি,
 রূপ গরিমা গেল,
 গুণ মহিমা হল,
 পিরীতে প্রিয়া প্রিয় পুজিল রে ;
 ভাল মিলিল রে ॥

যবনিকা-পতন ।

(এম্বাৰেল্ড থিয়েট্ৰে অভিনীত)

বুড়ো বাঁদর ।

প্ৰহসন ।

“বুড়ো বয়সে বিয়ে করা,”
আপনা হ’তে জ্যান্তে মরা ॥

[দীনবন্ধু মিত্র ।

প্ৰহসনোক্ত ব্যক্তিগণ ।

— * —
পুৰুষগণ ।

বাঁড়েশ্বৰ
হৰিদাস
ভোলা ভূত্য

জটনৈক কলিকাতাবাসী বৃদ্ধ ।
ঐ প্ৰতিবেশী যুবক ।
হৰিদাসেৰ ভূত্য ।

স্ত্ৰীগণ ।

বড়গিন্নী
• পুঁটে গিন্নী }
নলিনী
হৰিদাসী

বাঁড়েশ্বৰেৰ পত্নীদ্বয় ।
হৰিদাসেৰ পত্নী ।
হৰিদাসেৰ যমজ ভগ্নী ।

প্রথম দৃশ্য ।

যাচন্দ্রবাবু বাবির ১৯৯৮ বান।

যাঁড়ে । (স্বগত) না, টে কুতে দিবে না, এ পাড়া থেকেও বাস উঠাতে হ'ল ! এটা পাট বহুব বে করেছে—পাট বহুব ধবেই বেবা নাড়ানাড়ি চোলে—আজ এ পাড়ায়, কান মে পাড়ায়, গনও ও পাড়ায় কলকাতাব তো আর কোন পাড়া বাকী নেই । গিলির তো আমার কোন অগ-রাম দেখতে পাই না, পাড়ার যত গুণোটো বয়টে ছোঁড়া জাবাতেই আমার জাবা । আমি বুড়ে বয়সে বে করেছে, সে বাটোদের মাথায় যেন টনক নড়ছে । সকল বেটাই বন্ধু হয়ে আসেন । এত বন্ধুতা কেন বান্য ! আমি তো কোন বেটাব কাছে পরামর্শ চাইতে বাই না ? তবে সেমে সেমে গুণোটাদের এত পরামর্শ দেওয়ার দর-কারটা কি ? চোর বেটারা ! দাণ্ডাবাজ বেটারা, নাক্সার বেটারা ! অবিশি কোন চোবাই মংলব আছে, নইলে এত কেন ? মনে কবেছে, বুড়ে বেটা কিছু বুঝতে পাবে না । আরে গোলা, বুড়ে বয়সে বে ক'ড়ে পাধেম—আর এই নোটো ছোঁড়া বেটাদের কু মংলবের ভেতর দে'হতে পারবো না ? অবিশি পারবো ! এবার যদি এ পাড়া ছাড়তে হয়—

নেপথ্যে হরিদাস । —যাঁড়েবাব বাবু বাড়ী আছেন ?

যাঁড়ে । —এই । নেদ দেখছি বেটাবা বাড়ী গরাস্ত পাওয়া ক'লে, এতদিন চিঠিপত্রে

আপাতন চোবাইল, এইবার দেখছি বীকে ব'মে দাঙী ওল'ড়াবার যোগাড়ে বেটাবা নেমেছে—যাক্ বেটা দেবে ডেকে চলে যাক্ ।

নেপথ্যে হরিন । যাঁড়েবাব বাবু ! বাব ও যাঁড়েবাব বাবু । তাই তো বুড়ে কান না কি ?

যাঁড়ে । দেখেছ, দেখেছ, একেতো বুড়ে বসে, তার উপর আ'ল কান বো'লে—কাজ নেই, বেটাকে ডাকি, নইলে আরও পাট-কথা বলে যেতে পারে । ডাকি বেটাকে ডাকি—(প্রকাশে) তুমি কে বাপু ?

হরিন । আমি মশাই হরিদাস । পাড়ার নতন বাড়ী কিনেছেন, নতন পড়মী হবেন, তাই একবার আলাপটা কোত্তে এসেছি ।

যাঁড়ে । —তা বেশ করেছে ! আমার ঐ পাথখানা মহলের পাশের বাড়ীখান বুঝি তোমাদের ?

হরিন । —আজ্ঞান্না, মেটা না । ঐ যে বাড়ীর আ'স্তাবলের পাশে আপনাব এই বৈঠক-খানা মহল, ঐ বাড়ী আগাদের ।

যাঁড়ে । —তা বেশ বাপু ! আলাপতো হলো, এখন আসবে কি ?

হরিন । নে কি মশাই ! এখনি যাব কি, আপনাব সঙ্গে দু চাবটে কথা না কয়ে যাওয়াটা কি ভাল দেখায় ?

যাঁড়ে । —কথা কইবে কও । আমি বড় কথা কইতে কি কথা শুনে ভাববাসি না, তবে তুমি কইবে কও, কিন্তু না কইলেও হানি ছিল না ।

হরিন । হানি আছে বৈ কি : হানি না থাকলে আপনাব বাড়ীতে সেমে কথা কইতে

আমি কোন ? অবশ্য আপনার সম্পর্কে
কোন কথা আছে ।

যাড়ে । আমার সম্পর্কে কথা ? কি কথা
বাপু ?

হরি । কথা এই—না থাক্ বলবো না ।
আপনি দেখছি বাগী গোছের নোক ।
বাগ করবেন না তো ?

যাড়ে । না বাপু না । কথাটা কি বলতো ?
হরি । কথাটা হচ্ছে—উঁহ্ মশায় ! বলা
হলো না ! আপনি রাগ করবেন বোলে
যেন বোধ হচ্ছে ।

যাড়ে । ওগো না গো না । রাগ করবো না ;
বলতে হয় বল, নইলে আস্তে আস্তে ঐ
দোর দিয়ে বাইরের দিকে তুমিও সোরে
পড়, আমিও এই দোর দিয়ে বাড়ীর
ভিতর দিয়ে সোরে পড়ি ।

হরি । তবে বলি । আপনি বে কবেছেন ?
যাড়ে । এতো বয়েস হতে গেল, বে আর
করি নি । এই বুঝি তোমার কথা ?

হরি । আজ্ঞে না, ঐ বের কথাতেই কথা
আছে ?

যাড়ে । বের কথায় কথা ? কি এমন কথা ?

হরি । কথাটা হচ্ছে, বে তো করে-
ছেন, বয়েসও তো দেখছি বাটের কোটার
পা দিয়ে সেটের বাছা যন্ত্রির দাম হোয়ে
দাঁড়িয়েছেন, চুলও পেকেছে, দাঁতও
গড়েছে, গায়ের মাংসও লোলু হয়ে
গিয়েছে ; এখন জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি,

• পরিবারটার বয়েস কত ?

যাড়ে । (অত্যন্ত চটিয়া) সে কথায় তোমার
কাজ কি হে বাপু ?

হরি । এই চটেছেন, তবে আর সব কথা

বলা হলো না । আগে বোলে খানাগ
হ'চ্ছিলেম, তা যখন শুনলেন না, তখন
ছুদিন বাদে পেছনে হাততালি দিতে
ডাকবেন ।

যাড়ে । ভান, তাই হবে, ও সব পেঁচোয়া
কথা আমি কিছু বুঝি না । পাড়াপড়সী
এলেন, আদর কপ্পেম, তা—না, পুটে
ছেলে, ওকে আমার সব ঘরের কথা খুলে
বদ !

হরি । ও মশায় ! আজ খুলে বলতে কাতর
হচ্ছেন, কাল যে পাড়াশুদ্ধ লোকের
কাছে খুলে দেখাতে হবে । চোক কাণ
বুজে বোলে ফেলুন না, গিন্নীর বয়স কত,
ইমারাম ছুটো কথা বুঝিয়ে দিয়ে যাই ।

যাড়ে । আচ্ছা, আমি বলি—আমার পত্নি-
বারের বয়েস পঞ্চাশ বছর ।

হরি । বেশ বেশ প্রাচীন লোক—বুদ্ধিমান
লোক, এমন অক্ষাচীরের কাজটা কি
করবে ? তাইতো বলি, এমনটা কি হবে ?
আচ্ছা মশায়, আপনার অন্তরে যে যোজ
সতের বছরের একটা বালিকা আছে,
সেটা আপনার কে ?

যাড়ে । এ কি রকম কথা ? এ কি রকম
কথা ? আমার অন্তরে কে কোথায় আছে
না আছে, তা তুমি দেখলে কি করে হে ?

হরি । আজ্ঞে আমি দেখিনি মশায়, পাড়ার
পাঁচজনে দেখে আমায় বলেছে । তাকে
দেখতে যে পাড়ার ছেলে-বুড়োর কারুর
বাকী নেই, তা বুঝি জানেন না ? সে
মেয়েটা কে ? আপনার কত বুঝি ?

যাড়ে । তুমি তো ভারী বেশিক দেখছি
আর এমন ছোটানোকে পাড়া

কোথাও দেখিনি। আমার মেয়েই হোক,
আমার দ্বিতীয় পক্ষের মাগই হোক, সে
কথা তোমাদের জান্‌বারই বা দরকার
কি? আর দেখ্‌বারই দরকার কি?

হরি। অবিশি পাড়ার লোকের সেটা বাকু-
মারী হয়েছে। আপনি এই বুড়ো বয়েসে
উপযুক্ত স্ত্রীসঙ্গে আর একটা বে কবে
ভারী গোরবের কাজ করেছেন। সেটা
তাদের বোঝা উচিত ছিল কেমন মণায়?
খাঁড়ে। বেশ কবেছি। আমার খুসী!
আমি বে করেছি। আমি ছুটো ছেড়ে
দশটা মাগকে ভাত দিতে পারি—
আমি তো সে জন্ত পাড়ার কারুর ঘাবস্ত
হতে যাইনি?

হরি। আপনি চটেন কেন?

খাঁড়ে। চটবো না? আমাব পরিবারের
কুচ্ছ বল্বে আর আমি বুঝি ষোড়শোপ-
চারে তোমাদের পূজার আয়োজন
করবো?

হরি। সে বিষয় আপনাকে ভাবতে হবে
না। পাড়ার লোক আপনার জন্তে পেট
ধুয়ে বোসে নেই। তারা চায়, বুড়ো বয়েসে
যখন একটা বাকুমারী করে ফেলেছেন,
তখন অন্দরটা একটু এঁটেসেটে নিজের
ঘর নিজে শাসিত কবে রাখলে
ভাল হয়।

খাঁড়ে। তাইতো! এতো আত্মীয়তা কেন
বাপু? আর আমার অন্দরটা আগুণ
কিসে দেখলে?

হরি। তবে আর বলছি কি? “বুদ্ধন্ত তরুণী
ভাৰ্ঘ্য” জানেন তো, মহাবুদ্ধিমান আপনি,
বোঝেন তো? এখন কথাটা হচ্ছে এই

আপনাব বাড়ীর ছাদে বারাণ্ডায় জন্মিল
ভদ্রনোকেব আর চেয়ে যাবার যো নাই।
খাঁড়ে। কেন? কিসে?

হরি। কিসে নয়? অনবরত রঙ্গিণীর রঙ্গ
চোলছে, হাসি, তামাসা, ইন্দ্রিত, কটাক্ষ
আরও কত কি, এ চব্বিশ ঘণ্টা চোলছে,
তা আবার লোক বুঝে নেই, ভদ্র অভদ্র
নেই—পুরুষ হলেই হলো! স্কুলের ছেলে
বই বগলে কোরে যাচ্ছে, তারি বুকের
কাছে হয় তো একটা পানেন খিলি না হয়
একটা ফুলেব তোড়া এসে পড়লো। সে
বেচারী উপর পানে চেয়ে দেখে;—
খিল খিল করে হাসতে হাসতে এক-
খানা চাঁদপানা সুন্দব মুখ খড়খড়ীর পার্শ্বে
সোবে গেল, আর ছোট একখানি হাত
বেবিষে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। আর
কোন যুবা ভদ্রলোকের আরও জালা, তার
বেলা শুধু হাসি হাতছানি নয়।

খাঁড়ে। বুঝেছি,—বুঝিছি, আর বোলতে
হবে না, আমি আজিই সব দোরস্ত করে
ফেলবো। কিন্তু তাও বলি বাপু! তোমা-
দের পাড়াটা নিতান্ত ছোটলোকের
পাড়া। কে কোথায় কোন্ গেরস্তর বোঁ
ঝিকি করছে না করছে, তা তাদের
চেয়ে দেখ্‌বার দরকার কি?

হরি। ভাল, তাদের না হয় চোক বুঝে
যেতে শিখিয়ে দেবো; আমি স্বীকার
কব্‌চি দোষ তাদেরই, এখন গিল্লিটা
যাতে বাজারে গিয়ে দোকান না খেলে,
সেই চেপ্টাটা করুন। পাড়ার লোককে
ছ পাঁচ দিন বাদে একটা কেলেঙ্কার
শোন্‌বার দায় থেকে এড়িয়ে দিন।

যাঁড়ে। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আর কি ?
তোমার তো কথা বলা হয়েছে ? এখন
সোরে পড় ।

হবি। মোরে পড়ছি, কিন্তু সাবধান, এ
বুড়ো বয়েসে যেন কলসটা কিনবেন না।

[হরিদামেব প্রস্থান।

(অল্প পার্থ হইতে বড়গিন্নি প্রবেশ)

বড়গিন্নী। আহা ! ও ছেলেটির একশো বছর
পরমায়ু হোক, গাড়ী ঘোড়া চড়ুক, রাজ-
রাজেশ্বর হোক। ওর যেন হাসতে মানিক
ঝরে, কাঁদতে ফুল পড়ে।

যাঁড়ে। কেন কেন ? ও বেল্লিক বেটার
ওপর এত আযিত্তি কেন ?

বড়গিন্নী। আযিত্তি হবে না ? আমি হাজার-
বার যা তোমায় বলেছি, ও ছেলেটি তাই
তোমায় কাণমোলে বুনিষে দে গেলো,
তোমার ঘাড় ধোরে স্নোকে আঙ্গুল দিয়ে
দেখিয়ে দে গেল। এখন এই মোহাগের
মাগ নিয়ে ধুয়ে থাও। একবার ছুঁড়ীকে
হাতেনোতে ধন্তে পাল্লৈ হয়, তা'হলে
মনের সুখে কাঁটা পেটা করে একদিন
হাতেব সুখ করে নেব, এই ছেলেটিকে
এক টাকার সন্দেশ খেতে দেব, আব মা
কালীকে পাঁচসিকার পুজো পাঠিয়ে
দেব।

(পুঁটে গিন্নি প্রবেশ)

পু-গিন্নী। কিলো বড়কী ! বুড়ো বয়েসে
ভাবন করে বুড়ো বরকে ভুলিয়ে নিলি
না কি ? কালীঘাটে পাঁচসিকার পুজো
পাঠিয়ে দিচ্চিস্ যে ?

বড়গিন্নী। ওলো ! পুজো পাঠাচ্চি নি, পুজো
পাঠাচ্চি নি। খান্কাটোলায় তোর

জন্তে একথানা ঘরভাড়া করে রাখতে
পাঁচসিকা পাঠিয়ে দিচ্চি। তোকে বড্ড
ভালবাসি কি না, তাই বেরিয়ে গিয়ে যাতে
কোন বিপদে না পড়িস্, আগে থাকতে
তারি যোগাড় করে রাখছি। অভাগী
অলক্ষী বেরালচোকা ! এসে আমার
সোণার সংসারটা ছারখার করে দিলে,
আমার সোণার স্বামীকে গড়ল বানিয়ে
ছাড়লে—(যাঁড়েবরের প্রতি) বুড়ো
বান্দর ! যেমন করেছে, তেমন ভোগো।
তোমার কালামুখ পুড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে
যাক, আমি মাখনের পেল্পেপ দিয়ে সেই
পোড়ামুখ আবার ভাল করে তুলি।

পু-গিন্নী। আমি বেরুবো কি দুঃখে ? আমার
কাঁচা বয়েস, স্বামী ভালবাসে, আমি
যখন যা চাচ্ছি, তখন তা পাচ্ছি, নতুন
নতুন গয়না আমার গা ভোরে যাচ্ছে,
ভাল খাচ্ছি, ভাল পরছি, পাঁচটা দাগীতে
পাঁচটা কাজ কোচ্ছে—আমার বেরুবাব
দবকার নেই। যার বয়েসের গাছ-পাথর
নেই—সোণামীর লাথি খেতে খেতে প্রাণ
যায়, এ জন্মে হাতেব খাড়ু ঘোচে না,
ছেঁড়া টেনা প'রে আদুপেটা খেয়ে খাটতে
খাটতে গতর চূর্ণ হয়ে যায়, তারি বেরিয়ে
যাওয়া উচিত।

বড়গিন্নী। তা তুই যাই বলিস্ না কেন, বুড়ো
ভাতারকে যতই ভোগা দিস্ না কেন,
আমি সতী সাবিত্রী, আমি বলছি আজ
হোক কাল হোক, একদিন না একদিন
তোকে বেরতে হবে, আর ঐ কালামুখো
বোকা মিন্‌সের দশজনের কাছে মাথা
হেঁট হবেই হবে।

যাঁড়ে। আচ্ছা, আচ্ছা, চলে চলে, তুই
এখন যাও। হতভাগামাণিক্য কথা
মথ তো যেন কাঠের ঠোকর।
বড়গিন্নী। ওরে মিনমে। ঠোকর এখনও
নাগে নি, যাতে লাগে, আমি মেই মকানাই
তো ফিচ্চি। আমি এই ডাক-ফোকর
গলা-কর বোনে চুম, ওকে হাতে
নোতে ধবাবো, ধরাবো, ধরাবো।

[প্রস্থান।]

পু-গিন্নী। মুখখানা ভাব কল্পে যে ?
যাঁড়ে। না কৈ ?
পু-গিন্নী। ও কি। চোখ দিয়ে জন পড়ছে
যে ? কাঁচ না কি ?
যাঁড়ে। (কাঁদতে কাঁদতে) দেখুচি তুমিই
আমায় মাজে।
পু-গিন্নী। কিমে ?
যাঁড়ে। ও পাড়া থেকে বরবাড়ী বেচে যে
জন্মে উঠে এলাম, এখানেও আদার
তাই ?
পু-গিন্নী। মিছে কথা। কে বলে ? এ
পাড়ারও পোড়ানমুখো মিনমেবা এসে
বুঝি তোমায় বানিয়ে গেছে ?
যাঁড়ে। না, তা কেউ বলে নি।
পু-গিন্নী। কেউ বলেনি ? আমার কাছে
মিছে কথা বলছ ? হয় বল বলে গেছে-
না হয় একখানা পাল্কী আনিবে দাও,
আমি এখনি বাপের বাড়ী চলে যাবো।
বল, না হয়, এখনি যাব।
যাঁড়ে। বলছি—বলছি, বসো না। আমার
পাশে বসো না। বাগ কচ্চ কেন ?
বোস না।
পু-গিন্নী। না, বসবো না। আগে বল

কোন ? নতুন মিনমে এই মা বানিয়ে
গেছে ?

যাঁড়ে। নতুন শোন মা। ওই মূককান
বাড়ান বিদ্যাস।

পু-গিন্নী। কে জায়েন গোমান হনিদাস,
আমি কোন গোড়ানমুখো নাম জান
না। কি কি বলেছে ?

যাঁড়ে। বলাছে—তুমি বিবেচনেনা গা
ধুলে বেড়াও।

পু-গিন্নী। ওঃ। সেদিন মেই যে বড়
গরমী হয়েছিলো, তাই তোমাকে বলে
বিকেলবেলা ছাদে একবার হাওয়া
খেতে দিয়েছিলাম। হতভাগাদের অমনি
বুঝি ঢোক গড়েছে। তাব পব আর
কি বলেছে ?

যাঁড়ে। বলাছে—বাবাওয়া থেকে তুমি
নাকি ভদ্রলোকদের সঙ্গে হামি-ভামামা
বর।

পু-গিন্নী। ওহো কোথা যাব। সে দিন
বারান্দায় কাণ্ড ছাড়তে গেছি দোখ না
রাস্তা দিবে আমায় ছোট ভাগোপাত
যাচ্ছে, তাই বুঝি তার সঙ্গে ছোটো হামি-
ভামামা করেছিলেন। তা আপনার
বোকেব সঙ্গে ছোটো কথা কওয়া পোড়া-
পাডাব বোকেব চকে মইলো না বুঝি ?
এতো হল, আর কি ?

যাঁড়ে। আর বলে—স্কুলেব বুড়ো বুড়ো
ছেলেদের যাবাব সময় খড়খড়ি থেকে
পানের থিলি, দুধের ভোড়া ছুড়ে
তাদের মাঝে।

পু-গিন্নী। বটে বটে, এ কথাও বলেছে ?
তা জান না বুঝি, সেদিন খড়খড়ি কাছ

দাঁড়িয়ে আলোতে উলবুন্ছি আব দেখি-
না আমার বাপেব বাড়ীর পাড়ার বাগুন-
দেব বাড়ীর ছেলেদেব সঙ্গে অ মাঝ খুড-
তুতা ভাই খোকা স্কুলে যাচ্ছে, আমার
দিকে চেয়ে বলে, “দিদি! একটা পান
দেবে?” তাই একটা পান ফেলে দিয়ে-
ছিলেন। আর ঐ যে ফুলেব তোড়ার
কথাটি—এ হতভাগাবা! বাণিয়ে বলোছে।

বুঝলে? না আরও কিছু কথা আছে?

যাঁড়ে। আর যা আছে—সে বড় শক্ত কথা!

এগুলো তো সব একে একে তুমিও
বোঝানো, আমিও বুঝলাম, এখন সে
কথাটা বোঝাতে পার, তবে তো আবার
বুকটুকু উঠি, শালাদেব নামে মানহানি
মকদ্দমা আমি।

পু-গিন্নী। কি কথা? পাশেব বাড়ীর
কাউকে ইমাবা টিসাবা কবেছি, তাই
বুঝি বলে গেছে?

যাঁড়ে। হুঁ হুঁ, ঐ কথা বটে, ঐ কথা
বটে।

পু-গিন্নী। এঃ! তোমাষ দেখ্‌চি তা’হোলে
মাগাতে এসেছিনো। ইমাবা কবেছি-
লেম কাকে জানো? ওই ও বাড়ীর
মেজবোকে। সেই যে যাব সঙ্গে সেদিন
কানীঘাটে গই পাতিয়েছিলুম, সেই যে
তুমি যাকে বেশ নাচুসনুচুসটি বলে-
ছিলে! কোন্ পোড়ারমুখো আডাল
থেকে দেখে বুঝি ঠাউবেছে আর
কাউকে; অমনি নুট এসে তোমাষ বলে
দিয়ে গেছে। আচ্ছা, আমার পেছনে
হতভাগাবা এত লাগে কেন বলতে
পার?

যাঁড়ে। ভাদেব গেলো। তুমি যদি ঠিক থাক,
আমি সব বেটাকে জমা কবে দিতে
পাবি।

পু-গিন্নী। আমি ত তোমার ঠিকই আছি।
অল্প মাগ বুড়ো ভাতারকে কত ভাচ্ছল্য
কবে, ঘেরা কবে, আমি তোমায় তা
করি? এই যে সেদিন আমার বাপেব
বাড়ীর পাড়ার ঘোষ-দিদি ঘোষ-বুড়োব
বুকে দাঁড়িয়ে ক্যাং ক্যাং করে লাথি
মাঝে, আমি তোমায় তা মাঝি? বাগুন-
দেব এলো ঐ বুড়ো ভাতারকে ঘুম
পাড়িয়ে রেখে চুপি চুপি নাচদোর দে
ছুতোবপাডাব ছকু ছুতবেব সঙ্গে বেবিখে
গেল, তিন দিন বাদে বুড়ো কেঁদে
ককিয়ে মাথা খুঁড়ে পায়ে পোড়ে আবার
যবে ফিরিয়ে নিয়ে এলো, আমি কাকর
সঙ্গে তা গেছি? না তোমাষ কখন ফিরিয়ে
আনতে হয়েছে? এ সব কথা চুলোখ
যাক, আমি তোমাষ কখন বুড়ো বলেছি?
ধর্গত বলা, কখন কোন দিন তোমা
বুড়ো বলেছি?

যাঁড়ে। না, তা কৈ? তা কখনও বলনি।

পু-গিন্নী। নিজে তো কখন বলিইনি, অপব
কেউ বলতে এলোও তার মুখে হাত
চাপা দিয়েছি। সত্যি বলতে কি, আমার
তো তোমাষ বুড়ো বলে মনেই হয় না।

যাঁড়ে। হয় না? সত্য সত্য বলছ, হয় না?

পু-গিন্নী। উঁহু! আদতেই না।

যাঁড়ে। তবে আর ডবাই না। তা হ’লে ঠিক
বুঝলাম যে, তুমি আর হাতছাড়া হচ্ছে
না, কোন বেটা সুপুরুষই তোমাষ আব
আমার হাতছাড়া করতে পারবে না।

গম্বর ছেড়ে কার্তিক ভায়া এলেও তাঁকে
স্বপ্নমুখে ফিরে যেতে হবে । আঃ । প্রাণের
বোঝা নেবে গেল । এখন চল, তোমায়
কাঁধে করে নিয়ে নাচিগে চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

হরিদাসের বাটীর কক্ষ ।

(হরিদাসী ও পত্রহস্তে নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী । আর শুনেছ ঠাকুরঝি, ভেয়ের যে
তোমার গুণ বেড়েছে ।

হরিদাসী । কি গুণ ?

নলিনী । নিঃশুণ পুরুষের যা প্রধান গুণ ।

হরিদাসী । সে ত চুরী ।

নলিনী । চুরী বটে, তা যের চুরী নয়,
পরের যের চুরী, গইবে না তো ?

হরিদাসী । ওঃ ! বুঝেছি । স্নায়ামীকে সন্দ
করে মরেছ দেখছি, তা হ্যাঁ বোঁ । শুধু
আঁচে আঁচে মস্তে বসেচ, না তোমায়
স্নায়ামী বলা না কওয়া না একেবারে পর
হয়ে যাচ্ছে, এর কিছু গন্ধ পেয়ে মচো ?
নলিনী । আঁচে কি ঠাকুরঝি ! এ ত বিখা-
সের উপর, শুধু আঁচে কি সন্দেহ হয় ?
না গন্ধ পেয়ে অবিশ্বাস কত্তে পারি ?
আমি দুদিন চক্ষে দেখেছি, আজ হাতে
নাতে ধরেছি, তবে সন্দেহের জালায়
প্রাণটা পুড়ে উঠেছে ।

হরিদাসী । বটে ! এতদূর হয়েছে তা ত
জানি না । কৈ এ কথা ত তুই কোন দিন

বলিগনি । কি খুলে বল দেখি শুধি, কোন
অভাগী এমন করে আমাদের মাথা
ধাচ্ছে ? আমার সোণার ভাই যে বোঁ ।
নলিনী । ঠাকুরঝি । আমি কি সহজে
তোমাকে বলছি ? তোমায় সব বলি শোন,
তোরা শু দিন বিকেলবেলা ঠাকুরাণের
কাপড় শুকুতে দিতে ছাদে উঠেছি, এমন
সময় দেখি, ঐ নূতন বাড়ীর জানালায় সেই
বোঁটা আমার ঘরের এই জানালার
দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে ইসারা কত্তে
কত্তে সে যে কত চ কচ্চে, তা আর
ঠাকুরঝি তোমায় বলব কি । দেখে ধীরে
ধীরে ছাদ থেকে নেবে এসে পা টিপে
টিপে দরজায় উঁকি মেরে দেখি, তোমার
ভাইটা দাঁড়িয়ে বেশ হাসছেন, ছুঁড়ীকে
কত ইসারা কচ্চেন, দেখে রাগ হলো না ।
বড় কায়া পেলে । তার পর তাকে তাকে
থেকে কাল পরশু ছ-দিনে অমন দশবার
ঐ রকম কর্তে দেখেছি । আর আজ যখন
তিনি বেরিয়ে যান, তখন একটা দাগী
এসে একখানা চিঠি দিয়ে যায়, তাড়া-
তাড়িতে উনি পকেটে না রেখে টেবিলের
উপর রেখে যান, এই দেখ সেই চিঠি ।
এ দেখে কি আর চুপ করে থাকা যায় ?
হরিদাসী । (চিঠি পড়িয়া) তাই তো বোঁ ।
ছুঁড়ী তো বড় বেহায়া, পরপুরুষকে এই
সব কথা কেমন করে লিখেছে ? ছি, ছি,
ছি । এরা গেরস্তর মেয়ে কে বলে ?
সোণার ঘর সব মজায় কেন ? খানকী-
সমাজের বার, সবাইকে খেঁধা কোত্তে হয়,
খেঁধা করে, এরা তাই হয় না কেন ? এমন
গায়ে পড়ে পদের ধন নিয়ে টানাটানি

কোঁরে অভাগীদের কি লাভ হয় ? যার ধন তারি থাকে, মাঝে থেকে সোণার সতী নামটা মাটির দরে বিকিয়ে যায় ; হাজার মাথা খুঁড়লেও আর ফিরে আসে না ।

নলিনী । তা কি ওরা বোঝে ঠাকুরবি !

হরিদাসী । বোঝে না তা বুঝি, বো ! কিন্তু তা বলে যে ছোট কোঁরে আমার ভাইটিকে ভুলিয়ে নেবেন, আর তুই এইখানে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবি, আর আমরা মায়ে ঝিয়ে ওগরাতেও পারবো না, ফোঁকরাতেও পারবো না, ভেতরে ভেতরে বাবার অকলঙ্ক কুলে কালী পোড়বে, নৈচে থাকতে দেখতে পারবো না ।

নলিনী । পারবে না ? কখন যাকে ভাবতে দেখিনি, আজ কদিন ধরে তাঁকে সদাই ভাবতে দেখছি । যিনি কখন বিদাসীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন না, মেয়ে-মানুষকে একটু বোহায়াপনা কোত্তে শুন্লে জ্বলে যান, তিনি যখন অতটা কোত্তে পেরেছেন, তখন বুঝতে পেরেছি যে, আমার কপাল ভেঙ্গেছে ।

হরিদাসী । ভেঙ্গেছে কিণ্ডো ? তুই এমন বোকা মেয়ে কেন ? একেবারে হাল ছেড়ে দে বসিস্ যে দেখছি, ভাতার অমন অনেকের বৈকে, কিন্তু যে পাকা মেয়ে হয়, সে কাণে ধোরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে ।

নলিনী । কেমন কোঁরে ফেরাতে হয়, তাতো আমি জানি না ঠাকুরবি ।

হরিদাসী । আ মরণ, তাও বুঝি জান না ? তা ও বিভ্রাতো মেয়েমানুষকে শেখাতে হয় না, ও যে আপনাপনি হয় । ভাতার বশ করবার সব মন্ত্র আছে, এক একটা

মন্ত্র পড়বি আর পোড়ারমুখী রাক্ষসীদের এক একটা মায়া কেটে যাবে । শেষে যে ভাতার সেই ভাতার ;—ফিরে আসবে, থাকবে, আর পালাবে না ।

নলিনী । তা ঠাকুরবি ! ঠাকুরজামাইকে বশ করে রেখেছ, তুমি জান, আমি তো কোন মন্ত্র তত্তর জানি না । তা এ যাত্রা না হয় তোমার ভাইটিকে বশ করে দিয়ে আমার শিথিয়ে দাও ।

হরিদাসী । ভাই দিয়ে শিথিতে হলে তোকে না হয়, দু দিনের জন্তে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিভুম, ভাইকে বশ ক'রে এসে ভাতার বশ কস্তিস্ । তা তাতো হবে না । নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে । তা শোন । ভাতারের কাছে অমন মেনিমুখো হয়ে কেবল কাঁদলে হবে না । মান করে বসে থাকবি—মাথা খুঁড়তে যাবি—আদর কোত্তে এলে হাত ছুড়ে ফেলে দিবি । ঘরে থাকতেও বলবি নি, যেতেও বলবি নি—অথচ বেরিয়ে যেতে গেলে দোর আটকে বোসে থাকবি ; আদত কথাটী ধোরে বোসে থাকবি—যতক্ষণ না স্বীকার করবে, ততক্ষণ ছাড়বি নি—তার পর স্বীকার কল্পে পরে যা যা কত্তে হবে, আবার শিথিয়ে দেবো ।

নলিনী । ঐ বুঝি এলেন, দরজায় না গাড়া লাগলো ?

(নেপথ্যে গাড়ীর শব্দ)

হরি । (দেখিয়া) হ্যাঁ, এয়েছেন, আমি ঐ পাশের ঘরে লুকিয়ে দেখিগে, যা যা বলছি সব করবি । ঘরে এলেই কান্নামুক্ত করবি ।

[প্রথম ।

নলিনী । (অনন্তঃ) ঠাকুরনি যা বলে, তাই
করুনো—আজ আরতো চুপ কোরে
থাকুনো না—পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা
হবো, দেখি কেমন করে না বোলে
থাকতে পারেন।

(আফিমের বাক্স মস্তকে ভোলা ভৃত্যের
প্রবেশ ও রক্ষা)

নলিনী । হ্যাঁরে ভোলা ! তুই তখন সেই
মাগীকে দেখেছিলি ?

ভোলা । কোন্ মাগীটা মা ঠাকুরণ ?

নলিনী । সেই যে বাবুর আফিসে বের-
বার সময়, যে মাগীটা একখানা চিঠি দে-
গেল ?

ভোলা । সেই যে মাগীর মুখখানা বাঙ্গলা
পাঁচের মতন মা ঠাকুরণ ?

নলিনী । হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই—সেই ।

ভোলা । সেই ? যে মাগী/খুবচুনীর হামের
মত খুঁড়িয়ে হাঁটে মা ঠাকুরণ ?

নলিনী । হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই—সেই । তা সে—

ভোলা । সেই মাগী ট্যারাচোকী, খোঁদা-
নাকী, চেরগদাঁতী, উঁচকপালী মা ঠাকুরণ ?

নলিনী । হ্যাঁ সেই রে । তা সে কেথায়—

ভোলা । সেই যে মাগীর গলায় গরগণ্ড,
পায়ে গোদ, মাথায় টাক মা ঠাকুরণ ?

সেই খাণ্ডার মাগীকে আর িনি না মা
ঠাকুরণ ! তাকে খুব চিনি, তার হাঁকে

ডাকে আজকাল আমাদের বড় বড় পাড়া-
হুঁহুলী ধোকার ঝি, টেপীর মা খোনা

বাই কারুর স্বপ্নে আর না সেই । বেটী
পথের লোক ডেকে বাগড়া করে—বেশী

চাপাচাপি পোড়লে কেনে জেতে ।

নলিনী । তা ও কোথায় থাকে জানিস ?

ভোলা । তা আর জানি না মা ঠাকুরণ ! ঐ
যারা আমাদের আশ্র বনের পাশে নতুন
বাড়ী কিনেছে ও তাদের বাড়ীর ঝি ।
তা বাবু যে এইমাত্র বাড়ী থেকে নাকার
মময় আমার বাসুটা বাড়ীর ভেতর রেখে
ঐ মাগীকে ডেকে আনতে বলেছেন । কো-
জানে বাবু । ঐ খাণ্ডার মেয়েমানুষকে
মিথের ওঁর কি পরামর্শ হবে ? ওঁর এম-
নুটা তো কখন দেখিনি মা ঠাকুরণ ।

নলিনী । ডেকে আনতে বোলেছেন, তবে ত
ঠিকই হয়েছে । আ পোড়া-কপাল আমানু !

ভোলা । কেন মা ঠাকুরণ কেন ? ও কথা
কেন ? এই যে বাবু এলেন ।

[ভোলায় তাড়াতাড়ি প্রস্থান ।

(আফিমের গোসাকে হরিদাসের প্রবেশ)

(নলিনীর বিস্ময়ভারের অবস্থিতি)

হরিদাস । কিছু চট্টা চট্টা যে দেখছি, কাল-
নাগিনীর মত কোঁস কোঁস করা হচ্ছে,
চখের কোণে কামাও যে এসে উঁকি
মারছে, বুকেছি থাণ নিয়ে টানাটানি কর-
বার যোগাড় ধরে বসে আছে ? তা এখন
ওঠ, বাগড়া বাঁটি ক'ত্তে হয় জল টল ধেয়ে,
পায়ের উপর পা দিয়ে বসে, আগি সইব
ঝগড়া, আর জুসি করবে ঝগড়া, এখন
ওঠ, মানিনী ঠাকুরণ মানে জমা দিয়ে
একবার ওঠ । (হস্তধারণ)

নলিনী । যাও, হাত ছেড়ে দাও ।

হরি । তুতি হাতছাড়া করছো, তবে মাই-
(প্রস্থানোদ্যত)

নলিনী । তা যাবে কেমন যাও দেখি, ঠাকু-
রনি বলে দিয়েছে, এই আগি কাগড়

দোঁটের দরজা চেপে বোল্লুম, আমার সব কথা না বোলে কেমন যাবে যাও দেখি ।
হরি । কি সব কথা, কোন্ কথা ?
নলিনী । আমার মাথা, আর কি কথা ?
হয় একুণি বল, না হয়, ঠাকুরনি বোলে
দিরেছে, একুণি মাথা খুঁড়ে তোমার
পায়ে রক্তগঙ্গা হব । বল, না হলে খুঁড়ি
খুঁড়ি খুঁড়ি—

[মাথা খুঁড়িবার উদ্দেশ্যে]

হরি । আহা ! থাম থাম থাম, বল, কি বলবো
বল ? ঐ সেই সেদিনকার কথাটা তো ?
সেই বিকেনবেলায়, ছাদ থেকে পা টিপে
টিপে নেবে এসে উঁকি মেরে যা
দেখেছিলে, সেই কথা তো ? আরও দুদিন
তোমাকে যা দেখিয়ে দেখিয়ে করেছিলাম,
সেই কথা তো ? আর আজকে চিঠিখানা
ইচ্ছা করে অথচ মেন ভুলে টেবিলের
উপর রেখে গিয়েছিলাম, সেই খানা
পেয়ে যা বুঝেছ, সেই কথা তো ?

নলিনী । হ্যাঁ, সেই পোড়া কথাই তো ? তবে
তো দেখেছি তুমি সব জান ? জেনে শুনে
জানিয়ে শুনিবে বুঝি আমার মাথাটা
খাচ্ছ ? আর একটা ঘরমজানী পর-
জালানীকে দিয়ে খাওয়াচ্ছ ?

হরি । মাথা আর খাচ্ছি কৈ ? সে কি আর
কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে খায় ? লম্পটের
পুকোচুরী লোকছাপান নেই । লম্পট
মোয়ামীর হাতে তো পড়লে না ? সে
উঠতে বসতে মিথ্যাকথা, সে পদে পদে
কৌশল, সে দিনে রেতে একটা পিশাচের
খেলাতো দেখলে না, তা হলে বুঝতে,
যে স্বামী পরদার করে, সে কেবল বোঝায়,

বোঝে না, কথা বলে যায়, রাখে না । আদর
দেখায়, ভালবাসে না । তার খোলাখুলি
কিছুই নেই, সকলই লুকোনো চুরোনো
তার মতি প্রাণের উপর যেন একটা
আবরণ পাড় যায় । আমি যখন সে ঢাকা
দিয়ে কাজ করি নি, তখন তুমি আর কেন
ভাবছো যে, তোমার পোষমানা বাহনটা
আর একজন টেনে নিচ্ছে ? ও ইসারা
ইঙ্গিত চিঠি-পত্র দাসী টাসী যাওয়া
আমার ভিতর আমার অন্ত কিছু কাজও
তো থাকতে পারে ।

নলিনী । ছিঃ ! ও নোংরা কাজে আবার
তোমার কি কাজ ? না ও সব তুমি আর
কতে পাবে না ।

হরি । আরে পাগলী ! যাতে আর না
কতে হয়, তারই ত পস্থা করছি, তা
এদিন যখন ময়েছ, কালকের রাত্তিরটা
মও আজ রাত্রে কাজ সাবাড় হয়ে যাবে ।

নলিনী । ও কি, ও কি, কি লজ্জার কথা বল,
ও কথা যদি আর মুখে আন, তা হলে
আমি ঠাকুরগকে বলে দেবো । ঠাকুরনি
শুনেছে, কত রাগ করেছে জান ? ও
তোমার যমজ বোন, ও বলেছে ও
তোমার হাতে ধরে বোলবে ; কেমন তুমি
আর ও কথা কহিতে পার ?

হরি । দিদি শুনেছে, বেশ হয়েছে, আমাকে
আজই বলতে হতো । তাঁকে না হলে
আমার কার্যসিদ্ধি হবে না, আর তোমারও
দেখছি বিয়ম খটকার জালাটা মিথু ম হয়ে
জুড়োবে না, চর, তাঁর সঙ্গে কথা কহিবো
চল ।

[উভয়ের অস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

হরিদাসের বাগানবাটী।

(ভেলা ভাড়া প্রবেশ।)

ভোলা। (স্বগতঃ) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে
আর বসে বসে চলে, সারারাততো
কেটে গেলো, দরজা ছেড়ে এখন আবার
যাই সেই বুড়ো বুড়ীর সম্মানে! বাবুদের
কীর্তি বাবুদেরই লাগে ভালো। তা লাগুক,
পোড়া চাকর বাকরের ভাল লাগা না
লাগার জন্তে তো তাঁদের বড় এসে যাচ্ছে
না। আমাদের দেখে চোক, শুনে কাণ,
আর কথায় কথায় মুখ বুজে থাকাই
মার কথা। ইসারায় মুখ খুলুম, ইসারায়
মুখ বুজলুম, মনিবের তকুম মুখ থেকে
কেড়ে নিয়ে নিজের পারি আচ্ছা, না হয়
আর পাঁচজনের উপর তকুম চালিয়ে
সেরে দিলুম। এই হল খাম চাকরী।
খাকুমারীর চাকরী ঠিক এর উল্টো।
তাতে বাবু বলে চোর, চোর চাকর বলে
তুমি বাবা! তেমন চোরের চাকরীও
করিনি চোরও হইনি, ও কথা যাক,
এখন ঘরের এই চোরা ব্যাপারের হাত
থেকে এড়াতে পাল্লো যে বাঁচি। যাই, ছুটে
যাই, ভোর হয়ে পড়লো যে।

[প্রস্থান।]

(গৃহস্থ হইতে হরিদাসবশেষ হরিদাসী ও
পুটেগিন্নীর প্রবেশ।)

হরিদাসী। সে কি? তোমার কিছু মনে
নাই? মদ খেলে, কত আমোদ আহ্লাদ
হয়, সমস্ত রাত এক সঙ্গে কাটালে,

আর বলছো কিছু মনে নাই? তবে বুঝি
চিঠির কহতমত রাস্তায় যে বেরিয়ে
এসে আমার বাগানে এলে, তাও মনে
নেই?

পু-গিন্নী। হাঁ ভাই। সে সব কথা মনে
আছে। সন্ধ্যার পর মাথা ধরেছে, ছল
করে বুড়োকে বাইরে গুতে বলে
তোমার চাকরের সঙ্গে এলুম, তুমি কত
আদর কলে, তার পর সেই যে মদ না
কি খেতে দিলে, তাই খেয়ে তার পর
আর আমার কিছুই মনে নেই।

হরিদাসী। মনে না থাক—কিন্তু যে মজা
পেতে মজতে এসেছিলে, মোজেছো,
কিন্তু সে মজা কখনও পাবে না। সোণার
নিধিটা চোরকে সাধু ভেবে গচ্ছিত
করেছো। নিধিটা গেছে, এখন ভিক্ষে
কল্লো আর ফিরবে না, এটা বুঝতে
পেরেছো কি?

পু-গিন্নী। ও কি কথা বলছ ভাই? আমি
যে মোয়ামী ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি,
সে পথেতো আমার কাঁটা পড়েছে।

হরিদাসী। লম্পট পুরুষ কি তা ভাবে?
তুমি আমার রূপের মোহে ডুবে হয় তো
আগাতে চিরদিনের মত মোজেছো,
আমার কিন্তু একদিনের তৃষ্ণা, তা এক
দিনে মিটে গেছে। তুমি কোন যোগাড়ে
ঘরে ফিরে যেতে পার ভাল, না হয়
সোণাগাজী মেছোবাজারে অনেক ঘর
খালি আছে, স্বচ্ছন্দে চলে যাও। এক
যেতে না পার, আমার চাকর গিয়ে রেখে
আসতে পারে।

পু-গিন্নী। ও কি কথা ভাই! ও কি কথা ভাই?

হরিদাসী । ভাই বোলে আর আদর করে না । আমার আদর পাবার কি আদর করবার আর সমই নাই, ভোর হয়ে গেছে, এখনি আমার স্ত্রী উঠবে, তুমি আজকের মতন সোরে পড় ।

পু-গিন্নী । কোথা যাবো ? আমি এ কাল মুখ নিয়ে কোথা বেরুবো ? আমি ভদর-লোক বোলেই যে তোমার কাছে এসে-ছিলেম ।

হরিদাসী । আমি ভদরলোক বোলেই তো তোমায় তাড়াতাড়ি সোরিয়ে দিচ্ছি, ভদরলোক কি না, বোন, মাগ, ছেলের কাছে একটা বেরুশো খানকীকে নিয়ে থাকতে পারে ?

পু-গিন্নী । অঁা ? আমাকে বেরুশো বোলে ? গেরস্তর মেয়ে একদিনের দোষে আমি খানকী হলেম ?

হরিদাসী । খানকী হলে না ? মেয়েমানুষ জাতটা কেমন ? পুরুষের মত পরদার কোরে, মনকে চোকেঠে ধুয়ে মুছে বোসে থাকা মেয়েমানুষের সাজে না । গেরস্তর মেয়ে পাটা বাড়িয়েছেন কি মোরেছেন । এক পা হড়কানীতে বাপের কুল ঋণুরকুল মাতুল কুল সবকুলের মাথা ধাওয়া হয় । তুমি কি মনে করেছো, এখনো খানকী হতে বাকী আছে ? তোমায় কি আর অগ্র গেরস্তর মেয়ে ছোঁবে নাকি ? আমার স্ত্রী এসে পড়লে, তোমায় যদি ঠেলে বার কত্তে হয়, তা হোলে সে, তুমি গেলে সদর দরজা থেকে ঘরের এ দরজা পর্যন্ত গোবরছড়া দিয়ে শুদ্ধ করে ছাড়বে । তাই, বলুছি, ভালয় ভালয় এই সময় পথ দেখ ।

পু-গিন্নী । তুমি এমন করে আমার যা ইচ্ছা তাই বলে ? আমি কি এতো জানি ?

হরিদাসী । তা জান আর না জান, ঐ আমার গিন্নী দেখ্‌চি এসে পোড়লো । এখন আমারই পিট সামুলাই কি তোমারই মাথা আগ্লাই ? টের পেয়ে থাকেন তো একেবারেই ঝাঁটাহাতে করে আসছেন । ঐ যে রণবেশেই তো বটে !

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী । বলি হচ্ছে কি ? মনে করেছ আমি বুঝি কিছু টের পাইনি ? দশদশটা গেরস্তর মেয়ের মাথা খেয়ে সাথ মেটেনি ? আর একটাকে এনে আবার বৈঠকখানায় পুরেছো ?

হরিদাসী । আমি না—আমি না ! উনিই আমাকে—আমাকে—মেধে—

নলিনী । মেধেতো সে দশ ছুঁড়ীও এসেছিলো ; তা বেশ হয়েছে, সে বেটীদেরও যেমন বোঁটিয়ে বিদায় করেছিলাম ও বেটীকেও ভেগি করি । আর পাড়ার লোক ডেকে বেটীর পেছনে ঢাক বাজাতে বাজাতে চোরনী বোলে কুমোরটুলীর থানায় পাঠিয়ে দি । চ বেটী । চ তোকে চুলের মুঠি ধোরে আ গ সদরে নিয়ে যাই ।

হরিদাসী । আহা হা ! মেরো না মেরো না ! মাতে হবে না । আমিই বিদায় কচ্ছি ।

অ মি থিড়কী দোর দিয়ে বার করে দিচ্ছি ।

নলিনী । তা হবে না, বুঝি সহজে ছাড়বো ? ও বেটীকে সদরে নিয়ে গিয়ে পাড়ার লোকের স্মৃথে ও কালামুখ দেখিয়ে তবে ছেড়ে দেব ।

পু-গিন্নী । ওগো ! তোমার পায়ে পড়ি
আমায় সদয়ে নিয়ে যেও না । আমার
খিড়কী দোর দে বার কোরে যাও ।

মলিনী । তাই তো ! কৈ দিক্ দিকিম্
কেমন দিতে পারে ?

হরিদাসী । না, তুমি যখন বারণ কচ্চো,
তখন কি আমি পারি ? বিশেষ এখন
আমি দোষী আসামী । (পুটেগিন্নীকে)
কি করবো বল ভাই ! মেগের কথা
ঠেলে একটা খানকীর কথা কি করে
শুনি বল ?

পু-গিন্নী । তুমিই আমার জাত খেয়েছে,
তুমি আমার খানকী করেছে ।

(বড় গিন্নী ও বাঁড়েশ্বরের প্রবেশ)

মলিনী । ও মা ! এ কেগো ! (গৃহের অভ্য-
ন্তরে প্রবেশ)

হরিদাসী । আমিও যাব যে (দরজা ঠেলিয়া
ভিতরে প্রবেশ)

বড়গিন্নী । দেখলি - দেখলি মড়া দেখলিতো ?
এখন নিজের ঢক্ষে দেখলিতো ? আমি
বড় গলা করে যা বোলেছিলাম, তা
হলো তো ? যেমন আমায় কাঁদিয়ে ভাড়া-
তাড়ি বুড়ো বয়সে বে কোত্তে গিছিলি,
এখন তেমনি ফল ভোগ কর ! চূর্ণ করে
থ হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখচিস্
কি ? ওকি আর তোর আছে ? ঐ যে
ছোঁড়া ঘরের ভিতর মোরে পালালো,
ওরই হাতে তোর আদরের ঢেঁকিকে
সোঁপে দিয়ে বাড়ী ফিরে চ । ভাবনা
কি ? আমার না হয় বয়সই হয়েছে,
এখনও মেজেগুজে কাপড় চোপড় পোরে
দাঁড়ালে হতভাগীর চেয়ে ঢের ভাল

দেখানো এখন । ওর মুখে লাথি মেরে
চল তো বুড়ো ঘরে যাই । লক্ষীটী চলত ।
বাঁড়েশ্বর । যা পোড়ারমুখো হতভাগী বুড়ী !

ছঃখের সময় ও সব ভাল লাগেনা ।
আমার সর্বস্ব বিকিয়ে গেলেও এতো
প্রাণে বাজতো না । আমার কান্না আছে,
(ক্রন্দন) ওরে পুঁটে দৌরে ! কি কৌন্নি
রে ? আমার মুখে রোজ দশটা কোরে
লাথি মেরে কেন ঘরে রইলিনিরে ? আমি
তোর পায়ে চুণ হলুদ দিয়ে মনের স্থখে
থাকতুমরে ।

বড়গি । ও হতভাগা মিনুসে ? এখনও তোমার
এতো সোহাগ ? চোদ্দপুরুষকে নরকে
দিলে, তোমার মুখে লাথি মেরে পরের
দোরে এসে বাহার দিচ্ছে, তবু লজ্জা
হয় না ? আমি হোলে অমন মাগকে চার-
টুকুরো কোরে কেটে কুকুরকে খাইয়ে
দিতাম । লাথি খাওয়ার সাধ তোমার
এখনও মেটেনি ? আঃ পোড়ারমুখো
মিনুসে ।

বাঁড়ে । আহা বড় গিন্নি ও যে আমার মিষ্টি
লাথি, ও লাথি মের যদি ঘরে থাকে,
তাহোলে তো বোত্তে যাই । তা রইলো
কই ? ও পুঁটে বউ ! এখনও বল আমার
সঙ্গে যাবি ? তাহোলে আমি লোক-লজ্জা
কেয়ার করি না । তোকে নিয়ে আমার
ভাঙ্গা ঘর আমার জোড়া লাগাইগে ।
আমার আঁধার ঘরের বাতী যে তুই পুঁটে
বউ ? তুই যে আমার কোলজোড়া পুঁটে
বউ ! আমার সঙ্গে চ । তোর বেরিয়ে
আসা, পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটানো
সব ভুলে যাব ।

বড়গি । ও মা ! হতভাগা মিন্‌সে বলে কি গো ? এ খান্‌কীটাকে নিয়ে গিয়ে ফের ঘরে ঢোকাবি ? তা তুই নিয়ে যদি যাবি যা, আমি কিন্তু বোঁটা মেরে তাড়াবো ।

পুঁ-গিন্নী । (যাঁড়েঘরের প্রতি) ওগো ! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চল, আমি আর কখন বাড়ীর বাহিরে পা দিব না ।

যাঁড়ে । আর বারেণ্ডায় দাঁড়াবে না ?

পুঁ-গিন্নী । না ।

যাঁড়ে । আর ছাদে উঠে কোন হতভাগাকে ইসারা টিসারা করবে না ?

পুঁ-গিন্নী । না ।

যাঁড়ে । আর জানালায় দাঁড়িয়ে কাউকে পান্টান্‌ ছুড়ে দেবে না ?

পুঁ-গিন্নী । না ।

যাঁড়ে । আমার মাথায় ছাত দে বল, আর এ সব কিছু করবে না ?

বড়গি । মাথায় হাত দেবে কি ? ওকে কি আর ভোগায় ছুঁতে দেবো না কি ?

যাঁড়ে । আহা হা ! থাম না ।

বড়গি । তুই থাম্‌ মিন্‌সে ! তুই পাগল হয়েছিস্‌ বলে কি তোকে গু হাঁট্‌কাতে দেবো ? মাগ বেড়িয়ে এসেছে, তাকে হাতে নাতে ধরেছিস্‌, কোথায় তার গলায় পা দিয়ে মারবি, না আবার উল্টে খোসামোদ ?

যাঁড়ে । বেশ কচ্চি খোসামোদ কচ্চি তোমার কি ? তুই মোত্তে আমার সঙ্গে এলি কেন ? আমার যা খুশী তাই করবো ।

বড়গি । কোত্তে হয়, বাজারে ঘর ভাড়া কোত্তর ওকে নিয়ে থাক্‌গে যা, আমার

দোরে সের্‌ছলে—ওরি একদিন তোরই একদিন—কি আমারই একদিন ।

যাঁড়ে । বড় গিন্নী ! রাগ করিস্‌নি ভাই ! ওতো আর তোর মত বুড়ী নয়, ছেলে-মানুষ, না বুঝে এক কাজ করে ফেলেছে, ওর উপর রাগ করলে কি হবে ? আহা ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, আমার তো আর বুকে সহিঁচে না ।

বড়গি । মরণ তোমার ! এই খানিক অগ্রে মারবো, ধরবো, কেটে ফেলবো, জেলে দেবো কত কথাই বলেছিলে, এখন সে সব ছফ্কার কোথা গেল ? কালামুখীর মুখখানা দেখেই ভুলে গেলে ? তা আমাকে মারই আর কাটই ও হতভাগীকে আর কিছুতেই ঘরে সের্‌ছতে দিব না !

যাঁড়ে । আমার ঘর, আমার দোর, আমি নিয়ে যাবো, দেখি কেমন করে কে আটকায় ? আয় তো পুঁটে বোঁ আয়তো ।
(পুঁটে বোঁয়ের হস্ত ধারণ ।)

বড়গি । কৈ কেমন নে যাবি যা দেখিন্‌ বুড়ো ! তোর বুড়ো হাড়ে কত জোর দেখি ! (হাত ছাড়াইবার চেষ্টা)

যাঁড়ে । উহ হঃ ! হাত ভেঙ্গে গেল যে, ছাড় মাগী ছাড় ।

বড়গি । তুই মিন্‌সে ও ডাইনী হাত ছাড়, ছাড়, ছাড় !

যাঁড়ে । ছাড়বিত্তো ছাড়, নইলে এখনি মেরে হাড় ভেঙ্গে দিব ।

বড়গি । তুই ছাড়বিত্তো ছাড়, নইলে মেরে নাথিতে ওর মুখ ভেঙ্গে দোবো, আর পাড়া শুদ্ধ লোক ডেকে তোর কালামুখে আরও কালী ঢেলে দিবো ।

যাঁড়ে । ছাড়বিতো ছাড়, নইলে তোক
খুন ক'রে ফেলবো (মারিতে উদ্যত)
বড়গি । ওগো পাড়ার মোক ! দেখ্বে এসো
মেরে ফেলে, মেরে ফেলে, মেরে ফেলে !
(বেগে হরিদাসের প্রবেশ ।)

হরিদাস । ব্যাপার কি ? ব্যাপার কি ?
আমার বাগানবাড়ী মেয়ে ছেলে বয়েছে,
এখানে কিসেব গোলমাল ? কি মশাই ।
আপনি যে ? পিছনে হাততালি দেবার
সময় হয়েছে না কি ? তাই ডাকতে
এসেছেন ?

যাঁড়ে । তা এতো দেখ্চি তোমাবই কাজ ।
হরিদাস । আমার কাজ ? আমার কাজ না
তোমার কাজ ?

যাঁড়ে । আমার কাজ কিসে ? বেব্ কোল্ল
তুমি !

হরি । বেব্ কল্লম আমি ? না আমার
সাবধান না শুনে বেকতে দিলে তুমি ?

বড়গি । হ্যাঁ বাছা ! ঐ তো বেকতে
দিয়েছে, হতভাগা মিন্‌মে বুড়ো বয়সে
বিয়ে ক'বে ভাল চলান্ চলালে । আবাব
কোন্ মুখে যে এ অভাগীরে হবে
চোকাতে চাচ্ছেন, তাতে বুঝি না বাবু !
তুমি ভালমানুষের ছেলে, তুমিও যে
বেব্ কোরে আনলে, তুমিই বা কেন ছেড়ে
দেবে বাবা !

হরিদাস । সে কি ঠাকুরণ ? আপনিও যে
আমায় ছুষছেন ? ছোট ঠাকুরণটিকে
জিজ্ঞেস করন্ দেখি, উনি আমার কাছে
এসেছিলেন, না যার কাছে এসেছিলেন,
তিনি ঐ ঘরের ভেতব ।

বড়গি । হ্যাঁ বাবা ! ঐ ঘরের ভেতবই বটে,

আমরা আস্তে ছুটে ঐ ঘরের ভেতব
চলে গেয়া । হ্যাঁ বাবা ! তুমি নও, সে
বুঝি তোমাব ভাই ?

হরিদাস । জান না ! ঐ ঘরের দরজায় উঁকি
মেরে দেখুন না । ভাই কি কে !

(বড়গিনী অগ্রসব হইরা ব'রব নিকট গমন)

বড়গি । (দরজার মধ্যে দেখিয়া) ও মা !
এ কি ? এঘরে পুরুষ কোথা ? এ যে দুটী
মেয়ে ছেলে ।

হরি । হ্যাঁ তাই তো । ওর ভেতব একটী
আমাব স্ত্রী, অপবটী আমাব ভগ্নী ।

বড়গি । তাইতো, তোমার চেহারায় আর
তোমার বোনেব চেহারায় যে কিছু তফাৎ
নেই ।

হরি । উনি আমাব যমজ ভগ্নী । মশাই
কিছু বুঝছেন কি ?

যাঁড়ে । কি জানি বাবা !

হরি । জানুন, আপনি বুড়ো বয়সে বিবাহ
কনেছেন, সেটী দুষণীয়, আপনার
স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামী ত্যাগ করে বাঙ্গালীঘরের
সতীনামে কলঙ্ক দিয়ে পবপুরুষের আশা
করেছে, সেটীও দুষণীয় ! দুটী অসহ
কার্য্যই দুটী মহাপাতক । আপনি তো
সে পাতকে পোড়েছেন, আপনার স্ত্রীও
পড়তে যাচ্ছিলেন, আস্তে আস্তে আমার
ভগ্নীতে আর স্ত্রীতে পরামর্শ করে, ফেরা-
বার যত্ন কবেছি । কদিন ধরে লোক
পাঠিয়ে আমায় জ্বালাতন করবার পর
কাল রাতে উনি বেরিয়ে আস্তে চাও-
য়াতে, আমি আস্তে লিখেছিলাম উনি
স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এসে আমার এই বাগান-
বাড়ীতে এলেন, এখানে আমার ঐ ভগ্নী

আমার বেশ ধরে, ঠুঁকে আদর যত
করে সিঁদুর সরবৎ খাইয়ে সমস্ত রাত
অচেতন করে রাখেন। তার পরেব ঘটনা
উনি জানেন, তাতে জ্ঞান হয়ে থাকে
ভালই, আর তাব পরের ঘটনা আপনারা
আপনাবা এমে কচেন। আমিই
আমার চাকরকে পাঠিয়ে আপনাকে
হেথায় আনিযেছি।

বাঁড়ে। রক্ষা হকু! তবে পুটে গিন্নী
আমার ঠিকই আছে, 'অসতী' হয় নি ?
পু. গিন্নী। সত্যি! দেখি— (দরজার ভিতর
দেখিয়া) আঃ বাঁচলুম!—আমি তবে
খান্কাই হই নি! মোলেও আব কখন এ
পথে এগুবো না।

মড়গি। যা! সব ফস্কে গেল! তবে তো
ছুঁড়ী ফিরে ঘরে চলো! তবু গেরস্তব
মেয়ে সব থেকে বেবিযে ভো ছিনো।

বাঁড়ে। তা বেককু বেককু আর বেকবে না।
বাপু হরিদাস! তুমি আর জন্মে আমার
বাবা ছিলে। আমায় তুমি মহাবিপদ
থেকে উদ্ধার কলে, বুকভাঙ্গা যাত-
নার দায় থেকে নিস্তার কলে? মাগ
বেরিয়ে যাবার জাল। কারুব যেন হয় না,
কেউ যেন ভোগ কবে না।

হরি। বুড়ো বয়সে বে না কলে তো ও
জালা সহিতে হয় না ?

বাঁড়ে। হ্যা বাবা! ও কথা ঠিক
ব'লেছ। বুড়ো বয়সে বে যেন কেউ
কবে না, বে যেন কারুব হয় না।

মড়গি। আব তাও বলি, কাণা হোক,
খোঁড়া হোক, খাঁদা হোক, নোঁচা হোক,
আর বুড়ো হাবড়াই হোক, ভাতাব ছেড়ে
হিন্দুর মেয়ে যেন কখন বেরোয় না, যেন
বেনোতে চায় না।

[ন্যায়নেল থিয়েটারে অভিনীত]

অতুলেন্দী

বা

অপ্সর-কানন ।

(শ্রীরামভারণ সান্যাল কর্তৃক সুরলয়ে গঠিত)

চরিত্র ।

যোগব্রত	...	অন্ধতাপস ।	দেবযানী	...	অপ্সরকুমারী ।
মতীদাস	...	তাপসকুমার ।	অপ্সরাব্রত ।		
চিত্রভানু	...	পদ্মদেব ।			

প্রস্তাবনা ।

প্রথম অঙ্ক ।

পাহাড়ী পাহাড়—দাদুবা ।

কানন—সরসীতট ।

(মতীদাস আগম ।)

জি সবে মিলে গাঁথিব লো প্রণয় মালা ।

মদ্য সুখামধুগয়,

সুখাম কুসুমচয়,

গিয়ে চয়ন সবে মাজাব প্রেমেরি ডালা

দেখাব যতন করি

সুধীর নয়ন ভরি,

বিজ্ঞ প্রণয়ে নাহি বিরহ বিষমজালা ।

[পটক্ষেপণ ।]

বাগত্ৰী—আড়াঠেকা ।

হেরিয়া পূর্ণিমা শশী হাসিতেছে নিমীথিনী ।

আলিঙ্গন করি করে হইয়াছে শ্বেতাঙ্গিনী ॥

হাসে দূরে ধরাধর,

বিপিনে বিটপীবর ;

তরঙ্গ তুলিয়া হাসে সুতরলা তরঙ্গিনী ।

প্রকৃতি প্রমোদ গাতি,

আছেয়ে অঞ্চল পাতি,

উমায়ে সুখমারাসি বিলাইবে বিলাসিনী ॥

আজ পূর্ণিমা রাত্রি, দেবাদিদেব মহাদেব
এই সুখময়ী রজনীতে আনন্দ-কাননে
আত্মযোগে প্রবৃত্ত হন। তাপসের হৃদয়-
দ্বার উন্মুক্ত হবার এই উপযুক্ত সময়।
হৃদয়! অশ্রুতপূর্ক সংসারচিন্তা। বিস্মৃত
হও, জীবনের একমাত্র প্রধান কার্যে
প্রবৃত্ত হও। সংসার! সংসার কি?
সংসার কি জটাবল্লভারী তেজস্বী মূর্তিতে
পরিপূর্ণ? সেই অদৃষ্ট-পূর্ক স্থানে মানব-
চক্ষের সম্মুখে কখন কি দেবদ্যুতি নৃত্য
করে? সংসারবাসীর মনের উন্নতভাব
কখন কি দর্শনপথের বহির্ভূত দ্রব্য-সম-
ষ্টির প্রতি দৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করে?
জানি না—সংসারে সুখ শান্তি বিরাজ
করে কি না? পিতার মুখে শুনেছি, সুখ-
শান্তি সংসারের জন্ত নয়—তবে যে
চিন্তায় সুখ শান্তি নাই, সে চিন্তা তাপস-
কুমারের পক্ষে নিন্দনীয়। সংসার-চিন্তা!
মানসের বহির্ভূত হও। চঞ্চল মন!
এই পূর্ণিমা-নিশীথে একবার আত্মময়
যোগে প্রবৃত্ত হও। (চিন্তা) এ কি!
সংসারচিন্তাই মানস-চঞ্চলতার একমাত্র
কারণ। যার চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে
তেজোময় মূর্তির ধারণায় সক্ষম হওয়া যায়
না, না জানি, সেই সংসার কি ভয়ানক
অশান্তির স্থান? (যোগে মত্ত)

দেবদানী ও অপ্সরাত্ময়ের পান করিতে
করিতে প্রবেশ।)

পিলু—খেমটা।

চল চল বিনোদিনী; বন-বিলাসিনী।

প্রেমময়, ফুলচয়, কানন-কামিনী;

দেখ সুচারু-হাসিনী ॥

দেবদানী। সখি! এ কাননের সর্বত্রই
সুন্দর, নন্দন কানন যে উপকরণে নির্মিত,
এটীও সেই উপকরণে নির্মিত। মন্দাকিনী
যে গতিতে নন্দন ভেদ করে সমস্ত স্বর্গে
প্রবাহিত হচ্ছে, ঐ দেখ সখি! ঐ ক্ষুদ্র
স্রোতঃস্বতী আত্মগ স্নিগ্ধ করে সেইরূপ
প্রবাহিত হচ্ছে।

প্র-অ। কিন্তু সখি, এখানে সে নন্দনের
বসন্ত নাই, সে কোকিলের কুহরব নাই,
সেই দেবজল্লভ পারিজাতের সে প্রাণ-
স্নিগ্ধকর মৌরভও নাই।

দেব। সখি! দেবজল্লভ পারিজাতে আর
যে মনস্তৃষ্টি হয় না, কোকিলের কুহরব
কর্ণে বিষ বর্ষণ করে, চির বসন্তে হৃদয়
শুকপ্রায়।

দ্বি-অ। তাও নয়,
প্রণয়, প্রণয়ী-মন প্রণয়ে মাতায়।

আশায় নাটায় কভু নিরাশে কাদায় ॥

প্র-অ। তবে কি প্রিয়সখীর কান্নাই যায়?

দ্বি-অ। প্রণয় কি ভাই কান্নাহাটির কাজ?

ত-অ। প্রণয়ী হলেই কাদতে হবে।

প্র-অ। সখীর এখন আর মনের স্থিরতা
নাই, এখন,—

আন চান করে প্রাণ।

ধরা শর-শয্যা জ্ঞান ॥

দ্বি-অ। তুমি ভাই আমার মনের কথাটী
খুলে বলেছ। আমাদের এমন সোণার
পদ্মফুলে ভ্রমরটী ছোঁব ছোঁব করছে।

ত-অ। কমল ছোঁবার নয়,

কমল কমলময়,

কি সাথে ভ্রমরা আর বাঁধারিবে স্বদলে।

ছুঁতে গেলে টুপ, করে ডুবে যাবে সলিলে ॥

প্র-অ। সত্যি ভাই, এ মোহিনী মূর্তি ছোঁবাব
নয়,—দবে থেকে একদৃষ্টে এই ছবি-
খানি দেখ, ছুঁষোনা গলে যাবে।

দ্বি-অ।

ছুঁষোনা ছুঁষোনা এটী লজ্জাবতী লতা।
মবমে মবিবে ধনী মনে পাবে ব্যথা ॥
দেব। সখি। ওদিকে চেয়ে দেখ।

সিন্ধু-খান্সাজ—ঠুংবি।

দেখ সখি দেখলো শশী গগনে।

বিতরে স্বধাব ধাবা হবয়ে সবগী পানে ॥
হাসিমুখে কুমুদিনী, মৃগানন্দিনী ধনী,
পাতিছে হৃদযাগন বসাইতে প্রাণবনে ॥

প্র-অ। বলে যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে
কথা। এ কাননে যেন দেখবাব আব কিছুই
নাই। প্রাণসখী খুঁজে খুঁজে কোথায়
কুমুদিনীর চাঁদের জগে প্রাণ কেমন কছে,
তাই দেখছেন, তারিবে ভাবে মজ্‌চেন,
তারির স্থখে হাসছেন।

দ্বি-অ। বহি, কুমুদেব কথা নিয়ে কি ব্যস্ত
থাকবে? ওদিকে চেয়ে দেখ দেখি, চাঁদ
যে আর তত হাসে না। ফুলতোমার
কথা কি ভুলে গেছ?

তু-অ। হ্যাঁ ভাই, এস সকলে ফুল তোমা যাক।
(সকলের নৃত্য ও গীত।)

খান্সাজ—কাওয়ালী।

এস এস মবে মিলি কুমুদিত কাননে।
তুলি ফুলবাশি হাসি এ ছকুল বসনে ॥
কামিনী কামিনী কুল,
মল্লিকা মালতী ফুল,

আকুল ভ্রমরা-কুল জালাইবে জ্বলনে।
ছোঁবনা গোলাপফুল কাঁটা ফোটে মবমে ॥

[অঙ্গরাগয়ের ১ ও ২ অঙ্ক।]

দেব। আমি পদ্মফুল তুলি গে, (অগ্রসর
হইয়া সম্মুখে সত্যদাসকে দেখিয়া) এ কি?
এ বিজন বনে এ মোহনমূর্তি! আহা!
নবীন তাপসেব নবীন জটাবাব কি
সুন্দর। আনন্দযোগে মত্ত আছেন।
যেন ভবানীপতি সতী চিন্তায় চিন্তিত
আছেন। তবে কি কোন নবীনা ভাগ্য-
বতী এ বড়ের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে?
হৃদয়। চণ্ডাল হও কেন? এমন নবীন
পুরুষ কোন নবীনাব ভাবনার মত্ত
আছে—এ কথা বলতে কি তুমি সম্মুচিত
হচ্ছ? বন, স্বচ্ছন্দে বন, সহস্রবাব বন,
কিন্তু—না, নবীন তাপসের মধুময় কথা
শুনতে বাগনা-মাগর উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।
একবার, কেবল একবারমাত্র ঐ নিম্নী-
লিত নয়নকে উন্মীলিত দেখবার ইচ্ছা
হচ্ছে। তাপসের যোগভঙ্গ কব্বো? কি
কবি? যা থাকে তাদৃষ্টে, একবার ডাকি।
(কবখোড়ে) নবীন তাপস? অতিথি-
সংকাবে কব। নীবব, নিস্পন্দ নির্নিমেয়
ধ্যাবিব? একটী নবীনা আজ অতিথি।

সত্য। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) আপনি কে?

দেব। নবীনতাপসের অতিথি।

সত্য। আপনার চরণস্পর্শে আশ্রম পবিত্র
হলো। এই কুশাসনে উপবেশন করুন।

দেব। আমাদের আসন কুশাসন নয়।

সত্য। আপনি কোন্ আশ্রমে বাস করেন?

দেব। আপনি কোন কোন আশ্রম জ্ঞাত
আছেন?

সত্য। ভগবান। পিতৃ-আশ্রম ব্যতীত আর
কোন মহাপ্রাপ আশ্রম জ্ঞাত নাই।
পিতার মুখেই শুনেছি, এই কাননের

অর্পণার্থে পার্শ্বে অস্ত্রাণ্ড ঋষিদিগেব
আশ্রম ।
দেব । আপনি তবে পৃথিবীর সমস্ত সুখেই
বঞ্চিত !
সত্য । ভাবান্ । পৃথিবী কি ? পৃথিবীর সুখ কি
আমি জানি না, জন্ম নিবারও প্রয়োজন নাই ।
পূর্ণানন্দরূপ বিমল সুখেই আমার স্থখ ।
দেব । নবীন-তাপস ।
বনের কুহুম সখা বনেই শুকায়ে যায় ।
মনের গবিমা সখা মনেই মিলায়ে যায় ॥
সত্য । তবে কি আপনি সংসারবাসী ?
দেব । আচ্ছে হাঁ, আমি সংসারবাসী এবং
সংসারবাসিদিগেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।
সত্য । কেন ?
দেব । কাষণ, আমবা স্ত্রীলোক ।
সত্য । তবে কি এই মূর্তিই সংসারচক্রেব
নিয়োগকর্তা এবং পাদুনকণ্ডা ?
দেব । তাপসবর । আমি মানবী নই, অগণী ।
আমি এত দিন শান্তমনে ছিলাম, আজ
আমাব সেই শান্ত মনকে আপনার ভুবন-
মোহন মূর্তিই চঞ্চল কবেছে ।
সত্য । দেবি । আমি কি তবে আপনার
চরণে কোন অপবাধ করেছি ?
দেব । অপবাধ কিছুই নয়, তবে কি না
ঐ দুটী চঞ্চল কটাক্ষ আমাব হৃদয় ভেদ
কবেছে । এ হৃদয় এখন আব আমাব
নয়, হৃদয় আপনার ।
সত্য । মার্জনা করবেন, আমাব কিছুই
বোধগম্য হচ্ছে না । আপনার হৃদয়,
আমার হৃদয় বহুদূরে স্থিত । বিধাতাব
সৃষ্টি মধ্যে কখন কি কোন হৃদয় অস্থ
কোন হৃদয়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছে ?

দেব । প্রিয়তাপস ! হৃদয়ের সমস্ত কথা
যদি মুখে প্রকাশ করা যেতো, তা হলে
নব-প্রণবী সময়ে সময়ে যজ্ঞা ভোগ কর্তে
না । কিন্তু আমি এত অধীর্ষ হয়েছি যে,
বাকুশক্তিকে আব ক্ষমতাধীনে রাখতে
পাচ্ছি না । হৃদয় আপনার ভাব প্রকাশে
ব্যস্ত হয়েছে । (হস্ত ধারণ কবিয়া) সর্বস্ব-
ধন । একমুহূর্ত পূর্বে তোমাব জন্ম আনাব
হৃদয় কাঁদে নি, কিন্তু আব না, তুমিই আমার
জীবনের সাববহ । তোমাকেই আমি
জীবন-মন সমস্ত অর্পণ কবেছি । এখনি
এ জটীভাব মুগ্ধন কয়ে দিব, গৈরিক
বসন্তব পবিবর্তে মনি-মাণিক্য-ভূষিত বস্ত্র
পবিধান করাবো, পর্ণশয্যা স্বর্ণপানক্ষে পরি-
ণত হবে - চল, তোমায় হৃদয়ে ধারণ কবে
আমার আনামে নিষে যাই ।

সত্য । পেত্রযোনি । তুমি দেবীমূর্তি নও,
তুমি লোভেব অস্ত্রতম জঘন্মূর্তি, যাও
স্বস্থানে যাও, তাপসকুমারের নিকট
তোমাব মাষাজাল অব্যর্থ নয় । হা ধর্ম !
এ পুণ্যকাননে পাপমূর্তির বিচরণ ।
প্রোতযোনিব বায়ুস্পর্শেও শরীর অপবিত্র
হয় ।

[পশ্চাৎ ।

দেব । সাবল্যেব প্রতিমূর্তি ! ধর্মের আদর্শ !
কিন্তু যশসীব নমনপ্রীতিকর ! হৃদয়রঞ্জন !
কি করি ? মনের স্রোত আব ফেরে -
ভাববেমেছি, এক মুহূর্তেব মধ্যে
সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি । কিন্তু আমার
প্রণয়পাত্র কি ? কিছুই নয় । অন্ধ যুবক
সংসারেব কিছুই জানে না । তাঁব, হৃদয়ে
ত প্রণয় নাই, তাঁর চক্ষু দুটী ত

আমাব চক্ষু নয় । আমি ভাববেমেছি —
তিনিও ভালবাস্তে জানেন না । আমি
রূপ দেখি, তিনি জ্ঞান দেখেন । হৃদয়ে
সম্পূর্ণ ভিন্ন । তবে কি হবে ?
পাহাড় পিশ — হুঁয়ার ।
রূপে মজিল বে মন ।
বিলাস-লালসা অসি, পশিল হৃদয়ে হাঁসি,
প্রণয়-শাসনা-বশে হইল মগন ॥

(মধীগণের প্রবেশ)

প্র-অ । হ্যাঁ সখি, এই বুঝি তোমাব ফুল
তোলা ?

দ্বি-অ । বলে,
আপনি হাসি আপনি কাঁদি আপনি ঘুবি ফিবি ।
প্রেমেব নদী প্রণেব ভিতব বরু ধৌবি দৌবি ॥
তু-অ । সখি । এত দিনেব পব কি এই বনেব
ভিতব এসে ঠাণ্ডা ভাঙলে ?
দেব । এই যে ভাই আমি ফুল তুলেছি ।
প্র-অ । ও ত ফুল নয়, ও যে কুশাম ।
দ্বি-অ । তবে ঠিক হয়েছে,—
নবীন তাপস মজিয়েছে কুল আকুল কবেছে ।
প্রাণেব ভেতব জানিনাকে । কি বাণ মেবেছে ॥
তু-অ । তাইত বলি, তা না হলে এমন হবে
কেন ?

নিবস মুখে আসছে হাসি আটকে বাখা দায় ।
মধুমাখা সে হাসিটী দেখতে কি কেউ পাষ ॥
দেব । কেন সখি ! আমি কি হাসছি না ।
প্র-অ । কৈ সখি ! তোমাব সে মধুব হাসি কৈ ?
এ হাসি ত সে হাসি নয়, এ হাসিব নদীব
ঢেউ বাতাসে উঠছে, বাতাসে পড়ছে ।
দ্বি-অ । এ নিকে যে নিশিব হাসি শেষ হলো ।
আব কেন, চলা যাওয়া যাক ।

পিশু জংলা—থেমুটা ।
আব লো সব নবীনবালা,
নিশিব হাসি শেষ হয়েছে ।
শশীর হাসি—শশীব সুধা,—
জগদ মসী নাশ কবেছে ।
চকোবী সখি,—শুভ পথে,—
সুধাব ধারে স্বর তুলেছে ।
[গান কবিত্তে কবিত্তে সকলেব প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

(পর্বতময় প্রদেশ—গোপবত ও মধুমাখা অগ্নিম)

সত্য । পিতঃ । পিশাচিনীদেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
সমস্ত নৃতন, তাদেব হানতাবই একমাত্র
আভবন ।

যোগ । বৎস মতলাম । আর কখনও সে
কাননমধ্যে পদার্পণ কবে না ! তাবা
মায়াবিনী, তাদেব মায়াতে মুগ্ধ হলে,
তোমাব যোগদর্শেব অনেক বিষ খটবে ।

সত্য । পিতঃ । সেই পিশাচিনীব আশ্রয়
দেখুন, বনে তোমার জটাবার মুগ্ধন করে
দেনো, স্বর্ণাঙ্গারবে ভূষিত করবো । পিতঃ !
স্বর্ণাঙ্গার কি ?

যোগ । সংসারমগ্ন মানবেরব চিরন্তন বিষা-
দেব কাষণ ।

সত্য । তবে কেন আমি সে বিষাদভাব
গ্রহণ করি ?

যোগ । বৎস । সে মায়াবিনীদিগের যা
কিছু প্রত্যক্ষ দেখেছ সে সমস্তই আপা-
ততঃ মনোবশ, প্রথম প্রবেশ কর, সম্মুখেই
সুখশান্তি বিরাজমান ; কিছু দিন বিচরণ

কর, অনন্ত দুঃখ—অনন্ত অশান্তি, অনন্ত
কাল পর্যন্ত দন্ধ কব্বে ।

সত্য । পিতঃ । সে সুখ-শান্তির সঙ্গে আশ্র-
মের সুখ-শান্তি প্রভেদ কি ?

যোগ । সংসারের সুখ-শান্তি ক্ষণিক, আশ্র-
মের সুখশান্তি অনন্ত । সংসারের সুখ-
শান্তি মানবী কৌশলে আবদ্ধ, আশ্রমের
সুখ-শান্তি ঈশ্বর সৃষ্ট, তাঁরই কৌশলে
অনন্তকাল আবদ্ধ ।

সত্য । পিতঃ । সংসারী হলে কি যোগসাধ-
নেব কোন ব্যাঘাত ঘটে ?

যোগ । • বৎস । সংসারী হইলেই সংসার-
চিন্তায় চিত্তিত থাকতে হবে, পরমাত্মা-
চিন্তার সময় তার পক্ষে ছল্লভ, কাজেই
যোগসাধনের ব্যাঘাত ঘটে ।

সত্য । যারা সংসারী, অথচ সংসারচিন্তা
নাই, তাহা কি পরিণামে পরমাত্মায়
সংলগ্ন হতে পারে না ?

যোগ । বৎস । আমরা সংসারী নই । কেন
মিছে অসার সংসারচিন্তায় মনোনিবেশ
কবে ক্ষণেকের তরেও চিরশান্তিময় মনকে
আন্দোলিত করি ? তোমার সরল মনে ও
সকল ভয়াবহ চিন্তাব স্থান নাই ।

সত্য । পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য ।

যোগ । বৎস । একবার সুললিত গাথায়
সেই দেবদেবের মহিমা কীর্তন কর ।

সত্য । পিতৃ-আজ্ঞা এখন সম্পাদিত হবে ।

বিঁ বিট—একতাল ।

ভাবরে ভব ভোলানাথ, ভবেশ ভরহারক ।

চন্দ্র ভাল, অস্থি মাল, জাহ্নবী শিবোধারক ॥

শাশান বিভব শৈলবাজ, অঙ্গে বিভূতি ভূষার সাজ
স্বর্গ কর্ত্তা ত্রিলোক মাঝ, প্রলয় শিখা নাদক ॥

যোগ । বৎস ! চল, আশ্রমে যাওয়া যাক ।

সত্য । পিতঃ । আমায় অনুমতি দিন, আমি
কিৎক্ষণ স্বভাব পর্যালোচনা করি, আর
ঐ উচ্চতর শৃঙ্গে উত্থান করে, পার্শ্বস্থ
কাননসমূহের শোভা মন্দর্শন করি ।

যোগ । অধিক বিলম্ব কবো না ।

[যোগসমূহের প্রস্থান ।

সত্য । (স্বগত) মায়াবিনী আমাকে মায়া-
জালে বদ্ধ কব্বে এসেছিল । সে মায়া-
জাল ভেদ করেছি, কিন্তু মায়াজাল কি ?
কিছুই জানি না । সংসারাত্মক উদ্ভব কি
অধম ? কে জানে ? পিতা বলেন,
সংসারের সুখ ক্ষণিক, কেন ক্ষণিক ?
আশ্রমের সুখই বা চিবস্থায়ী কেন ?
আশ্রম ও সংসার উভয়ই বিধি সৃষ্ট ; সুখ
শান্তিও তাঁর সৃষ্টি ; তবে কি সুখ শান্তির
ভিতরও তাঁর দ্বিভাব আছে, তবে ত
তিনি পক্ষপাতী, কিন্তু সেই তেজোময়
মূর্ত্তিকে কে পক্ষপাতী বলতে পারে ?
তিনি অনন্তকাল পর্যন্ত অপক্ষপাতীরূপে
বিচাবাসনে উপবিষ্ট আছেন । তবে ত
সংসারেও সুখ শান্তি আছে । হয়ত কোন
উপযুক্ত মানব না থাকতেই সেখানে
সুখ শান্তির প্রভাব নাই । আমি যদি
সংসারী হই ? না, পিতার আদেশ সর্ব্বথা
পালনীয় । আহা ! কি মনোহর শৈলশৃঙ্গ !
চতুর্দিকেই বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের জীবন্ত
দৃষ্টান্ত বর্তমান ; এই সমস্ত দর্শন করলেই
কবির হৃদয় আর গায়কের কণ্ঠ উন্মুক্ত হয় ।

ইমন কল্যাণ—আড়ার্ঠকা ।

নয়ন ফিরায়ে দেখি নয়ন রঞ্জন ।

বিধাতার বিধিবশে সবে নিমগন ॥

দেগদগী প্রোতখনী,
 তরঙ্গে টলিয়ে ক্ষিতি,
 তাঁরি আজ্ঞাধীন হয়ে করিছে গমন ॥
 ঘোরে রবি শশী তারা ;
 কত গ্রহ পথহারা,
 তিনিই সবাবি সার সবারি জীবন ॥
 সত্য। আবার সেই সংসার-চিন্তা। কি
 করি ? কেমন করে এ চিন্তা হতে পরি-
 ত্রাণ পাই ?

(স্বপ্নাভ্যাসে গান করিতে করিতে অশ্রুসিক্ত হইয়া
 দেবদানীর প্রবেশ ।)

বাঁদাজ—কাওরাণী ।
 প্রেম-অগ্নি রমণী-মণি নেহার লো ।
 শত খেতগণি, সুর-শিরোমণি,
 সব কিরণে হৃদয় আধার লো ।
 দেব। সখি । এই গিরিশিখরও তাঁর
 ভ্রমণের স্থান, সে শতদল-পল্লবী ঐ নিবা-
 রিণীর তীরেও বিকসিত হয় ।
 প্র-অ। সখি । সেটী কি হৃদভাঙ্গা কুহুম ?
 দেব। সখি । সে কুহুম সদা প্রস্ফুটিত ;
 তার সৌরভের মিহতি নাই ; যে সে
 সৌরভ একবার মাত্র জ্ঞান করেছে, তার
 আর রক্ষা নাই ; কাছে যাও, সজীব
 সৌরভে মত্তিক পূর্ণ হবে, দূরে যাও, পবন
 কিল্করবেশে সেই পরিমল লয়ে ধাবমান
 হবে ।

দ্বি-অ। ওলো । এ তবে সে প্রেম নয় এ
 প্রেম-পারাবার, অনেক তরঙ্গ ।

তু-অ। ওলো —

প্রেমতরঙ্গ রঙ্গ করে অঙ্গ জলে যায় ।
 প্রেমের সাগর কোনকালে কাঁপে কি লো ডায়

প্র-অ। সাগর কাঁপেন নি, হেঁচো-হুঁচো
 যাচ্ছেন ।

দেব। কৈ ? আমি ত সমস্তই দেখেছি,
 কৈ, এখানেও ত তিনি নাই ? তবে
 কোথায় গেলেন ?

দ্বি-অ। ও সখি ! তুমি খুঁবি চারিদিকেই
 দেখছিলে, আর আমরা যে এও বকে
 মপুম, এ বুঝি কর্ণে প্রবেশ হলো না ? হায়,
 হায় হায় ! একেবারে মতিভ্রম !

দেব। সখি । আমি ত দেখিনি ।

তু-অ। তবে কে কি দেখছিল তাই ?

দেব। সখি আমার আঁখি দুটীই দেখছিলো ।

প্র-অ। তা বেশ হয়েছে, তবে তুমিই দেখ,
 আমরা আপনা আপনি দেখাদেখি করি ।

ভোমার মুখখানি ভাই দিকি ।

দ্বি-অ। যেন পূর্ণিমার টান ।

তু-অ। না সখি, আমার টানের মতন মুখে
 কাজ নেই, আমার মুখখানি যেন
 টাপাফুল ।

দ্বি-অ। ও সখি ! টাপাফুল বলো না, দেব
 কবিতা হলে ভোমায় আশ্রয় রাখবে না,
 পাগড়িগুলি সব ভেঙ্গে দেবে ।

প্র-অ। আচ্ছা সখি, ভাসা ভাসা ছোট
 চন্দ্র, ভাল, না আকর্ণবিশ্রাস্ত আঁখি
 ভাল ?

দ্বি-অ। অ'মি : কেমন করে জানবো সখি
 আমার আকর্ণ বিস্তৃত চন্দ্রও নেই, ভাসা
 ভাসাও নাই যার আছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা
 কর না ।

তু-অ। (দেবদানীর প্রতি) সখি, তুমি
 বল না ?

দেব। ঐ দেখ সখি ।

‘মি’মিট খাম্বাজ—জলদ তেতাল।
 দেখলো সজনী ধনী রমণীর শিরোমণি।
 হাসিছে বিমল হাসি আনত আননখানি ॥
 হেরি চাকু অটোভার, ধারা ধরে ধরাধর,
 কিবা মধুর অধর, মাধুরী আধার ম’নি।
 চল চল দু-নয়ন, যেন কাম শরাসন,
 নলিনী মৃণালে যেন মৃগোল মৃগল পাণি ॥
 প্র-অ। তাই ত মখি, এ রূপরাশি হুজুড়।
 দ্বি-অ। অপকূপ হেন রূপ সুরূপের রূপ।
 কুরূপ কামিনীরূপে বিধাতা বিরূপ ॥
 ত্রু-অ। তাই ত মখি,
 শৈলশিরে মনোহারি শোভায় অতুল।
 কটকী মৃণালে যেন ফোটা পদ্মফুল ॥
 দেব। (অগ্রসর হইয়া) নবীন তাপস।
 আমার কি পরিচিতি বোধ করেন? এক
 দৃষ্টে কি দেখছেন? কাল নিমীখে সে
 রমণী লজ্জা ত্যাগ করে মুক্তকণ্ঠে প্রণয়
 ব্যক্ত করেছে, প্রিয়দর্শন! একবার স্মরণ
 করুন, এই সে রমণী, আজ আবার আপ-
 মার চরণসমীপে উপস্থিত, একবার করুণ-
 নয়নে দর্শন করুন।
 সত্য। দেবযানি! তুমি ত আমার নিকট
 কোন দোষে দোষী নও, তবে কেন করুণা
 প্রার্থনা ক’চ্ছে?
 দেব। (হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয়দর্শন।
 আমি তোমার চরণে যথেষ্ট দোষী, এক
 প্রণয়ই আমাকে দোষী করেছে।
 সত্য। প্রণয় কি? আমি জানি না।
 দেব। প্রণয় প্রেমিকহৃদয়ের প্রধান কার্য।
 সত্য। প্রেমিকহৃদয় কি?
 দেব। মানবজীবনের প্রধান কার্য প্রেম,
 রমণীর সহিত সুখপরিণয়ই প্রেম।

সত্য। সে প্রেমে আবদ্ধ হলে, ঐশ্বরিক
 যোগের কোন ব্যাধাত জগতে পারে?
 দেব। অপবিত্র প্রেমিকদেরই ঐশ্বর-কার্য
 বিনষ্ট হয়।
 সত্য। পবিত্র প্রেমে আর অপবিত্র প্রেমে
 প্রভেদ কি?
 দেব। ঐশ্বর সৃষ্ট পবিত্র প্রেমের অপভ্রংশই
 অপবিত্র প্রেম।
 সত্য। প্রিয়বাদিনি! আমি যদি পবিত্র প্রেমে
 মগ্ন হই?
 দেব। হৃদয়রমন। তা হলেই এই রমণী
 অনন্তকাল পর্যন্ত ও পদসেবায় কৃতার্ণ হয়।
 সত্য। তথ্যস্ত।
 প্র-অ। ওলো ফুল পড়েছে।
 দ্বি-অ। আরো গাছ নাড়া দে, অনেক ফুল
 পাবি।
 ত্রু-অ। ও মখি! ওকি নড়বার গাছ যে নড়বে,
 হেসে হেসে ছোট ছোট হাত ছুখানি
 ছুলিয়ে ফুল চাও, মাজি ভরে যাবে এখন।
 দেব। প্রিয়তমে! প্রণয়িগুণের প্রণয়
 মিলন কি সুখকর?
 সত্য। এই সুখ অনন্তকাল পর্যন্ত অনন্ত
 সুখে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন।
 দেব। এই উভয়ের হৃদয় এক হৃদয়ে পরিণত
 হ’লেই অনন্ত সুখ-শান্তি বিরাজ করবে।
 (অধিগমের নৃত্য ও গীত)
 সিদ্ধ খাম্বাজ- ধেমুটা।
 আশা মরি মরি মরি কিবা মাধুরী।
 হাসিছে সুখ সহচরী।
 করিয়ে মফল গান,
 তুমিই সন্তানে তান,
 পোহান প্রণয়কালে শোক শরীরী ॥

তৃতীয় অঙ্ক ।

*

(অগর-কানন—উন্নত শামল শস্যের উপর মণ্ডাপান
ও দেখানি আলোশ অঙ্গারাজ্যের নৃত্য ও গীত ।)

ধুন সারঙ্গ—কাওয়ালী ।

মন্নি মাধুবী ধরে কিবা ফুলবন ।

নবীন নরবনে, নব নাগরী,

নবীন নুহুমহারে করে বনন ॥

প্র-অ। ঋষিবর! নমস্কাণ্ড, বনি স্থ-শান্তি
জন্তে না পাগল হনোছিলে, এখন স্থ-
শান্তি বুঝতে পেরেছ কি ?

মত। একাধারে স্থশান্তি অপ্রাপ্য ।

দ্বি-অ। ওটি ভাই তোমার পাগলামী ।

ত-অ। ওলো পাগলামী নয়, কতাব বুঝি
জাত ভাষাদের মনে পড়েছে ।

দেব। নাথ! এ কানন কি তোমার শান্তি-
হীন বোধ হচ্ছে ?

মত। বিধুমুখী যার পার্শ্বে এমন স্থ শান্তি
বিবাজ কচ্ছে, তার আবার শান্তির অভাব ।

প্র-অ। আচ্ছা হা! এমন গাভুরা কথা
কোথেকে শিখলে ?

মত। তোমরাই ত শেখালে ।

দ্বি-অ। দেখ দেখি ভাই এতে কত স্থ ।
মনে কর দেখি, আগে কি ছিলে, আর কি
হয়েছে, তখন বনে বনে পেঁটার ডাক শুনে,ত,
এখন রমণীর স্তম্ভমাখা কথায় বুক দশহাত
হ'চ্ছে, তখন কদাচ কখন এক একটা বন-
মাগুয়ের মুখ দেখতে, এখন হাত বাড়ালে
ছ-দশটা হাসিমাখা মুখ গড়িয়ে পড়ে ।

ত-অ। আচ্ছা ভাই! কোকিলের ডাক
তোমার কেমন লাগতে ?

মত। বোধ হ'ত যেন ঈশ্বরের স্তুতিবাদ
ক'ছে ।

ত-অ। আর এখন ?

মত। এখনও তাই বোধ হয় ।

ত-অ। তবে তোমার বুনোমতাব এখনও
যায় নি ।

মত। কেন ?

ত-অ। ভাই! যার হৃদয়ে প্রাণ আছে, তাকে
পক্ষপক্ষীর সব চিন্তে হবে। এখন
কোকিল কি বলে জান ? বলে,—

বনের ভিতর ফাটে গদা কুছ কুছ করি ।

প্রেমিক মনে প্রাণ আশুন জ্বালাই ধীরে ধীরে ।

মত। তবে ত কোকিলের গুণ অনেক ।

দেব। নাথ! ওটি যে মননের প্রধান অনু-
চর। কোকিলের সব মদনবাণের হল-
হল; মদন ফুটাব ক্ষেপণ করেন, কোকিল
বাধার করে তার হৃদয়ে বিষ ঢেলে দিলে ।

প্র-অ। মথি! তোমার ভাই সেটী ভাষা
জানা আছে; উনি মুনি ঋষি মাধুয়; ভাং
পুতনোদ পর্বত; একটুখানি বিষ ত ঔন
দৈনিক আহার ।

মত। ঋষিমাতেই কি ভাংপুতরা-প্রিয়
হয় ?

দ্বি-অ। •তবে মতাশয়দেব চক্ষু দুটী জবা
ফুলের মত কেন ?

মত। অনিদাও এর অমৃতম কাষণ হ'তে
পারে ।

ত-অ। তবে কি ঈশ্বরযোগেও রাজি-
জাগরণের প্রয়োজন ।

প্র-অ। ওলো চল আমরা এখন যাই;
নবীন দাম্পত্য একটু বিভ্রাম করুক ।

দ্বি-অ। হা ভাই চল, -

প্রণয়েব পরিণাম একত্র মিলন ।

হুজনেতে সুখে তায় কব সন্তরণ ॥

[অপসরব্রতের প্রস্থান ।

(দেবযানীর গীত)

পাহাড়ী জংলা—ঠুংরি ।

প্রাণনাথ প্রাণ মন দিযেছি তোমারে হে ।

ভালবাসি মধু হাসি মধুব অধবে হে ॥

দেখো নাথ দেখো দেখো,

অধীনীরে মনে রেখো,

বিরহ বিষম দাহে যেন না জ্বলি :—

অন্তরে অন্তর রেখে দেখি প্রাণ ভরে হে ॥

মত্য । প্রিয়তমে ! আব গপ্তাহ পূর্বে আমি

তোমায লোভেব অন্ততম মূর্ত্তি বলে তিরস্কার

করেছিলাম ; কিন্তু তখন ত জানতাম না

যে, এই মূর্ত্তিই আমার জীবনসর্ব্বস্ব হবে ।

এখন আমার একমাত্র ধন তুমি ।

দেব । প্রণয়ে প্রবৃত্ত হ'লে যে যোগধর্ম্মের

ব্যাঘাত হবে বলেছির্নে, আমাব কপাল-

দোষে সেটী যেন না ঘটে ।

মত্য । প্রিয়তমে ! কে বলে প্রণয়ে শাস্তি

নাই, সংসারী হলেম, যোগসাধনা কব্বো,

সম্মুখে কোন ব্যাঘাত নাই ।

দেব । নাথ ! এতদিনের পর আমার মনো-

বাসনা পূর্ণ হয়েছে । বাসনা ছিল, আমার

চক্ষে যিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবেন, তাঁরেই

হৃদয় প্রদান করবো । এতদিনে তা সফল

হয়েছে ।

(মতাদানের গীত)

বেহাগ—আড়া ।

• সুচারুহাসিনী ।

অধরে অমৃত ধর দিব। ষামিনী ॥

পল্লব মৃণালদল, নেত্র নীল উৎপল ;

• করতল শতদল চরণ নব নগিনী :—

হেন মুখে মাখ। হাসি,

আমি বড় ভালবাসি,

হৃদয়ে রাখিব সদা মনোমোহিনী ॥

(চিত্রভানু গন্ধর্কের প্রবেশ)

চিত্র । দেবযানি ! এ কি ?

দেব । প্রণয়েব পরিণাম ।

চিত্র । দেবযানি ! আমাকে বঞ্চিত ক'রে

মানবের প্রতি অনুরক্তা ?

দেব । শুদ্ধ অনুরক্তা নয়, পরিণয় বন্ধনে

আবদ্ধ হয়েছি ।

চিত্র । পাষণ হৃদয়া ! এই কি তোমার

উপযুক্ত কাজ ? আমি যে এতকাল

তোমার সাণা কল্লম, তুমি কি এইরূপে

তাব প্রতিফল দিলে ? দেবযানি ! আর

মহুর্ভ পূর্বে নির্ঝাণোমুখ আশা মানস-

মন্দিরে ক্ষীণালোক বিস্তার কচ্ছিল, এখন

সর্ব্বস্ব অঁধার ! যাই হোক, আমি নির্ঝাণ

এতকাল তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলাম,

তুমি আমায় ঘৃণা ক'ত্তে, আমি যেই

ঘৃণাকে ভালবাসা মনে ক'ত্তেম, একদিন

একটী কথা কয়ে মনে ক'ত্তেম, কত সহজ

প্রণয়ের কথা কয়েছি ; সে আশায়

নিরাশা !

দেব । চিত্রভানু ! প্রণয় অন্ধ তা তুমি

স্বীকার কর ?

চিত্র । পাপীষসি ! তুই আমার হৃদয়ে অগ্নি

নিক্ষেপ করি ; একবার মনে হচ্ছে, তোর

মস্তকে পদাঘাত করে প্রেমে জলাঞ্জলি

দিয়ে যাই, কিন্তু আশা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত

হচ্ছে ; দেবযানি ! তুমি যে আমার এক-

মাত্র হৃদয়তোষিনী ।

দেব । চিত্রভানু ! ভূতপূর্ব্ব কথা ভুলে

তখন আমি কুমারী ছিলাম, এখন এক-
জনের বিবাহিতা পত্নী হয়েছি ।

চিত্র । তুই ছুঁচারিণী, আমার হৃদয়ে অনল
জ্বলোছিস্ আমিও তোর হৃদয়ে অনল
জ্বলবো । এককাল যে মায়াজাল
অধ্যয়ন করেছি, আজ প্রকৃত হিংসার
গহ্বরে সেই অধ্যয়ন কার্যে পরিণত
করবো ।

দেব । শতধার মায়াজাল নিরুপেক্ষ কর,
পবিত্র দম্পতির কেশমাত্রও স্পর্শ করতে
পারবে না ।

চিত্র । পাখানি ! এটী যেন মনে থাকে যে,
নিমুখ প্রণয়কাজীর হিংসা হলাহল হতেও
তীব্রতর ।

[প্রস্থান ।

মত্য । প্রিয়তমে ! উনি কি প্রেমোন্মাদ ?

দেব । নাথ ! ওদের হৃদয়ে সারহু নাই ।

স্বামীর অন্তর ওরা জানে না, ওদের হৃদয়ে
অপবিত্র চঞ্চল প্রেম বসতি করে ।

মত্য । ওর হিংসায় কোন ভয়ের কারণ
আছে ?

দেব । প্রাণনাথ ! পবিত্র দম্পতি কারে
ভয় করে ? তারা মিজের সুখেই নিজে
উন্নত ।

মত্য । চল প্রিয়ে, এ কানন পরিত্যাগ করে
যাই ।

দেব । কেন নাথ ?

মত্য । আমার নিজাকর্ষণ হচ্ছে ।

দেব । এমন অসময়ে নিজাকর্ষণ ? তাই ত
আমারও যে নিদ্রা আসে ।

মত্য । তবে আর এখানে অপেক্ষায় কাজ
কি ?

দেব । কেন নাথ ! আমরা এইখানেই
নিদ্রা যাই এস ।

(উভয়ের শয়ন)

মত্য । নিদ্রার নিকট সকলেই পরাজিত,
যে বীরপুরুষ সমস্ত দিবা যুদ্ধ করে শত
সহস্র জনকে পরাজিত করেছে, নিশীথে
তিনিও নিদ্রার নিকট পরাজিত ।

দেব । কিন্তু মদ্যে ! নিদ্রা নবদম্পতির
অস্থব্ধজনক ।

(উভয়ের নিদ্রা)

(একগাছি মায়াশিষ্ট হস্তে বিভ্রান্ত

শূণ্য হৃদয়ে অবতরণ)

চিত্র । এই মায়াশিষ্টর প্রভাবে ওদের হৃদয়-
কেই নিদ্রিত করেছি, আবার এরই প্রভাবে
ওদের বিচ্ছেদ হবে । পাখানি দেবযানী !
তুই আমার হৃদয়ে যে শেল প্রহার
করেছিস, তার প্রতিফল, আমি তোকে
চিরকালের জন্য কষ্ট দেব । অতীষ্টমিদ্ধির
জন্ত আমার যত অযত্ত কার্য করতে হয়,
তা করবো । দেবযানি ! সুখে পতি কোলে
নিদ্রিত হয়েছিস, তোর ঐ পতিকে আমি
মায়াজালে অপহরণ করবো ।

(মতাদামের দরীদ্র মায়াশিষ্ট স্পর্শ)

ঐ নিদ্রিত অবস্থাতেই আমার পশ্চাতে
আয় ।

(অগ্রে অগ্রে গমন, পশ্চাতে মিত্রিতাবস্থায় মতাদাম
হইয়া মতাদামের গমন)

দেব । (নিদ্রোন্মিত হইয়া) কৈ ? এ কি ?
প্রাণনাথ কোথায় গেছেন ? প্রাণেশ্বরু !
জীবনসংকল্প ! কোথায় লুক্কায়িত হলে ?
(পরিভ্রমণ) কৈ কোথাও নাই, তবে কি
হয়েছে ? কোথায় গেছেন ? হায় ! হায় !

হায় ! কে অভাগিনীর ধন হরণ করে ?
বিধাতা ! তিনি যে আমার অনেক যত্নের
ধন, হৃদয়েশ ! এই যে কিম্বদন্তি আছে
একত্রে শয়ন করিলেন । হায় ! কেন আমি
নিদ্রায় মগ্ন হলেম ? কালনিষ্ঠা ! কেন
তুই আমার নয়নে এসেছিলি ? আমি যে
আমার সর্বস্বধন হারিয়েছি ।

জর জরন্তী—মাড়াঠেকা ।

ছাঃখিনী জীবনধন ত্যজিয়ে সুখকাননে ।
কোথা গেলে অকস্মাৎ প্রবোধ মানে না মনে ॥
বল দেখি বেগবতী,
কোথা মম প্রাণপতি,
বিয়োগ বিধুরা অতি হয়েছে প্রাণেশ বিনে ।
সহেনা রে এ যাতনা ব্যাকুলা বিরহ বাণে ॥

(রক্তাক্ত কৃপাণ হস্তে চিত্রভ ছুর প্রবেশ)

চিত্র । দেবযানি ! তোমার মানব স্বামী
কোথা ?

দেব । চিত্রভানু ! হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়,
আমি আমার সর্বস্বধন হারিয়েছি ।

চিত্রা । দেবযানি ! এতক্ষণের পর আমার
মনোরথ পূর্ণ হয়েছে, এই দেখ, রক্তাক্ত
কৃপাণ, এ শোণিত ভূমি চেন ?

দেব । অঁা ! তবে কি আমার সর্বনাশ
হয়েছে ?

চিত্র । তোমার সর্বনাশ করাই আমার
চিত্রব্রত, এই কৃপাণ তোমার প্রাণনাথের
শিরচ্ছেদন করেছে ।

দেব । (করঘোড়ে)

হেন নিদারুণ যাকি,
কেন বল দেবযানি,
কাদে ভাঙ্গে আজুল পরাণ ।

জীবনসর্বস্ব ধন,
সেই একটী রতন,
সংপেছি তাঁহারে মন প্রাণ ॥
নিরহে কাউরা হিয়ে,
দেহ তাঁরে মিলাইয়ে,
শোকরাশি হোক অবমান ॥

চিত্র । দেবযানি ! তোমার স্ত্রীকণ্ঠ করুণ
ক্রন্দনে আর আমার হৃদয় আকুলিত হয়
না । আমি এ বক্ষ পাষাণে বেঁধেছি ।
দেব । চিত্রভানু ! কেন আর আমার
প্রতারণা কর ? আমার একমাত্র ধনকে
এনে দাও, হৃদয় জ্বালায় নিবৃতি হোক ।
চিত্র । এই নেও, তোমার হৃদয়েশের ছিন্ন
হুণ্ড নাও ।

(ছিন্নহুণ্ড গান)

দেব । অঁা ! তবে কি সত্য সত্যই আমার
সর্বনাশ হয়েছে ! ওঃ ! (মূর্ছা)

[দেবযানীকে বক্ষে ধারণ করিয়া গ্রহণ ।

(অপরাধক হৃদয়ে অপারার প্রবেশ)

ভৈরবী—মধ্যমান ।

কেন লো শূন্য কানন হেরি ।

কোথা গেল নব নব নাগরী ॥

সুখ প্রেমবনে,

সুখে নাথ মনে,

মজেছিল প্রেমভাবে ।

সে সুখ ত্যজিয়ে,

মদনে মথিয়ে,

কোথা গেল নবীনা নাগরী ॥

চতুর্থ অঙ্ক ।

পর্বত-গহ্বর ।

(আনুল'গিতকেশ। দেবযানী

(পর্বতপরি উপনিষ্টা)

(দেবযানীর গীত)

পাহাড়ী—লোফা ।

বিধিরে,—

দারুণ অনলে কেন কবিছ দহন ।

অমরী করিষে মিছে করেছ স্বজন ॥

অমরী না হলে পরে,

জীবন যেতো অন্তরে,

জীবন-জীবন ধনে করেছ কাল হরণ ॥

দেব। (স্বগত) হায় ! এ যন্ত্রণা সহ
হয় না, এ বিষাদভাবেব জন্ত আর
আমার হৃদয়ে স্থান নাই । ওরে কাল !
আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করেছি
যে, তুই আমার সর্ব্বধন নয়নমণি হরণ
করিলি ? না না, এত তোমার দোষ নয়,
এ দোষ আমার ; নতুবা কেন আমি এই
অনন্ত জগৎ অন্বেষণ করে এই নরজীবনে
জীবন সমর্পণ কଲ্লম ? কেন আমি তারই
প্রেমে প্রেমব্রত ধারণ কল্লম ? অ্যাঁ ।
প্রাণেশ্বর কোথায় ? কৈ, এ শৈবশূদ্রেতে
নাই ; ওঃ ! ছুই গন্ধর্ষ আমার হৃদয় শূন্য
করে করাল কৃপাণে তাঁরে নিহত করেছে ।
আমাকেও কঠিন নিগড়ে বদ্ধ করেছিল ।
হায় রে ! কেন আমি সে নিগড় ভয় কর-
শেম ? কেন আমি পাগলিনীর মত এই
পর্বতে বিচরণ কর্তে এলুম ? এখানে কি
শান্তি আছে ! কৈ শান্তি । কোথা শান্তি

হৃদয়ে আমার ? আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত
দগ্ধ ধাতু-প্রোত রয়ে বাচ্ছে ! হায় ! আর
কি তাঁবে দেখতে পাব ? মিছে আশা !
কৈ আব আমাকে একবারমাত্র সে মূর্তি
দেখাবে ? (পর্বত হইতে অবতরণ)
শৈবরাজ ! জান কি হে তুমি, কোথা মম
প্রাণেশ্বর ? শুধু প্রতিধ্বনি মাত্র, কোথা
প্রাণেশ্বর ! তুমিও নিদ্রা হলে ? হায় রে !
অভাগীর কথা কেবা শুনে ত্রিভুবনে ।
কেন তবে শৈবরাজ উন্নত মস্তকে তুমার
চালিয়া শিবে আছ বিদ্যমান ? যাও তুমি
রম্যতলে !

(হস্তস্পর্শে এক গহবরের দ্বার উন্মল,)

মতাদাস দণ্ডমান)

একি নাথ ! একি ! একি ! হেথা কেন তুমি ?
সত্য । গন্ধর্ষের মতাজালে বদ্ধ 'আছি
আমি ।

দেব। বিধাতা ! তুমি দগ্ধ ! হুঃখিনীর
রোদননির্নাদে তোমার হৃদয় যে আকু-
লিত হয় এই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । প্রাণে-
শ্বর ! আর যে কখন তোমাকে দেখতে
পাব, এ আশা ছিল না ।

সত্য । প্রিয়তমে ! আমারও জীবন শেষ
হয়ে এসেছিল । অনাহারে তোমার মুখ
চন্দ্রমা চিত্তা করতে করতে এই গহবরেই
আমার সমাধি হতো কিন্তু অপূর্ণ বিধি
লীলা ! আমিবা পুনরায় একত্র মিলিত
হলুম । জীবনদায়িনি ! তুমি কেমন
করে এ কারাগারের অনুসন্ধান কল্লম ?

দেব। প্রাণেশ্বর ! সেই ভয়ঙ্কর দিনে, কাল
নিজাবশে আমি তোমায় হারালুম । জেগে
উঠে দেখলুম আমার হৃদয়ের পূর্ণশশী

অন্তর্গত হয়েছে । শূণ্য-কানন মরুভূমিব
 ত্যায় বোধ হলো । করুণসরে বিজন বন
 বিনাদিত কল্লম । কোথাও তুমি নাই,
 তোমার মধুমাখা স্বব একবার শোন্বার
 জন্ত কাননের চাবিদিকে ভ্রমণ কর্লেম ।
 এমন সময়ে কবাল কুপাণ হস্তে ছুট গন্ধর্ব্ব
 তোমার ছিন্নশিব আমার সম্মুখে ফেলে
 দিলে ; হৃদয় ফেটে গেল—মুচ্ছিত হয়ে
 পড়্লেম—মুচ্ছ । ভঙ্গে দেখি, কঠিন নিগড়ে
 বদ্ধ হয়েছি । কিন্তু বন দেখি নাথ ! এই
 ত্রিভুবনে এমন কোন কঠিন নিগড় আছে,
 যাতে সত্ত্ব পতিহা বা রমণীকে বন্ধন কবতে
 পাবে ? শূন্য ভগ্ন কবে পানিনির ত্যায়
 এই পর্ব্বতে ছুটে এনেম। হঠাৎ করস্পর্শে
 গহ্বর দ্বাব খুলে গেল ।

সত্য । প্রিয়তমে ! আমার জন্ত এই
 কোমল শরীবে কত কষ্ট সহ কবেছ ? তুমি
 আমার জীবনদায়িনী ! (অশ্রুপতন ।)
 দেব । প্রাণেশ্বর । পূর্ব্বের বিপদ স্মরণ কবে
 কেন আব বোধন কর ?

সিন্ধু ধাম্বাজ—কাণ্ডাণী ।

প্রাণধন প্রেমবশে ছ-নয়ন ।

আশারি আসার হারে করিছে রোদন ॥

বিরহ বিষম বাণে, ব্যথিত জীবন হাথ,

দিবানিশি হয় দহন ॥

দেব । নাথ ! চল আমরা আলয়ে যাই ।

(চিত্রভানুর প্রবেশ)

চিত্র । এ কি ? পাপিনি ! কেমন করে
 কঠিন নিগড় ভগ্ন কল্লি ? কোন্ দৈববলে
 আমার মাষাজাল ছিন্ন করে তোর মানব
 পতিকে উদ্ধার কল্লি ?

দেব । চিত্রভানু । পূর্ব্ব শতবার তোমার

জঘন্ত প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে প্রণয় অন্ধ
 বলেছি । সেই জন্তই ত্রিভুবন অন্বেষণ
 কবে পৃথিবী হতে এই পুরুষরত্নকে এনেছি,
 আশ যথাযোগ্য পরিণয়পাশে বদ্ধ করেছি,
 তবে কেন আর মিছা আশায় ভ্রমণ কচ্চো ?
 কেনই বা জঘন্ত কৌশলে সতীব সতী-
 তের প্রতি আক্রমণ কচ্চো ? এ কার্য্য
 দেবকুলের উপযুক্ত নয় ।

চিত্র । পাপীয়সি ! আমি রমণীর বাক্যের
 কৌশল বিশেষ জানি, দুর্লভ দেবতায়োনি
 বঞ্চিত কবে সামান্য মানব প্রেমে বদ্ধ
 হবি ? এখনি এত উপযুক্ত প্রতিফল
 দেবো । যে মায়াবলে সুখে বাসর হতে
 তোর প্রাণপতিকে হরণ করেছিলাম,
 এখনি সেই মায়াবলে অনলবৃষ্টি কবে
 তাব প্রাণবিনাশ করবো ।

দেব । গন্ধর্ব্ববাজ ! এই কি তোমার উচিত ?
 অবলা বমণী বলে এত অবিচার, দেব-
 পতির বিচারামন কি শূণ্য আছে ? তাঁর
 হৃদয় কি বমণী-বোধনে বিদীর্ণ হয় না ?
 চিত্রভানু । এখনি আমি দেবসভায়
 প্রবেশ কবে সুবিচার প্রার্থনা করবো ।
 দেখি, তুমি কোন্ মায়াবলে আমার জীবন
 সর্ব্বস্বের প্রাণসংহার কর । যদি ত্রিদশ-
 আদয়ে সুবিচার থাকে, তবে আমি আমার
 হৃদয়-সর্ব্বস্বের প্রাণরক্ষা করবো ।

চিত্র । হাঃ হাঃ হাঃ ! সুন্দরি মিছে আশা ।
 জান না কি পাপীয়সি হয়েছ পতিত । স্বর্গ-
 দ্বাব তব তরে নহে অব্যাহিত ।

দেব । গন্ধর্ব্ববাজ ! আমি আপনার চরণ
 ধারণ করে বন্দি, জীবিতনাথের জীবন
 আমাকে ভিক্ষা দিন ।

চিত্র । দুর্ভিক্ষীতাকে দয়া করা নিমিত্ত ।
আমি এখনি তোমার প্রার্থনাব উপযুক্ত
ভিক্ষা দিচ্ছি । ঐ দেখ, ঐ যে শৈলপার্শ্ব
হতে অনলশিখা উখিত হচ্ছে, ঐ শিখা
শতশিখা হয়ে তোমার জীবনকাতের প্রাণ-
হস্তারক হবে ।

দেব । কি হবে ? প্রাণেশ্বর ! আমি কেমন
করে তোমার প্রাণরক্ষা করবো ? (সত্য-
দাসকে আলিঙ্গন)

চিত্র । দেবযানি ! এখনও মানবের প্রাণ-
বাসনা পরিত্যাগ কর । আমার সহিত
পরিণয় শৃঙ্খলে বদ্ধ হও, নচেৎ এখনি
তোমার নয়নের সম্মুখে তোমার জীবনের
পূর্ণশব্দী অস্ত যাবে ।

দেব । চিত্রভানু ! ও ছুরাশা ! পরিত্যাগ
কর । দুঃখিনী রমণী প্রাণি আর অত্যা-
চার করে না ।

(একপার্শ্ব হইতে অপরদিক ও
যোগব্রতের প্রবেশ ।)

প্র-জ । ঋষিবর ! ঐ দেখুন, আপনার তনয়,
আর ঐ আমাদের প্রাণসখী মাধবীলতার
ছায় আপনার তনয়কে আলিঙ্গন করে
আছে ।

যোগ । সত্যদাস ! বাপ আমার ! কৈ তুমি ?
সত্য । পিতঃ ! নিষ্ঠুর সত্যদাস এই তোমার
সম্মুখে দণ্ডায়মান ।

যোগ । (আলিঙ্গন করিয়া) সত্যদাস !
তোমার মতন পুত্রের কি এই কাজ ? অক্ষ
জনক বলে কি তোমার কিছু মনে নাই ?
সত্য । পিতঃ ! অপরাধ মার্জনা করুন ।
আমি বিয়ম নারকী, আমার পাণের ইয়ত্তা
নাই ।

যোগ । সত্যদাস ! এ দ্বাদশদিন তোমা-
রা দেখে জীবনমৃত হয়ে আছি, তপস্কার
পর প্রতিদিন এসে তোমা-
কন্ডেম, কিন্তু তোমা শূন্য আত্মম আমার
হৃদয়ে শোকের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দিত,
বৎস ! তুমিই যে আমার জীবনের একমাত্র
সহায় । আমি কত গিরি, কত উপবন,
কত বন, যষ্টি-হারী হয়ে ভ্রমণ করেছি ।
সত্য । পিতঃ ! আমি অধম নারকী, নতুবা
এমন কোন্ পাষণ্ড পুত্র আছে যে, সামান্য
সংসার আশে এমন স্নেহময় জনককে
বিসর্জন দেয় ? কিন্তু পিতঃ ! মন্তকোপরি
সেই এক সর্বশক্তিমান, আগ্নেয় মূর্তি
বিরাজ কছেন । তাঁর নিকট অহরহ সদ-
সং পাপ-পুণ্যের বিচার হচ্ছে । তাঁরি
দণ্ডবলে এখনি জীবন্ত সংহার হবে ।

যোগ । সে কি বৎস ? এই ত্রিভুবনে কে
আমার সন্তানকে নিহত করতে পারে ?

দেব । পিতঃ ! ঐ ছুরস্ত গন্ধর্ভ ঘোর মায়া-
ময় । মায়াজালে অগ্নিশিখা নির্গাণ
করে প্রাণনাথের প্রাণনাশে উদ্ভত
হয়েছে ।

যোগ । বৎসে ! এ ত্রিসংসারে এমন কেউ
মায়াময় নাই যে, মায়াজালে আমার পুত্রকে
নাশ করতে পারে ?

চিত্র । আমি তোমার তনয়ের প্রাণনাশ
করবো, সাধ্য থাকে রক্ষা কর ।

যোগ । আজ যদি আমি আমার পুত্রের
প্রাণরক্ষা করতে না পারি, তা হলে এত
কাল যে মায়াবিছা অধ্যয়ন করেছি, সে
সমস্ত ব্যর্থ হবে ।

চিত্র । সাধ্য থাকে রক্ষা কর । (অগ্নিতে

মায়া-মাষ্ট স্পর্শ করিয়া) : অগ্নিশিখা !
এখনি শতমুখী হয়ে সত্যদাসকে জীবন্ত
দগ্ধ কর ।

যোগ । (অগ্নিতে একটি পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া)
যাও অগ্নি রসাতলে মোর অনুমতি, (শিখা
নির্কীর্ণ ।)

চিত্র । * (মায়া-যষ্টি শূন্যে তুলিয়া) মায়াময়
ইরমদ ! তড়িগুখী হয়ে সত্যদাসের প্রাণ
বিনাশ কর (বজ্রনাদ ।)

যোগ । (উর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়া) অর্ধ
পথে রহ তুমি বিক্ষিপ্ত অশনি, (বজ্র নীরব)
চিত্র । ধনু ঋষিবর ! ধনু তোমার মায়াবল !
আজ চিত্রভানু আপনার নিকট পরাজিত
হলো । আপনার পুত্রের প্রাণ বিনাশ
অসাধ্য । এখন আশীর্বাদ করি, নব দম্পতি
অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সুখ-সন্তোষ করুক ।

যোগ । সত্যদাস ! আমি অপ্সরাদের মুখে
তোমার পরিণয়ের সমস্ত কথা শুনেছি ।
পবিত্র-প্রাণ্য পাশে যে বদ্ধ হয়েছে, এ অতি
আনন্দের বিষয় ।

(অপ্সরাগণের নৃত্য ও গীত ।)

বেহাগ ।

প্র-অ ।—

যুগল মিলন হেরে আঁখি জুড়াব ।
আনন্দ-সংগীতে পুন বাসর মাতাব ।

দ্বি-অ ।—

অচল চরণে লয়ে পুন নাচাব ।

তৃ-অ ।—

সুখেব সাগর-নীরে ছদি ভাসাব ।
সকলে ।

সব সখীগণ মিলে সাধ পূরাব ।

যোগ । সত্যদাস ! আমি আজ আমার
সম্মুখে তোমাদিগের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ
করবো । বৎস সত্যদাস ! বৎসে দেব-
যানি ! আজ আমি পূর্ণানন্দে বিশ্বাস-হৃদয়ে
তোমাদের উভয়কে উভয় করে অর্পণ
করলুম ।

চিত্র । অপ্সরাগণ ! এইবার উচ্চকণ্ঠে
মোহিনী-তানে মঞ্জল-গীত গাও, সেই
অবসরে নব-দম্পতিব নয়নসুখকর শত শত
মায়া-দৃশ্য এই মায়া-যষ্টি প্রভাবে প্রদর্শন
করাই ।

[বিচিত্র বিচিত্র পট পরিবর্তন ।]

(অপ্সরাগণের নৃত্য ও গীত ।)

মুণ্ডান—দাদরা ।

আ মরি আ মরি মধুর মিলন ।

রতিপাশে শোভে যেন মকর-কেতন ॥

নলিনী নলিনীরূপে,

অপকণ হেন কপে,

বিরূপে বিয়াদে কঁাদে ফিরায়ে নয়ন ॥

(শুন স্বর্গ শুন মর্ত্য শুন দেবগণ ।

কি সুন্দর সুখকর মধুর নিকণ ।)

ভ্রমরা ঝঞ্ঝার কর,

সুখে গাও পিকবর ;

সুতান প্রাণ্য তানে মাতুক ভুবন ॥

ছালাচাঁদ ।

গল্প ।

(১)

পিতার একমাত্র পুত্র ছালাচাঁদ । অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়ায় পুষ্করত্যাগ পিতা-মহাশয় বালকের দালনে পালনে মায়াময়ী মাতার স্থানান্ধিকার করিয়াছিলেন । আহান নিদ্রা ত্যাগ কাঁদা অনেক কষ্টে—বন্ধের অনেক শোণিত শুকাইয়া, ঘেঁষেব পুত্ৰটিকে মানুষ করিয়াছিলেন । ছালাচাঁদের বয়স এক্ষণে বিংশতি বৎসর, এই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছেন । পিতার আনন্দের সীমা নাই । গ্রামগুরু নৌকের নিকটে সুপুল্লের বিজ্ঞানভার পনিচঘাট্টে মদুগুণ কীৰ্ত্তন করিয়াও প্রদীপ দলপতি কেনারাম বাবুর আশা মিটিতেছে না । যখনই পুত্রের মুণ্ডপানে মমতাকটাক্ষে চাহিয়া দেখেন, তখনি গ্রহণী জীবিত থাকিলে এ সময়ে সাধের মংগাবে সোণার চাঁদকে লইয়া না যানি কি আনন্দই হইত, ভাবিয়া অপনের অসাক্ষাতে মুখ দিবাঁইয়া চক্ষের ফল মোচন করেন । জামোদ আলোদে দিন কাটিতে লাগিল,

ছুটীদ দিন ফুরাইয়া আসিল । মনুষ্যের পোড়া অদৃষ্টে সুখের সময় সীমান্ত - সমস্ত পানিতত্ত্ব না হইতে হইতেই বিজলী চমকেব ছাগ চকিতে ঝুকাইয়া পড়ে । এবার এখাকার পাঠ সান্ত্ব হইল— ছালাচাঁদকে কলিকাতার কোন কোনে ভক্তি কবিতা দিতে হইবে । বুকের মত ভাবনা হইল, হরিপাল হইতে কলিকাতা প্রায় একদিনের পথ প্রতিদিন যাতায়াত অসম্ভব । অথচ ছালাচাঁদকে কলিকাতায় পাঠাইয়া কেনারাম বাবু কি করিয়া শূণ্যগৃহে অবস্থান করিবেন ? দেশে না থাকিলেও নয়, গ্রামের দলপতি তিনি, হরিপালস্থ হিন্দু সমাজের একজন ক্ষমতাবান ও মায়াগণ্য বিগ্ৰহ—গ্রামের মস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । গ্রাম্য-সমাজকে মস্তকহান করিয়া যাওয়া কেনারাম বাবুর সাধ্যাতীত । ভাবিলেন, কলিকাতায় ভবানীপুরে নিজে আমাতার ভবনে ছালাচাঁদকে রাখা যাউক, তাহাতে আবার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল । প্রবীণ গ্রাম্য মদুগুণকে পরামর্শ দিলামা করাত্তে,

তাহার অসম্মতি জানাইলেন। কেনাবাম বাবু জামাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাত-নামা উকীল, তাহার অপবাদ, তিনি ইংবাজী মেজাজের লোক, আনন্দের একজন প্রধান সভ্য। কেনাবাম বাবু তজ্জ্ঞ কণ্ঠা জামাতার মুখাবলোকন কবেন না, তাঁহাদিগের নাম মুখে আনিতেও লজ্জা বোধ কবেন। গ্রামের প্রধান দলপতি তিনি। ব্রাহ্মভবনে বাস করা, দলপতি তনয়ের পক্ষে একবারে অসম্ভব। কেনাবাম বাবুর মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও মন বাবরের ভয়ে ও গ্রাম্য সদস্যগণের মনবন্ধার্হ পুত্রকে জামাতা ভবনে পাঠাইতে অস্বীকার করিলেন। কলিকাতায় বাস কবাই স্থির হইল। একা জুলাল বামায কি করিয়া বাস করিবে? প্রতিদাগী হবনাথপালের পুত্র ভৈরবচন্দ্রকেও কলিকাতায় পড়িতে হইবে। তাহার পিতা পুত্রকে জুলালের বামায রাখিতে অগ্রে প্রকাশ করিল, ভাড়াই হইল। পটলডাঙ্গায় হবিপালস্থ জনককেব বামায পার্শ্বস্থ ভবন ভাড়া লইয়া কেনাবাম বাবু বিশ্বস্ত পুত্রতনু ভৃত্য বন্দনকে সমতিবাহারে দিয়া জুলালকে কলিকাতায় পাঠাইলেন, প্রতিবেশিনী একটী বয়স্কা ব্রাহ্মণকণ্ঠা বামায রন্ধনকারিণী হইতে স্বীকার করিলে—তাঁহাকেও প্রেরণ করা হইল। জুলাল ও ভৈরব প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলেন। উভয়েই প্রতি সপ্তাহে এক একবার বাটী আসিতে লাগিলেন। পিতার বারণসত্ত্বেও জুলালচাঁদ স্বাভাবিক মমতার বশবর্তী হইয়া—স্কুল হইতে মধ্যে মধ্যে ভবানীপুর্বে

দিয়া ছোটা ভগিনী মনোবমায সাহায্য দেয়া দরিয়া, নিগমের দানায় আসিতেন।

কেনাবাম উন্নতমনা বান্ধা। প্রাঙ্গণাধীনতার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। তদীয় পত্নী মনোরমাও সম্ভাব্য,—বিজ্ঞাবতী—দানশীলা। মনোরমা ব্রাহ্মপরিবারের উজ্জ্বল মণি। তাহার মিষ্ট ব্যবহারে ও মৃদুস্বাক্ষর পারিপাট্যে পক্ষীস্থ সর্বসাধারণ শতমুখে তাহার সুখ্যাতি বর্ণিত। নরেন্দ্র বাবু স্ত্রী সুখে স্ত্রী, মনোরমাও স্বামী সুখে স্ত্রী। উভয়ের প্রাণ ভরিয়া প্রেমের অনন্ত উৎস উছলিয়া পড়িত। নরনারীকুলের আদর্শস্বরূপে পবিত্র দম্পতি পক্ষীর প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র বাবু সমস্ত দিবস পল্লিগ্রাম করিয়া আসিয়া বাটীতে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিশীথে শ্রমদীপিকাকে শিক্ষা দান করিতেন। মনোরমাও দিবসে নিজ বাটীতে পক্ষীস্থ বাদিকাগণকে বিনা ব্যয়ে বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষা প্রদান করিতেন। একটী সুন্দরী বেষ্টাকণ্ঠাকে মনোরমা বড়ই ভালবাসিতেন। বেষ্টাকণ্ঠা জগবতী, স্বভাবতঃ সুশীলা, তাহাতে আবার মনোরমার উপদেশে সে হৃদয় অধিকতর মার্জিত হইয়া বালিকার চারদে ও প্রকৃতিগত উন্নতিবিধান হইতেছিল। শিল্পকর্মে ও গ্রন্থপাঠে সমধিক যত্নবতী দেখিয়া মনোরমা নিজ কণ্ঠার শ্রায় সমস্ত তাহাকে

শিক্ষা দেওয়াতে, ভগবতী দিবসের অধিকাংশ সময়ই মনোরমার নিকটে থাকিতে ভালবাসিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মার্জিত-রুচি বালিকা মাতার চাবিতে বিভক্ত হইয়া মনোরমার নিকটে ঘুণা ও হুখ প্রকাশ করিতে শিখিলে, মনোরমা মিত্রকথায় তাহাকে ভুলাইতেন। বালিকার রূপ গুণ ক্রমান্বয়ে বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, মনোরমা স্বামীর নিকটে তাহার ভবিষ্যৎ সুখের কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেল— নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সমাজে পাশব প্রকৃতির প্রাধান্য লক্ষণের কথা একে একে বুঝাইয়া দিতেন ও তজ্জন্তই বেষ্ট্রাক্ষার যুগিত ব্যবসায় ব্যতীত উপায়ান্তর অসম্ভব বলিয়া মনোরমাকে ব্যগিত করিতেন। মনোরমা স্বামীর কথায় একেবারে নিরাশ না হইয়া, ভগবতীকে পূর-মহিলার কর্তব্য কার্য শিখাইতে আশ্রয় করিলেন। ভগবতীও বেশাপদবীর আনন্দের হইবার জন্ত জন্মে নাই। সেই নবীনা তনয়ার কোমল হৃদয়ে মনোরমা যেরূপ গঠন করিতে চেষ্টা করিলেন, সহজেই তাহা হইতে লাগিল। ভগবতী এক্ষণে ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কা। ধর্ম্মভেদে তাহার হৃদয় পূজ্যোতির্ময়—বেশ্য ভবনের বিভীষিকায় তাহার প্রাণ কাপিয়া উঠিত, কুলটাগণের বিপণীত বুরীতি ও নারীচরিত্রের অপব্যবহারে বিষম দেখিয়া দেখিয়া ভগবতী অশ্রময়ী হইয়া পাগলিনীর ছায়া ছুটিয়া দেড়াইত। লম্পটের কুদৃষ্টির প্রভাবে ত্রিয়মাণা ভগবতী লজ্জাবতী লতিকার ছায়া আবৃত্তি হইয়া চক্ষু

মুদিত করিত। আমাদের জুলাওচাঁদ পূর্বে মাসে মাসে এক একবার করিয়া ভগিনীর বাটীতে আমতিত। জুলাও আমলে ভগবতী পাঠ্য পুস্তক লইয়া, তাহার নিকটে বসিয়া পরীক্ষা দিত। জুলাও বালিকার ত্রিয় ব্যবহারে আশোদিত হইতেন। প্রথমে জুলাও, ভগবতীর বালিকা ব্যবহারে ও সরল ভাব ভঙ্গীতে আশোদ পাইতেন বটে, কিন্তু—বালিকা যতই যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতে লাগিল, যতই লজ্জার প্রকৃত আবরণ ক্রমে ক্রমে ভগবতীর দেহ লাবণ্যে ঢলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, জুলাওয়ের প্রাণে ততই যেন কি এক অজানিত নূতন ভাবের আবেশ হইতে লাগিল। ভগবতী পানে পূর্বনৈজে চাহিয়া থাকা কমিতে থাকিল। ভগবতীও বুঝিল না—কে যেন কোথা হইতে অনাখ্যে থাকিয়া ভগবতীকেও অপাঙ্গদৃষ্টি ও মলোজ কটাক্ষ শিখাইয়া দিল। কাজাকাছি হইলেই উভয়ের প্রাণ কেমন যেন শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিত। কেন যে শিহরিত—তাহা উভয়েই বুঝিত না। তবে উভয়েই বুঝিত কি? আগে আগে মাসান্তে মাফাতে উভয়ে যে প্রীতিভাষি করিত, এক্ষণে মস্তাহে জুইবার মাফাতেও সে সাধ যে মিটিত না—জুইনে তাহাই কেবল বুঝিতে পারিত। আগে আগে জুশো কথায় যে সময় লাগিত, এখন ছুটি প্রাণজুড়ানো কথায় তাহার দ্বিগুণ সময়েও কুলায় না।

নরেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ হিংসক। জুলাও নিজ অব্যবহারে ও নোখানোর যত্নে কপেজের

প্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হইতেছে দেখিয়া, হিংসায় নির্বোধ ভৈরবের প্রাণ কব কর কবিতে লাগিল। ছুতনতায় জুলালের দোষ ধরিতে ভৈরবের বড়ই আনন্দ হইল। জুলাল ভগ্নীর বাটীতে অধিক যাতায়াত কবিতোছে দেখিয়া—ভৈরব হরিপালে আসিয়া কেনারাম বাবুর কাছে দশখানি করিয়া লাগাইল। আজ রবিবার—কেনারাম বাবুর চণ্ডীমণ্ডপ লোকারণ্য। গ্রামস্থ প্রবীণগণ ছ'কাহস্তে বৈঠক করিয়া গণ্ডগোল করিতে কবিতে দলাদলির খোঁট করিতেছেন। সকলের মুখেই ব্যগ্রতাব চিহ্ন। দলাদলি খোঁট শেষ হইলে, কথায় কথায় জুলালের ভগ্নীর বাটীতে গমনাগমনের কথা পড়িল। প্রবীণেরা একমত হইয়া কেনারাম বাবুকে উক্ত বিষয়ে সাবধান হইতে বলিলেন। সম্প্রদত্ত জুলাল—ব্রহ্মজ্ঞানীর দলে পড়িয়া, একবারে যাহা নামে যাইবে ভাবিয়া কেনারামবাবু জুলালকে সর্বসমক্ষে বাহিরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সচরিত্র শাস্ত্র জুলালচাঁদ মৃদু পদক্ষেপে গ্রীবা অবনত করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের একপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রবীণেরা সম্মুখে বলিলেন, “আহা! কি ঠাণ্ডা ছেলে তোমার কেনারাম বাবু! এ ছেলে যদি হিংস্রানীর বাহিরে গিয়ে পড়ে, তাহা হইলে সে দুঃখ আর রাখিবার জায়গা হইবে না।” কেনারাম বাবু প্রিয়ভাবে জুলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“হ্যাঁগো বাপ! কি কথা শুনি? তুমি না কি তোমার ভগ্নীর বাটীতে সদা সর্বদা যাতায়াত কর?” জুলালের মুখ লাল হইয়া উঠিল, “আজ্ঞে সদা সর্বদা যাইবাব মময় পাইব কি করিয়া? যে দিন

কদাচ কখন জ্বলের ছুটী থাকে—অথচ এখানে আসিতে পারি না—সেই দিনেই সেখান গিয়ে একবাবমাত্র দিদির সঙ্গে দেখা করিয়া তাড়াতাড়ি তখনি চলিয়া আসি।” বলিয়া নম্রপ্রকৃতির জুলাল পুনর্বার গ্রীবা অবনত কবিয়া রহিল। কেনারাম বাবু সদয়গণের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “তাই ত বলি? জুলাল কি আমার অবাধ্য ছেলে?” “আহা! বেশ! বড় সং ছেলে!” বলিয়া প্রবীণগণ তামাকু টানিতে টানিতে জুলালকে বতবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। জুলাল চাঁদ বিশেষ মন্ত্রমের সহিত যথাযথ উত্তর প্রদানে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া যথাযোগ্য অভিবাদনের পর ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন—জুলালচাঁদ আমাদেব যেন অগ্নি পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। আজি অবধি জুলাল যে দিন ভবানীপুরে যাইতেন, সে দিন ভৈরবের কাছে তাহা লুলাইতেন। অথচ তাঁহার তথায় না যাইলেই নয়—স্বাধীন ইচ্ছার বেগ সম্মুখে যুবক জুলাল অসমর্থ।

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না—তরতরবেগে ব্রহ্মাণ্ডে ঘটনাবলী বক্ষে ধরিয়া অনন্তকাল বহিয়া যাইতেছে। সময়কে শত শত ভাগে বিভক্ত করিয়া, পার্থিব জনগণ তাহার একটি ভাগও স্ববশে আনিতে পারিতেছে না—পল, বিপল, দণ্ড, দিন, মাস, বৎসর অনাহত যাইতেছে। ভগবতী চতুর্দশ বৎসরে পা দিয়াছে, তাহার সরল প্রাণের অভাবনীয় পরিবর্তন দেখিয়া এক দিকে নরেন্দ্র মনোরমা আমোদিত

ও ভাবিত, অল্প দিকে তাকাব বেশীজন্যে
 বাস্তব ও চমকিত। জ্ঞানটাদেব প্রাণে
 শাস্তি নাই, তাহাব প্রাণের ভিতর বিষম
 বিপদ বাধিয়াছে। এখন যাচা জানেন
 না, কাহাবও মুখে যাহা শুনে নাই,
 পুস্তকে যাহা পাঠ কবেন নাই—ভগ-
 বতীকে দেখিয়া দেখিয়া—তাঁহাব দিকে
 চাহিয়া, তাহাব সহিত ছুটি একটী কথা
 কহিয়া কি এক অভূতপূর্ব প্রাপ্তি—
 অথচ নূতন—অদৃশ্য অনুবাস অনুভব কবি-
 তেন। এখন ভগবতী বাটীতে যাইয়া,
 অনেক সময় ভগিনীকে দেখিয়াও কোন
 কথা না কহিয়া—বাটীর চারিদিকে যেন—
 আব বিছুর অন্বেষণ কবিত্তে দৃষ্টিনিষ্কপ
 করিতে থাকেন—সে দৃষ্টি ব্যগত-
 মাথা। মঙ্গলময়ী ভগবতী পূর্বনেত্রে
 চাহিতে চাহিতে—অকস্মাৎ চক্ষু নামাইয়া
 অগ্রসব হইলেন—জুলালের চক্ষু স্থির হয়—
 কথাব জড়তা শেষ হয়—বাক্যপটভাব
 পুনরাবির্ভাব হয়। মমোরমা পূর্ণসুখতী।
 দাতার হৃদয়েব সম্মুখে যে মন্দ স্থান
 করিয়াছেন—তাঁহাতে তাঁহাব সম্পূর্ণ প্রতি-
 বিম্ব দেখিয়া মনে মনে হাসন প্রাণেব
 পুলকে ছুটিয়া স্বামীব নিকট সকল খণিয়া
 বলেন—নবোদয় নাবু জনিয়াই নিবসবদন
 হন। মনোবমা সঙ্কচিত হইয়া কবিয়া
 আসেন। জুলাল কিন্তু ভগিনীত তাহা বুনিয়া
 —যেখানে জুলাল ভগবতীব সম্মুখে হৃদয়েব
 ভাব লুকায়িত কবিয়াব চেষ্টা কবেন—ভগিনী
 একত্র থাকে, সেখানে প্রায় আসেন না।
 স্মৃতবাং জুলালকে বড় প্রতিবন্ধক সহ্য
 কবিত্তে হয় না। ইতিপূর্বে ভগবতী

বাটীতে গিয়া, বৈঠকখানাব চেয়ারে কসিমে
 পদ ভগবতী নিগেব পশম বোনাও
 পুস্তক স্নেহে লইয়া আগিত জুলাল হারিতে
 শানিতে ভগবতীকে নিকটে ডাকিয়া
 তাহাব হস্ত হইতে পশম বোনা লইয়া,
 ভাব মন্দ বিচার কবিয়া বলিতেন, পুস্তক
 কেব পূবাতন পাঠ প্রায় কবিয়া পূর্বোক্ত
 বইতেন—উত্তর ববিত্তে না পাবিলে
 বকিতেন, ভগবতীও পদবিন ভাব কবিয়া
 পড়া কবিয়া রাখিত। বাণিকাব বাধ্য-
 ক্রীড়ায় জুলাল মোহিত হইতেন। প্রায়
 কাণে-পাখা লইয়া কত দিন ভগবতী
 জুলালকে বাণাস কবিয়াছে, বামাচি
 মারিয়া দিয়াছে, জুলাল কতদিন ভগবতীব
 গায়ে জামা পবাইয়া দিয়াছেন, মাথায় কুণ্ড
 স্ত্রীয়া দিয়া হাততালি দিয়াছেন। একদা
 কিন্তু সে ভাব আব নাই—ভগবতী পক্ষে
 বাণিকা বোনা ধরা মাদ্র হইয়াছে—
 তাহাব আব সে উচ্চ হাসি নাই, সে
 উজ্জ্বল নবনো সে অস্থির চাহনি আব
 নাই—নবসুখতী উপমা চবন ভাবিয়াছে—
 মঙ্গল-গতিতে—নতমর্গী—স্থবনেবে চাহিতে
 চাহিতে বিদ্যানাথে আইসে। পথে কত
 নোকে কত ভামা কবে—মবলা তাহা
 প্রায় ববিত্তে জানে না। প্রাণে একটী
 প্রদীপ জ্বলিয়াছে—মস্তপূর্ণে একদৃষ্টে
 সেই দিকেই চাহিয়া আছে। প্রদীপ কেন
 জ্বলিয়া এ আশা কেন আওনের ভাবিয়া
 ভগবতী ও কিছুই স্থির কবিত্তে পারে
 না। অন্যমন্য হইলে অমনি নিবিয়া যাই-
 যাব ভয় হয়, প্রাণ দাবিয়া ভগবতী এ নূতন
 প্রদীপ নিবিত্তেও দিতে পাবে না।

বেলা অপবাহু । তুলালচাঁদ বিদ্যালয় হইতে বাসাঘ না আসিয়া—ববাবর ভবানী-পুবে ভগ্নীবা বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন । মনোরমা সেদিন পার্শ্বস্থ কোন এক প্রতিবেশিনীর বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, বাটীতে দাম দামী বাতীত আব কেহই ছিল না । তুলালচাঁদ প্রথমেই বালিকাগণের পাঠগৃহে গিয়া দেখিলেন—পাঠগৃহ জনশূন্য । যাহার জন্ত এত পথ ছুটিয়া আসিয়াছেন, যে মনোহারিণী মূর্তিখানি তাঁহার হৃদয়ফলকে দিন দিন গাঢ়তর অঙ্কিত হইতেছিল, কৈ আজ সে মূর্তি কোথায় লুকাইল ? ভগ্নীবা কথা দামদামীকে জিজ্ঞাসা করাহে তাহাবা নিমন্ত্রণে যাইবাব কথা বলিল—ভগবতীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে কবিতে জিজ্ঞাসা কবা হইল না । পার্শ্বকক্ষ হইতে তুলালের কে'মলমব অম্পষ্ট শুনিতে পাইয়া নবীন ছুটিয়া দবজায় আসিয় দাঁড়াইল—অমনি তুলাল উপযানে চাহিলেন—চাবি চক্ষু একত্র হইল । অমনি চারিচক্ষু নিমদৃষ্টে নিপতিত । আবার উত্থান ! আবার পতন ।। বিজণী খেলিতে খেলিতে লুকাইল । তুলাল মোপধন বাহিয়া বারাণ্ডায় উঠিলেন—ভগবতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া, একখানি কোচের উপর বসিয়া স্থিরনেত্রে আরগীবা পানে চাহিয়া বহিলেন । তুলাল সে জাবণোর—মৃদুলছটা একবার—এত দিনের পর নির্জনে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া ভাল কবিয়া দেখিয়া লইলেন—দর্পণে বিম্বিত সেই আয়ত-মোচন পানে চাহিয়া শিহবিয়া উঠিতে লাগিলেন । আগে তুলাল আসিলে ভগবতী তাডাতাড়ি গিয়া তুলালের হাততুখানি ধবিয়া চক্ষু নাচাইয়া বালিকাব ভঙ্গিমা মাখান কথায়

কত কথাই কহিতেন, আজ আব তাহা নাই—সে তাডাতাড়ি নাই, সে চলনের সে স্বাভাবিক নাচনভঙ্গী নাই, সে চলনের সে মৃদুল নর্তন নাই—সে ওষ্ঠাধবে সে পূর্ণহাস্যের তবঙ্গ নাই, বাগিকা যেন সে মগন্তই ভুলিয়া গিয়াছে, তুলালের চক্ষে আব সেই সেদিনের ভগবতী নাই—ভগবতী আজ পূর্ণ পরিবর্তনে মোহাগেব জলন্ত প্রতিমাকপিনী ! বিশ্ববিনোদিনী মধুরোজ্জ্বল রূপেব শান্ত কিশণে বিভূষিতা । তুলালের হৃদয়েব লুকান কক্ষে পূর্ণশশীবা নির্মল জ্যোৎস্না বিবাজিছে । নিব-বচ্ছিন্ন সুধা পিও তুলাল । তুলাল—অনিমেয় নয়নে ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া চাহিয়া আছে—ভগবতী গ্রীবা ঝাঁকাইয়া—একবার চাহিয়াই—চক্ষু নামাইয়াছে, আর চক্ষু উঠে না—খন খন বক্ষ উঠিতেছে—পড়িতেছে । কতক্ষণ কে জানে কতক্ষণ—নির্জনে নীরবে—যুগ যুগতী, মুখে কথা নাই—চক্ষে চক্ষে চকিতে মিলিয়া বক্ষের ভিতর কি জানি কি—কেমনতর এক স্বতন্ত্র লীলার আবির্ভাব হইতেছে । আহা । এ ক্ষেত্রে এ নূতন ব্রতী তুলাল ভগবতী যেন এ জগতের নরনাভীময় । এ অনাজাত দুটি ফুটন্ত ফুটাই যেন—মন্দাকিনীবা চলচল তরঙ্গে ভুলিয়া ভুলিয়া নাচিয়া যাইতেছে—অগাধ জলে দুটি প্রাণই ভাসিতেছে, ফাথে জলের কূলকিনারা চিনিতেছে না । নবীনপ্রাণেব এই একত্র ভাগানই বুঝি প্রেমের পরিণাম ? কিছুই জানে না দুজনে—অথচ উভয়েই অজ্ঞাতে উভয়ের প্রাণে প্রাণে—কি এক অজানা ভাষায় অবিস্রান্ত কথা-বার্তা চলিতেছে । টং টং করিয়া খড়ি বাজিল—দুজনেরই চমক হইল । ভগবতী তখন তুলালকে দাঁড়াইয়া

ধাকিতে দেখিযা নাজ্ঞানে বলিল,—“হুলাল !
বোস না ভাই !” হুলাল কোথায় বসিলে ?
কোচের উপর ভগবতীমূর্তি পাশে আসিয়া
বসিয়া পড়িল । আজ নির্জনে দুজনে অনেক
কথা হইল । হুলাল প্রাণের কথা জুকাইতে
না পারিয়া ভগবতীর কাছে কাণে কাণে সব বলিয়া
ফেলিল—ভগবতী শিখায় শিরায় বিদ্যুৎ
ছুটিল । শিহরিয়া বলিল,—“আমি কে হুলাল,
তাকি তুমি জান না ? জানিলে ভাই ঘণায় মুখ
ফিরাইতে হইবে । হুলাল বুঝিতে পারিয়া ক্ষণেক
নীরব হইয়া রহিল, পরে মুখ ফুটিয়া বলিল—
“তা বোলে কি ভগবতী আমি প্রাণ বলিদান
দেব ? কটকবুকেই যে গোলাপ ফুটে, তাকি
আমি জানি না ? মিছে বাধা কেন আমায়
কাদাতে চাপ ? আমার চক্ষে যে তোমায়
দেখিলে—আমার প্রাণে যে তোমার প্রাণেব
গভীরতা মাপিলে, ঘণা তার অসাধ্য । আমি ত
অধুনা মজি নাই ; মবল প্রাণেব স্বর্গীয়
মাধুরী বড় ভালবাসিয়াছি—আমি তোমায়
চক্ষে দেখি নাই—প্রাণে প্রাণে পরীক্ষা
ল'য়েছি—ভগবতী ! মাথোঁ মথায় বৈ
মানিক কি আর কোথাও জন্মায় ? আমার
সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিও না, স্বর্গসুখের প্রার্থী
আমি—স্বপ্নে আমাব ভয় কি বল দেখি ?”
ভগবতী আর কোন কথা বলিল না, হুলালেব
মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া—সে উজ্জ্বল নেত্রের
পবিত্র দীপ্তি দেখিয়া, সে গভীরবদনেব সে
বিদ্যুৎস্রবণ সেই অকম্পিত বচনের অটল
বাধনী শুনিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া
পড়িল । অজ্ঞাতে করলতা হুখানি হুলালের
গলায় জড়াইয়া পড়িল—অজ্ঞাতে গ্রীবা অব-
নত হইয়া পড়িল । অজ্ঞাতে হুলালের উন্নত

ধ্বংস অকোমল কপোল পবনিন । হুলাল
আপনার নিধিকে আপনার হইতে দেখিয়া,
একবার প্রাণ ভরিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির গুণ-
কীর্তন করিলেন । পবিত্র প্রেমের পীযুষময়ী
কলনায় কমলীয় চিত্রখানি আঁকা শেষ না
হইতে হইতেই—প্রাঙ্গণে মনোরমার কুণ্ডল
শুনা গেল—ভগবতী উঠিয়া বিদ্যুৎবেগে কক্ষ-
দ্বার দিয়া নিষ্কান্ত হইলেন ।

রাত্রে মনোবমা নরেন্দ্রবাবুকে হুলাল-
ভগবতীর প্রেমের কথা বলিয়া উভয়ে পরি-
ণয়মুখে আবদ্ধ কবিত্তে অনুরোধ করিলেন ।
নরেন্দ্র বাবু নিশ্বাস ছাড়িয়া—সমাজকে অভি-
মুখ্য করিতে লাগিলেন—মনোবমা কিছু-
তেই ছাড়িল না—নরেন্দ্রবাবুকে স্বীকার
করাইবাব লম্বা বুদ্ধিমতী রমণী উন্নতমনায়
তায় তর্কজাল নিস্তার করিতে লাগিলেন ।
সমাজ-বাধনী সে তর্কের নিকট খুলিয়া পড়িতে
লাগিল । অবশেষে নরেন্দ্রবাবু কাজে কাজেই
সম্মত হইলেন । এদেশে দাস দাসী কর্তৃক
গৃহস্বের গুপ্তকথা প্রায়ই প্রকাশ পাইয়া
থাকে । রমণী নামী কোন এক পরিচারিকা
—উক্ত নিধির পল্লমর্শ শুনিয়া ভগবতীর
বেশ্যামাতাকে বলিয়া দিল । বেশ্যা চমকিয়া
উঠিয়া পার্শ্ববাসিনী রাজসীগণের সহিত
পরামর্শ করিয়া, দেবভাবময়ী ভগবতীর জন্ত
নরকদ্বার খুলিবার উপায় করিতে লাগিল ।
ভগবতীর—মনোরমাব নিকট যাতায়াত বন্ধ
হইল । স্বাধীনস্বভাবা সরলা রমণী লোহ-
পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া পড়িল । অনুনয় বিনয়ে
কঠিনা বেশ্যাব পাশাপ্রাণ টলিল না—
পাশালী উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধরিয়া অহর্নিশি ভূ-
সনা করিতে করিতে প্রেমময়ীকে অশ্রদ্ধার

ভাসাইতে লাগিল। বেশার ছলনা কে বুঝিবে ? ভগবতী ত তাহা শিক্ষা করে নাই। ভীষণা জননী, কুলটার ভাবভঙ্গী ও কুলটার বিলাস-বিভ্রম, শিখাইতে যত্ন করিতে লাগিল—ভগবতী তাহা শিখিল না। তাহার প্রাণ অশ্রু-দিকে ধায়, সে মোহিতার উদ্দীলিত হৃদয়পদ্ম অশ্রু পানে চায়, সে সতেজ চক্ষু লম্পটের পানে চাহিতে ঘূণা বোধ করে ; লোভী লম্পট আশায় মাতিয়া চাহিতে থাকে,—ধর্ম্মভেঙ্গে লম্পটের বিলাস নেত্র ঝলসিয়া দেয়—উঁকি মারিয়াই লম্পট পলায়ন করে। বেশামাতার নিমগ্নিত লম্পটগণের মধ্যে যে অত্যন্ত সাহসী—সেই আসিয়া—হাসিয়া হাসিয়া ভগবতীর সঙ্গে প্রেমের রহস্য কথা কহিতে চায়—গভীর ভগবতী সজ্জিত। পূর্ণযৌবনাবস্থায়—সরল কথায় লম্পটকে উচিতমত উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দেয়—বেশাকন্য়ার কুল-ললনাব পবিত্র প্রভাব সন্দর্শনে লম্পট আর ফিরিয়া চাহে না। এইরূপে প্রতিদিন কতজন আসিল, কতজন ফিরিয়া গেল—বেশামাতার ক্রোধের সীমা রহিল না। প্রথমে তিরস্কাব—পরে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও ক্রটি করিল না। ভগবতী মুখ লুকাইয়া নীরবে কাঁদে—আর ভগবানকে ডাকে। অশোকবনের সীতার ছায়—চেটীগণবেষ্টিত ভগবতী নরকে বসিয়া স্বর্গের চিত্রখানি—আহা! সেই মনোরমার বাজিতে—সেই ছুলালের অনন্ত গভীর প্রেমের পরিমাণ করিয়া—প্রাণের গাত্রে আঙ্কিত দেখিয়া প্রাণ জুড়াইতে চায়। এদিকে ছুলাল আত্মহার্য হইয়া ব্রজাও আঁধার দেখিয়া বেড়াইতেছে। আহা নাই, নিদ্রা নাই,—প্রোমে উদ্গাদ, ডাকিলে শুনিতে পায় না—ভগ্নী

আদর করিলে এক একবার বালকের ছায় কাঁদিয়া ফেলে। মনোরমার প্রাণে তাহা সহিল না। স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া উপায় স্থির করিলেন। নরেশ্বরবাবু আপনাব একজন সদস্যকে লম্পটের ছলে ভগবতীর মাতার নিকট প্রেরণ করিলেন—বেশামাতা সেদিন ভগবতীকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছিল। আহা! নিরাশ্রয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নরেশ্বরবাবু সদস্য বেশার কথামত ভগবতীর গৃহে প্রবেশ করিয়া চুপি চুপি তাহাকে সব কথা শুনাইল, ভগবতী হাসিতে লাগিল, বেশামাতার মনে মহা আনন্দ হইল, মনে করিল, প্রহাবের অভাবে ভগবতী ঠিক হই-যাচ্ছে। সদস্যের সে রাত্রি ভগবতীর নিকট থাকিবার কথাবার্তা স্থির হইল। বেশা নির্বিকল্পে ঘুমাইল।

ভগবতীব আর বিশ্রাম গছে না, এক এক মুহূর্ত্ত এক এক বৎসরের ছায় বোধ হইতেছে। ভগবতীর প্রাণ এখনও স্থির নাই; এখনও সন্দেহ—এ নরক হইতে উদ্ধার না হইলে সন্দেহ মিটিতেছে না। পার্শ্বগৃহে মুরার শ্রোত বহিতেছে, উচ্চহাসি ও অগ্নীল গানের বিকট চীৎকারে পল্লী কাঁপিতেছে! মদমত্ত বার-বিলাসিনী বিকৃতকণ্ঠে কাহাকে আদর, কাহাকে অনাদর, কোন ভদ্রসন্তানকে বা অকথ্য গালিগালাজ করিতেছে। মত্তমূবকদল জ্রম্বেপ না করিয়া—মুক্তকেশী উলঙ্গিনীর চরণে ধরিয়া রাগ খামাইতেছে! মুরার পৈশা-চিক মহিমায়—পিশাচদল সদাই অর্থনাশের উপায় দেখিতেছে। ইয়ারদলে অনবরত পান-পাত্র ঘুরিতেছে, অনর্গল মদিরা গড়াইতেছে। দিনেমে যাহার “হুদাপান নিবায়িনী” এক

তায় সাধারণ মন্দির প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, মত্ত ভ্রাতাগণের হৃৎথে যে দেশহিতৈষীর নয়নে অনর্গল অশ্রুধারা গড়াইয়াছে, নরেন্দ্র-বাবুর সদৃশ গবাক্ষছিদ্র দিয়া দেখিলেন, তিনিই আজ এই নিশাচরদলের অধিনায়ক-রূপে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পানপাত্র শুষ্ট করিয়াছেন। বিশ্ব বিদ্যালয়োত্তীর্ণ দুই চারিটি যুবকও রহিয়াছেন। নরেন্দ্রবাবুর সদৃশ ঘৃণা চক্ষু ফিরাইলেন! হায়! হায়! অধঃপতন সঙ্কীর্ণের আশ্রয়ে সোধ'র সমাজ ছারখাব হইতেছে। বঙ্গসমাজে কবে নীতি জ্ঞানের প্রাবল্য দেখা যাইবে? সে দিন কবে আসিবে? ভাক্ত সংস্কারকদল থাকিতে কিছুই হইবে না। আত্মোপমা না দেখাইলে চলিবে না। পথপ্রদর্শক না পাইলে কখনও কোন কালে সমাজ সুধরাইবে না। যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল—বেশ্যাগৃহের গোল যোগ ততই বাড়িতে লাগিল। মদমত্তদন কেহ সেক্সপিয়ার, কেহ মিল্টন আওড়াইতেছে, কেহ চীনাবাজারের ইংরাজীতে কথা কহিতেছে, কেহ বা অসহ বোধে বমি করিতেছে—কেহ টংটলায়মান-পদে হেলিয়া জুলিয়া শুকারকারীর মস্তকে জল ঢালিতেছে। হলমূল পড়িয়া গিয়াছে! মদ্রপাত্র, পানপাত্র, আহাৰ্য্য দ্রব্য চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; এ উহার গায়ে চলিয়া পড়িয়া চেতনাবিহীন মৃতদেহবৎ গড়াইতেছে। অসহ গোলযোগে নিম্নোখিতা অগ্ন্যাগ্নি বেশ্যাগণ চীংকারশব্দে গালিগালাজ করাতে—কেহ কেহ চুপ করিল—কেহ কেহ—গৃহের বাহির হইয়া—আত্ম-সন্ত্রমে জলাঞ্জলি দিয়া—বেশ্যাগণকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। অমূল্যশিশু—

ভোগী রাজগীর্গণ সকলে মিলিয়া তখন—
কোমর বাধিয়া শতমুখী হস্তে রণে অগ্রসর হইবামাত্র—মদমত্ত ভঙ্গমস্তানগণ—রণে ভঙ্গ দিয়া দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া টলিতে টলিতে ছুটিল। অদূরে কেহ বা শান্তিরক্ষকের হস্তে পড়িয়া ঠাণ্ডা হইলেন—অধিক চতুর কেহ বা নিজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া—মর্ল-স্বভাবা গ্ৰীকস্তাকে অকারণ প্রহার করিয়া ক্রোধের শাস্তি করিলেন। অন্ধরাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর বেশ্যাভবনের গোলযোগ চুকিল। সমগ্র গৃহবাগী ও বাগিনীগণ ঘুমা-ইল। ভগবতী তখন উজ্জ্বলনয়নে—সদৃশ মুখপানে চাহিয়া বাহির হইতে বলিলেন। সদৃশ দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে চারিদিক দেখিয়া আসিলেন। উভয়েরই হৃদয় হ্রস্ব হ্রস্ব করিয়া উঠিল।—রাস্তার দিকের গবাক্ষ খুলিয়া দেখিলেন—বাহিরে ঘোর অন্ধকার, পথে পথিকমাত্র নাই। ভগবতী তখন আর এক দণ্ডও বিলম্ব করিতে চাহিল না। সদৃশ দেবকন্যাটিকে—নরকের তোরণ হইতে বাহিরে বইয়া গিয়া—তাহার হস্তধারণ করিলেন। ভগবতীর সর্ষশরীর কাঁপিতেছিল—অমূল্য করিয়া সদৃশ মহাশয়—তাহাকে সাহস দিতে লাগিলেন। ভগবতীও সাহসে বঙ্গ বাধিয়া দ্রুতপদে তাহার সহিত চলিলেন, গলীর বাহিরে প্রকাশ্য রাজপথে নরেন্দ্রবাবুর অগ্ন্যান অপেক্ষায় ছিল; সদৃশ মহাশয়—ভগবতীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন, অল্প ক্ষণের মধ্যেই মুক্তবাটিকা নেহময়ী মনোরমার শান্তিময় ক্রোড়ে আসিয়া নির্দ্বিগ্নে লুকাইল।
প্রাতঃকালে বেশ্যাজননী শিরে করাঘাত করিতে করিতে পল্লী মাথায় করিয়া তুলিল।

পিশাচিনীর কত আশায় যে ছাই পড়িল—
তাঁহা যাহার এ দশা ঘটিয়াছে—সেই বুঝিতে
পারে। বুদ্ধবেশ্যা—তপস্বিনীবেশে—ভগবতীর
দোহাই দিয়া কত শত মূৰ্খ যুবককে পথের
ভিখারী করিত, কত শত কলিকাতার বৃদ্ধ
কামুকবর্গের অজস্র অর্থ আনিয়া লৌহ-
সিন্দুক পরিপূর্ণ করিত, পল্লীস্থ সমগ্র বেশ্যা-
গণের মধ্যে পাঁচজনের একজন হইয়া পায়ের
উপর পা দিয়া বসিয়া ডিক্কা ডিম্‌মিস করিত।
আহা! পোড়া বিধাতা সে সাথে বাদ
সামিল গা! রোদনের ভীষণ রোল শুনিয়া
বাটীর সকলে ও পল্লীস্থ বেশ্যাগণ আসিয়া
উপস্থিত হইল। তখন—নরেন্দ্র বাবুর সদস্য ও
মনোরমার প্রতি অকথ্য গালি বর্ষণ হইতে
লাগিল। একটা প্রকাণ্ডকায়া বুদ্ধাবেশ্যা
ভগবতীর বেশ্যামাতাকে হীরামণির বাবু উকীল
অক্ষয় বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে
বলিয়া দিল। পাগলিনী বেশ্যামাতা ছুটিয়া
নিয়া হীরামণির বাটীতে উপস্থিত হইল।
অক্ষয় বাবু হাইকোর্টের উকীল, বিছানায়
বসিয়া গতরাত্ৰের খোয়ারি মিটাইতেছেন।
হীরামণি রূপসী পর্শে বসিয়া মেতারে ভৈরবী
আলাপ করিতেছে, আলুলায়িতকেশা বেশ্যা-
মাতা ছুটিয়া গিয়া অক্ষয় বাবুর পায়ে
জড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলাতে,
অক্ষয় বাবু কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“তার বয়স কত?” “ওগো হৃদয়ের মেয়ে। সবে
১০ উত্রে ১১ রোয় পা দিয়েছে।” পেনেল
কোডনাবুর মুখস্থ। হীরায় আজ্ঞায় তখন
বাবু—বেলা ১১টার সময়ে বেশ্যাজননীকে
লইয়া পুলিশে নরেন্দ্রবাবু, সদস্য ও মনোরমার
নামে “মেয়েচুরির” দাবী দিয়া নালিশ

করাতে শমনের ঝুম হইল। নরেন্দ্রবাবু
শমন পাইয়া একটু হাস্য করিলেন। মনোরমা
জনরবের ভয়ে বেশ্যাকে অর্থদ্বারা বশীভূত
করিবার প্রস্তাব করিলেন। নরেন্দ্রবাবু
উকীল, যুবতী ভগবতীর স্ব-ইচ্ছার সাক্ষ্য
বলবান্ হইবে জানিয়া মনোরমাকে কহিলেন,
“কিছু ভয় নাই! এক ভগবতীর সাক্ষ্য
মকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে। বেশ্যাকে অর্থ দিয়া
প্রশ্রয় দিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের
পরিবর্তে—বেশ্যাকে মেয়াদ দেওয়াইবার
ব্যবস্থা করিব। ভগবতীর সর্ব্বাঙ্গে যেরূপ
প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে—ভগবতীর দ্বারা
বেশ্যার নামে অগ্রহী নালিশ করাই দিব।”
মনোরমা সম্মত হইলেন। বেশ্যার নামেও
শমন বাহির হইল। একদিবসে এক
বিচারকেব কাছেই উভয় মকদ্দমা হইবার
কথা রহিল। মকদ্দমার দিন বিচারালয়
বেশ্যায় পরিপূর্ণ হইল। ১১টার সময়
বিচারপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেশ্যা-
গণের কলরবে বিচারপতি বিরক্তনেত্রে
ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া—শান্তিরক্ষককে আদালতে
গৃহ পরিষ্কার করিতে আজ্ঞা দিলেন। বেশ্যাগণ
বিতাড়িত হইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।
নরেন্দ্রবাবু আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে উঠিলেন।
বিচারক সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া—সাক্ষী-
দিগকে আহ্বান করিলেন। দলে দলে
বেশ্যাগণ আসিয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিল।
অক্ষয়বাবু প্রতিপদে নরেন্দ্রবাবুকে অপমানিত
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ
ঈষৎশ্রমুখে—অক্ষয়বাবুর শ্লেষ শ্রবণ করিতে
লাগিলেন। ফরিয়াদীর পক্ষের সমস্ত সাক্ষ্য
গ্রহণ করা হইলে আসামিগণের সাক্ষ্য গ্রহণের

সময় উপস্থিত হইল। অক্ষয় বাবু বালিকা ভগবতীকে ১০।১১ বৎসরের জানিয়া নানা ছাদে বক্তৃতা কবিতেন। আমামিগণের সাক্ষী আহ্বান হইবামাত্র—প্রথমেই ভগবতী আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবতী বালিকা নহে—ভগবতী যুবতী। অক্ষয়বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। এখন ভগবতীর আকাবপ্রকার দেখিয়াই অক্ষয়বাবু বুঝিলেন—পূর্বে ভগবতীকে না দেখিয়া বা তাহার বয়সের কথা ঠিক না জানিয়া এ মকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করায় অত্যন্ত নির্যোযেব কার্য্য কবা হইয়াছে! ভগবতীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইলে—বিচারপতি অক্ষয়বাবুকে তিরসার করিয়া বলিলেন,—“মিছা কথা লইয়া—আদালতের অনর্থক সময় নষ্ট কবিতো তোমার কোন অধিকার নাই। এই কি তোমার কথিত ১১ বৎসরের বালিকা? এ মকদ্দমার বিষয় সঠিক না জানিয়া—তুমি যে যথেষ্ট ভ্রাম্য কার্য্য করিয়াছ, তাহা বুঝিলে কি? ছি ছি ছি। নিজেব অসাবধানতায় সমগ্র আইন-জের মুখে চুপকালি দিয়া বড় অন্তায় কার্য্য করিলে। আমি তোমাকে আদালত-অবজ্ঞা অপরাধে শাস্তি দিতাম। কেবল তোমার অর্পাচীনতার দোহাইয়ে বাঁচিয়া গেলে।” আদালত স্তম্ভ লোক হাসিয়া উঠিল, শুষ্কমুখে—গ্রীবা অবনত করিয়া অক্ষয়বাবু দ্রুতপদে আদালত হইতে চলিয়া গেলেন। এ মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল। দ্বিতীয় মকদ্দমায়—বিচারপতি ভগবতীর অনাবৃতগাত্রে প্রথারের অসম্মত চিত্র দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। নির্দয়া কয়দিন ধরিয়া অনবরত প্রহার করিয়াছিল—আজ তাহার বিচারদিন

উপস্থিত। ভগবতীর সরল মুখমুখি ও শান্তোজ্জ্বলনয়নে অপ্রধারাদর্শনে মিচর-পতিব অন্তঃকরণ আকুল হইয়া উঠিল। তাহাতে আবার সবল স্তম্ভাব্যস্বলহরী কাঁপাইতে কাঁপাইতে মাতৃ-অত্যাচার কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করাতে সমগ্র জনগণের হৃদয়ে করুণার তরঙ্গী বাজিয়া উঠিল। সকলে নীরবে একমনে অত্যাচারকাহিনী শুনিয়া কখনও ঘৃণায়, কখনও ক্রোধে, কখনও বা ক্ষোভে—সামুখস্থ রাজগীর পানে কঠোবদৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ভগবতীর কথা শেষ হইলে কারুণ্যজড়িত জলন্ত ভাষায় নবেন্দ্রনাথ—ভগবতীর জীবনের ঘটনানিচয় আনুপূর্ব্বিক বলিয়া মকলকে আশ্রয় করিয়া তুলিলেন। সমগ্র কাহিনী শেষ হইলে—বিচারপতি একবার সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া স্থির ও গভীরস্বরে রাজগীর বেষ্টাজননীর পানে তীব্রদৃষ্টি চাহিয়া বিচারাজ্ঞা প্রদান করিলেন। অন্তঃকরণে বুঝাইল, “মাজিষ্ট্রেট সাহেব তোমাকে ছয়মাস কঠিন পরিশ্রমসহ কাবাবাসের আজ্ঞা দিালেন।” বেষ্টাজননী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ভগবতীর আহা! তাহাও মহিল না। চক্ষে বস্ত্রাধল প্রদান করিয়া পার্শ্বস্থ মনোরমার পাঙ্কীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেষ্টাজননীর ক্রন্দন শুনিয়া দুইজন শান্তিরক্ষক তৎক্ষণাৎ তাহার দুই হস্ত ধরিয়া গৃহ হইতে টানিয়া লইয়া গেল। বেষ্টাগণ—বিরসবদনে যে যাহাব বাটী ফিরিয়া গেল। পরদিন কিংবাহের দব্য-সামগ্রী সমস্ত আনয়ন কবা হইল। মক্যার পর নিমজ্জিতগণ আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণ্যতে জুগাপ-ভগবতীর পদবিধিকার্য্য

সমাধা হইল । ভগবতী আকাশেব চাঁদ হাতে পাইল, তুলাল মন্তো বসিয়া স্বর্গেব স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, মনোরমা হাসিতে হাসিতে গলবস্ত্র হইয়া নরেন্দ্রনাথের পাশে নমস্কার করিল, মনোরমা তাড়াতাড়ি আশ্রয় করিয়া মনোরমার মুখচুম্বন করিলেন । তাব পর কি হইল ? সর্বনাশ !

সর্বনেশে ভৈরব হেথা হরিপালে আসিয়া সর্বনাশের সূত্রপাত করিল । গ্রামসময় রাষ্ট্র হইল, দলপতিপুত্র কলিকাতায় বেঞ্চাকণ্ডা বিবাহ করিয়াছে । কুম্ভাবাদ তাড়িতযোগে যেন গ্রামেব এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া চলিল,—পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে ঘোঁট হইতে লাগিল—তর্কের উপব তর্ক, চীৎকারের পর চীৎকার ; ঘণার পর ঘণা, বিদ্বেষের পর বিদ্বেষের প্রভাব লক্ষিত হইতে লাগিল । অবশেষে গ্রাম্যমসিতিতে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল । কেনারাম বাবু দলপতিপদ হইতে তাড়িত হইলে, তাঁহার ছঁকা ও ধোপা-নাপিত বন্ধ হইল, সদগুণের সহিত বাক্য রহিতের বন্দোবস্ত হইল । হিন্দু-সমাজের নক্ষত্রপাত হইয়া গেল । হরিপালে তিনি একঘোরে হইলেন । তুলালচাঁদ কলিকাতায় বিবাহের পর এক মাস কাটাইয়া পিতাকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইতে ও এ বিবাহে সম্মতিপ্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে হরিপাল ঘাইবার উপায় করিতে লাগিলেন । হরিপালে হিন্দুসমাজে ছলছল বাধিয়াছে, তুলাল তাহা ভালরূপ শুনে নাই । কেনারাম বাবু বদন চাকরের মুখে সমস্ত শুনিয়া তুলালের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন । কাজে কাজেই তুলালচাঁদ পিতার নিকট

হইতে এ পর্যন্ত কোন সংবাদ পায় নাই । তুলাল ভাবিয়াছেন, পিতা তাঁহার বিবাহের কথা শুনিয়া অবশ্যই উগ্রমূর্তিতে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন, কত ভৎসনা করিবেন । কৈ ? তিনি আসিলেন না । তুলালের ভাবনা হইল । কড়া করিয়া একখানা পত্রও ত লিখিলেন । কৈ ? তাহাও ত আসিলেন না ? তুলালের আরও ভাবনা হইল । পিতা ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে গালি দিলে ভাল হইত, তুলাল তাঁহার চরণে পড়িয়া রাগ থামাইতেন । কোন সম্ভাদ না পাইয়া—পিতৃ-গতপ্রাণ তুলালচাঁদেব প্রাণ ছট্ফট্ করিয়া উঠিল । তিনি—ভগ্নী ভগ্নীপতি ও প্রাণের ভগ্নী নিকট বিদায় লইয়া হরিপালে চলিলেন । গ্রামে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, বৃদ্ধেবা তাহার পানে চাহিয়াই ক্রোধে মুখ ফিরাইল, যুবকেরা ছুঁখার দুর্দশায় বেদনা-প্রকাশের জ্বালা নীরবে নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিলেন—বালকগণ তাঁহার পিছনে হাত-তালি দিতে লাগিল ; রমণীগণ—ঘণায় ছি ছি করিয়া উঠিল । তুলালচাঁদ অবাক হইয়া—নিয়দৃষ্টি করিয়া নীরবে ক্ষতপদক্ষেপে পথ বাহিয়া বাটীর দিকে চলিলেন । বাটীর বহির্দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে সাড়াশব্দ নাই । উচ্চৈঃস্বরে ক্রমাগত ডাকিবার পর ভৃত্য নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া ধীরে ধীরে খিল খুলিয়া দিল । তুলাল বাটীতে প্রবেশ করিয়াই স্তম্ভিত হইলেন । চণ্ডীমণ্ডপ জনশূন্য । উঠানে ঘাস বাড়িয়াছে, সমস্ত গৃহদ্বার রুদ্ধ । ভৃত্যদ্বয়ের আকার-প্রকার কেমন এক রকমের হইয়াছে—আনন্দ-কোলাহল জন্মের মত থামিয়া গিয়াছে । ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, “বাবা

কোথায় ?' ভূত অক্ষুণ্ণসদেতে বাটীর অভ্যন্তরদেশ দেখাইয়া দিম। মবিষাদে—সভয়ে—জ্বালটাদ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্রীলোকেশ তাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিল। "জ্বাল রে কি সর্বনাশ করি তুই ?" জ্বাল সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেন। কক্ষে মৃতিকামনে কেনারাম বাবু উপবিষ্ট। ও জ্বাল। কি দেখ ? কৈ কেনারাম বাবুর মে স্রী কৈ ? সে নথর কান্তি শুকাইয়া গিয়াছে, বক্ষেব পঙ্কর উঠিয়া দেখা দিতেছে, কপোলে কর্ণমূলেব নিমে অস্থি ঠেলিয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠাধর শুষ্ক। বদনে পোষাকাবেব কালিমা। নিম্নদৃষ্টে গালে হাত দিয়া কেনারাম বাবুর ঐতমূর্তি যেন মৃত্যু-ঘোণে উপবিষ্ট। কক্ষকেশ—কক্ষশ্রুত শ্বেত নিশান উড়াইতেছে, অঙ্গে তৈল নাই, এক মাসের মধ্যে যেন কেনারাম বাবু দশ বৎসরের রোগীৰ আকার ধারণ করিয়াছেন, জ্বালোব পদশব্দ শুনিয়া শুষ্কমূর্তি চক্ষু তুলিয়া চাহিয়াই শিহরিলেন, একদৃষ্টে—বিভোদ্য কটাক্ষে জ্বালোর মুখপানে—জ্বালোব আপাদ মস্তক চাহিয়া—চাপিয়া চাপিয়া—অনেক কষ্টেব পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। জ্বাল চক্ষু মুদিলেন। এ ভয়ানক দৃশ্যে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, নির্ঝাকু—নিষ্পন্দ ॥—অজানিতভাবে চরণ নত হইয়া পড়িল—মাথায় হাত দিয়া দ্বাবের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। কেনারাম বাবু বন বন—অথচ কষ্টেব কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রে কোন কথা হইল না—থাকিয়া থাকিয়া—শ্বাস পতিত হইতে হইতে কেনারাম বাবু চীৎকার শব্দে আছাড়িয়া

পড়িয়া নিজ বক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিলেন। কেনারাম বাবু আজ অষ্টাহ অনাহারী, চাপিয়া চাপিয়া শ্বাস পড়িতে লাগিল। মূহূর্ত-মাধ্য কোঠবলগ্ন চক্ষু কপোলে উঠিল, মতেজে একবার উঠিতে গিয়া আবার আছাড়িয়া পড়িলেন। এবার জ্বাল ধ্বনিতে গিয়াছিল, এবার জ্বালোব ক্রোড়ে পতিত হইয়া কেনারাম বাবু বিকৃত করিয়া কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, তুই তিনবার মুখব্যাদন করিলেন মাত্র—কথা ফুটিল না, নিশ্বাসও আব পড়িল না, সর্বদা স্থির হইয়া গেল। দম আটকাইয়া কেনারাম বাবু কুলঙ্গ তনয়ের কোলে কালশয্যা পাতিলেন। জ্বাল একবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াই নিশ্চল হইলেন—তুই চক্ষু জবাফুল হইল, বদন রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষু ফাটিয়া একবিন্দুও বারি বারিল না—মৃত পিতাকে স্পর্শ করিয়া বমণীগণের ত্রন্দনে দৃকপাত না করিয়া একবারে উর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন—একা চিতা সজ্জা করিয়া—একাই তাহাতে শবদেহ চাপাইয়া—একাই সংকার সমাধা করিতে লাগিলেন—কেহ সাহায্য করিতে অগ্রসব হইয়ামাত্র চিতা হইতে দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড লইয়া তাড়া করিলেন। দলে দলে সাহায্যকাবীরা পলায়ন করিতে লাগিল—ধূ ধূ অগ্নিতে শবদেহ জ্বলিতে লাগিল। শ্মশানে—উষু হইয়া বসিয়া—বিস্ফাবিত-গোচনে—জ্বালচাদ চিতাপানে চাহিয়া রহিলেন, দেহ ভস্ম হইয়া গেল—সেই ভস্ম একত্র কবিতা জ্বালচাদ সর্বদা মাখিলেন। আর বাড়ী ফিরিলেন না। ভস্মমাখা-কলেববে—উন্নত যোগী সমাজের অঙ্গপতনসম্বীত গাঠিতে থাইতে—

১১ কক্ষত। অভিমুখে চলিতে গািলেন।
হবিপালব বাটী অন্ধক ব হইল, দুই দিন
পবে শূণ্য কুচুব আসিবা রাজহ কবিবে।

অর্কবাত্র — অমাবস্ত্যাব অন্ধকাবে—দাঁড়া-
ইয়া জুলালচাঁদ—মনোবমাব বাটীর দ্বাবে
আঘাত কবি। ভূত্য দ্বাব খলিয়াই চম
কিবা উঠা। জুলাল বাগহস্ত তাহাক
সবাইয়া দিবা উপবে উঠিবা নিদেব নিণীত
কক্ষদাবে আঘাত করিল। কক্ষে কেহ নাই,
কে উত্তর দিবে? ভূত্য চৌংকাব কবিবা
নরেন্দ্রকে জাগাইয়া—নবেন্দ্র দ্বাব খলিয়াই
দেখিল—চমকিত হইল, ক তাহা চিনিল
না। মনোবম। আলো হস্ত বাহিব হইবাই
জাতাকে চিনিতে পারিবা—কথা কহিবার
উপক্রম কবিবামাত্র জুলাল সবেগে নবেন্দ্র-
মাথেন কব ধাবণ কবিবা—বিকৃতস্ববে
কহিল,—‘কৈ ভাছ। জামাব যোগব
যোগিনী কৈ? ভিখাবীব ভিখাবিনীকে
দিবে না কি? হাঃ হাঃ হাঃ ॥’ বিকট অট
হাসি হাসিবা উন্নত জুলাল কবতালি দিতে
দিতে নবেন্দ্রনাথব গায়ে ঢলিয়া পড়িল।
ভগবতী কক্ষদাব হইতে দেখিতেছিল—নব
যুবতী স্বামীব এই আকস্মিক পরিবর্তন

দেখিয়া স্তম্ভিতাব ছায় ক্ষণক দাঁড়াইল,
মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। শব্দ শুনিবা
নবেন্দ্র ও মনোবম। কিবিবা চাহিল—জুলাল
ব্যস্তবৎ লক্ষ প্রদানে অগ্রসব হইয়া—মুচ্ছি-
তাকে ক্ষেত্বে তুলিল। নবেন্দ্র ও মনোবম। অবাক,
এ কি ব্যাপাব? উন্নত জুলাল ভৈববনাদে
গর্জজন কবিত্তে কবিত্তে কহিবা—‘যাই যেথা,
যেথা সমাজ নাই—যাই যেথা, নাইব—
যেথায় প্রাণেব প্রাণ বলি দিতে কেউ জানে
না—শিখে না। ছি ছি ছি। সন্দর্ভানী। কি
কবিলি?’ এইবাব জুলাল উচ্চঃসবে কাঁদিবা
উঠিল পবক্ষণই উচ্চ হাসি হাসি। সতী-
দেহ স্বাক্ষ মহাদেবেব শ্রায় নৃত্য কবিত্তে কবিত্তে
বহিল, “কাব মাধ্য বুকেব নিধি ছিনাইয়া
দয়? যমে যাহা দয়, তাহা ফিরাইয়া দেয় না,
মানুষেব সমাজ যা কবে, লক্ষার বাক্ষসেবাও
তা কবিত্তে পাবে না। সমাণ ডুবে যাক—
আমি হাসি—হাসি—হাঃ হাঃ হাঃ ॥’ কথা
শেষ হইতে না হইতেই উন্নত জুলাল তীববৎ
বেগে বাটীর বাহিব হইয়া—অমাবস্ত্যাব অন্ধ-
কাবে মিলাইয়া গেলেন। তাব পর কি হইল
—শুনি নাই—জানি না পাঠক। মার্জনা
করবেন—এ ছবি—এইখানেই—শেষ ॥

হতভাগিনী ।

মেদিনীপুরের পরগারে খড়্গাপুর গ্রাম ।
গ্রামে রামলোচন মুখোপাধ্যায়েব তিনপুরুষে
বাস । তাঁহার পিতামহ বিক্রমপুর হইতে এই
গ্রামে সপরিবারে আসিয়া বাস করিয়া-
ছিলেন । মুখোপাধ্যায় মহা কুলীন । বাটীতে
গৃহিণী ও দুইটি বিধবা কন্যা । এ দেশে মুখো-
পাধ্যায়ের মনোগত ঘর বর মেলে নাই
বলিয়া, মেদিনীপুরস্থ কোন এক অতি বৃদ্ধ
কুলীনের অন্তর্জালির সময় তাহাকে দুইটি
বালিকাই সম্প্রদান করেন । বিবাহরাত্রেই
বালিকাঘর বৈধব্য জনলে নিষ্কিণ্ট হইয়াছিল
তুলা যায় । বালিকা দুটি আহা ! কিছু বুঝিল
না, জন্মের শোধ বৃদ্ধপতির মুখপানে চাহিয়া
বয়সাগণের সহিত খেলায় প্রবৃত্ত হইল ।
অগোচরে তাহাদের যে এ জন্মের মত কপাল
ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা তাহারা তখন বুঝিল না ।
এক্ষণে দুইটিই যৌবনের অগাধ সলিলে ভাসি-
তেছে । পতি চিনিল না, অথচ এক্ষণে পতি-
বিরোগ যজ্ঞাঘ জলিতেছে । প্রথমা কন্যা
নারায়ণী অষ্টাদশ বৎসরবয়স্কা । দ্বিতীয়া
নিস্তারিণী ষোড়শে উপনীতা । কন্যাঘরের
অন্তর্দ্বারে গৃহিণী সদাই জলিতেছেন । মুখো-
পাধ্যায়ের পাষণ-হৃদয়ে করুণার কক্ষ বড়ই
অপ্রশস্ত । তিনি দেখিয়াও দেখেন না ।
আপনার কোলীন্যতেজে জেগীয়ান হইয়াই
আছেন । তাঁহার কর্ণে কেহ বিধবা-বিবাহের

প্রসঙ্গ শুনাইলে—তাহার আর রক্ষা নাই ।
অশ্লীল গালিগালাতে ও অকথ্য কথায় বিদ্যা-
সাগরের শুদ্ধ পিতৃপুরুষ উদ্ধার করেন ।
তাঁহার কাছে শাস্ত্র,—অশাস্ত্র, শ্রায়—অন্যায়,
হিত অহিত ও যুক্তি—অযুক্তি বলিয়া অনু-
মিত হয় । মূর্থ অবতার, আত্মভরী, কুপোষ্য
কুলীনের চূড়ান্ত নিদর্শন মুখোপাধ্যায় মহা-
শয় । বিধবার বিবাহকথায় গৃহিণীর এক-
বার মন সরিলেও মুখ ফুটিয়া বলিবার যো
নাই । কন্যাঘরের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বদনে বিয়া-
দের ঘোর অক্ষকার দেখিয়া—ছল ছল নেজে
তরল মুকুতাশালার অবিরল ধারা দেখিয়া—
গৃহিণী মনের দুঃখ মনেই গোপন করেন ।
অসহ্য হইলে এক একবার ডাক ছাড়িয়া
কাঁদিয়া লয়েন । প্রভু রুদ্র অবতার । কান্না-
হাটিতে বড়ই বেজার । প্রথমা কন্যা নারা-
য়ণী বড়ই চঞ্চল । সদাসর্বদা তাঁহার চক্ষু
নাচিতেছে, হাত ছলিতেছে, মুখ ছুটিতেছে,
চরণ চলিতেছে । নারায়ণী একদণ্ড স্থির
থাকিতে পারে না । চঞ্চলপদে দিবারাত্র
পল্লীময় ঘুরিয়া বেড়ায় । সকলেরই বাটীতে
গিয়া হাউ হাউ করিয়া অনর্গল বকে—পাণ-
লিনীর ন্যায় কখনও উচ্চ হাসি হাসে—কথ-
নও বা কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করে । মনে
ভাবনাচিন্তার লেশমাত্র নাই । আগোদ-
প্রমোদে, ঝড়-কোন্দলে সর্বত্রই নারায়ণীর

সংশয় আছে। গ্রামের কেহ কেহ নাবা-
য়ণীকে ভালবাসে, কেহ কেহ বা তাহর
উপর খড়াহস্ত। দ্বিতীয়া কথ্য নিস্তারিণী
ঠিক তাহার বিপরীত;—ধীরা, গম্ভীরা, মুখে
কথাটি নাই—অধরে হাসিটি নাই। নিম্ন-
দৃষ্টে অনবরত ভাবিতে ভাবিতেই কাল
কাটায। দুঃখের অশ্রুজল, বেদনার দীর্ঘশ্বাস,
যাতনার জলন্ত আগুনে স্বর্ণলতা দিন দিন
মসীময়ী হইয়া যাইতেছে। প্রাণের জ্বালা
প্রকাশ করিতে জানে না, দুঃখিনী—মরমে
স্তরে স্তরে আপনা আপনি পুড়িতে থাকে।
একাদশীর মধ্যাহ্নে—অসহ্য যন্ত্রণায় যখন
ছুটী ভঙীতে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে—তখন
কোন প্রতিবেশিনী দুঃখ প্রকাশ করিলে
নারায়ণী শুষ্কমুখে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া জলন্ত
শোককে কাছে আসিতে দেয় না। নিস্তা-
রিণী কিন্তু অনাথার মত তাহার মুখপানে
জীতনেত্রে একবার চাহিয়াই চক্ষু মুদ্রিত
করে—চাপিয়া চাপিয়া দীর্ঘশ্বাস, নীরপঞ্জর
ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে—অশিষপন্ন
ঠেলিয়া ঠেলিয়া অবিরল অশ্রুধারা কপোল
ভিজাইয়া ভূমিতলে গড়াইয়া পড়ে। নারায়ণী
ভাবিতে জানে না, ভাবিতে পারে না, ভাবনার
হাত এড়াইয়া অনেকটা স্থখে আছে। নিস্তা-
রীণী তাবনাই এছার জীবনের একমাত্র ব্রত।
জলন্ত চিতায় না শুইলে আর এ পোড়া
অতের শেষ হইবে না। বালবিধবার যৌবন
যে কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য, তাহা নিঃস্বের
গৃহে না দেখিলে হয় ত ঠিক বুঝা যায় না।
রাইগ্রাসে পূর্ণচন্দের উপমা অতি ক্ষুদ্র বলিয়া
বোধ হয়। নারীমূর্তির সেই এক বিখ্যাত-
বিভোজ, দীপ্তিশূন্য, ছায়াময়ী চিত্র অঙ্কন

করিতে কবির কল্পনা, চিত্রকরের তুলিকা ও
ভাষার সমগ্র শক্তি হারি মানিয়া যায়। শুধু
চক্ষে দেখিয়া সেই অনন্ত শোকের দৃশ্য হৃদয়ে
ঠিক ধারণা করা যায় না। সে দৃশ্য নীরবে—
অতি নীরবে—হৃদয়ের লুকান কক্ষে আপনা
আপনি গিয়া—অতি সন্তর্পণে—করণার
ওল্লীগুলি বাজাইয়া দেয় মাত্র। মুখে প্রকাশ
করা যায় না—প্রাণ বলি বলি করিয়া হাঁপা-
ইয়া উঠে—অবশেষে চক্ষের জলেই কেবল
তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহা কিন্তু
কয়জনের? সমাজের কতকগুলো স্বার্থপর
পুরুষের অজ্ঞায় শাসনে—সেই কতকাল
হইতে আজি পর্যন্ত প্রায় সকল পরিবারের
মধ্যেই শক্তির অবমাননা হইতেছে। পশু
আমরা—আপনার সুখ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত।
নরদেবতা না হইলে বিধবার মর্মান্তিক যাত-
নায় আর কেহ একবিন্দুও অশ্রুজল ফেলিবে
না। কৈ ভাই, কৈ নরদেবতা? অভিশপ্ত
ভারতে হতভাগ্য বঙ্গসমাজে কয়জন দেব-
তার অস্তিত্ব দেখিতে পাও? অশুশীতে
গণনা করা যায় না কি? সমাজ যে অহরে
পরিপূর্ণ! বিধবার নিশ্বাসে হিমগিরি বিদীর্ণ
হইবে, কিন্তু বঙ্গবাসীর প্রাণ টলিবে না।
সমাজ সদাই নিদ্রিত রহিয়াছে। কৈ, চুপে
চুপে সমাজসংস্কারের কথা হউক দেখি। দগে
দগে অমনি বাধা দিতে বঙ্গবাসী জাগিয়া
উঠিবে। কুস্তকর্ণের অকাল জাগরণে আপ-
নার শির আপনিই বন্দি দিবে।

নিস্তারিণী গৃহকার্য্য সারিয়া প্রতিদিন
অপরাহ্নে একবার করিয়া ডাক্তার দাদার
বাটীতে যাইতেন। ডাক্তার পরেশনাথ বাবু
প্রায় চারি বৎসর হইল কলিকাতায় মেডি-

কেল কলেজে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বগ্রামে আসিয়া মেদিনীপুর ও তৎপার্শ্ব গোদদনুর্থে চিকিৎসা করিতেছেন। কার্যত বহুদর্শিতা না থাকিলেও ঐশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার সুখ্যাতি ইতিমধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চিকিৎসকের যে সমস্ত বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যিক, পরেশনাথ তাহার কিছুই অপ্রভু ছিল না। স্বদেশস্থ বোগি-পনের সাহায্যার্থ আছানে বা অনাছানে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। মুহূর্তমধ্যে রোগী দেখিয়া দর্শনী গ্রহণ করা পরেশনাথ বাবু ভালবাসিতেন না। বোগীর পার্শ্বে বসিয়া বহুক্ষণ বিচক্ষণতাব সহিত লক্ষণাদি নিকটন করা ও ভাবিয়া চিন্তিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা তাঁহার একরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কাজে কালেই সর্বসাধারণের নিকট প্রতি-গতি লাভ করিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হয় নাই। তাঁহার সুলক্ষণা পত্নী জগন্নারিণী দেবী অশিক্ষিতা, অরমিকা, প্রাজ্ঞপনীক্ষিত উত্তীর্ণ। পবিত্রকান্তেরা স্মৃতিয়া জগন্নারিণী কলিকাতায় কোন এক উন্নতিশীল গৃহস্থের কন্যা। তাঁহার মিষ্টকথায় গ্রামস্থ আবার বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আপায়িত হইত। ধর্ম ও নীতিজ্ঞানে জ্ঞানবতী যুবতী প্রদোষের সুখতারার আখ ধড়গাপুর গ্রামখানিকে জ্যোতির্ময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিজ্ঞ-গতি অনেক সমুদ্র ধর্মীর প্রামাদ তুষ্ট করিয়া—দরিদ্রের পর্ণকুটীরে—ছিন্নবাসা মলিন শয্যাশায়িত দীনহীন রোগীকে রক্ষা করিতে ঘেরাপ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিতেন—আনন্দময়ী বনিতা হেমনি অন্নপূর্ণার আয় ঔষধ ও পথ্য হস্ত পতির পাতা পাতা

গমন করিয়া রোগীর শিরোদেশে বসিয়া স্তম্ভ-মায় নিগুক্ত হইতে ভালবাসিতেন। মাধু-দম্পতির সুখ্যাতির কথা কহিতে ও শুনিতে সকলেই ভালবাসিত। সকলের মুখে নর-দেব-দম্পতির নিঃসার্থ পরোপকারের কথা শুনিয়া ও স্বচক্ষে তাঁহাদিগের সাক্ষরজনীন প্রেমের নিদর্শন দেখিয়া—হিংসায় একটি প্রৌঢ়া বিধবার প্রাণ কঁকর করিত। এক বাটীতে বাস করিয়া -চক্ষের সম্মুখে দিন দিন নবদম্পতির উন্নতি হইতে দেখিয়া আশ্রয়রমণীর প্রাণের হিতব যেন শেল বিদ্ধ হইত। নিজে অসুখী বলিয়া কাহারও গুণ তাঁহার সহিত না। সমগ্র জগতের নবনারী—অন্তঃ কাহার গ্রামস্থ সকলকে তিনি কাঁচের সমান দেখিতে ভালবাসিতেন। এই নীচমনা মোর পার্শ্ববর্তী রমণী পরেশ নাথের মত অগ্নির চুরিলা বনিতা। রম-নীতে মত প্রকার ছুরপনের কলঙ্ক সম্বলে বিধবা বড়বয়ে তাঁহার কোনটীরই অভাব ছিল না। রমণাজনের অগ্নি সম্মান—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত প্রীতিব আবার মোরার মতী লইয়া কলঙ্কিনী—কতবার -ধূল্যেখো করিয়াছে, কতবার ভাঙিয়াছে চুরিয়াছে। শত সহস্র কামুকর কামানলে—বক্ষের অমূল্য নিধিটিকে স্বইচ্ছায় আনুতি প্রদান করিয়াছে বাটীর বাহির হইয়া প্রকাশ্যপথে কতবার অবস্থার একশেষ হইয়াছিল। শেষ-বার অনাহারে মুমূর্ষুপ্রায় হওয়াতে—পরেশ নাথ ও জগন্নারিণী লোকদাওয়ায় অন্নাশ্ন দিয়া বাটীতে ফিরাইয়া আনেন। দম্পতির যত-পারিপাট্য এক্ষণে সংসারের কত্রীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। অপর হইলে এই সাধু

তায় আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিত । কিন্তু এক্ষেত্রে তাহার সকলই নিপরীত । কথিত দয়ালুতাই পাপীষমীর ঘৃণা ও হিংসার কারণ । প্রবৃত্তি যাহার একবার মন্দপথে ছুটিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনা বড়ই কঠিন, এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও বোধ হয় অত্যাুক্তি হয় না । একটা সামান্য মন্দবৃত্তি ছাড়িতে না ছাড়িতে দুইটির হৃদয়ে শত শত বিষমণী বৃদ্ধির আবির্ভাব হইতে প্রত্যহই দেখা যাইতেছে । অশিক্ষিতা—কুলটা—হিংসাবিশেষ জর্জরিত হইয়া—সাধুকে অসাধু, ধনবানকে দরিদ্র, সতীকে অসতী ও উচ্চকে নীচ হইতে দেখিবার ব্রত ধারণ করিয়াছে । প্রতিবেশিনী জননীগণ নিজ নিজ বধু ও কল্পগণকে পাপিনীর নিকট আসিতে দেয় না । নারায়ণী কাহারও কথা গোছ করে না—সেই কেবল প্রতিদিন একবার করিয়া বড়বধুর নিকট আসিয়া থাকে । বড়বধুও মনের মাধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য । অনাথা—বালিকাকে আপনার গরলময় ভাবে গঠিত করিবার চেষ্টা করে । বড় বধুর ক্ষীরের ভিতর হীরায় ছুরী লুকান আছে । বাহিরে দেবর-দম্পতির প্রতি বড় ভালবাসা—বড় স্নেহ—বড়ই যত্ন প্রকাশ করেন । অন্তরে অথচ অনবরত উভয়ের অমঙ্গলার্থ হরিকোষরূপে ও প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় তুনসীতলায় মাথা ধোঁড়া হইয়া থাকে । ধার্মিকা জগত্তারিণী বড়বধুদিদির ধর্মপথে মতি ফিরিয়াছে ভাবিয়া—সরলপ্রাণা নিস্তারিণীর নিকট আনন্দ প্রকাশ করেন । নিস্তারিণী কিন্তু এক একবার বড়বধূঠাকুরাণীটির বুটিল কটাক্ষে অস্বাভাবিক ভীত তেজ নিরীক্ষণ করিয়া ভীত

হইত । ভয়ে ছোট বোদিদির নিকট কোন কথা বলিত না । আপনা আপনি সমস্তই ভুলিয়া যাইত ।

অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ উপার্জনক্ষম—সংসারানভিজ্ঞ নবপ্রবিত্ত যুবকের চারিধারে বিপদ । প্রলোভন হাতছানী দিয়া ডাকে, বিণাম আসিয়া মোহ করী বেশে সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, অক্ষর অতি চুপে চুপে অতি সমুপরে জদয়বাজ্য অধিকার করিয়া বসে । বিজ্ঞগুরুজনের অবর্তমানে—উক্ত প্রলোভন-সমূহের নিকট তেজস্বী ও দৃঢ়মনা পুরুষকেও হারি মানিতে হয় । যাহার চিত্ত যত নির্মল, যাহার আকাঙ্ক্ষা যত উচ্চ, যাহার বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ, বহুদর্শী পরামর্শদাতা বিনা তাহার নৈতিক অবস্থা তত শোচনীয় হইয়া থাকে । এই বিষময় প্রলোভনের দাম ভইয়া—আধুনিক বঙ্গসমাজের কত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র যে পাবণ মে দীপ্তিশূন্য ভস্মরূপে পরিণত হইয়াছে—তাহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে । সংসর্গ-মঙ্গল না বুঝিয়া, রুচির ভারতম্যে অনভিজ্ঞ থাকিয়া অধৈর্য যুবক কত শত—অজানিত ভাবে আপনার মোণার চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা অর্পণ করিয়া মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন । সমাজের অভ্যন্তরদেশ দেখিলে প্রাণ জলিয়া উঠে । যেখানে উন্নতিব অনন্ত ভরসা—অবনতির চূড়ান্ত নিদর্শন সেইখানেই ; প্রতিভার রাশে কি দিকটু লীলাই চলিতেছে ! তেজস্বিনী-প্রতিভাশালী বঙ্গের দরিদ্রসন্তান—ভ্রাতৃর কুহকে পড়িয়া সমাজের কি অনিষ্টই না সাধন করিতেছে ! মস্তিষ্ক নিম্নল রাখিবার অতিপ্রায়েও কর্তব্যকার্যে

অধিকতর উৎসাহী হইবার আশায়—অশুর-
নাশিনী সুরারাজসীকে আহ্বান ও আলিঙ্গন
করিয়া—সুস্থ সবলকায় পুরুষ—স্বাস্থ্যনাশে
অবশেষে জড়বৎ হইয়া সমাজের কণ্টক-
স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। হা রে গরল-
রূপিনী রক্তাননা রাজসি! আমাদিগের
সর্বনাশ করিতে কে তোরে পাঠাইল।
ফিরিয়া যা তুই স্বদেশে! দরিদ্র ভারতবাসীকে
তোর ব্রহ্ম-ও-বিদারী বিকট বাহ্যাস্ফোট
ভুলিতে দে! তোর রণে আমরা পরাজিত
—নিজ্জীবপ্রায়!! রক্ষা কর! ছাড়িয়া
দে!! সাধুচরিত্রের পরেশনাথ—চরিত্র আর
রক্ষাকরিতে পারিলেন না। ধাতি-বুদ্ধির
সহিত তাঁহার হৃদয়ে অল্পে অল্পে অহঙ্কার
প্রবেশ করিয়া এতদিনে পূর্ণমাত্রায় দাঁড়া-
ইল। পরেশনাথ আগে আগে তোষামোদ
ঘৃণা করিতেন, এক্ষণে কেহ তাঁহার গুণপণা
তাঁহারই সমক্ষে প্রকাশ করিলে—মনে মনে
বড়ই আনন্দ হয়—মুখেও ঈষৎ হাসির চিহ্ন
ভাসিতে দেখা যায়। প্রায় পাইয়া পারি-
ষদদল একে একে আসিয়া জুটিতে লাগিল।
তখন পরেশনাথ তাঁহার সম্মুখবর্গের সহিত
আলাপে বিরত হইতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গ ছুই
দিন দশদিন দেখিয়া দেখিয়া অবশেষে তাঁহার
বিপরীত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া—সাক্ষাৎ
করিতে ক্ষান্ত হইলেন। পারিষদবর্গ পাইয়া
বসিল। এদেশে অকর্মণ্য ও অমাস ব্যক্তিরাই
প্রায় পারিষদদলভুক্ত হইয়া থাকে। তাহা-
দের অকার্য্য কিছুই নাই। পারিষদবর্গের
তোষামোদে ঘোর দাঙ্কিত হইয়া পরেশনাথ
ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে কুঠারঘাত করি-
আপনাকে কলিকাতার চিরস্মরণীয়

মৃত দুর্গাচরণ ডাক্তারের শ্রায় পাণ্ডিত্য মনে
করিয়া—অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন।
পারিষদবর্গ তখন মৃত ডাক্তারের মদ্য-
পানের উল্লেখ করিয়া পরেশনাথকে প্রলো-
ভন দেখাইতে লাগিল। পরেশনাথ বুঝিয়াও
বুঝিলেন না। মদিরা-প্রভাবেই মৃত মহাত্মার
প্রতিভায় পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। স্থির
করিয়া সর্বনাশের প্রশস্ত পন্থা অবলম্বন
করিলেন। কাল-রাত্ৰ আসিয়া পূর্ণশশীকে
গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। পরেশনাথ
মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলেন। জগত্তারিণীর
মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। সাম্প্রী রমণী শ্রকোঃ-
শলে স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলেন, চরণে
ধবিয়া পাপকাৰ্য্য হইতে বিরত হইতে কহি-
লেন। পরেশনাথ শুনিয়াও শুনিলেন না।
এক দিকে অর্থশ্রোত আসিতে লাগিল—
অন্যদিকে মদিরাশ্রোতে অর্থশ্রোত বহিয়া
যাইতে লাগিল। আগে আগে যাহারা
ডাক্তার বাবুকে না ডাকিয়া পাইতেন,
তাঁহারা এক্ষণে বাবুজীর অহঙ্কারেও দেখা
পাইতেন না। তাঁহাকে অথচ চাই—
বিশ্বাস মূলবন্ধ হইয়াছে—রোগীর বিধাতা
তিনি, তাঁহাকে না হইলে রোগী বাঁচিতে
পারে না; এ বিশ্বাস সহজে অপনীত হইল
না। মদিরার প্রভাব দিন দিন বাড়িতে
লাগিল। যে বৈঠকখানায় আগে নানা
প্রকার মদনুষ্ঠানের কথাবার্তা চলিত, সেই
বৈঠকখানাতেই এক্ষণে প্রতিদিন পৈশাচিক
কাণ্ডের অভিনয় চলিতে লাগিল। জগত্তা-
রিণী নিস্তারিণীর গলা ধরিয়া কেবল ক্রন্দন
করেন। পার্শ্বকক্ষে বড়বধূ—নারায়ণীর গা
টিপিয়া গাল গুলিয়া হাসির গহ্বর তুলেন।

প্রথম পুরুষের নামে গল্পের হারাইতে
বসিয়া পশুরতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন ।
কামলালসায় বিবেক-বিহীন হইয়া পারিষদ-
বর্গের উৎসাহে কুলললনার সর্বনাশ করিতে
চেষ্টা পাইলেন । নিরাতরণ্য নারায়ণীর প্রতি
প্রথম লক্ষ্য পড়িল । সুরার সর্বনাশিনী
মায়ায় চিত্তা করিতে দিল না । সেই দিনই
অপরাক্ষে নারায়ণীকে বহির্কটীতে একা-
কিনী পাইয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন,
“পাগলি ! এ যৌবনের ভার আর কতকাল
বয়ে বেড়াবি ? তোর ছোট বউ দিদি
আমার চক্ষুশূল হয়েছে—তা জানিস ?
তোর কি এক গা গয়না পোবতে সাধ যায়
না ?” নারায়ণী অতর্কিত না বুঝিয়া—দৌড়া-
ইয়া বাড়ীর ভিতর গেল । বড় বধু সমস্ত
কথা শুনিয়া—আফ্লাদে আটখানা হইল ।
ছুটি মাথা একত্রেই খাওয়া হইলে, ইহার
অপেক্ষা রাক্ষসীর আনন্দের বিষয় আব কি
হইতে পারে ? নারায়ণী পূর্ন হইতেই কুল-
টার উপদেশাধীনে ছিল । এক্ষণে কার্যকাল
উপস্থিত হওয়াতে—তাহার মনে বহুবিধ
আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল । ভবিষ্যৎ ভাবি-
বার ক্ষমতা নারায়ণীর এক প্রকার নাই
বলিলেও অতুষ্টি হয় না । তাহার যত
প্রকার আশঙ্কা হইল—কুলটা বড়বধু একে
একে সে সমস্ত ঘুচাইয়া দিয়া, স্বর্ণালঙ্কার ও
বহুতর কাল্পনিক সুখের কথা উল্লেখ করিয়া
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নবীন বিধবাকে প্রলো-
ভিতা করিয়া তুলিল । এদিকে লোকনিন্দার
ভয়ে নারায়ণী বারম্বার জড়সড় হওয়াতে—
বড়বধু ঠাকুরাণী নিজের বিষয়ের শত শত
দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ও গুপ্ত পেমের গুপ্তভা-

বর্ণন করিয়া লুকাতে নিশ্চিত করিয়া দিল ।
গভীর নিদ্রা—কম্পিতচরণে অভিসারিকা
নারায়ণী বৈঠকখানার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল ।
প্রথম পুরুষের নামে অস্থির-চরণে—টলিতে
টলিতে উঠিয়া আসিয়া নারায়ণী হস্তধারণ
করিলেন । নারায়ণীর হৃদয় কাপিতে লাগিল,
প্রথম লম্পট অট্টহাসি হাসিয়া বিধবারে গৃহ-
মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল । জ্ঞানহীনা নীরবে
সঙ্কুচিতচিত্তে ছই চারি পদ অগ্রসর হইয়া—
কি জানি কি ভাবিয়া লম্পটের হস্ত ছাড়াইয়া
পলাইবার চেষ্টা করিল, লম্পট অগ্নি—
শয্যাস্থিত অলঙ্কারের বাক্য উদ্ঘাটন করিয়া
ফেলিল । নারায়ণীর চরণ আর নড়িল না ।
মুগ্ধা বিধবা বাক্সপার্শ্বে বসিয়া—আগ্রহোজ্জ্বল
চক্ষে অলঙ্কারগুলির পানে চাহিয়া—বিহ্বল
হইয়া পড়িল । কালামুখী—মদিরাও বুঝি পান
করিতে কুণ্ঠিত হইল না । তখন ঢুলু ঢুলু
চক্ষে পুরুষের যৌবনকী দেখিয়া দেখিয়া
নারায়ণীর প্রাণ যেন কেমনতর হইয়া উঠিল ।
আহা অবলা ! কি সর্বনাশ ! অমূল্য নিধিটি
আজ স্বর্ণপণে বিকাইয়া গেল । কাম্বুকের
কামধাগে—হতভাগিনী আজ সোণার সতীত্ব
আত্মত্যাগ দিল !

নারায়ণীর পূর্বভাব নাই । স্বাধীন
স্বভাবের সেই পবিত্র লীলা-খেলা জন্মের শোধ
ঘুচিয়া গিয়াছে । পল্লীমধ্যে যাতায়াত করিতে
অভাগিনীর কেমন লজ্জা লজ্জা বোধ হইতে
লাগিল । এখন আর কাহারও মুখপানে এক-
দৃষ্টে চাহিতে পারে না ; কাহারও সহিত
অনর্গল কথা কহিতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে,
সদাই সচকিত ও সশঙ্কিত । সদাই যেমন
কেমন গা ছম্ ছম্ করে । পাপকথা প্রকা-

শেষ ভাগে পার্শ্বগীট এমন সমদাগি পাড়ি।
 একপাশে ঘটিবে জানিবে একদিনের একটা
 মুহূর্তে স্বভাবের পবিত্রতন হইবে জানিতে
 পারিবে, নোভম্বের নানাবর্ণী এ পাপরূতে
 কখনই বতী হইত না। নানাবর্ণী নিশ্চিত
 মনে আজিকালি অবল নাটিকা জগত
 বহিতেছে। এমন ভাবনাব জগায় জগিয়া
 পড়িয়া মবিতে হইবে, সংসারানন্ডিক ননী-
 নাব ভাষা জ্ঞান ছিল না। ইচ্ছা হয়, মকরদ্ব
 মঙ্গল সেইকপ গলা ধবধবি কবিয়া, উচ্চ
 চামি হাসিতে হাসিতে পল্লীময় এ বাতী মে
 বাতী কবিয়া সুবিয়া বেডায়। মঙ্গলনাশ।
 বাতীষ বাহির হইলেই কে জানে কেন সর্প
 শবীষ কাপিতে থাকে, গজ্জাম যেন গ্রীবা
 আপনা আপনি অবনত হইয়া পড়। যে
 অলঙ্কারেব লোভে পড়িয়া নারায়ণী নাবীষ
 সর্পস্বয় চোবের হাস্ত স্ব-ইচ্ছায় অর্পণ
 করিল—মে অলঙ্কার ত কৈ পরিত পাথে
 না? একদিন যবেব ভিতর সমস্ত ছাব কক
 কবিয়া সর্পাঙ্গ পরিয়া অভাগিনী—মনের
 মাধ মুহূর্তেব জন্ত মিটাইয়াছিল মাত্র। নাবা
 যণী আব অলঙ্কার পরিতে পারে না,
 পবিত্রে চায়ও না। তাহাব প্রাণে
 এখন আবাব এক নতন আদেশ আসিয়া
 জুটিয়াছে। পরেশনাথের মিষ্ট কথাব
 অভাগিনী একেবাবে মজিয়া গিয়াছে।
 অপবিস্কুট প্রেমের লালসা পবিস্কুট হইয়া
 পড়িয়াছে। ভালবাসিতে শিখিয়া মোহাগিনী
 লোকাপবাদের কথা মনে হইলেও ভুলিয়া
 যায়। এখন অভাগিনী শুধু পরেশনাথের
 প্রেমের ভিখারিণী হইয়া পড়িয়াছে। অকাল
 বৈধব্যে যে বৃষ্টির ক্ষুধি ছিল না, সে বৃষ্টি

এখন শূন্যমাত্রায় জাগিয়াছে—নানাবর্ণী বহা-
 তেই মাতোযাবা হইয়া পড়িয়াছে। অতি
 সাধিকা বৃষ্টিতে ছয় মাস কাটিয়ে পব—
 নানাবর্ণীষ গভীরক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।
 পরেশনাথের চমক হইল। পাশবরুতি চরিত্র-
 ভাবিতাব জগত নাবাপাষা দাম্পট যে—পবিত্রা
 বৃণ ললনাব মঙ্গলনাশ মানন কাবিয়াছে, তাহা
 এইদিনে বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি।
 পরেশনাথ কিন্তু কোন সজুপায় কবিল না।
 কলকলনাব মঙ্গল বক্ষাব পরিবর্তে কামুকেব
 পৈশাচিক উপায়ই স্থির হইল। স্বার্থপর
 পিশাচ আয়তস্থিষ সমাধানে নিশ্চিত হইয়া
 বহিল। পাপ-প্রমোদিতা নিনষ্ট। ব্যভিচারিণী
 ভাগ্যের হস্তে নিষ্কিন্ত হইল। পরেশনাথ
 নানাবর্ণীষ পানে আব কিবিয়া চাহিল না।
 বৈঠকখানায় তাহাব যাতায়াত বন্ধ হইল।
 প্রেম মোহিতার প্রাণে বড়ই বাথা লাগিল।
 ভালবাসিয়া নানাবর্ণী অমৃততাপেব জগন্ত
 যাতনাব পর প্রতিদিন পরেশনাথের মিষ্ট-
 কথায় স্বর্গের স্বপ্ন দেখি। জুড়াইত। ভাবে
 নাই, মন্দভাগিনী—এজন্মে লাব কখনও যে
 পরেশনাথকে ছাবাইতে হইল। আজ পরেশ-
 নাথ প যে ঠেলিল, অনুনয় করাতে পঞ্চবাক্যে
 একথা গুলি দিয়া তোড়াইয়া দিল। নাব-
 যণী প্রাণে বড় আঘাত পাইল। কখন কানে
 নাই—আজ বক্তবণ ১০০০ এঁখি অধম
 যুজিতে যুজিতে বড়বধূ কাছে গিয়া দাঁড়া-
 ইল। বড়বধূ সমস্ত শুনিয়া মনে মনে বাজ
 সীর হাসি হাসিল। অনেক দিনের মাধ পূর্ণ
 হইতে অধিক বিলম্ব নাই ভাবিয়া—অতি
 মানিনীষ কর্ণে কালকূট মঙ্গ ঢালিতে লাগিল।
 পরেশনাথ কর্তৃক অপমান কাহিনী ত্রি ও

দিকট ভাষায় আলোচনা করিয়া—প্রতিহিংসা-
মূর্ত্তে নাবাঘণীকে ভবকৰী লীলার অভিনয়
কবিত্ত শিখাইয়া দিল, চতুৰাব কোশলে ক্রুদ্ধ
সাপিনী গবজিয়া উঠিল। নাবাঘণীব ছুই
চক্ষু যোব বক্তিমাবর্ণ ধাবণ কবিল। হিতা-
হিতজ্ঞানশূন্য ভামিনী তখন—মুক্তকেশে—
আলুথানুবেশে চামুণ্ডামূর্ত্তিতে ছুটিয়া চলিল।
বৈঠকখানায় গ্রামস্থ ছুই দণ্ডজন নিমজ্জিত
ভদ্রলোকের সহিত পবেশনাথ আজ গ্রাম
সাতমাসেব পর কথাবার্তা কহিতেছেন।
নাবাঘণীব আক্ষেপ নাই। নাসিকা পার্শ্ব স্কীত
কবিবা—যন যন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে
দণবঙ্গী মূর্ত্তিতে একেবারে গৃহেব মধ্যস্থলে
গিয়া দাঁড়াইল। সকলে অকস্মাৎ এ ভয়ঙ্কর
দৃশ্য দর্শনে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া বহিল।
পরেশনাথের মুখ শুকাইয়া গেল। আশ্চর্য্যেব
ভান কবিয়া নিলজ্জ কামুক বলিয়া উঠিল,
“একি ? এখ নে কেমন ?” নাবাঘণীব সর্ব-
শবীবে বিজ্যুং ছুটিল, মতেজ কটাক্ষে পরেশ-
নাথকে জডমড় করিয়া, দক্ষিণ হস্ত নাড়িতে
নাড়িতে কোপনা ভামিনী শ্লেষেব তীব্রস্ববে
বলিতে লাগিল,—“কেন এসেছি ? কেমন
এসেছি জান না ? সাধুপুত্র তুমি। অনা-
থাব ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া—সোণাব সুতীষ ছিনা-
ইয়া লইয়া—এখন বুঝি চিনিতে পারিতেছ
না ? বাপ-মায়ের মমতা ভুলিয়া তোমার
প্রলোভনে বুদ্ধিহীনা আমি যে ভুলিয়া-
ছিলাম—তাহাও ভুলিলে না কি ? সে দিনেব
কথা আর মনে পড়ে না বুঝি ? সেই সে
দিনের—”। আব কথা লেখা গেল না—অতি-
বিক্ত রুচি বিকল্প হয়। অশ্লীল ও অকথা
বখা কহিতেও কালামুখী লজ্জা বোধ কবিল

না। অনেক ভংগনা ও অভিশাপেব পা—
অভিমানিনী কেঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রত-
পদে কক্ষ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া গেল। পরেশ-
নাথ লজ্জায় আব গীবা উত্তোমন করিতে
পাবিলেন না। নিয়দৃষ্টে বিপত পাগবাশিব
পর্যালোচনা কবিতে কবিতে, অন্ততাপেব
অশ্রু বিসর্জন কবিতে লাগিলেন। মধ্যে
মধ্যে ক্রীভৃষ্টা কালভু দ্বিনীব অলস্ত অভি-
শাপবাণী স্রবণে সর্শনীব কাঁপিত্ত লাগিল।
গ্রামস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগ। নীববে—মনেব ঘৃণা
মনে চাপিয়া বাটীর বাহিব হইয়া আসিলেন।
কলঙ্কের কাহিনী মুহূর্ত্তমধ্যে গ্রামময় ছড়া-
ইয়া পড়িল।

পাপকর্ম্ম প্রকাশ হইয়া পড়িলে, পাপি-
গণকে ছুইকপ নিপবীত পথাবদম্বী হইতে
দেখা যায়। যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া না
জানিয়া, বার্য্যপতিক তাহাতে নিপ্ত হইয়া
পড়ে, লোকলজ্জা ও সমাজেব ঘৃণা তাহাব বক্ষে
বডই আঘাত কবে। সে ব্যক্তি ক্ষীণ মস্তিষ্কেব
হইলেও এ জন্মে আর সেকপ কর্ম্মেব নাম পর্য্যন্ত
মুখে আনিতে চাহে না। ঠেকিয়া শিথিয়া
সে ব্যক্তি একেবারে মাঝিয়া যায়। কিন্তু যে
পাপাত্মা বিশেষ জানিয়া শুনিয়া, পবিত্রামফল
বিচার কবিয়া, স্ব ইচ্ছায় পাপপন্থা অবলম্বন
করে, তাহার পক্ষে যতদিন না প্রকাশ হয়,
ততদিনই কিছু কষ্টকর হয়। ততদিন সে
লুলাইয়া চুরাইয়া—ভয়ে ভয়ে—আত্মকাঁড়
সাধন কবে। একবার তাহাব দোষ প্রকাশ
হইয়া পড়িলে আব রক্ষা নাই। দ্বিগুণ
উৎসাহে—প্রকাশভাবে তখন সমাজেব
চক্ষের সন্মুখে—সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতে
থাকে। সর্বজন-পরিচিত ধর্ম্মেব ঘাঁড় হইয়া

অপাধে অপকর্ম সাধন কবিত্তে তাহার বিন্দু-
মাত্র লজ্জা বোধ হয় না। পরেশনাথের মনে
মূর্ত্তমাত্র অনুতাপের উদয় হইল বটে, কিন্তু
পরক্ষণেই সুরাপাত্র শূন্য কবিত্তা সমস্ত ভুলিয়া
গেল। সাধারণ ঘৃণা উপেক্ষা করিয়া তখন
একান্ত পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইল। সুরার
জলন্ত আশুগে যুবকের সন্দ্বিষ্টসমুদায় ভষ্মী-
ভূত হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যমূর্ত্তিতে পশুপুষ্টি
আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। দারুণ
লজ্জার কাহিনী শুনিয়া জগত্তারিণী কাদিতে
কাদিতে স্বামীদ পদযুগল ধারণ করিয়া নিনা-
য়ণ কবাতে নিষ্ঠুর ব্যভিচারী যুবক মতী-
লক্ষ্মীকে পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়া হাথ
করিতে কবিত্তে বহির্লীলায় আসিয়া বসিল।
মৃতন কোন পাপাচরণেব চেষ্টায় সুরাপাত্রী
শুষ্কমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। অপবাহুসময়ে
নিস্তারিণীকে আসিতে দেখিয়া ব্যভিচার-
পরায়ণ কামুক পিশাচ বলপূর্ব্বক সরলাব
মুখচুম্বন করিল ও তাহাকে মৌনী দেখিয়া
সম্মতির লক্ষণ বিবেচনায, পৈশাচিক হাসি
হাসিয়া ঘূণিত প্রস্তাব করিল। সরলা নিস্তা-
রিণী ডাক্তার দাদাব অবৈধ পণ্ডন্য আচরণে
ভীতা ও স্তম্ভিতা হইয়া কাষ্ঠপুতলিকাবৎ
স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। চমক
ভাঙ্গিতেই—কম্পিতচরণে ছুটিয়া গিয়া জগ-
ত্তারিণীর নিকট বসিয়া পড়িল। দণ্ডেক কাল
বালিকার মুখে কথা সরিল না। আহা! অস-
হায়ার কেবল দরদরধারায় চক্ষের জল
ঝরিতে লাগিল। জগত্তারিণী—নিস্তারিণীকে
কাদিতে ও ঘনঘন শিহরিতে দেখিয়া—কারণ
জিজ্ঞাসাকরিলেন। পতিহীনা সাধ্বী নবীনা
তখন—গদগদকণ্ঠে ধীরে ধীরে নিপদবাক্তা

বিত্তে লাগিল। জগত্তারিণী কপালে কপা-
ষাত করিয়া কাদিতে কাদিতে—উপরপানে
চক্ষু ভুলিয়া করযোড়ে কহিলেন, “ভগবন্!
আমার অন্তরে এত কষ্টও ছিল? মোবার
স্বামী আমার—” আর কথা সরিল না।
কিছুক্ষণ নীরবে বাদিয়া—বুদ্ধিমতী রমণী
কলিকাতায় ভাতাকে নিজের দুঃখ জানাইয়া
এক পত্র লিখিয়া, অতি সুরায়—পত্রপ্রাপ্তি-
মাত্র আসিতে অনুরোধ করিলেন। জগ-
ত্তারিণী ভাতা তারণবাবু সাগরব্রাহ্ম-
সমাজের একজন চিহ্নিত ভাতা ও একখানি
সংবাদপত্রের দক্ষ সম্পাদক। তিনি শত্রুপাঠ
কবিত্তাই—অবিলম্বে খড়্গপুরে আসিলেন।
ভগ্নীপতির সর্কনাশ হইতেছে দেখিয়া—
তিনি অনেক বুলাইলেন। পরেশনাথ প্রত্যেক
কথাতেই তাঁহাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া
দিলেন। মদ্যপায়ী ইয়ারদলও নানাপ্রকার মুখ-
ভঙ্গী ও বিকৃত চীৎকার করিতে লাগিল।
অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া—উঠিয়া রাড়ীর
ভিতর আসিলেন। ভগ্নীর অবস্থা দেখিয়া
দয়ালু তারণ বাবু কাদিয়া ফেলিলেন। জগ-
ত্তারিণী বাঁচিয়া আছে মাত্র। ভাবিয়া ভাবিয়া
কাদিয়া কাদিয়া, সাধ্বী রমণী অস্থিচর্ম্মসার
হইয়া গিয়াছে। বর্ণ মগীমগী, কেশ জটার
আকার, বেশ মলিন, আঁখি-নিম্নে ঘোর
কালিমা! নামায় দীর্ঘশ্বাস, চক্ষে জল,
কপালে আঘাতচিহ্ন—ভগ্নীর আব কি বাঁচি-
বার সাধ আছে? জগত্তারিণী ভাতার নিকট
সমস্ত দুঃখের কথা কহিয়া উপায় জিজ্ঞাসা
করিলেন। তারণবাবু জগত্তারিণীকে এখন
দিনকতকের জন্ত কলিকাতায় বাইতে
বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। সাধ্বী

জগন্তারিণী ঋণীকে এ অবস্থায় ছাড়িয়া কোনমতেই যাইতে পারে না। তারণ বাবু বুঝাইলেন,—“তুমি যাইমোই পরেশবাবু অন্ততঃ একবার তথায় যাইবেন। একবার দিনকতকের জন্ত কুমঙ্গী বানরগুলার মঙ্গ ছাড়াইতে পারিলে পরেশ বাবুকে আমরা শোধরাইয়া দিব। এখনও সম্পূর্ণ আশা বহিয়াছে।” ভ্রাতাব সম্প্রদায়ের জগন্তারিণী সন্তোষ হইলেন। পরেশনাথের সম্মতি পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। প্রধান বাধা সরিয়া চলিল। অপরাহ্নে নিস্তারিণী আসিলে জগন্তারিণী ভ্রাতাব নিকট দুঃখিনীর পবিচয় প্রদান করিলে পর—তারণ বাবু বিধবা-বিবাহের কথা পাড়িলেন। জগন্তারিণী নিস্তারিণীর পিতা-মাতার অসম্মতি জানাইলেন—তারণ বাবু বলিলেন, “তাহাতে ক্ষতি নাই। নিস্তারিণী বয়স্ক। ওঁর নিজের মত হইলে—আমবা স্বচ্ছন্দে উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করিয়া বিবাহ দিতে পারি। গত কয়মাসেব মধ্যে একপ পাঁচ সাতটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে অনেক আশ্বাসন হইয়াছিল। আমরা বিধবাগণের ইচ্ছামতে—নিরুপিত স্থানে অপেক্ষায় থাকিয়া—পিতামাতাব অজ্ঞাতমাবে তাহাদিগকে আনিয়া বিবাহ দিতেছি। এই সাধু সংকল্পের জন্ত আমবা অনেক শ্লেষ ও গালাগাণি সহ্য করিতেছি।” নিস্তারিণী আজি কালি পিতার কঠোর ব্যবহারে ও ভগ্নীর দুর্দশায় মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেছিল। তারণ বাবুব কথাগুলি তাহার বড় ভাষ লাগিল। কেবল এক জননীম মমতা বিসর্জন করিয়া যাওয়া অসম্ভব ভাবিয়া,—হঠাৎ এখান হইতে তাহার কথামত

কাধ্য করিতে পারি না। ভবিষ্যতে পত্র দ্বাৰায় সংবাদ দিবাব কথা স্থির করিয়া নিস্তারিণী জগন্তারিকাতুলোচনে—ব্যথার বাধী প্রাণের সাথী—ছোট বৌ দিদিকে বিদায় দিল। জগন্তারিণী অনাথাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুসন করিলেন। জগন্তারিণী কলিকাতা গমন করিলে পর নিস্তারিণী আর বাটীর বাহির হইত না। কে জানে—কখন কামুক রাক্ষস আসিয়া অক্রমণ করিবে। অধু সেই ভয় যে তাহাও নয়, বিধব ব আত্মহৃদয়ে যে কালসর্প বাস করে, নিস্তারিণী তাহাও শিখিতে পারিয়াছিল। ভগ্নীর দুঃবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া নিস্তারিণী বড়ই মাদান হইয়া রহিল। আহা সাধনী! সতীত্বের মহত্ত্ব বুঝিয়াছে বলিয়া রক্ষা, নতুবা তোমারও অদৃষ্টে কি ঘটিল, কে বলিতে পারে? তোমাব জননী বলিলেন, বিধবা কন্যাব অস্তিত্বই পর্যাপ্ত ভয়াবাহি না হইলে আব বিশ্বাস নাই। উঃ! কি মর্মান্তিক কথা!!

দিন দিন গর্ভের আকার বৃদ্ধিতে, ব্যভিচারিণীব মনে নানা প্রকার ভাবনা আগিয়া জুটিতে লাগিল। বডনধু ভ্রমচর্যাবি কথা পাড়িলে রাক্ষসী প্রসূতি তাহাতেই সম্মত হইয়া, গর্ভস্থ সন্তানই তাহার যত অনিষ্টের মূল কারণ ভাবিয়া—অভাগাকে নষ্ট করিতে একান্ত যত্নবতী হইয়া। বডনধু কতবার কথিত দুষ্কার্য সাধন করিয়াছে। প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহে তাহাকে বড় অধিক চেষ্টা পাইতে হইল না। গাছগাছড়া ও নানা প্রকারের শিকড়-মাকড় বাটিয়া নাবায়নীকে খাওয়াইয়া দিল। গভীর নিশীথে নারায়ণী অমল যন্ত্রণায় ছটফট করিতে

লাগিল। রাক্ষণী বুঝিল, ঐযব ধরিয়েছে! পীড়িতার হস্তবাবণ করিয়া তখন—কংসাবর্তী-
তীরে এক বটবৃক্ষের তলে লইয়া গিয়া কার্য
সাধন করিল। নারায়ণী অসহ্য যন্ত্রণায় চীং-
কার শব্দে কাঁদিয়া উঠিয়া মুচ্ছিতার ন্যায়
ভূতলে শুইয়া পড়িল। শান্তিরক্ষক শব্দ
শুনিয়া—দলবল সহিত আসিয়া, সর্বসম্মত
বড়বধু ও নারায়ণীকে ধরিয়া লইয়া গেল।
নারায়ণী মেদিনীপুত্র হাঙ্গামাতালে রক্ষিতা
হইল। পরদিন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞায় মকদমা
—নারায়ণী আরোগ্যার্থে ১৫ দিনেব জন্য
মুনতুবী রহিল। বড়বধু হাজতে বাস কবিত্তে
লাগিল। মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী, পরদিন সন্ধ্যা-
কালে—কন্যাকে দেখিতে যাইবার ছলে—
মোকাপবাদ অসহ্যবোধে নিরুদ্দেশ হইয়া
পড়িলেন। তিনদিন অতঃকালেব পর—
ব্রাহ্মণীর মৃতশরীর নদীবে স্রোতবদ্ধকারী
পাথুরে বাঁধের পার্শ্ব হইতে পুনিশ কর্তৃক
উদ্ধৃগিত হইল। মুখোপাধ্যায় হতবুদ্ধি
হইলেন। নিস্তারিণী মাতৃশোক পাগলিনীর
ন্যায় হইয়া অনবরত চীংকার শব্দে কাঁদিতে
লাগিলেন। পরেশ ডাক্তার এই অবস্থায়
অনেক বৃদ্ধা দ্বারা নিস্তারিণীকে প্রলোভন
দেখাইতে চেষ্টা করিল। নিস্তারিণী নিরু-
পায় হইয়া কলিকাতায় পলায়ন করাই শ্রেয়
ভাবিয়া—পূর্বের কথামত তারণ বাবুকে ও
জগন্নারায়ণীকে সংসারের শোচনীয় অবস্থা ও
আপনার ভাবী বিপদাশঙ্কার কথা লিখিয়া
পাঠাইল। তারক বাবু পত্রখানি সমাজের
“বিধবা বিবাহ বিভাগের” সভাপণ সম্মুখে
পাঠ করিয়া নিস্তারিণীর রূপ-শুণের কথা
নিজুতভাবে বুঝাইয়া দিলেন। সর্বসম্মতি-

ক্রমে নিস্তারিণী কোন্ তারিখে, কোন সময়ে
বাটী হইতে পলাইয়া আসিতে পারে, জানি-
বার জন্য তাহাকে একখানি পত্র প্রেরণ করা
হইল। ধর্ম ও নীতিজ্ঞানে অগ্নুর্দক্ষণী বিধবা
বিবাহসমাজের ব্রাহ্ম সভাপণ—নিস্তারি-
ণীকে কি সুন্দর ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে কার্য
কল্পিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। বৃদ্ধ
ও বিপন্ন পিতাকে কাঁদাইয়া কল্লার জুখ
মোচনে যত্নবান হওয়া যে কি করণের কার্য—
অকরণ আমরা বুঝি (৭) তাহা ত কিছুই বুঝি
না! যাহা হউক, ব্রাহ্মণেব পত্র যথাসময়ে
নিস্তারিণীকে নিকট পৌঁছিল। নিস্তারিণীকে
উত্তর আসিল—তারণ বাবু কিন্তু তাহা পাই-
লেন না। ডাকহরকরা আসিবার নিরূপিত
সময়ে বামাচরণ চক্রবর্তী নামক একজন উক্ত
বিবাহসমাজের প্রধান সভ্য তাবণ বাবুব বাটীর
দ্বারে দাঁড়াইয়া নিস্তারিণীর পত্রখানি আশ্র-
সাং করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।
সেই হাফে পৈশাচিক লক্ষণ পূর্ণমাত্রায়
প্রকাশ হইয়া পড়িল। কেহ দেখিল না—
কেহ বুঝিতে পারিল না। এদিকে পক্ষান্তে
নারায়ণী আরোগ্য হইলে পর—বড়বধু
সহিত বিচারার্থে ফৌজদারী আদালতে নীতা
হইল। কল্লার পক্ষসমর্থনার্থে পরেশ ডাক্তা-
রের অর্থে মুখোপাধ্যায় বেলা এগারটার সময়
ছুইজন বিচক্ষণ উকীল সঙ্গে লইয়া মাজিষ্ট্রে-
টের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ছজুগ-
প্রিয় দর্শকবৃন্দ বৃদ্ধকে উপহাস ও টিটকারী
প্রদান করিতে লাগিল। তন্ন তন্ন কবিয়া
বিচারের পর বেলা চারিটার সময় মাজিষ্ট্রে-
টের রায় বাহির হইল। প্রণহত্যা অপরাধে
নারায়ণীর দেড় বৎসর ও বাণবিধবা সর্ব-

নাশ-সহাধিনী বড়বাবু দুই বৎসর কঠিন
পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আচ্ছা হইল।
সত্ত্ব রোগমুক্তা শীর্ণকায়া নারায়ণী স্তম্ভিতা,
অবিলম্বে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।
বড়বাবু ডাকিনী দীপ্ত কুটিল কটাক্ষে বিচার-
কের মুখপানে চাহিয়া, দস্তে দস্ত বর্ষণ
করিতে করিতে বিকৃতকণ্ঠে বিড় বিড় কবিয়া
কি বলিতে লাগিল। প্রহরিগণ আমোদমীম্বকে
লইয়া গেলে পর কাছারী বন্ধ হইল। দলে
দলে দর্শকবৃন্দ গৃহের বাহির হইয়া গোলযোগ
করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাহুজ্ঞান-
শূন্য মুখোশাধ্যায় কেবল বজ্রাহত তরুর শ্রাব
একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিবেশীগণ
অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে টানিয়া লইয়া চলিল।
বৃদ্ধ অজ্ঞানের শ্রাব প্রতিবেশীস্বয়ের স্কন্ধে ভব
দিয়া, বাটীতে পৌঁছিয়া দ্বারের সম্মুখে নিস্তা-
রিণীর লিখিত এক লিপি পাঠে অবগত হই-
লেন—নিস্তারিণী কলিকাতায় পলায়ন করি-
য়াছে। বৃদ্ধের মাথা ঘুরিতে লাগিল। কম্পিত-
চরণে টলিতে টলিতে সমুদায় অনুসন্ধান
করিয়া দেখিলেন, বাটীতে জনমানবের সাড়া-
শব্দ নাই। এক মাসের মধ্যে বৃদ্ধের মোণার
সংসার ছারখার হইয়া গেল। ভগ্নহৃদয়ে—
দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে—শয্যাশ্রান্ত
হইয়া পড়িলেন। বাহুজ্ঞানবহিত দারুণ
বেদনা-প্রাপ্ত স্থবির ব্রাহ্মণ শয্যা-ত্যাগ করিয়া
আর উঠিলেন না। কোলীন্ত-মর্যাদার নর-
কাগ্নিতে সংসার জলিয়া গিয়াছে, সংসার
শাশানে পরিণত হইয়াছে, অবশেষে কাল-
শয্যাশায়ী শুভ্রকেনী বৃদ্ধ ক্রমে ক্রমে স্তরে
স্তরে ভস্মীভূত হইতে লাগিলেন !!!

সন্ধ্যার সময় নিস্তারিণীকে লইয়া বামা-

চরণ বাবু হাটখোলার ঘাটে নৌকা হইতে
নামিলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল, গাড়ী চড়িয়া
উভয়ে ববাহনগবে বিশ্বনাথ বাবুর উদ্ভানে
গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ বাবু কলি-
কাতার একজন পুণ্ডিত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী।
অথের জন্ত বয়সকালে অনেক অপকার্য
সাধন করিয়া—পুরাতন পাপী এক্ষণে স্বার্থ-
পবতার অবতাররূপে, কলিকাতা-সমাজের
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। বৃদ্ধকে
কামলিপা অতিব প্রবল। কুচরিত্র কাপুরুষ
অনুচরণের মাহাযো এ পর্যন্ত বহুতর কুল-
কাগিনীর সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন।
বামাচরণ তাহার প্রধান অনুচর। বামাচরণ
মেঘচর্যাচ্ছাদিত নবশার্দূলরূপে সর্বত্রই গতি-
বিধি করিয়া থাকে। অসম্মিতা নিস্তারিণীকে
আজ কামুকেব করকবলিত করিতে আনি-
য়াছে। উদ্যানবাটীর এক প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া
বিশ্বনাথ রায় মেতার বাজাইতেছেন। বামা-
চরণ নিস্তারিণীকে লইয়া প্রবেশ করিলে—
শুভ্রকেশ বৃদ্ধ নবীনীর মুখপানে তীব্রনেত্রে
চাহিয়া আচ্ছাদে চলিয়া পড়িলেন। নিস্তা-
রিণী সে কটাক্ষে ভীত হইয়া বামাচরণকে
তারণবাবু ও ভগ্নতারিণীর কথা চুপে চুপে
জিজ্ঞাসা করিল। পাপিষ্ঠ বামাচরণ হাসিতে
হাসিতে বৃদ্ধের দিকে অশ্রুণী হেদাইয়া বলিল,
“এই যে তারণবাবুর বাপ বসিয়া আছেন।”
নিস্তারিণী বৃদ্ধকে ভ্রূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল।
বৃদ্ধ হাহা শব্দে হাসিয়া নিস্তারিণীর হাত ধরিয়া
উঠাইলেন। বামাচরণ বৃদ্ধের সহিত ইচ্ছিতমত
নিস্তারিণীকে পার্শ্বকক্ষে লইয়া বলিল, “নিস্তার !
এ বাড়ী তোমার পছন্দ হয় ? বাবু তোমায়
রাজরাজেশ্বরী করে এই বাড়ীতে রাখবেন,

তোমার জন্ত বাবু গাভারদের সমস্ত বস্তুকে মাগী ছেড়ে দিতে বাগী আছেন।' কথা শুনিয়া নিস্তাবিনী আত্মপুরুষ শুকাইয়া গেল। অভাগিনী ভবিষ্যৎ স্থখাশায়—বিশৃঙ্খল সংসার ও বিপন্ন পিতাকে ত্যাগ করিয়া, অপরিচিতের সহিত একাকিনী এতদূর আসিয়া যে কি গর্হিতকার্য্য করিয়াছে এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিল। অভিম্যানিনী দুই চক্ষু ঝাল হইয়া উঠিল—প্রাণের ভিতর ধড়কড করিতে লাগিল, বোধ হইল, মস্তকোপরি অবলাব উন্মুক্ত কৃপাণ ছলিতেছে—চরণতলে কক্ষ মেরিয়া সরিয়া মকিয়া যাইতেছে। উগ্ন-নাব ছায় ধাবাবিগলিত নেত্র তুলিয়া দেখিল যেন—বামাচরণ ব্যঙ্গস—বদন ব্যাদান করিয়া গিলিতে আসিতেছে। অমনি অভাগিনী মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। চীৎকার শব্দ করিয়া মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। বিশ্বনাথ, রাখ ক্ষত কক্ষে প্রবেশ করিয়া—বামাচরণকে অস্পষ্ট ভাষায় কি বলিয়া দিলেন। বামাচরণ পার্শ্বকক্ষ হইতে একশিশি খেতচূর্ণ আনিয়া ভগ্নের গ্যামে কিছু গুলিয়া দিয়া—মুচ্ছিতার গালে ঢাতিয়া দিল। মুচ্ছিতা একবার মুখ বিকৃত করিল মাত্র। অনাথিনীর আর চৈতন্য হইল না। গভীর নিশীথে পশু বৎ আচরণে পাপিষ্ঠ পিশাচ অনাথার মতী নশ করিল। হীনচেতনা—অবগোবলা যাতনায়—বুঝি ছটফট করিতে করিতে ক্রমে স্থির হইয়া পড়িল। ব্রাহ্ম জাতাদের অসাবধানতার ও অসবল উপায়ের বিষময় ফল—স্বল্পে যে একটা অসহায় নবীন। বিপন্ন চিরকালের অশ্রু জলস্ত যাতনা ভোগ করিতে বহিল—পতিলাভাশায় মুগ্ধা সরলার প্রাণের

প্রাণ যে বণিধান হইয়া গেল—কেউহার দায়ী? বল? কৈ কেহই ত না। তাই। আমি দয়ী না। তোমাদেব—বিধবাব জুগে তোমাদেব প্রাণ কাঁদিয়াছে গত, বিস্ত্র অসবল উপায় কেন? সরল উপায় কর। সবাকার ধন্যবাদাহ হইবে। নতুন। আমরা অনেক লোমহর্ষণ কাণ্ডেব অভিনয় দেখিতে পাইব। আহা। নিস্তাবিনি। তোমার সর্বনাশ হইয়া গেল। এতদিন কত কষ্টে—কত প্রয়োজনেব হাত এড়াইয়া যে অমূল্য নিধিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, আজ বিদেশে—দয়াকর্তৃক তাহা অপলত হইল। নর-পিশাচের কামাগ্নিতে তোমার মোণাব মতী ন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

উপবাস্ত্র ঘটনার পরদিন সন্ধ্যাকালেও নিস্তাবিনী চৈতন্য হইল না দেখিয়া—মৃত-জ্ঞানে বৃদ্ধা পিশাচ নাবীদেহ পার্শ্বস্থ নদীপার্শ্বে বিসর্জন দিতে অনুচরবর্গকে আজ্ঞা দিল। কদম কানিগাময়ী স্বর্ণপ্রতিমাখানি এোতে ভাসিয়া ভাসিয়া নেদিনীপুৰবাণী মুগ্ধেব বাবুব নৌকাগাজে গিয়া ঠেকিল। নিস্তাবিনীর তখন চৈতন্য হওয়াতে চীৎকার করিয়া উঠিল। মুগ্ধেব বাবু নাবীদেহ নৌকায তুলিয়া লইলেন ও তাহার এই দুবৎসাব কাবল জিজ্ঞাসা করিলেন। বামাচরণপ্রদত্ত বিষাক্ত চূর্ণে নিস্তাবিনীর মস্তিষ্ক বিকল হইয়া গিয়াছে। উগাদিনী হতভাগিনী মুগ্ধেব বাবুব মুগ্পানে অনির্দিষ্ট চাচনি চাহিয়া হা হা শব্দে অটপাট করিতে করিতে যাইয়া—
(কী ওন মনে)

“উচল পামে অচল চড়ি মু পড়ি মু অগাধজলে
লহমি চাণিতে দাবিদ বাতল মাণিক হাণ্ডা হও

মুগ্ধবান্ সযত্নে পাগলিনীকে বাইয়া
টলিলেন। তিন দিন পরে নৌকা মেদিনী
পূবে পৌছিল। উগাদিনী পরিচিত স্থান
পাইয়া যেন সকল কথা মনে কবিত্তে
ল গিল। মনে পড়ে পড়ে পড়ে মা।
কংসাবতী নদীর তীরে বটবৃক্ষতলে বৃদ্ধ মুখো-
পাধ্যায়ের চিতা জলিতেছে—হতভাগিনী
—হতভাগিনী নৌকা হইতে বাঁপাইয়া—
ছুটিয়া গিয়া—শবদেহ চিনিল—বুঝিল—
চর্কিত্তেব গ্রাষ সকল কথা একবার তাহাব
মনে পড়িল। মৃতপিতার চিতা হইতে এক
খণ্ড দগ্ধকাষ্ঠ টানিয়া লইয়া পাগলিনী গৃহা-
ভিমুখে ছুটিল। প্রতিবেশীগণ আশ্চর্য-
নেত্রে নিস্তারিণীকে পানে চাহিয়া—স্তুতি
হইয়া বহিল। বাটীতে উপস্থিত হইয়া হত-
ভাগিনী প্রাঙ্গণস্থ ধাতুগৃহে অগ্নি বাগাইয়া
দিল। শুষ্কপর্ণ পাইয়া অগ্নি ধূ ধূ কবিয়া
জলিয়া উঠিল। কাহাকেও আসিতে না
দিয়া পাগলিনী অগ্নি বেড়িয়া নাচিতে
নাচিতে বিকট রোলে হাসিতে লাগিল।

অল্পকণ্ঠেব মতোই মুখোপাধ্যায়ের বাটী
ভয়ীভূত হইয়া গেল। পাগলিনী আর
কিবিয়া চাহিল না। কোলীচর সর্বনাশক
অগ্নিবাশিতে মোক্ষমংসাব ছাবখাব হইয়া
গেল—হতভাগিনী অভিশপ্ত সমাজেব অযথা
শাসনে আত্মহুখে বলিদান দিয়া—অনির্দিষ্ট
স্থানে পাগলিনী হইয়া ভ্রমণ কবিত্তে লাগিল।
সতীত্বহীনা হতভাগিনী হিন্দুবিধবাব সেই
উগাদিনী মূর্তি—সেই অবতনষ্ট যৌবনশ্রী—
সেই হাঙ্কজ্ঞানবিজ্ঞাত বিভোল ভাবভঙ্গী
দেখিতে চাহ কি পাঠক ? দেখিতে চাহ ত—
যাও, উলুবেড়িয়া হইতে কাটিখাল দিয়া যাইতে
যাইতে কোলাব ঘাটে বাজাবের সম্মুখে
দেখিবে—বৃক্ষশালা বাঁধিয়া অঙ্গে ও মস্তকে
হতভাগিনী নিস্তারিণী—অর্ধোন্মদ অবস্থায়
নৌকাযাত্রীগণের আমোদ উদ্দীপন কবিয়া
বেদমে তাগিয়া তথিয়া নাচিতেছে ও গাইতেছে,
“উচল বলিয়ে অচল চড়িছু পড়িছু অগাধজলে।
দাছগী চাহিতে দবিজ্ঞ বেচল মানিক হারানু
হেথো ॥”

মায়া ।

গল্প ।

বড়মানুষের অটালিকা নথ-গরীবের পুৰান নোয়া ধরা একতলা বাড়ী । মিৎদর-জায় দরোয়ান নাই, সদর দোবে খিদা আঁটা । সদর দোবের ভিতর দিকে হাত পাঁচ ছয় গলীপথ, তার পরই ছোট খাট একটা উঠান । উঠানেব তিন ধাবে মোটা মোটা থামের সার গাঁথা, যেন কোন কালে বাড়ীটা তৈয়ারী করার জন্ত কেবলমাত্র গোড়া পত্তন হয়েই হুঁঠাং কাজ স্থগিত হইয়াছিল বোধ হয় । চবও নাই—পাঁচ মাত ফক্বে দানানও নাই । এক দিকে একখানা কোমরভাঙ্গা বুড়োব মত খুঁকে পড়া খোলাব চালে একটা মল্ল বিদ্যন্ত গাভী, (আগে শুনা যায় একটানে পাঁচ মাত মের জুধ দিত—এখন গৃহস্থামীর অদৃষ্টপূর্ণ এ নেমা একপো ওবেলা একপো দিতেও হুরভিনন্দিনী মা জননী বুঝি কিছু কাতরা ।) তার বাঁট ধোরে মজোরে টানতে আবস্ত করেছে, গয়লা বুড়ো—আব চোঁ চোঁ চিন্ চিন্ কোরে কেঁড়ের ভিতর থেকে মরধু আওয়াজ বেবিয়ে বাজ্চে—বাজ্চে একুটা খুলখুলে গোলালো গোলালো জুধে আলতায় ঢালা রঙেন ৯১০ বৎসরের হামস্ত মেয়েন কাণে । হামস্ত মেয়ে- ভায়া টানা

চোখে—কোনোর কাছে, হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধোরে রাখা, ধপ্ধপে পুঁটে বাছুরটীর ডব্‌ডবে চোখের পানে চেয়েছিল—এমন সময় ঐ বাজনা কাণে গেল ।—বালিকার কাণ খাড়া হ'লো, ষাড় বেকলো—প্রাণে কি এক সরল ক্ষুতির ঢেউ বুঝি উব্‌জে উঠলো ; বাছুরের গলার হাত খলে গেল, বাছুব ছুটে গিয়ে গয়লা বুড়োর পিঠে ঢুঁ মাল্লে—গয়লা বুড়ো পিঠ সামলাতে গিয়ে হাঁ নেড়ে ফেল্লে, কেঁড়ে পড়লো ;—ভায়া পাঁচ মাত টুকুরা জড়ামড়ি কোবে জুধেতে মাটিতে গোবরে মাখামাখি হ'য়ে গেল । খোঁড়া গয়লা বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে নেংচাতে লাগলো, হামস্ত বালিকা কঁদকঁদমুখে পাছু পানে চাইতে চাইতে, কান কুচকুচে এলোনা ঢেউ-খেলানো চুলের গোছা দোলাতে দোলাতে, থুপ থুপ কোরে অন্তরের ভিতর ছুটে পাগিয়ে গেল ;—গাই পিযিয়ে গেল—বাছুরের পো বাঁটে মুখে বোজ নেড়ে নাচতে লাগলো,—আর মায়ের পেটে ঢুঁ মেরে গরীব বলসী হজম করতে লাগলো,—গাভী মাতার বাছুর বাছা-টীর গা চাটবার ধুম পড়ে গেল । এমন সময়ে মেয়েটির গরীব দাপ, তৎসময়ে বিশেষ কি

একটা দরকারী কথা নিয়ে,—আফিম থেকে গুটি গুটি এসে সদর দোরে যা দিল । বাপের কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে—মায়া এসে তাড়াতাড়ি সদর দোব খুলে দিবে । মেয়েটার জাম মায়া ।

মায়া মোমের পুতুল, মোণার মেয়ে । বাপ-মা ভালবাসে,—পাড়া-পড়সী আদর করে—শত্রুতেও সে মুখের পানে ফিরে চায় । মায়া পাড়ার ছোট ছোট মেয়েদের দলের রাণী মেয়ে, স্কুলের প্রথম প্রাইজ প্রতি বায়েই তার প্রাপ্য, আর আর মেয়েবা কিন্তু তাতে কখনও হিংসা কর না, মাযার প্রাইজ পাওয়ার পর দিন—প্রতি বৎসরে মাযার বাপ মা—পাড়ার মেয়েমহলকে মাযার নিমন্ত্রণে চড়াইভাতি ক'রে খাওয়াইতেন । চড়াইভাতি নামে, কাজে কিন্তু ভরপেট এউ চেউ রফমেশ । মেয়েরা হাসে, খেলে, নাচে, কান্দে—আর বলে “মায়া রোজ ‘প্রাইজ’ পাক ।” মেয়ের মায়েরা বলে, “মাযার মার একটি টুকটুকে জামাই হোক” । আর আমরা বলি,—মাঠাকুরুণরো । ও আশীর্বাদে কাজ নেই । কেন ?—মায়া কাদতে জানে না, সদাই হাসে, তাকে কাদাতে বা কান্নার রাজত্বে মেরুতে দিতে আমাদের যেন প্রাণ কেমন করে । তা বলে মাযার জীব-জীলা-স্রোত ফিরিয়ে দিবার আমরা কে ? সে জল-বিল—জলে কুটে উঠেছে, জলেই মিলাবে, আমাদের কি সাধ্য যে তাকে মিলাতে দিতে না চাইব ? আর না চাইলেই বা শুন্বে কে ? পরদিন সকালে শোণা গেল, আগামী কাল রাত্তিরে মাযার বিয়ে । দেখি, তাড়াতাড়ি গায়ে হলুদ হ'চ্ছে, ঘন ঘন শাঁখ বাজছে—বাড়ীতে এয়ারাণীদের হুলোহুলী পড়ে গেছে,

পাড়ার মাগী মিন্‌মে মাযার বিবাহে যেন মেতে উঠেছে ।

কৈ গো ? তোমাদের মায়া মেয়েটার বিবাহ—হবে তো হ'ল না । একি শুনি ? অমন ভাল মানুষ গো বেচারী মাযার বাপ, সে কি আর এমন কেলেকারিটা ক'র্তে পারে ? মায়া মেয়েটার বাপ—ছেলের বাপের স্কুপেব পোঁচের চাপে বুনি (কষ্টে স্টে) ৫০০ পাঁচ শত টাকার সমাজ সোণা রূপার গহনা ও (বিশেষ পীড়াপীড়িতে) ৫০ পাঁচ শত টাকা নগদ দিবার কথা কয়েছিলেন । তার পর বিয়ের সময় ৫০০ টাকার গহনা পরিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে সম্প্রদানটা মেরে নিয়ে, নগদ টাকাটা কান দিব বনোছিলেন । ববকর্তা তাই মহা চটে আইনমতে বিবাহিত হ'লেও—গায়ের জোরে বরকে ল'য়ে বিবাহ—রাত্রেই ম'রে পড়েন ।

মাযার বাপ মনকে বোঝালে “সম্প্রদান তো হবে গেছে”—মাযার মা কিন্তু কোট ধল্লো, “বাসব হ'ল না—বাসীবিয়ে হ'ল না” ও সব না হ'লে বে মঞ্জুর নয় । মায়া মনের ভিতর লুকিয়ে চুপি চুপি মনে ক'লে “এ বিয়ে । বুনি বিয়ে নয়—আমার বুনি তবে বিয়ে হ'লো না”—টানা চোখের জল এই প্রথমে পড়লো, হাসন্ত মুখে এই প্রথম বিষাদের কালো রেখা দেখা দিলে, কাণা খোঁড়া, কাণা কুংসিত, ছুঁষ্ট শান্ত, সব মেয়েই বিবাহের দিনে রাজরাণীর সুখভোগ করে, আহা ! এ সোণার বাছার এ হেন বিয়েতে বিন্দুমাত্রও সুখের মুখ দেখা হ'লো । মাযার বাপ আত্ম-স্তর ভেবে, বিবাহের পরদিন সকাল বেলা বরের বাপের বাড়ী গিয়ে, তার দুটি পা-

জড়িয়ে পড়লেন । বরের বাপ নোমজা বুড়ো কসাই, তার শাখানো ছোরাখানি যেমন তেমনি ঘরে ফিরে এসেছে, এ রাগ কি তার আর রাখবার জায়গা আছে ? মেয়ের বাপের না হলো একটু দা, না পড়লো একটু রক্ত, নীকারমুঠে বাঘের মত বরকতীর গর্জনে পাড়া-পড়শী ত্রস্ত হয়ে উঠলো । মায়ার বাপ পায় ধরাতে সে গর্জনে থামা চুলোয় যাক পলে পলে বাড়তে লাগলো । কনের বাপ যঃ মিনতি করে, বরের বাপ তত চেপে ধরে । কনের বাপ বলচে, “আমার জাত রক্ষা করুন” । বরের বাপ বলছেন, “জাজ-কাল টাকায় জাত টাকা হাজির কর” । কনের বাপ বলছেন, “টাকা যে আর নেই নেয়ছি” । বরের বাপ বোলছেন, “তোমার জাত খাবার খালা নী নাশিতো আছে, তাই নেচে আমার টাকা যোগাও” । ঠাট্টা, নোট-কেরা, ধমক, গালাগাল কিছুতেই কিছু হলো না দেখে বরের বাপ শেষ মায়ার বাপের সেই পুরান নোনামরা একতলা বাড়ীখানি নিজের কাছে বন্ধক রেখে ছেলেকে ছাড়লেন । এ যাত্রা মায়ার বে সাজ হলো । বে হলো কিন্তু বের পর ? বের পর হাসবার পালা ফুরাল, আয়া আমাদের কাঁদতে কাঁদতে সেই সে শ্বশুরবাড়ী গেল, সে কান্না শেষ হতে কি আর কেউ দেখেছ ? বড় কান্না কেঁদেছিলো, প্রথম শ্বশুরবাড়ী যেতে কোন বিয়ের কনে তো এতো কান্না কাঁদে না ।

পাঠক ! সে ছুঃখিনীকে যদি আর এক-বার দেখতে চাও তো আমার সঙ্গে এসো ।

কৈ মায়া ? মায়া কৈ ? আর কৈ ?

.. রাঙ্গা-রাঙ্গড়ার বড় বড় প্রাসাদ বা বড়-

মাল্লের বা বড় গেরোসুর মানানসই মানারিগোছের গাড়িবাবান্দাওয়ানা চক-মিলোনো চক্চকে বাড়ী, খুব জমজমাট, দরো-খানে চাকরে দামীতে বিয়েতে, বেহারায়-খানসামায়, সরকারে গোমস্তায়, নায়েবে-দাওয়ানে গিম্ গিম কোচ্ছে । টাকার কাঁড়ি, কাছারিঘরে টাকখালের মত অনবরত খুন খুন রবো আসছে যাচ্ছে । বড় গেরোসুর সামাজিক বড়মান্যী, ধীরে ধীরে প্রতিভাত হচ্ছে, ধীরে ধীরে দশজন, বিশজন, পঁচিশজন, শতজন, মহত্ব জন জাতিকুটুম্ব বড় গের-সুকে বড়মানুষ বোলে জানুচে—জানার্চে । বর গেরসু বোম্জা বুড়োকে একবার বোড়ে পুরুষ দলে কেলো, ভবিষ্যৎ নির্দার পথ খুলে রাখছে । বড় গেরোসুর বাড়ী মায়ার শ্বশুর বাড়ী ছোটগেরোসু বোম্জা বুড়র পোড়ো-বাড়ী ভোরপুর ভাঙ্গা চোরা একতলা কোঠা, মায়ার পদার্পণে পুরো মেরামতে তেতলা বাড়ীতে পরিণত । লক্ষ্মীমন্ত বোয়ের আগমনে, শ্বশুরের সোয়ামীর অবস্থা উথলে উঠেছে—ক’রকনে ঘরে এসে দুধের কড়ায় দুধ উগলুতে দেখেছে ; শোকের সংসার সোণার সংসারে দাঁড়িয়েছে—শূলক্ষণা-মায়া মেয়েটী শ্বশুরকুল উজ্জ্বল করে এসে ঘরে উঠেছে । শ্বশুরঠাকুর কমিগেরিয়েটের হেড গোমস্তা ; তিন লাক টাকায় বিলেত আপীল জিতেছেন ; চিমডে মড়া শ্বাভীভাগীর গা-ভরা গহনার উদ্ধার হয়েছে, সোয়ামীর মাস-মাহিনা ৫০ টাকা একলাফে ১০০ টাকায় উঠেছে, লক্ষীঠাকরণ যেন মায়া মহাগম্ভীর পাশে বোসে, এ বাড়ীতে এসে পোড়ে আর শ্বেরতে পাননি,—কেননা, মায়ার বাপ, বেচা-

রীর উপড়, ছেলের বাপ দাদু তুলতে—রাগ জানাতে—তেজ ফলাতে, বের পরে মায়া মেয়েটিকে সেই এনে আর পাঠান নি। মায়া রইল লক্ষ্মীও রইল আর বোম্জা বুড়র দরোজা পোরাবার যো রইল না। কিন্তু মায়া যদি রইল, তবে মায়া কৈ? লক্ষ্মীঠাকরুণের জীবন্ত সন্তাতে চারিদিকে দেখ্‌চি, কিন্তু সে বেচারী লক্ষ্মী আনলে, সে বেচারী কই? এত বড় বাড়ীতে, এত বড় অন্তরে পাঁতি পাঁতি কোরে খুঁজে বেড়াচ্চি, সে বেচারী কৈ? কোথায় গেল? শত আদরের আদরিণী হয়ে সেই সোণা হেন হাসন্ত মুখে সম্পদের আলো ছড়াতে ছড়াতে—আনন্দের ফুল ফুটাতে ফুটাতে সে সদানন্দময়ী সোণার মেয়েটী বাড়ীর কনেবউটী কৈ কোথায় গেল? বনের ফুল বনে ফুটে, বনের হাওয়ায় হাসে; পরে বনেই শুকায়, বনেই বাঁধে যায়। এ যে উজ্জানকুম্ম, চক্কের সামনে হ'তে কোথায় গেল? সোণার কমল কোথায় লুকাল? কোথায় সে? আহা ঐ যে! ঐ যে! আহা! মরি মরি! একি দেখি সর্বনাশ!!!

বর্গাকালের ভোর ভোর কেন—প্রায় সকাল। অন্ধকার, অকিংশে ঘনঘটার সঙ্গে মুখলবারে জল বার্ছে; শব্দ হোচ্চে ঝর ঝর ঝর। বাদলে দিনমণি মেখে ডুবছেন—অঁধারে অঁধার! সকাল হয়ে গেলেও ভোর। অঁধারমাখা সেই ভোরে, রাগা-ঘরের দরজা জানালা দিয়ে, থাকায় থাকায় ধোয়ার রাশ বেরুচ্ছে। সেই ধোয়ার বাধা ঠেলে চোখ বাচিয়ে এগিয়ে গিয়ে উন্মুখ শালে একি? একি দেখি? সর্বনাশ!!! সেই কো বটে! সেই ভাসা ভাসা টানা

চোক, একি? এ যে একেবারে বোসে গেছে, নীচের কাল রঙ্গের রেখা বেশ ফুটে উঠেছে! সেই ফুলো গাল শুকিয়ে হাড় বেরুনো হয়ে গেছে। সেই টুকটুকে ঠোঁটে কে যেন গিশি ঢেলে দিয়েছে; সেই গুড়োগ গোল গাল বাছার শুকিয়ে ঝাকারী হয়ে গেছে, চাপার কলি আগুন কটি গাঁটফোলা কফির ভাব ধারণ করেছে! মুখের বাহার গেছে, চুলের বাহার গেছে, বরণ গেছে, ধরণ গেছে! অমন দুখে আলতার রঙ্গের উপর যেন কেউ এক পোচ কালি মাখিয়ে দেছে! আমাদের মায়া মেয়েটী আঁহা! আবখানি বা সত্তি কথা বলতে কি, মিকিখানি হয়ে গেছে! উন্মুনের উপর যেন কতকগুলো হাড়গোড় উপড় হয়ে পোড়ে ফুঁপাড়ছে আর ঘন ঘন চোখের জল মুছ'চে! বাছাবে কেউ দেখবার নাই—কেউ আদর কববার নাই—কেউ ভালবাসবার নাই! বের কনে বনের মণী! তায় বন থেকে তারে ধোরে নিয়ে এসে পিঁজরে পুরে রেখে আধপেটা খেতে দিয়ে অনবরত ভাঙনার সামগ্রী করে রাখলে যা হয়, ভাট হয়েছে! আহা! আজও আবদ্ধ মণী কত বেঁদেছে—পিঁজরে কঠিন লৌহদণ্ডবারের পানে নিরাশ-নয়নে চেয়ে চেয়ে কত বুকভাঙ্গা নিখাস ফেলেছে, কতবার রক্তকের পানে কঁাদ কঁাদ, ভাসা ভাসা চোখে চেয়ে, ভিখারিণী বোলে, নীরবে নিরঞ্জে প্রণিপাত করে জানিয়েছে, কেউ তা দেখেও দেখে নি, শোনে নি, কেউ গ্রাহ্য করে নি। অগ্রাহ্যের হতাশে হতাশে, তাচ্ছিল্যের ভীত শেলাঘাতে, সেই থুলুথুলো সোণার মেয়ের আজ এই দশা! এই ঝাটনু

মরণের ঘোব সমগ্র। পুঁটে মেখে এই ভোরে
কোথায় প্রাণ পূরে ঘুমাবে, তা নয় ছুঁখুঁখা
ছুঁশীলা নির্দয়া শান্তুড়ীর ব্যস্তের ভয়ে, গালা-
গালির ভয়ে, প্রহাবেব ভয়ে, আশ্বে ব্যস্তে বুড়
শান্তুরেন চা তৈয়ারি, আব বুঝা সোয়ামীম হুধ
গবম কোত্তে ছুটে এসেছে ! বড়ীর বি, গিন্নির
সোহাগের। সে ভোরে উঠে উঠুনে আশ্ব
নেবে—তার দায় ? পুঁটে বউটা ঘরে কি
কর্তে আছে ? রাধুনী মাগী কর্তার সোহা-
গের ; সে ভোরের সময় না ঘুমিয়ে অমুনি
অমুনি তার বাসা থেকে উঠে এসে চা হুধ
গবম কর্তে তার বোয়ে গেছে ! পুঁটে বোঁটা
কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত খাবে, আর গত্তরে আশ্ব
লাগিয়ে বোসে থাকবে, একথা কর্তাও বলে,
গিন্নীও বলে ; বিও যে না বলে, তা নয়।
রাধুনী তো বোজ একবার কোবে না বোলে
হাঁড়ি ছোঁষ না। শোনে সেই আগাদের মায়া
বেচারী ; শুদ্ধমুখী হয়ে শোনে, কাদে,—
লুকিয়ে লুকিয়ে দারুণ ভাবনা ভাবে আর
বুকের রক্ত শুকাতে থাকে। এ সব পাশব
অত্যাচারের কথা, কাতবা কুনবু সোয়ামীব
কাছে বলে না, মুখ বুজে মাথা গুঁজে কাদে, আর
হাসে না। হাসন্ত মাথা হাসে না। কাদে—
বড্ড কাদে ; কেঁদে কেঁদে শবীর পাত করে
ফেন্ছে। মজীব হুটোল নবম দেহ পড়ে
পড়ে, দিন রেতে শুকিয়ে শুকিয়ে তিল তিল
করে মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কালের
কাল, মহাকাল ফুরুচে জেনে কোল পেতে
ধরে নিতে আশ্বে আশ্বে আগবাড়িয়ে আস-
চেন, অকালে মামার জীবলীলা বুঝি মাঙ্গ
হুধ হায। প্রপন্ন মত এসে বুঝি প্রপন্ন
মত অজানিত দেশে কোথায় চলে যায়।

বড়র ফেয়ে নি গরিব বাপের মেই
নোনাদরা একতালিতে আরও নোনা ধরেছে,
কোনও ঘবের কাড়ি নুলেছে, কোনও ঘরের
জানলা দরজা ভেঙ্গে চুরে ঝুঁকে পড়েছে ;
উঠোনে ঘাস—গলিপথে মাকড়সার জাল—
গজিয়েছে—ছড়িয়েছে, তাব উপর নোচারীর
চাকুরি গেছে আশা ভরসার মূদে কুঠারা-
ঘাত হয়েছে, উংসাহ উচ্ছ্বাস, জীবনের
উল্লাস একে একে ছুটে পালিয়ে গেছে। সে
গরিব বাপ আব নাই, গরিব বাপ ভিখ রী,
হয়েছে—গরিব বাপব ছায়াটী মাত্র আছে ;
—একখানা মাংসশিরা হীন কঙ্কাল, যেন
একটু জোব বাতাসে ভেঙ্গে চুরে পড়ে যাবে
বলে আলতো আনতো দাঁড়িয়ে আছে।
সে বাপের জ্বালা বাপই জানে। মাযার
মাত্রে আর পদার্থ নাই—মোণার প্রতিমা
বিসর্জন দিয়ে অভাগিনী এখন শয্যাশায়িনী
হ'য়ে আছে। জ্বালায় জ্বলে জ্বলে এখন
ছাইয়ের চিপিতে পরিণত হ'য়েছে। একটু
জোবে দৃ দিলেই হয় ত চারিদিকে ছড়িয়ে
পড়ে উড়ে যাবে—অভাগিনীর চিহ্নমাত্র
থাকবে না।

“মেয়ে আসবে” “মেয়ে আসবে” করে
দিন গেল—মস্তাহ গেছে,—পক্ষ গেছে,—
মাস গেছে—বংসর যায়। কৈ মেয়ে ত এলো
না ? হয় ত আব আসবে না। হয় ত তারা
আর পাঠানে না। অভাগিনী মার প্রাণে
আর সময় না যে ! আর দেখতে পাবে না—
এ ভাবনার ধারণা কিছুতেই সহিছে না—
বুক ভেঙ্গে গেছে—সেই ভাঙ্গা পিঁজরের
ভিতর প্রাণ পাখী আব থাকতে চাচ্ছে না,
মাযাব পীড়িত ভিখারী বাপ, কণাঠ লগ্ন

চক্ষু একদৃষ্টে তা'র পানে চেয়ে আছে পাখী
কখন পলায় ? রুগ্না বৈদ্যের ঔষধ নেয় না,
পথ্য পায় না—পেলেও খায় না ; আগে
পাঁজব ভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলতো এখন আর
ফেলে না ; ফেলতে ভঙ্গাবুকে বড় লাগে ।
হাপুস্নয়নে কাঁদতো, এখন আর কাঁদে না,
কাঁদতে আর পারে না গো ! শীর্ণ মুখে পাগ-
লিনীর হাসি হাসে, আর অতি ক্ষীণস্বরে রুগ্ন
স্বোয়ামী হাত ধরে মানো মাবো বলে—
“ওগো ! আমার সোণার প্রতিমে যে ভেসে
যায় । ভোমার পায়ে পড়ি—এনে তারে
স্থাপিত কর—দেখে মরি—ম'রে বাঁচি ।”
ছুঃখিনী প্রলাপ বকে,—ছেঁড়া কাঁথার উপর
থেকে থেকে উঠে বসে, আর ঘুরে পড়ে,
ভিন্নমুখী যায় ; মাযার দুর্বল বাপ, মোরে
মোবে তার শুশ্রূষা কর্তে এগোয় । পারে না,
জলের গ্লাস কম্পিত হাত থেকে পড়ে যায় ।
এক পা না এগোতে, মাথা ঘুরে উঠে,
মর্দাজ থর থর ক'রে কাঁপিতে থাকে,—
অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট কর্তে কর্তে রুগ্নার
পার্শ্বে শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে ;
বুঝি মুচ্ছাও খায় । হায হায ! এরূপে আব
কতদিন কাটাবে ? আর যে দিন কাটে না ।
মর্দাস্থ গেছে,—যাটী বাটী পর্যন্ত বিক্রী
হয়েছে, আর যে দিন কাটে না । প্রাণ ভেঙ্গে
গেছে, বুকের ভেতর থেকে রক্তাক্ত হৃদয়টুকু
মুসড়ে ছিঁড়ে, নেছে আর যে দিন কাটে না ।

যতদিন পায়ে বল ছিল, ভিখারী বাপ
এতদিন রোজ একবার ছুবার, কোনদিন
বা তিনবার করে, বেইয়ের পায়ে ধোরে
কাঁদতে যেতো । কঠোর বেই, হেসে উড়িয়ে
দিত । শেষেব শূলে বুক বিধে রক্তপাত

কর্তে । কখন দরোয়ান-চাকর দিয়ে অপমান
করে বাড়ী থেকে তাড়াতে চাইতো—তা'ও
সহ্য করে সে বেচাবী না গিয়ে থাকতে
পাঙ্ক্তো না ; চেপে চুপে এক আব দিন
থাকতে চাইলে, মাযার ছুঃখিনী মা, ছুটি
পায়ে ধরে—কৈদে ভাসিয়ে দিত । বাপ
আবাব যেতো, কৈদে—ফিবতো অবার
যেতো । না গেলে, মা আবাব কাঁদতো,
আবার যেতো । মেয়ে কিন্তু আসে না, মেয়ে
তারা দেয় না—তা আসবে কি ? মেয়েকে
তারা দ'ক্ষে দ'ক্ষে মেরে ফেলেছে, সে আস্তে
পায় কৈ ? মেয়েকে তাবা পৌঁচিয়ে পৌঁচিয়ে
কেটে ফেলেছে সে আস্তে পায় কৈ ? তাকে
মারে,দ'মে কাঁদে না ; তাকে বকে সে মুখ বুজে
থাকে—খেলে না । চুপে চুপে রয়, সয় ।
স্বোয়ামী এখনও পুরো যুবা নয়, বালকত্ব
আছে—মা অস্ত-প্রাণ । অতশত বোঝো
না বা বুঝতে লজ্জা পায় ; তাই আমাদের
মাযার জ্বালা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে বড় ব্যথা
পায় ; আবার ভুলে যায় । বাপ-মার জদান্ত
পীড়ন চোন্তে থাকে । যা খায় বালিকা,
কাঁদে—নীরবে কাঁদে । আব সেই নীরব
কামা গিয়ে বাজে মাযার ছুঃখিনী মাযের
বুকে । পীড়াশয্যা পতি পীড়িত, রোজ রোজ
আর যাওয়া ঘটে না । একদিন খবর এলো,
মাযাকে তার শাশুড়ী বিনা অপরাধে মেরে
খুন করেছে ; বাছার মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে
রক্ত বেরিয়েছে । মাযার মা মবাকামা
কৈদে উঠলো । বাপ বেচারী বিহ্বল হয়ে
কাঁপতে কাঁপতে উঠে—কাঁপতে কাঁপতে
ঘরের কোণ থেকে লাঠীগাছটি নিয়ে—
কাঁপতে কাঁপতে—তাতে ভর কবে

হীনবেশে যেন "দীনের দীন—মলিনমুখে
পথে বেরিয়ে বেইয়ের বাড়ীর দিকে এগিয়ে
চলো। মন দৌড়ুতে চায়, দেহ পারে না।
যায় যায়, হাট ধরে বসে পড়ে, এ হিমাবে
আর কতদূর যেতে পারে? আহা পারে না,
ঐ পারে না, ঐ ঐ আহা ঐ যে! আর
যাওয়া হলো না! হাতের লাঠী খোসে
পোড়লো, মাথার ভেতর যেন বিদ্যুৎ চমকে
উঠলো। বুক যেন বাজ বাজলো! তার পর
অন্ধকার—খোর অন্ধকার। চোখে কাণে
কিছু দেখতে না পেরে, হাংড়ে হাংড়ে
ছুপা এগিয়ে একজন ভদ্রলোকের রোরাকে
কাঁপতে কাঁপতে বোসে পড়তে হলো।
থাকতে না পেরে শুয়ে পড়তে হলো।
ছিন্ন—বস্ত্রাবৃত রুগ্ন শরীর মৃতের মত বোধ
হইতে লাগলো। এক এক ক'বে রাস্তায়
লোক জমে গেল। গৃহস্থামী ভদ্রলোক,
বাহিরে এসে মায়ার পিতাকে 'পড়মী' বলে
চিন্তে পারেন। রোগীর রোগক্লিষ্ট মুখের
রক্তবর্ণ শিবনেত্র দুটি, ভদ্রলোকের মুখপানে
স্থাপিত হলো। দুটি বড় বড় গরম জলের
ফোঁটা—জলের কেন, বুকনেড়ান ডায়া
রক্তের ফোঁটা চকের কোণ দিয়ে শুষ্ক শীর্ণ
কপোলদেশ ভাগিয়ে গড়িয়ে পড়লো। কথা
কইবার সামর্থ্য ছিল না; জু'একবার মাত্র
চেঁষ্টা করে, যেন মৃত্যু যোগ সাধনে চক্ষু মুদ্র-
লেন। ভদ্রলোক বিপদ ভেবে লোকজন
নিষে; সেই নিজীবপ্রায় রুগ্ন দেহ ধরা-
ধরি করে তুলে বাটীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।
রুগ্না পত্নিদেহপার্শ্বে রুগ্নপত্নিদেহ পতিত
হলো। নীরব নিস্তব্ধ কক্ষে, ক্ষীণ, অতিক্ষীণ
শোণিতশোষক শ্বাসের মাত্র শব্দ থেকে

থেকে শ্রুত হতে লাগলো। আর ৭-জান
যেন কালের করালছায়া বিভীষিকার রাজত্ব
হতে নেমে এসে অমাবসার অন্ধকারের মত
দরিদ্র দম্পতির মলিন দেহ ঢাকা দিয়ে ফেলো।
ভাঙ্গা বাড়ীখানা খাঁ খাঁ কোত্তে লাগলো!!

এতদিনের পর আজ মায়া মুখ ফুটে
বলেছে—প্রাণের দায়ে আজ মায়া সোয়া-
মীর পায়ে মাথা রেখে অনেক কথা করেছে।
সেই গমলা বুড়ো খবর দিয়ে গেছে, "মা
মরে! বাপ মরে!" অভাগিনী একবার কি
তাদের দেখতে পাবে না? এ জন্মের মত এক-
বার কি আর মনের সাধে "মা মপ" বলে
প্রাণ ভরে ডাকতে পাবে না? ওগো!
তোমরা মাঝার সর্কস কেড়ে নিও, একবার
তাকে যেতে দেও, মাঝাকে যত পার যত্ননা
দিও, একবার তাকে যেতে দেও; একবার
একদণ্ডের তরে তার মৃতপ্রায় বাপ-মাকে
দেখে আগতে যেতে দেও; একবার সেই
শূন্যপুরীতে আছড়ে পড়ে প্রাণ ভরে কেঁদে
আসতে যেতে দেও। মায়া বৈ যে তাদের
এ জগতে কেউ নাই! মৃত্যুকালে একটিনাব
তাব টাদমুখ দেখে তাদের মন্তে দেও।
তারা প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করে মনে
যেতে দেও। বাছা! সে তোমার ভাগ
হবে, যেতে দেও। সোয়ামী পিশাচ নয়,
মানুষ! তাব প্রাণ কেঁদে উঠলো, চক্ষে জল
এলো—অর্থ পিপাসু বাপের কঠোর নির্ধা-
তন মনে হলো, ভ্রমমেত কপাল কুপিত হয়ে
উঠলো। মায়ের সামাজিক পীড়ন মনে
হলো সর্কসে যেন জালা ধরলো। তার
পর নিজের নিরীহের ভানে, নিঃশেষিত মনে
পড়ে, স্থানায় রাজ্য—পাতকের ভয়ে মক্ষ-

শশীল কেঁপে উঠলো। নীর্ণা বামিকাব হাত ধরে তার অনেকদিনের অনেক কান্না, অনেক চক্ষের জল একদিনে একেবারে মুছাবাব জগ্ন অস্থির হ'য়ে উঠলো ।

মায়ার শব্দবের আজ বড় আনন্দ—আজ জোড়োব—বেইয়ের সেই তার কাছে বাড়ী-বন্ধকরণ মহা জুজুরির আজ মহা দণ্ডের দিন । আইনের চক্রে, আদালতের সাহায্যে সব ঠিক । সেই নোনাধরা, ঝরঝরে বাড়ী-খানি—সেই গরীব ব্যাচারীর সেই গরীব ভিটেখানি গ্রাস করা হ'য়েছে, আজ তারির দাঁখলের ১ দিন । মায়ার শব্দবের আজ বড় আনন্দ, মরাকে মাঝিবার আনন্দ, এ পিশাচের আনন্দ—এ আনন্দ মর্ত্যে নরকের ছবি । এ আনন্দ বিকৃত সমাজের বিষাক্ত দৃষ্টকাব্য । ভূত প্রেত ইহার নায়ক, দানাদৈত্য ইহার পার্শ্বচর । ইহারা খল খল হাসে ; দরিজের দরদরিত শোণিত সপ্ সপ্ শোষে, চক্ চক্ শব্দে অজ্ঞ-তজ্ঞ-শিরা মজ্জা চোখে । কড়কড়ে অস্থি-কঙ্কাল চিবাখ । মহাধ্বংসের মহা ভেরণীদে সমাজের ছুয়ারে ছুয়ারে তাণ্ডব নৃত্য ক'রে বেড়ায় । ঐ দেখ । ঐ মূর্তি কি না ? * মায়ার শব্দবের দরিদ্র বেইয়ের বাস্তব আজ চরণে দলিত কোর্টে এল কি না ? ঐ দেখ । পুলিশ অগ্রগামী । মায়ার শব্দবের “দাঙ্গা হ'তে পারে” বলে দর-খাস্ত করেছিল, তাই আজ পুলিশ অগ্রগামী । কিন্তু দাঙ্গার লোক কৈ ? কৈ ? বাড়ীর বাহিরে—ভেতরের কোন সাড়া শব্দ নাই ? এঁকি ? যেন সরণের নিস্তব্ধতা বিরাজ কচ্ছে । স্তম্ভে ভাঙ্গা রোয়াক—রোয়াক দখল হ'লো ; রোয়াকের গায়েই ঘর,—ঘর দখলের হুকুম

হলো । ঘরের চৌকাঠে পাংদিতে না দিতেই ভিতর থেকে ছুটো বিকট দাঁড়কাক পাখসাট মেরে কঠোর ডাক ডাকতে ডাকতে ভাঙ্গা দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখতে দেখতে চোখেব বার হ'য়ে উধাও হ'য়ে উড়ে গেল । পাহারা-ওয়াল “রাম রাম” শব্দে পাঁচ পা পেছিয়ে পড়লো—ঘরের মধ্য হ'তে একটা গভীর শ্বাসপতনের শব্দ শোনা গেল, পব মুহূর্তেই ক্ষীণকণ্ঠে আর্তনাদ ! সবাই চমকিত—ব্রহ্ম, অথচ নীবব । পরস্পরের চক্ষু পরস্পরের পানে—কাণে সেই আর্তনাদ ! এবার মায়ার শব্দব অগ্রসর হ'ল । তৃপ্তি-বিস্ফারিত-চক্রে শার্দুলেব চাহনি চেখে দেখতে পেল, ভূতলে মলিন শয্যা, শয্যাব ছুটী কঙ্কাল-সার নরনারী, শয্যার সঙ্গে মিশিয়ে গুয়ে আছে । নাবীক-কাল নীরব নিশ্চল-নর-কঙ্কালে এখনও মৃদু মৃদু শ্বাস বহিছে ! গৃহে তৈজস পত্র কিছুই নাই । শয্যাপার্শ্বে একটা মাটির পাত্রে জল, আর একটাতে অজ-মাত্র দুধ ; হয়ত কোনও দয়ালু পড়সী রেখে গেছে । মায়ার শব্দব বেইকে চিন্তে পাল্ল, মনে কল্পে, বেনবেটী বেরারামী বটে, কিন্তু এর সব ভিটকিলিমি । মনে কচ্ছে এ দেখে যদি মায়া দয়া হয় ; তা কিছুতেই হচ্ছে না—আজ তাড়িয়ে ভিটেছাড়া ক'রে তবে প্রাণের সাধ মিটবে ! আমার সঙ্গে চালাকি ? আমার সঙ্গে জুজুরি ? আমায় ফাঁকি ? মায়ার বাপেব মুদ্রিত চক্ষু অজ্ঞমাত্রায় খুলে গেল ; নাভি থেকে কাপ্তে কাপ্তে একটা গভীর প্রাণসবায়ু নামাপথ দিয়ে না বেরুতে পেরে, ঠোঁটের বাধন ঠেলে তেলিয়ে মহা বায়ুতে মিশে গেল । মায়ার শব্দব, ময়-

যুকে চাইতে দেখে—জোরনিশ্বাস ফেলতে দেখে, বিকটপবে পুণিণকে হাত ধরে টেনে তুলি গলাধাকাদিয়ে বেবকবে দিবার হুকুম দিচ্ছে, এমন সময় বালিকার করণখোলে বাড়ী ঘর পূর্ণ হ'য়ে গেল। উন্মাদিনীর গ্রাষ এনোথোলো—কেশে—বেশে, করণধমেব জীবন্ত প্রতিমা অভাগিনী মায়া মেনেটী আমাদের ছুটে এসে মাতৃ কক্ষাধেব গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথাধরেখে শুয়ে পড়লো পরক্ষণেই একি? ছিন্নামুক্ত ধনুর ছায় আঘাতিত ফিনীর ছায় সবধে উঠে, বাপের সেই শিবনেত্র পানে চকিতা হরিণীব ছায় চেয়ে দেখলে! এখন আর একটা শ্বাসবায়ু বিকৃতকণ্ঠ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তমুখ দ্বার দিয়ে ছুটে বেরিয়ে বাহিরের বায়ুতে মিশে গেল, “মাযারে! তুই এতদিন পরে কি দেখতে এলি? এসে কি দেখলি?”

মাযার সর্সাদ কঁপে উঠলো; মার মৃতদেহ পানে একবার বিকটনেত্রে চাইলে, বাপের শেষ নিশ্বাস বেরুতে দেখলে! মজোরে একবার প্রাণভোরে উঠেঃশ্বরে কঁদে উঠলো! তার পর সর্সনাশ! মায়া যে আর কাদে না, যেন আর কাদতে পাচ্ছে না। মুখখানা লাল হ'য়ে উঠলো! রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত চক্ষু থেকে যেন লান আলোকের ছটা বেরুতে লাগলো! দমবদ্ধ হযে কপালের শিরাগুলি যেন দড়ার মত ফুলে উঠলো। তার বেগে দাঁড়িয়ে উঠে অনেকক্ষণের অনেক চেষ্টার পর মজোরে একবার “উঃ মাগো” বলতে বলতে মোগার প্রতিমা যেন ভেঙ্গে

পড়ায়ে গেল। যুবক সোয়ামী শুশ্রূষার

সম্পূর্ণ।

চেষ্টায় মুখ ভুগে দেখে আছ। সেই মেলীব মুখ পাঙ্গাশবর্ণ হ'য়ে গেছে। ঠোঁটের পাশে কসমে, অভাগিনী মায়াব কানকে কানকে বক্ত বেরুচ্ছে। মায়া আর সে ভাসা চোখে চেয়ে দেখে না। সে চোক দু'টা জ্ঞানের মত মুদিত হ'লো! যে দারুণ রোগে মায়া দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে শুষ্ক হয়ে যানি লো, আজ তার শেষ! যে দারুণ ত্রাত ধরে অজ এক বৎসরকাল ম'য়া আশায় আশায় ভুলে থেকে আসছিলো, আজ তার শেষ! সে মনি-ত্রতের আজ এই কঠোর উদ্ঘাপন!

তার পর? তার পর মাযার শব্দ পুণি লয়ে আস্তে আস্তে মরে গেল। জ্ঞানপাপী কাপুরুষ, বড় ভয় তার। ক্রুদ্ধ তনয়ের মুখপানে চাইতেও তাই ভয় হ'লো! ক্রুদ্ধ তনয় কাদলে না;—একবার জন্মের মত বালিকা মাযার মুখপানে চেয়ে চক্ষু মুদে মুখ ফেরালে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সংগ্রহ করে তিনটি চিতায় সংকার ক'র্তে লাগলো। ছোট খাদের এপানে শ্মশান, ওপারে মাযার শব্দবাবাড়া। দাউ দাউ ক'রে চিতা জ্বলে উঠলো। অকস্মৎ তিনটি জ্বলন্ত চিতা হ'তে তিনটি অগ্নিকণা উৎক্ষিপ্ত হয়ে, ঐ বাড়ীর পাশে এক অতি বৃহৎ খড়ের গাদার পড়লো। সেই খড়ের গাদা ধরে মাযাদ শব্দবাবাড়া পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। পরদিন শুনা গেল, কেউ বেরুতে পারে নাই। অনেককে জ্যান্ত পুড়িয়ে শেষে পাষণ্ডের দল জীবন্ত পুড়ে মলো। মাযার স্বামী সেই শ্মশান থেকেই কোথায় চলে গেল, তার খোজ খবর হইল না।

এখানেই পিমেটারে অভিনীত।

ভীষ্মের শরশয্যা ।

পৌরাণিক দৃশ্য-কাব্য ।

“জযোহস্ব পাণ্ডুপুত্রাণাং মেঘাং পক্ষে জনার্দনঃ ।”

দৃশ্য কাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ ।

ভীষ্ম, দ্রোণ, ক্রীকশ, বিদুর, দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, পঞ্চপাণ্ডব, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নাগরিকগণ, রক্ষিগণ, মৈত্ৰ্যগণ, বহুগণ, ইত্যাদি ।

কুন্তী, দ্রৌপদী, শূভদ্রা, উত্তরা, দ্রুপদী সখীগণ, কুশলালাগণ, পুণ্ডরীকগণ ইত্যাদি ।

প্রথম অঙ্ক ।

—*—

প্রথম দৃশ্য ।

—*—

হস্তিনাপুরী—রাজবাটীস্থ রাজমন্ডপ—তোরণ ।
রক্ষিনায়ক ও রক্ষিগণ; এবং সভ্যগণের অর্থী, যান ও
বাহকগণ এবং নাগরিকগণ ।

রক্ষিনায়ক । জনতা—কল্লোল, মুহুমূহঃ
বাড়িছে কাঁপিছে সিংহদ্বার । নিবর্তিয়া রহ
নাগরিক । সমাচার আসিবে এখনি ।

১ম নাগরিক । ছাড় দ্বার প্রবেশি সভায় ।
ব্যগ্র মন শুনিতে কাহিনী সবাকার । দূত-
বেশে হৃষীকেশ, এসেছেন সন্ধির আশায় ।

শুনিতে সে ক্রীমুখের বানী, গন্তীর প্রশান্ত
উপদেশ, শুনিতে—শুনিতে মরি পাণ্ডব-
বারতা, উৎকর্ণ হস্তিনাপুরবাসী ।

রক্ষিনায়ক । গার্জনা করহ পুরজনে । স্বামি আর
নাহিক সভায় । উষার প্রকাশ হইতে
আজি, দলে দলে এসেছে অগণ্য জনশ্রোত
দর্শকের দৃঢ় মণ্ড, থাকি থাকি কাঁপিছে
টলিছে ভীমভারে, সভাক্ষেত্র লোকাবল্য ।
যেন একত্রিত সমগ্র প্রদেশ ।

২য় নাগ । ঐ শুন ঐ শুন ভাই ! অসংখ্য
অক্ষুট স্বর ভেদি, যদুপতি গর্জিয়া কহেন
কি কাহিনী । বাজিছে জীমূতনাদ প্রবণ-
পটহে । অগস্ত কাহিনী তীব্র, আসে আসে
ডুবে কোলাহলে ।

৩য় নাগ । ও কি ? স্বর থামিল মহামা-গড়

কেন হইল নীচ । কি জানে কি ঘটিছে
বিপদ ।

যুগ্ম । পলাও নগরবাসী, সন্দর্শন ঘটিছে
সভায় । ওহো । মূর্তি — বিকট মহান ।
৪র্থ নাগ । কি ব্যাপার ? কহ পুনরাজ । মচ-
কিত শক্তি সরাই—আশ্রয় — কিসে হ'ল
কারণ ? কহ শীঘ্র বুঝি হিতাহিত ।

যুগ্ম । হস্তিনায় ঘটিল এলয় — ঘটিল বিদ্রোহ
নাহি আর । বিশ্বস্তর বিবাহ পুত্র — অব-
তাব — জোড় — ভুলি নবর নিজেব —
ববিচ্ছেন একাশ একাঙ বিশ্বরূপ । চাহি
দুর্যোধন পানে অট্টহাসে — দিগন্ত কাঁপায়ে
একাশিলা — জনন্ত বিবাহ কলবব — মহা-
শূন্তে ঠেকিল মস্তক । অলন্ত — একাঙ
দেহ হতে, ঘুবিয়া পড়িল শূন্তে অসংখ্য
জগৎ — চক্ষু সূর্য্য কোটি কোটি, আত্মপথে
চলিল ধাইয়া । দেখিতে দেখিতে দেহ
ফাটি — বিদ্যুৎবরণ দেবদল, আবির্ভাব —
হইল অটল । বক্ষে বদ্য ললাটে বিদ্যাতা
কবচুর্থে লোকপালগণ, বদনমণ্ডল হতে
অনল, আদিত্য, সাদ্য, বসু, বায়ুগণ-অগ্নিনী-
যুগল, ইন্দ্র, ত্রয়োদশ বিশদেব — একে একে
বাহিরিল তেজে । স্বাবব জন্ম আসি
পশিল উদবে । নেত্র, নাগা, শ্রোত্র — মে
দেহেব, উপাধি — তবকে তবকে, ধূম-
বাশি মানো অগ্নিশিখা ভয়কর । নিঃসৃত
হইল অবশেষে — দ্বাদশ তপনকর সম —
লোমকূপ হইতে আয়ুধ বাশি বাশি । পৃথ্বী
বুঝি যায় বসাতল ।

১ম নাগ । তাই ত কাঁপিছে বসুন্ধরা । স্বর্গ
মর্ত্য উলটি পালটি যাব বুঝি ।

২য় নাগ । ভয় নাই ভয় নাই তাই । ঐ

জন দেবতা হুন্মুত্তি বাজে, ঐ পুষ্পাশ্রুতি
হতেছে আবাসে ।

(নিছবেশ ভোরণ হইতে আগমন)

বিদুর । পৌরজন । কি দেখিছ আর ?
সন্দর্শন ঘটিতে চমিদা । সমবেশ কর
আয়োজন । বক্ষবক্ত যার যত আছে,
প্লাবিত বসুধা শীঘ্র বাশিরে প্রস্তুত । উগ্র-
ক্ষত্রিয়েব তেজ, কবা চাই অপব্যবহার ।
ভাবভেব ভাবনাশ তবে, আপনা আপনি
বন — অদৃষ্টনিধন । খুলে দিল কুকুল-
পতি, আত্মবিগ্রহেব দ্বান একটী কথায় ।
একটী কথায়, শান্তিতে বহিত বসুন্ধরা ।
৩য় নাগবিক । শান্তিপ্রিয় কুরুবংশধর ।
কহ কি ঘটিল আজি, কি হইল দৌতো
কেশবেব ?

বিদুর । নিষ্ফল হইল পূজন । বনডঙ্কা
বাজিবে ব্রবায় । দুর্যোধন অচল অটল —
কাঁকর কথা শুনিলা না কাণে । সূচি-
অগভাগ সম ভূমি, পাণ্ডবে না অর্পিলে
সহজে । গুরু উপদেশ কর্ণে বিয়সম
তাব সনাবে অমাত্য করি, আত্মপন
কবিল লক্ষণ । কি আর কহিব ভাই —
বাস্তব কেশবে স্বাক্ষরাবে । আহা বুদ্ধি
আছে কি মূর্খের ? ত্রিজগৎ বাঁধা যার
কাছে, তাঁবে বাঁধা কভু কি সম্ভবে ?
নাগবিকগণ । অসম্ভব । বড় অসম্ভব ॥

বিদুর । অসম্ভবে বাসনা মূর্খের । এখনি
হইত নাশ পবিজন সহ হস্তিনা যাইত
বসাতল । ভক্তবলে বাঁচিল কেবল ।
বিশ্বরূপ কবি সমরণ উচ্চহাসে উড়ালৈ
কেশব । তথাপি না বুঝিল নির্দোষ । হেন
কৃষ্ণ পাণ্ডবসহায় — তবু সফি না কৈল

সংজে । বিশ্ব যাবে ছাবে খাবে, বিধি-
নিপি অবশ্য ফলিবে ।

শ্রীকৃষ্ণ ও মাতাকির পশ্চাতে ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপেব প্রবেশ
ভীষ্ম । উপায় কি নাহি কিছু আর ? হে
কেশব বিচক্ষণ ভূমি, রাজনীতি বদা-
যন্ত তব ।

শ্রীকৃষ্ণ । দেবব্রত, কি কহিব আর ? যমদূত
পার্শ্বে যে বোগীব, ঔষধিতে অনাদর তাব ।
বলে গিলাইতে গেলে, অপমৃত্যু ঘটাই
সম্ভব । কি উচিত ব্যবস্থা সে শেষ অব-
স্থায় ? যতক্ষণ রহে প্রাণ কি ক্ষতি
বহুক কালপূর্ণ হইবে সময়ে । ব্যবস্থায়
অনাস্থা পৌত্ত্বেব আপনার । এ ব্যাধিব
মৃত্যুই বিধান ! হে দাকক ! সাবধি-
প্রবর ! ফিবাও এ দিকে বথ—আসি ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

(বিছুরো বালীর প্রাঙ্গণ, কৃত্তী ও মিত্র বর প্রবেশ)
বিছুর । শুনিলে ত সকলি ভগিনী । বাহু-
দেব বয়সে বালক, জ্ঞানে কিন্তু প্রাচীনে
হারায় । যে তেজে গঠিত হৃদি, যে
তেজের আধার কেশব, সে তেজেব সমু-
খীন হয়ে, টলিও না কুক কুলাজ ব ।
আত্মমত বাখিল বজায় । অনিবার্য,
সমব গো দেবি ।

কৃত্তী । হে দেবব । কি কব তোমায়, ভূমি ত
সকলি জান ভাই । পিতৃহীন আহা বাছা
পাঁচটি তনয়ে লয়ে কত কষ্টে করিম
পালন । প্রাপ্য ধনে বঞ্চিত তাহাব ।

রাজার তনয় হয়ে, আজীবন বনে বনে,
ভিক্ষা কবি কাটাইল কাল । কুচক্রে
পড়িয়া পাপাত্মার, রাজ্য ধনে দিয়া বিস-
র্জন পবেব কণ্ঠাবে লয়ে, ঘাবে ঘাবে
ফিরিতেছে বাছাবা আমার । নবীষ পুতলী
সহদেব, নকুল সে লাবণ্যের হাব । খেতে
শুতে স্মবি বাছাদেব কাঁদিয়ে ভিজাই
মাটি অন্নগাস উঠে না বদনে । এতেও
নাহি দয়া—হা বে দয়া কিমে তবে
হয় ?

(শ্রীকৃষ্ণ ও মাতাকির প্রবেশ)

আমি বাপ্ বংশের জ্বলাল । ভান কোবে
দেখি তোব মুখ । ছ্যাবে কৃষ্ণ বংকাল
আব, কতকাল কাদাবি আমার ? পাণ্ড
না প্রাণেব সখা তোর ? সর্ম্মময় তুই হৃৎখ-
হারী, সোণ সখা—কেন হৃৎখ তাঁদেব
কেশব ?

কৃষ্ণ । পিতাব মোদবা মাতব—সন্তানেব
সময়টি আমি । আব হৃৎখে রবে না গো
দেবি পাণ্ডবেব । ধর্ম্ম একদিকে দেবি,
অন্ত দিকে পাপ—দেখিলাম এতদিন—
কতদূর গতি এজুযেব । সহিষ্ণুতা ধর্ম্মের
লক্ষণ—দেখানে তা পাণ্ডব—সন্তব যতদব
পাপেব প্রলয় অগ্নি আগাইল পাপী
হুর্যোধন গেল—অগ্নিসীমা ছাড়াইয়া,
পুড়িবে- বিলম্ব নাই নিজেব অনলে—
নিজে সহ পবিজন এইবাব হবে ভা-
বাশি । অলিবে পুণ্যেব দীপ নির্মল
আনোকে পুনঃ হাসিবে পাণ্ডব । আস-
মুদ্র সমাগর। বদা, আবার নবীন ভাবে —
নবীন জীবনে, পাণ্ডবেব চরণে লুটাবে ।
পাপমুক্ত হবে নবনাথী ।

বুড়ী। বাজবান্দ্যধর্ব' জও যাছ। আশী-
কাদ কবি প্রাণ খুলে। তুমি বিনা দীন
পাণ্ডবেব, কেহ নাই, আপনা বনিত।
শুভ ঠাকুর আব আচার্য্য লাম্বণ—
দায়ে পড়ি আছেন নীরব। যা তুমি
কবিরে বংস তাই হবে ঠিক। বলবুদ্ধি
ভবমা সকলি পাণ্ডবেব, হিতকারী মিত্র
তুমি বাপ।

শ্রীকৃষ্ণ। কি বলিব ঠাকুরাণি। স্রদে মোব
জ্বলিছে অনল। শেলচিহ্ন পাণ্ডব দুর্গতি
স্মৃতি, তৃষ্ণা, দিছি বিসর্জন—ভুলিয়াছি
আত্ম-পরিজন—দাক্ষায়ণ হযেছে
জীবনে উদ্ধাবিবে প্রাণের পাণ্ডবে।
জানেন প্রাণের কথা বিদ্বৎ বিবেক-
চুড়ামণি—প্রাণ খুলে বলেছি তাহায়—
প্রাণের যেখানে যাহা ছিল। বুঝাও দেবীরে
নিজের। বুঝাইতে অপারগ আমি। অনন্ত-
তবঙ্গ এ প্রাণের একেবারে চাহে উছলিতে
একে একে নাবি প্রকাশিতে। ক্রোধে
ক্ষেপে, অভিমানে, ক্ষয়গদে ঘটেছে
বিব। কি আব কহিব, দেবি! চাদয়ের
নিভৃত নিগায়ে, পাতিয়া বেধেছি আমি
পাণ্ডবেব প্রীতি মিংহাসন। টলিছে আসন
আব কে বহিবে স্থিৰ। প্রীতিকঙ্গে—
প্রতিভু এ প্রাণ।

বিদ্বৎ। প্রেমায় পূর্ণ আত্ম। মর্ত্যের নাবা-
য়কপে অবতীর্ণ অমরমংহাবে, পৃথি-
ভাব হেমাশ নাশিতে ক্রমে ক্রমে, ভক্তি
প্রেম বিশ্বাসে মাতাতে। একে একে
সাপিছু সকলি মায়াময়। ভ্রজে শিখাইলো
প্রেম—বাণকবাখানকপে, প্রেমে মাতা-
ইনে মরি গোবুগেব পানাপ বনিয়া

বুড়ী। চলাচলি—এটলো পুটলো : পূন
প্রোমে। কৈশোবে নাশিলে কংসাশ্ব
অন্ধভাব নাশিলে পৃথিবী স্বরকাষ মংগে
উডালে, জগন্ত পতাকা বিশ্বাসেব। সমগ্র
যে যছাশ বিশ্বাসে মবিত পাবে—
ভোগতিম্মথ পূর্ণব্রহ্মকপী। তব কথা
বেদবাক্য মেথা। পাণ্ডবেব শরয়েছ
নাথ ভক্তিতে গঠিত। হেন ভক্তি কে
কেথা দেখেছে? ভক্তিবলে পাইল
পাণ্ডাণী, বজ্জা বজ্জা কবিলে কেশব।
অনন্ত শোকের মাঝে, ভক্তিরোবে বাধিয়ে
তোমায কাননে পাণ্ডব আত্ম দগ-
স্থখ পাইত মানসে। উল্লাসে নাটিয়ে
আত্মবাম, আত্মময় ছুটতে উল্লাস
পাণ্ডবেব। ভক্তিশ্রোত বহাতে প্রবল
খরধাবে উচ্ছিত থাকিয়া থাকিয়া
শিখাইলে অবতার, অবতনি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর
ভক্তি প্রেম, বিশ্বাস সাধনা জীবনে—
শিখাইলে মায়াজ্যেব উপায় সরল।
কর্য্যভাব মেধেছ সকলি বাকী অন্ধ
ভাব বিনাশিতে। পূর্ণ হবে এইবাব—
যুগান্তে বিনাশে শান্তি, অনন্তের মনে,
পুনঃ যাবেন গোপালকে।

শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ণগীতা কহিলে সাধক। ভক্তের
প্রথম দৃষ্টি, কাব সাধ্য লুকায তাহায়? -
সৃষ্টির বহুত কথা, তন্ন তন্ন কবয়ে মীমাংসা
ভক্তবীর। ভবিষ্যৎ অন্ধকারে, জলে
অর্থ বত্বুন, ছটাম উজনিয়া। পবা-
ভবি ভক্তপাপে শুধু। ধন্য সাধু! সাধক
প্রধান। নির্য্যপণের নবন তোমাব। কঁহ
দেবি। কি আত্ম তোমাব? কি কহিব পঞ্চ
পন্দে তব? কি আদেশ পানপানী প্রাতি।

সুতী। কহিবে তনয়গণে বীৰমাতা আমি
পাণ্ডবব। বৃথা ধন্যভষে কেন আব—
পৃথিবী পালন ধর্ম না সাধ হেনাথ ৭ ক্ষত্র-
বংশে লবেছ জনম ক্ষত্রিযেব কার্য্য কব
বীৰ, বংশব গোবব বাখ, বাখ মৃত
পিহনাম অক্ষত এখন, অপসত পিতৃ অংশ
—কবহ উদ্ধাব। কব বণ অব্যতিব সনে
অধর্মীবে কবিয়ে বিনাশ, পাপক্লিষ্ট প্রজা-
গণে দাও শাস্তি দহ পুণ্যভাগ। চতু-
র্থাংশ আয়ত্তে রাজাব। ধনগ্নয়ে কহিও
কেশব, ক্ষত্রিয়ানী আমি গর্ভে ধবেছি
তোমায়, কার্য্যকান উপস্থিত এবে। ক্ষত্র-
ধর্ম কব বক্ষা বীৰ বৈরি প্রাপ্তে কবিও
না হেনা। মনে কর পাণ্ডালীব দশা।
শ্রামাক্লীব রোদন-নিদাদ এখনো ধ্বনিছে
কর্ণে মোব! আহা। অসহায়া, সনাথা
হইয। সে যে অনাথার মত শত স্নেয়ে
মর্মব্যথা পেয়েছে হৃদয়ে! বলো কৃষ্ণ
বৃকোদরে বনো রে নকুল সহদেবে—
দ্রোপদীব হৃদিজ্বালা করে যেন সদ্য নিবা-
রণ। বলিও কৃষ্ণার কবে ধোবে, তেজ-
স্বিনী বধুমাতা যেন, তীব্র তীক্ষ্ণ উৎসাহ-
বচনে, সমবে মাতায় পঞ্চ ধানুকী ভর্তায।
ববি যেন সমবে পার্ঠায়। কুববৃত্তে বাঁধে
যেন কেশ। য'ও বংশ অবিনাশে কব
গিষা সমব-উদ্‌বোগ। পুজি রূপ মঙ্গলাব
আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি দেবি! কর আশীর্বাদ!

[প্রহান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ভাগীরথীতীর—পদ্মাগর্ভে ৭।

(ফণবালার গীত)

ভৈববী—ভব তজ্জ।

উষা হাসিল ফুল জুলিল সমীবে।
কবতালি দেলে ওদো ডাকিলো মিহিবে ॥
রাজ্য আকাশ রাজ্য আভা শিশিবে,
ভাঙ্গা মেঘ রাজ্য সবে ধীরে ধীরে;
রাজ্য মুকুব জ্ববধুনীব নীবে ॥
দেখ্‌নো মিহিবে ঐ দেখ্‌নো মিহিরে।
ছুটে কিবণ আসে তব শিবে শিবে।
নাচি মাতিয়ে আখ ঘূবে ফিবে ফিবে ॥
কর্ণ। (উল্লসনেত্রে কবঘোড়ে) জাগ দেখ
দিননাথ! জাগ অন্ধ জগতে আবার;
দীনে দাও প্রথম দর্শন। জাগাও জগৎ-
নেত্রে জগতলোচন। নব বল দাও বহু-
ধায় বহুধা আশ্রিত তব দেব। তুমি
পূর্ণ পূবাণ পুরুষ তব শক্তি অনন্তেব
সাথী জনম, জনন, জীবে মবণ কারণ
তব তেজ—কিবণে প্রকাশ—অপ্রকাশ
সহ জ্যোতির্ময়। মহাশূত্র অনন্ত অগাড
বিভাসিত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে াওলের
মধ্য-বিন্দু নাথ—তুমি মূল মধ্য আকর্ষণ ॥
আকর্ষণে প্রথম অবধি চলিছে অগত
যন্ত্র নির্দিষ্ট বাহায়ে। সমভাবে পালিছ
সৃজন বিধাতার। সমচক্ষে হেবিছ সবার।
হেব নেত্রকোণে এ সন্তানে—সন্তান
করিছে আবাহন।

“জবাকুসুমসঙ্কাশং বাশ্রপেয়ং মহাজ্যোতিং।

ধাত্তারিং সর্কপাপম্বং প্রণতোহস্মি দিবাক্ষরং ॥”

(প্রণাম ও ধ্যানমগ্ন)

(ফুলবালাগণের ফুল অর্পণ ও গীত)

গারা-ভৈরবী—পৌস্তা ।

বাতাসে নে যায যে বাস শিশিরে

আব রাখবে কত ।

পরে পর পাপড়ি তুলে

নিজুড়ে নেয় মনের মত ॥

ছুঁতেছে রবির কিরণ তায,

শিহরি উঠছে আঁচের যায,

বিবশা পোড়ছে ঢোলে

ফুরাল মাধ প্রাণের ত্রত ॥

মলিনা মলিন মুখে

প্রাণেতে সয় প্রাণের ক্ষত ॥

কর্ণ । জয় জয় জগৎ-লোচন । জয় জয়

জঙ্ঘম-পালন । জয় যশোবন্ত জয় জ্যোতিষ্ক-

বরণ । জয় জয় সংরক্ষণ জয় জয় বিপদ-

ভঞ্জন । জয় পাপদহন শমন-ভয়বার ।

জয় পরিমার্জন পুণ্য শরণ-ধন । জয়

জীব ইষ্ট পুরণ বিশিষ্ট নিবোধন । জয়তি

জগত-গুরু ভক্তাশ্রয় জয় ভয়হর ভব-

ভারণ পূর্ণব্রহ্ম—রূপ প্রধান ।

(প্রণাম ।

(ফুলবালাগণের গীত)

মিষ্ণুভৈরবী—বং ।

(ওলো) ফুলে ফুলে আঁচলে ধরে না ধবে ।

বৌটা কেটে সাজাই থরে থবে ॥

কলিকা কালামুখী, এখনো কচি থকী,

কি বলে বাঁপায়ে আমে মোরে,

ঢাকা ঢাকিয়ে রাখ যাবে বোরে ॥

দিইলো করতালি, কানন হলো খালি ;

নাড়া দিলে ডালে কি না বারে ।

কুমি এঁটে আয়লো ধরে নি ধরে ॥

কর্ণ । দাও ফুল ফুল ফালালা ! দিই দেবে

অশ্লি ভরিষে ।

(ফুলবালাগণের ফুল অর্পণ ও গীত)

এনেছি আঁচল ভোরে

সবাই মিলে কুণ্ডল তুলে ।

কটিতে রয়না কমি

ফুলের ভারে পড়ছে খুলে ॥

১ম। ফুলবালা ।—

ধব দিই আজলা ভোবে,

ছধাবে পড়েছে মোরে ;

বোবে যায পাপড়ি মান ভরে,—

২য়। ফুলবালা ।—

কিবে চাও নাওগো ধরে

দিতেছি যত করে,

এনেছি রণ প্রাণ ধোরে ;

৩য়। ফুলবালা ।—

ফুলে দাও ভাগিয়ে জন্মে,

পিরীতে পড়ছে ঢলে ,

আ মবি দেখ মাধুরী

চেউয়ের বুক পড়ছে ঢুনে ।

বাতাসে নাচিয়ে নে যায় —

মোহাগ করে যায লো মূলে ॥

[ফুলবালাগণের প্রণাম ।

কর্ণ । পিহুদেব ! শিখাও তনয়ে, নিষ্কাম-

সাধনা—পূর্ণ প্রাণের প্রণয় । মাগিতে

চাহি না কিছু—যা পেয়েছি তুই তাহা-

তেই । কি মাগিব—কি না জান দেব ?

কি অভাবনা কর মোচন ? না হইতে

প্রয়োজন পূর্ণ করণায় আর কিছু নাহি

চাই, চাহি শুধু ভাবিতে তোমায়, ভাবিতে

দেখিতে, যথা তথা, যখনি তখনি সদা

সদা সর্বদা সকলে সকল পার্থিব বস্তু তবু সভা

দ্বিবে দেখাইয়া । বাহুবল বাহিরে রাখিয়া,
চক্ষু মুদে ডাকিব তোমায় পাই যেন পাই
যেন পিতঃ—পাই যেন মনশ্চক্ষে হেরিতে
তোমায়—তোমায়—তোমায় অই অকলঙ্ক
জ্যোতি আশ্রয়—সাক্ষাৎ করি বিদ্যু-
তেব মত, শিবাশ শিরাশ যেন হয় প্রবাহিত ।

[ধাম]

(এক'ন্তে কস্তীর প্রবেশ)

কুন্তী । কি প্রশান্ত মূর্তি মহান্ ! ইষ্টদেবের
পূজিছে মজিয়ে তাঁর ভাবে—ভক্তিছটা
উছলে বদনে । অর্দ্ধমগ্ন দেহ মবি—বক্ষে
• জাহ্নবীর—উত্তরীষ উপবীত চাক, হেলিছে
ছলিছে নাচি তরঙ্গে তরল । বিশ্বশোভা
অঙ্গে বাছনির । স্তনে ক্ষীর উথলায় যেন
হেরি ও লাবণ্যভবা মুখ ! মনে পড়ে
বালিকা বয়স—মনে পড়ে প্রসব-কাহিনী
মনে পড়ে সদ্যোজাত শিশু । তপ্ত হেজো-
ময় শিশু আহা সেই গুনি যেন—অমূল্য
চুষিয়া কাঁদে এখনও গুনি । মনে পড়ে
হৃদয়—মহন । রাঙ্গসী জননী—বুকে
না ধরিতু কভু না ধরিতু নবীর পুতলি ।
ভয়ে লাজের মথিয়ে হৃদয় বিসর্জিতু,
বাছারে আমার বিসর্জিতু নদীজলে,
সোণার সন্তানে শিহরি উঠিল বুক চক্ষু
ফাটি স্নেহাশ্রু বাবিল পাষাণী পাষণে
বাধি হিয়া চক্ষু মুছি আশ্রমে ফিরিতু ।
সেই শিশু এই যে দেবতা । দেবতার
গঠন বাছার দেবকার্যে ভুলেছে জগৎ ।
স্থির জাঁখি আকাশের গাথ । কিরণে
কিরণ মিশাইয়ে, উজ্জ্বল মজিয়ে বিভোল ।
কর্ণ । নমস্কার উদয় পর্বত ! অন্তর্গিরি
প্রণয়ানি । দেব ! একি ? মাতঃ ! ওগো

ভদ্রে ! অধিরথ স্তূর্ত এ ক্ষিপ্র রাধা-গর্ভ-
জাত কর্ণ কয়িছে প্রণাম । লহ পূজা কর
দেবী কি কাবণে হেথা আগমন কোন্
কার্য হইবে সাধিতে ?

কুন্তী । আহা ! কর্ণ বক্ষের শোণিত—কায
পুত্র কারে কর মাতা ? কানীনতনয় তুমি
মোব । তুমি বাপ প্রথম তনয় অভাগীব ।
কন্তাকালে প্রসবিতু তোমা ; দিনদেব
জনক তোমাব । কবচ কুণ্ডল সহ
দেবতা গুণসে জন্মিয়াই পরিত্যক্ত মোহে
পাষাণীর । লজ্জাভয়ে ভেলা নির্মাইয়া
দিযেছিনু স্বর্ণচাঁদে নীবে ভাসাইয়া । সূত
প্রতিপালক তোমার । জ্যেষ্ঠ তুমি
পঞ্চ পাণ্ডবের । স্নেহেব সামগ্রী তাবা
তব—পিতৃহীন আশ্রিত তোমাব । -

দৈববাণী । ঐব মত পৃথিব কাহিনী । কর্ণ !
তুমি কানীন তনয় !!

কুন্তী । ঐ গুন দিনদেব—বাণী । তুমি
বৎস—তনয় আগাব । ভক্তিনেত্রে
নিরখ আশ্রয় । কাতরে তোমারে আজি
এসেছি কবিত্তে অমুরোধ । জানাইয়ে জন্ম-
বিবরণ বক্ষে ল'তে বক্ষের বতন এসেছি
পাষাণী মাতা তোর ! রক্ষ কর আশ্রিত
পাণ্ডবে ভ্রাতৃ-অরি দুর্য়োধনে, ঘণায় কর রে
পরিত্যাগ । রাজ্যধন সকলি তোমার ।
ভৃত্যবৎ রহিবে পাছে পাছে । জ্যেষ্ঠভ্রাতা
কনিষ্ঠে কোলে নে এইবার । কুরুপক্ষে বিগ-
র্জিত্তে বিস্মৃতিমাগরে, পাণ্ডবের ছুংখ কর
দূর ।

কর্ণ । ক্ষত্রিয়ানি । স্বার্থবোধে আগিয়াছ
আজি, এতদিন পরে জন্মকথা জানাতে
আশ্রয় । নয়নে আনিছ নীর ভাল মায়

কবিছ প্রকাশন কি' ন নি কবেছ মোব
একবারে মনে বিষবণ ? ভূলাইত চাহ
কি বালকে ? মাতা নও অন্যতি আমান ।
মোভ জ্ঞান পাতিতে এসেছ । আহা নাহি
কথায় তোমাব । গম্যনাথ না পাবি কবিত্তে
স্নেহে হুনি উদ্গাদেশ মত । জাতিভেদে তোমা-
বই কাননে । মতেছিনু অর্জুনের শ্রেয়
তোমাবই অবধা অন্তর্ধানে । জনগি ক্ষত্রিয়-
ধূমে, পাই নাই উচিত সংকাব । তুমি শত্রু
অনুপমা গবনে গঠিত তব কায বিমদীপ্ত
ও নয়ন পানে, এখনও চাহিতে ভয় পাই ।
এসবি পায়ালি যবে দিনে বিসর্জনে কোথা
ছিল মমতা তখন ? আগন্তিমাদ্যনব তবে
দেখাইতে এসেছ মমতা ? দিক্ তব মাত-
মমতায় কেন বিধি দিলেন সন্তানে, জন্মিতে
উদবে ডাকিনীব ?

কুন্তী । ওবে নঃস বমণী যে আমি । বালিকা
ছিল না জ্ঞান তাই ভাষ সাবিত্র কৃকাজ ।
অনুভাণে সেই দিন চরত মদম চাবিয়া
আছে বিমাদেব ছায়া । যে দিন দেখেছি
চাঁদমুখ, সেই দিন তখনি বে আত্মহাবা
হয়ে ইচ্ছা হলো ছুটিবা আগিয়া, কোণে
কবি জুড়াই জীবন । লজ্জাধ বাধিল পুনঃ-
বলা তোনে হলো না বহিনু মৌন হয়ে ।
আজি প্রাণ মানিদ না বাধা, ছুটে তাই
এসেছি বে বাপ । মাতা কি গণে বে কভু
সন্তানেব তীব্র ভিবন্ধাব ? কথা তোব আধ
আধ শুনি যেন অম্মতে মাখান ।

কর্ণ । পুত্রপ্রাণা ওগো দেবী, উপকার
হয়ে বিষবণ, ছাড়িব না ছুর্যোধনে কভু ।
আত্মপ্রাণ সম্বল বলা আমি তাহাদের, অহঙ্কাব
আমাবেই গয়ে । নিশ্চয় কবির বণ পাণ্ড-

বেব মনে, এ প্রতিজ্ঞা নাড়ো না কুন্তু ।
পার্থ শেষ পায়ানে অদিত এ পায়ালি বসিবে
বিদ্রুপ চিবকান । গর্ভে ধবিয়াছ তুমি তা
অমুবোধে অন্য চাবি পুন মনে না কবির
বণ । শত্রু মম পার্থ মহানীষ । ভয় বণে
বদিত তাহাষ নত্বা তাহাবই শবে প্রাণ
দিব হামিতে হামিতে । হে পুত্রবৎসবে
মাতা পদপুত্র রহিবে তোমান । হয আনি
নয পার্থ তব অঙ্কে শোভিব সমব-অবমানে ।
কুন্তী । বীব পদ বাক্যে তব, কথাকি হরণ
শান্ত অগাধ অদব । থাক হুয়ে আশীর্বাদ
কবি ।

কর্ণ । পদধূনি দেহ মাতঃ শির ।

(পদধূনি গ্রহণ ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

(উপপদ্য নার—পাণ্ডবগণেব উদবন ।)

অভিমত্যা, উত্তরা ও মণীষণ ।

খট্—শেমুটা ।

বিভোণ প্রাণ বাছে না দিন রাত ।

সদা মগধ ফিরিতে নাথ সাথ ॥

চলনে, ধবণে,

ললিত বচনে,

সুদে বাজে কুন্তম শব্দধাত ॥

উত্তরা । মঙ্গিনীগণেব কথা, শুনিবে নত

প্রিয়সদ, শুনিবে ত অগিনীব সাধ ? মৃত্যু

মুদিত ছিল, ছিল বাস নিরানায় চালা ।

চিনি নাই প্রণয় কি ধারা—প্রেমলীলা
আছিল গোপনে । ঘুমাইয়ে ছিল এ হৃদয়
দেখিতাম কোমার স্বপন । হঠাৎ ভাঙিল
ঘুম—চেয়ে দেখি আবেশ নয়নে—সম্মুখে
দেবতা তুমি নাথ—পূর্ণনেত্রে ঢাণিলে
প্রণয় । আত্মহারা খুঁজিছু হৃদয় আগেকাব,
কোণে পাব ? ভেঙ্গেছে স্বপন নবভাবে
হ'য়েছি গঠিত । দেখিছু নূতন চক্ষে নূতন
জগৎ—নূতন অভাবে হৃদি হইল আকুল ।
শূন্য প্রাণে সবম ভাঙিয়া তব প্রাণ লইতে
কবিচু আকিঞ্চন, পূর্ণহাসি ভাসিল বদনে,
প্রাণ খুলে দিলে নাথ প্রাণ, দুটি প্রাণ হযে
এক । সেই সে মাহেন্দ্রক্ষণে, অমো-
চবে জাগিল যৌবন বালিকাব । শিহরিন
প্রাণ কেন কে জানে কেমন কেমন কি
ভাব তাহা বুঝিছু বলিতে কিন্তু নাবিচু
কখনও । তুমি চাঁদ কুণ্ডিলে হৃদয়ে, হৃদয়
বহিরা জ্যোতির্গয় । আগিল অভাব পুনঃ
তিলেক ত্যজিতে ঘটে দায় । চাহি মদা
থাকি চোখে চোখে ।

মতি । কেন বীণা—হইলে নীবব ? বিভোর
হইয়েছিছু ভুলিয়ে জগৎ । ঢুলু ঢুলু নয়নে
চাহিয়ে, দেখিতেছিলাম শুধু, অধবোষ্ঠে
মৃদুল নর্তন, শুনিতেছিলাম প্রিয়ে স্নগ্ধ
সবল সঙ্গীত । হৃদয়েব প্রতি তন্ত্রী মোব,
শিহরি নাচিতেছিল, থরথর বাঁকাবে সুরের ।
উরুতে আবোপি শিরগ্রীবা বেড়ি করে, শয়ন
ভঙ্গিতে প্রিয়ে, উছলি পড়িতেছিল লাবণ্য
তোমার দেহলতা কুঞ্চিত বলিয়া ঠাঁই ঠাঁই
জান না কি প্রিয়তমে, তুমি আমি এক
হুজনায ? হুহু আশা এক স্রোতে ধায় ?
প্রকাশিলে বাসনা আমাবো ববাননে ।

আজি হতে প্রতিজ্ঞা আঁগান এক হযে
রব হুজনায দিবা বাতি । বিশেষতঃ গর্ভ-
কাল আহা লজ্জাশীলা আহা মবি কি মধুব
ভাব । নাবীব সবম চিত্র আঁকিলে হৃন্দব !
বলি হাবি শক্তি প্রকৃতির ॥ গাও গাথা
গাও মখিগণ, গাও শুনি এ চিত্র মাধুবী ॥

(মখীগণের গীত)

পিলু—যৎ ।

সরমে সবলা আধ চাহনি নাগায়ে চায় ।
দশনে অধব চাপি চমকে নাকায় কাষ ॥
উরসে বগন কাঁপে, যন পয়োধব কাঁপে,
কুঞ্চিত কপোল রঞ্জে মৃদুহাসি ভাসে তায়;—
ললিত লাবণ্য বিভা সুবিমল শোভা পায় ॥
(অন্তবাণে—অর্জুন ও শূভদর প্রবেশ ও অবস্থান)
অর্জুন । ছবিখানি দেখিছ কি প্রিয়ে ? কি
মাধুবী দেখ কি স্নগ্ধ ভাব । আহা মবি ।
নন্দনে ফুটেছে যেন মৃগ্য পাবিজাত ।
কি প্রবলতরঙ্গ প্রেমের, ভাসিছে কি মুখে
দেখ নবীন দম্পতি । দেবলীলা আর
কোথা আছে ? পবমার্থ নহে কি এ
প্রেমে ? পুরুষ প্রকৃতি বদ্ধ এ প্রেম কি
নয় ? আহা প্রেম সরল প্রাণের, অনাহত
উছলি পড়িছে । চেয়ে ছাথে দৌহে হুজ-
নায এ চাহনি অমূল্য জগতে । আহা
প্রেম, সার্থক হইলি ॥

উত্তরা । বীব বিনা কে বাখে বগণীর মন
নাথ ? বীর বিনা কে চিনে বগণী ? বীববন্ধ
শোভিতেই জন্ম বগণীব । নারীর প্রাণেব
সাধ, অসম্ভব হইলও, পবিত্র প্রেমিক
পূর্ণ কবে অবিবাদে । তুমি নাথ পূর্ণ প্রেম-
ময় । তব হৃদি মর্ত্যের মাণিক । মন্দির
সর্বস্ব নিধি সর্বস্ব দিয়াও ভোগা ধনে

সদয়েব আকাজিকা মিটে না । আবও কিছু
থাকিত যত্নপি, তাও দিযে কুরিতাম
পূজা । অনন্ত প্রেমের প্রতিদানে, শুধু
প্রাণ সামান্য আমার ।

গীত ।

আশা—১২১১ ।

প্রেম-সাধনায় প্রিয় মনে ।

পিয়ামা মিটে না বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥

প্রাণে পাই না ঠাই, তবু আশা আবে চাই,

নাহি পাইলে ভয় হয় গো মনে,—

সাম্র প্রণয়নীলা বুঝি জীবনে ॥

সুভদা । বালিকাব কি গভীর প্রেম । কি
অনন্ত অটুট বন্ধন, বড সাধ এ প্রাণেব
করিয়াছ পূর্ণ প্রাণনাথ । যত তুমি পুত্রের
জনক ।

অর্জুন । তুমি প্রিবে পুত্রের জননী অধিক
জগতে প্রশংসাব । চল আর বিলম্বে কি
ফল ? পুত্র ল'য়ে যাই অপেক্ষিয়া কেশব
আমার ।

অভি । নমস্কাব জননী জনক । পদধূলি দেহ
মাতঃ শিবে ।

(পদধূলি গ্রহণ ।)

উত্তরা । দাও পিতঃ স্নেহ আশীর্বাদ ।

(প্রণাম)

অর্জুন । বীবপুত্র কর মা প্রসব । এস বৎস
পশ্চাতে আমাব । প্রত্যাগত কেশব
হস্তিনাপুর হ'তে ।

(সকলের অগ্রসর হওন)

(পট পরিবর্তন)

(উদ্যানের অপরাংশ—মরসীতট ঐক্য ও দ্রোপদী)

দ্রোপদী । পাঞ্চালীব কি গতি কবিলে
নারায়ণ ? কি কবিলে বেনীবন্ধনেব ? ফুটে

আছে এ বক্ষ আমাব, অপমান অর্ভিমান
শেল কি কবিলে তুলিতে সে শেল ? সন্ধির
বারতাবহ হয়ে, চলিলে যে দিন হস্তি-
নাথ, সেইদিন হতে সখা, স্বপ্ন মনে
আছে অভাগিনী, তব আশাপথ নিরখিয়া ।
সাধিতেছিলাম দেবদলে, সম্প্রীতি না হয়
যেন অবতির মনে ।

ঐক্য । আশা পূর্ণ হয়েছে তোমাব । সখ্য-
ভাবে পাণ্ডবের, না হেরিল পাপী দুর্ঘো-
ধন । বিনা রণে নাহি দিবে অংশ স্থায়-
মত । কুবপাণ্ডবের বণ অদৃষ্টলিখন ।

দ্রোপদী । আজি এত দিন পরে, আশাদীপ
উঠিল জাগিয়া । প্রতিহিংসা নহে আর
দূর । বিকল ইন্দ্রিয়দল, একে একে
উঠিছে জাগিয়া মোহ ত্যজি । প্রাণমথ
খেলাছে বিদ্যুৎ । পঞ্চাঙ্গী সমরে প্রবীণ ।
জবলম্মী রণ রঙ্গভূমে, চলিয়া পড়িবে পঞ্চ
পাণ্ডবের দিকে । কুবকুল হইবে নির্মূল ।
স্মিতনেত্রে দেখিব প্লকে, প্লি-ধুমবিতা
ক্ষীণকায়া বিরুতা বিধবা শত বধূরে
অন্ধেব—উচ্চবোলে কাঁদিয়া কবিতো হাহা-
কাব হৃদিজ্বালা ঘুচাব কেশব ঘুচাব মনের
কালি, নাবীজন্ম করিব সার্থক । মাত
রণে নরনারায়ণ ! মহাবলে মাতুক ভারত
“যতোধর্মন্ততো জয়” দেখুক জগৎ ।

অর্জুন । বীবেব রমণী নাবী, নাবীমুখে
বীবত্বের গীতি, বীব বিনা কে পায় শুনিতে
প্রাণ ভবি । উৎসাহ অমৃত ধাবা, ঢালি
দাও বীবাজনা তুমি, বীব হৃদি নাচুক
উল্লাসে ।

(যুধিষ্ঠির, ভীম নকুল ও মহাদেবের প্রবেশ)

(সকলে) নমস্কাব অগ্রজ ধীমান ।

যুধিষ্ঠির । মনোরথ পূর্ণ হোক বীৰ । হে
কেশব । কঠোর অদৃষ্টলিপি, ফলিতে চলিল
ভয়ঙ্কর ! শিহবি উঠিছে প্রাণ, ভবিষ্যৎ
ভাবি । অনন্ত বিষাদ-ছায়া, অর্ক হৃদি
ব্যাপিয়া বয়েছে অভাগার । সর্বগ্রাস
হইল এবাব । হা ক্ষত্রিয় । রণনীতি কেন
শিখেছিলে ? কেন আত্মবিসম্বাদ বিপুল
হৃদয় ? কেন পণ জীবন মরণ ? স্বহস্তে
বধিয়া জ্ঞাতি কুইশ্ব প্রাণের, স্বচক্ষে দেখিতে
হবে ভাই । ভুলি ইষ্টদেব, মল্ল, ভুলি পর-
কাল লক্ষ্য জীবনের বণ, হায় হায় । এই
হলে শেষে ?

দ্রোণদী । হে প্রাণেশ । অরি নাশি সম্মুখ
সমবে, বীৰত্বের শেষ সীমা ত্রিদিবে প্রযাণ,
ক্ষত্রিযেব আশা জীবনেব । কে না মাত্রে
ক্ষত্রিয় হইষে, রক্ষিবাবে বংশনাশ বণরক্ষ
ভূমে ? নিজ তেজ বাধিতে অক্ষত ? বিজ্ঞ
পতি । দেবতা আপনি, অমুর বিনাশে
কবে পবাজুখ হযেছে দেবতা ? অত্যাচার
নহে অভিপ্রেত বিধাতার । প্রকৃতি দিতেছে
সাক্ষ্য প্রতি পদে পদে । নাশ অত্যাচারী
কুকুল-কলঙ্কেবে, মানের মর্যাদা বাধ
নাথ ।

ভীম । গো অগ্রজ । খুলিয়াছে শৃঙ্খল পদেব
সাধ করি আব কেন পবি ? রক্ষা কবি
স্বাধীনতা বন্ধ প্রাণ দিই ছুটাইয়া । লুট-
ইয়া পড়ুক অবাতি অত্যাচারী । সর্বস্বের
ভাগী গো পাণ্ডব, পক্ষখানি গ্রাম মাগি
ভিখারী মত, বিমুখ ব্যথিত তিবন্ধাবে ?
আর কি অসহ্য নয় ? প্রাণ কি পাষণ
পাণ্ডবেব ? তা নয় অগ্রজ মহাভাগ । বক্ত
শ্রোতে ছুটিবে বিছা । বজ্রপাত হইবে

সম্ভব । চল আজ সতের সহায়ে, জলন্ত
উদ্ধাব মত পড়ি গিয়ে রণে । অই দেখ
এলাইতোবেণী পাঞ্চালীর । ঐ দেখ পার্থেব
দ্রাকুটি । অই দেখ ভঙ্গী যমজের । ঐ শোন
ঐ শোন দেব, পবনেব তীর তিবন্ধাব
শনশনে । পক্ষপাতী সবে সমবেব । দেহ
আর্য্য অনুমতি, জয়বোলে জাগুক কটক ।
যুধিষ্ঠির । কে বোধে অদৃষ্ট শ্রোত ?
জ্ঞাতিবণ ললাট-লিখন । সমরে পশিব
শ্রীনিবাস, মাতৃ আজ্ঞা—করিব পালন ।
সকলে । যথা ধর্ম্ম তথা জয়—জনর্দন—
পার্থে পাণ্ডবেব ।

[মঞ্চের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

(উৎসাহ নগর—তোরণ)

(শ্রেণীবদ্ধ পাণ্ডবসৈন্যের নিক্শু মণ, তোরণছাদ
হইতে দ্রোণদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও
পুরুবাসিনীগণের উৎসাহগীতি)

মালকোষ—তিওট ।

বিশ্ব টমিছে পদভবে উধাওবে ।

যাওরে সমবে সবে ধাওবে ॥

কৃপাণ নানবান, তুবঙ্গ গবজন,

জয় জয় হৃদ্যবি গাওবে ; —

ভীম সমবে বীর ধাওরে ॥

ক্ষত্রিয় বাধ মান, জ্ঞাস্ত কর প্রাণ,

অবি শিরমালা ছুলাওবে ,

তেজ তপত বেগে ধাওবে ।

শোণিত বার বার, বহিবে তব তব ॥

বাণে বাণে অমর ছাওবে ,

নাশি অবাতি পীতি পাণ্ডবে ॥

জকুটী বিথরিয়া ভূতলে বিছাইয়া,
 অরি-দেহরাশি লুটীওরে,—
 অট হাসিয়ে রণে ধাওরে ॥
 প্রতিভা জল জল, জলিবে অবিরল,
 বীরবায়ু বিধে বহাওরে ;—
 ধর্ম সমরে বীর ধাওরে ।
 রূপাণ করবাল, নিশিত শরজাল,
 কটিতটে গর্কে ছুলাওরে ;—
 পূর্ণপ্রসাদ ছদে ধাওরে ।
 ধর্ম সমরে বীর ধাওরে ।
 অট হাসিয়ে রণে ধাওরে ॥
 তেজ তপত বেগে ধাওরে ।
 জয় জয় হুকারি গাওরে ॥

তৃতীয় দৃশ্য ।

হিরণ্যভী নদীতীরে পাণ্ডবশিবিরমতে ষষ্ঠছন্দ ।
 ষষ্ঠছন্দ । কে জানে কাহার ভাগ্যে, নাচিছে
 এ আকাজক্ষিত পদ । এখন ত এলো না
 সমাদ । উচ্চ আশা হবে কি পূরণ ? হবে
 কি ? হবে কি ? কে ও ? কৈ কেহ
 নাই । কে শুনিবে প্রলাপ আমার ?
 সমর-সমিতি গঠি, গুপ্তভাবে হতেছে মন্ত্রণা
 দেখি কি করেন নারায়ণ । গপ্ত অক্ষৌ-
 হিনী সেনাপতি, ভারতের মহারণতরী
 কর্ণধার, উচ্চ আশা নহে কি প্রাণের ?
 নাহি কি পাণ্ডব পক্ষে, বিজ্ঞ বীর যোগ্য
 এ পদের ? বৃদ্ধ দল থাকিতে কি করিবে
 যুবক ? প্রবীণত্ব—প্রধান সহায় তাঁহা-
 দের । বড় আশা প্রথম হইতে হে দেব
 পার্শ্বপতি, বড় আশা লব মৈত্রভার ।
 রণনীতি দেখান নতন বড় মাপ সে মাপ

কি হইবে পূরণ ? কি আছে আমার পক্ষে
 হায় নাহি মান, নাহি পদ, গৌরব বিস্তার
 নাহি শিরেপক কেশ—নাহি কোন সমর-
 সূখ্যাতি । কেবল আছয়ে হৃদি জ্বলন্ত
 তেজম্ আছে মন নৌহের গঠন, মস্তিষ্কে
 সুকান আছে রণপ্রকরণ । সকলি আধারে
 মগ্ন—আনে ক'ন আছে কিছু মোর ।
 প্রাণ-পুষ্প দিয়া কিন্তু পূজি প্রতিভায় যদি
 থাকে রাজ্য প্রতিভার । রাজ্য এই বক্ষে
 অভাগার । আছে কি ? কে জানে ? কৈ ?
 কখনও ত ছোট্টে নি ছটায় উছলিয়া, বিদ্যা-
 তের তেজ মত, শুধু অনুভব কলি শিরায়,
 শিরায় । খেলিতে কি পাইবে প্রতিভা
 এইবার ? এইবার ? এই মহারণে ?
 (পদশব্দ) কে ও ? এস ভাই কি সূখের
 বার্তাবহ দৌছে ?

(নকুল ও মহদেবের প্রবেশ)

নকুল । যোগ্যবীর । সেনাপতিপদে তোমা
 বরেছেন অগ্রজ ধীমান । গপ্ত অক্ষৌহিনী
 ভার, তব করে, এই দণ্ড হতে ধর এই
 অভিষেক অসি ।

ষষ্ঠছন্দ । উচ্চ আশা পূর্ণ এতক্ষণে । পাইলাম
 আশীর্বাদী অসি ।

মহদেব । ধর বীর বর্ষা শিরস্রাণ । করে
 ধরি জীহুবীর নীর, মজাগ নক্ষত্রদলে সাক্ষ্য
 করি বীর, করহ প্রতিজ্ঞা আজ্ঞামত । পণ-
 পত্রে করহ স্বাক্ষর ।

ষষ্ঠছন্দ । দীপ্ত আঁখি মেলি দেখ হে নক্ষত্র
 দল হে অনন্ত স্বভাব স্তম্ভর, গুন পবনের
 মুখে প্রতিজ্ঞা আমার । লইলাম গপ্ত
 অক্ষৌহিনী সেনাভার ; পণ্ডবের পক্ষ
 হয়ে, কুবাক্ষত্র সমবসাগরে, চালাইব

শূণ্যপাত উন্মিষি বিদারিয়া । কোঁরবে
করিব বিসর্জন ; মগ্ন হবে অরাতি অনন্ত
অর্ণবে । এই পণ জীবনে রক্ষিব এই পণ
মরণে ত্যজিব ॥ করিব স্বাক্ষর বক্ষরক্তে
বক্ষরক্ত প্রতিভূ আমার ॥

নকুল । অক্ষৌহিনীনাযক প্রবীণগণ সনে
এই রাক্ষে করহ মন্ত্রণা । কালি প্রাতে
বাজিবে সমর । যথা রুচি করহ প্রচার ।
সবে তব আজ্ঞা অপেক্ষিয়া ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন । অবিলম্বে স্বকার্য সাধিব । গুরু
ভার—আনন্দ আমার । জান কি নকুল
• ভাই—ও পক্ষের—কোন সমাচার ?

নকুল । এসেছিল শেষ দৃত কুচক্রী উল্লুক,
তারি মুখে শুনিব সংবাদ । চরবার্তা হইল
দৃঢ়ীকৃত । একাদশ অক্ষৌহিনী সেনাপিতা-
মহ সেনাপতি পদে । পৃষ্ঠবল জোনাচার্য্য
গুরু । কি আর শুনিতে চাহ বীর !
বীরকার্য্যে দাও মনোযোগ ।

[নকুল ও সহদেবের প্রস্থান ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন ।—

(জাহ্নু পাতিয়া উপবেশন ও করষোড়ে)
জাগ শক্তি সমরপ্রতিভা ! জাগ মা, জীবন্ত-
মায়া আশ্রিতের তরে । অবসর পেয়েছি
তোমায় ছুটাইতে । উৎসাহে ফুলিছে বুক
হৃদিস্তরে বিহবে বিহ্বল । প্রীতিনেত্রে
চাহিতে চাহিতে উপযুক্ত কার্য্যকাল দাও
শিখাইয়া । প্রদীপ্ত জ্যোতির শিখা,
জ্যোতির্শ্রয়ী দাও গো নয়নে, শোণিতের
মানে যাক মিশে । পূর্ণতেজে করি গর্জ্জন ।
• সাধনাথ সিদ্ধি দয়াময়ী, প্রাণ পুষ্প প্রীতির
চন্দনে, ভক্তি ভাগীরথীবারি, সিকিয়া
কৈশোর হ'তে দেবী, এক মনে পূজিত

তোমায় । তুমি নৈ কি আছে আমার ?
তাই আজি উচ্ছ্বসিত হুদে, আরবার ডাকি
করষোড়ে ; আয় মা আনন্দময়ী, আয়
আয় বোম্ করি বিদারণ । আয় ফুটে পিতৃ-
পায়, হতে পূর্ণব্রহ্ম দিয়াছে বিদায়—ভক্ত-
বীরে বরিবার তরে । আয়—নহে—ভক্তি-
জোরে, আকর্ষিয়ে আনিবে সাধক-সেবি
কায় ।

(দ্বিমুখে অবস্থিতি)

(শূণ্য হইতে জ্যোতির্শ্রয়ী প্রতিভার অর্ধপথে
অবতরণ ও জ্যোতির্শ্রয়ী দণ্ড ছুলাইয়া গীত)
পরজ—স্বাপত্যাল ।

ধর তেজ তপত বীরমুত বিথারি কায় ।

খির শিরসে জ্যোতি যেন বিগল তায় ॥

ধর আশা-মাহস হাসি,

মঙ্গল রাশি রাশি,

দীপ্ত প্রতিভা প্রাণে প্রীতি নয়নে চায় ;—

প্রীতি প্রসাদ ধর, তৃষা মিটিবে তায় ॥

(দণ্ড মস্তকে প্রদান ও অন্তর্ধান ।)

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কোঁরব ব্যুহমুখ,—ভীষ্ম ও দ্রোণ ।

ভীষ্ম । কালবাণু বাজিল দেবতা । কালক্রীড়া
নহে আর দূর ! মেহ—মায়া—দয়া—
প্রেম—ভালবাসা এ প্রাণ হইতে এস গবে
করি উৎপাটন । বুকে রেখে করেছি
পালন, পিতৃহীন অনাথ পাণ্ডবে,—আজি
বক্ষ পাষাণে বাধিয়ে, পিথিব বক্ষের রক্ত

মেই তাহাদেব । ওহো একি মমতা-মহন ?
পৃথিবীর প্রথম হইতে, কেহ কি শুনেছে
কতু অমানুষী ব্যাপার এমন—হেন পৈশা-
চিক কার্য্য রাক্ষসেও পারে না, দেবতা ।
অমরেরও স্থণিত এ বাজ ।

দ্রোণ । বৃদ্ধ দৌহে, বাঁচিব কদিন দেবব্রত ?
মরণ নিকট তাই বুদ্ধিবিপর্য্যয় । রণে মৃত্যু
অদৃষ্টলিখন দৌহাকার । এস দৌহে মরি
একত্তরে । পাশাপাশি বুরুকুলপতি, দেখুক
পাপের পরিণাম । দৌহে বৃদ্ধ জুয়ের মরণে
অনুতাপ প্রাসিবে তাহায়, তীব্রজ্বালা সর্পের
দংশনে জ্বালে জ্বালে যাবে অধঃপাতে
পাপপুণ্যে বাধিল সমর—দেখিছ ত দিবা
চক্ষে ; কি হইবে রণ-পরিণাম । সে দৃশ্য
দেখার চেয়ে আগে ভাগে প্রয়াণই বিহিত ।

ভীষ্ম । পাণ্ডবপক্ষেব শুনিছ কি উৎসাহ
ছন্দার, গভীর জলদ যেন হাঁকিছে অম্বরে ।
স্বর্ণমদ মাতাইল প্রাণ, ক্ষুর্তি যৌবনের
সমাগত । বক্ষে তেজ জ্বলে ধক্ ধক্ ।
উৎসাহ রুদ্ধের লীলা করিছে উন্মাদ
ভুলিতেছি মর্ম্মজ্বালা, রণচণ্ডী চাপিছে
শিয়রে আর স্থি বহিল না প্রাণ ।

দ্রোণ । উদিতে চাহে না দিনদেব—রক্তময়ী
শ্রামাঙ্গী মহীরে কার সাধ উল্লাসে
হেরিতে । তাই দেব উদয় পর্কতে, তীব্র-
তেজ করিছেন কালি । দেখ প্রাচী কালি-
মায় ঢালা, এ দৃশ্য কি দেখেছ কখন ?

ভীষ্ম । অমঙ্গল ! অমঙ্গল অন্ত এ চিহ্ন
কৌরবের ! কৌরবের কুগ্রহ নিশ্চয় । উঃ !

• কি নিনাদ অকস্মাৎ ! বিনা মেঘে বজ্র-

• পাত ! দেখ শিবিরের কেতু জলন্ত পশিল
জলে । দেখ পুন উঠিল আকাশে, উগারিছে

উঠিতে উঠিতে নীলধুম স্তবকে স্তবকে ।

কৈ কোথা ? মিশাল সহসা ।

জুঃশা । পিতামহ ! সূতের সংবাদ । দেখ চেয়ে
অরি সারি পানে । স্নানমুখে অভাগা
পাণ্ডব, কৃষ্ণমনে ধীরি ধীরি, আসিতেছে
আপনার দিকে । ভয়ে বুঝা পরিহার
মাগিবে পাণ্ডব ।

ভীষ্ম । কাপুক্য নহে বে পাণ্ডব । পুরুষার্থ
লক্ষণ ওদেব । একা পার্থ কেশবের সাথে,
ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী হ'তে পারে । সততায়
আসিছে পাণ্ডব । মহান্ হৃদয় পাণ্ডবের
তোরা কি বুঝিবি গভীরতা ? •

(পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।)

যুধিষ্ঠির । দেহ পদধূলি পিতামহ, দেহ গুরু
শিরে শ্রীচরণ ; আসিয়াছি প্রণাম করিতে
স্নেহচক্ষে দেখ গো পাণ্ডবে ।

ভীষ্ম । আহা বৎস ধর্ম্মশিরোমণি ! প্রীতিনেত্রে
হেবিত্তে তোদের লজ্জা পাই । অনন্তভক্তির
কি দিলাম প্রতিদান—প্রতিদান বক্ষরক্ত-
পান । অহো নারায়ণ ! এই ছিল অদৃষ্ট
মোদের ? দৌহে বৃদ্ধ দৌহেই অজ্ঞান ।
পাপপক্ষে এ বৃদ্ধ বয়সে, আসিয়াছি বিরুদ্ধে
ইচ্ছার । কহ বৎস—কি মাগহ বর ।

যুধিষ্ঠির । আর কিছু নাহি মাগি দেব—
কেবল মিনতি পদে, বিপদে মন্ত্রণা যেন
পাই পাণ্ডবের কেহ নাই আর । পিতৃ-
হীন অভাগা আমবা ।

ভীষ্ম । যথা ইচ্ছা সাধিব তোমার । হৃদয়ের
অনন্ত উচ্ছ্বাসে আশীর্বাদ করি তোমাদের
জয় লাভ কর এ সমবে ! জানেন ত শ্রুতী-
কেশ যথা ধর্ম্ম তথা জয়, তাঁরই বেদবাণী
ধর্ম্মভীরু, এম্মই কবচ তোমাদের । •

শ্রীকৃষ্ণ । দেবব্রত, সত্যপ্রিয় তুমি, বয়সেতে

জ্যেষ্ঠ সবাকার । সত্যরণে হওগো অমর ।

ভীষ্ম । শিরোধার্য্য শ্রীযুধের বাণী ।

দ্রোণ । আশীর্বাদ ধর রে পাণ্ডব, ধর এ

উগ্রাদ আচার্য্যের—রণজয়ী হও ধর্ম্মমতে
করো নাশ সমরে দৌহার ।

যুধিষ্ঠির ৯ পূর্ণ আশ—কামনা সফল । মম
পক্ষে কে চাহ আসিতে ?

(যুধিষ্ঠির প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির । এই দাস আছে উপস্থিত । ধর্ম্মপক্ষ

প্রিয় বড় মোব ! দেহ আজ্ঞা পিতামহ
হিতাহিতজ্ঞান মোর অবিরত করিতেছে
মানা, পাপপক্ষে মুহূর্ত্ত থাকিতে । হেথা
পাপ জলন্ত মূর্ত্তি । দেহ আর্ঘ্য অনুমতি,
মিলি আমি পাণ্ডবের সাথে ।

ভীষ্ম । যথা ইচ্ছা কর বৎস ! দিব্য চক্ষে দেখি-
তেছি আমি একমাত্র রহিবিরে তুই, জল-
পিণ্ড অর্পিতে অন্ধের ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

(রণক্ষেত্র—নেপথ্যে ঘন ঘন তুর্ঘ্যনাদ)

(উলঙ্গ কৃপাণ করে রক্তাক্ত শিখণ্ডীব প্রবেশ)

শিখণ্ডী । ছিন্ন ভিন্ন ব্যূহমুখ, পাছু হাঁটি
কৌরববাহিনী, দেখিলাম পুন কি আবাব
শত শত তুর্ঘ্যনাদে, যথাস্থানে স্তম্ভিত
কটক । পুনঃ শ্রেণীবদ্ধ কুরুসেনা ।
দুঃশাসন কালান্তক যম, ফিরাইল সমরের
গতি । মিশামিশি আবার কটক উভ-
দলে । নবোৎসাহে মাতিল আবাব—অপ-

রাহে ক্লাস্তি নাই রণরঙ্গ, বর্দ্ধিতায়ন
সর্ব্বত্র শোভিতাঙ্গুত ; পুন রণে মাতিতে
হইল ।

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন । ঘৃণ্য ক্রীব—পুরুষত্বহীন—রণবর্হি
বাড়িল প্রবল, আঘ শির নিষ্কেপি কৃপাণে ।

(উভয়ের যুদ্ধ)

ছিঃ ছিঃ ! লক্ষ্য ভ্রষ্ট বারম্বার । কম্পিত
কৃপাণবর, অবশ শরীর পদাঘাত উপ-
যুক্ত তোর !

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু । ধিক্ কুরুকুলক্লাঙ্গার ! সৈর যুদ্ধে
হারাইলি নীতি ? রক্তস্রোতে দিব বিসর্জজন
তোরে আজি—শিখাইব সমবকৌশল ।

দুঃশাসন । হাঃ হাঃ হাঃ ! বালক মাতৃস্তন
ছাড়ি বুঝি আইলি সমরে ? ধিক্ পাণ্ডবের
দলে, নারী, শিশু ন'য়ক সৈন্তের । বাল-
ভায়ে চাহিস্ ভুলাতে, চাহিস্ ভুলাতে বুঝি
কঠোর হৃদয়ে । এ বড় কৌশল মন্দ নয় ।

অভিমন্যু । বালকের সমকক্ষ কৈ ? চেয়ে
দেখ কুরুসৈন্তপানে, মারি মারি হটিছে
লুটিছে, বালকগণের শরঙ্গালে । তীব্রতেজ
জলিছে বদনে আগাদের । কালচ্ছায়া ।
দেহে তোমবার অসার, দুর্ব্বল, ভীক,
অশিক্ষিত সৈন্ত সেনাপতি, কোন্ বীর
আসিবে যুঝিতে এ সমরে ? এ সমর বাল-
কেরই সাজে । অবসান প্রায় বেলা,
বালক কজনে মোবা দিষাছি হটায়ে, কত-
বার ভগ্নব্যূহ ঠেলি । আয় রণ দেখি
দুঃশাসন ।

(যুদ্ধ ও দুঃশাসনের পলায়ন)

ছিঃ ছিঃ ধিক্ ধিক্ !

(ভীষ্মের প্রবেশ)

আত্মন সমবে সেনাপতি! নমস্কারি
হানিনু চরণে ধরণর ।

ভীষ্ম। দুঃখপোষ্য কেয়ে তুই? তীব্র বিষধর
শিশু জলন্ত অনল—রণছটা পড়িছে
উথলে? হারাইলি দুঃশাসনে ঋণিক সমরে
আমায়ও করিস আবাহন। দেখ চেয়ে একা
নই আমি। পক্ষ অতিরথ মোরে রক্ষিছে
চৌদিকে। একবাণে হবি ভস্মরাশি।

অভিমন্যু। পক্ষ অতিরথ তব—সাধ্য কিমে
হয় অগ্রসর? এটেক শায়কে বিদ্ধ করিব
মবার। যথাস্থলে বহিবে অচল।

ভীষ্ম। রথ ত্যজি নেমেছি ভূতলে, তোরে
স্বধু সাপটি লইতে। দুষ্কর, না পারি
পরশিতে কায়া শোর! আয় তবে করি
রণ হামিতে হামিতে, কোতুক দেখুক
বীরদল।

অভিমন্যু। উহঃ! বক্ষে বাজিল বিষম। যন
খন শিহরিছে কাথ। অবশ চরণ বর গেল
গেল গেল; গেল পড়ি কান্থুক ভূতলে।
অজুর্নতনয় আমি; পাছু হাঁটি পলাতে
শিখিনি। মার বৃদ্ধ, পড়ি হাঁটু গাড়ি।
ধুষ্টছায়। বীর বটে বৃদ্ধ দেবব্রত! প্রতিপক্ষ
উপসূক্ত বটে সেনাপতি। ছি ছি ধিক!
ধিক! বুদ্ধিভ্রষ্ট মবনসময়ে—এ নিদানে
কেন এ সংকল্প পৈশাচিক?

ভীষ্ম। ভাল ভাল পাইয়াছি প্রতিদ্বন্দ্বী বুনি?
সম মান সমান মর্যাদা এস দোঁহে করিব
পরীক্ষা বলাবল।

ধুষ্টছায়। বাণে বাণে ছাইনু অস্তর দুজনায়।
অসিযুদ্ধ করি এসো এবে।

ভীষ্ম। ধন্য বীর রূপদতনয়। রণনীতি

আরন্ত তোমার। নাহি হল জয় পক্ষা-
জয়, দেখ বেলা অবমান, দিনদেব বসিলেন
পাটে। চক্ষের নিমিষে আমি দেখ নাশি
হামিতে হামিতে, দশটি সহস্র তব সেনা।
ধুষ্টছায়। কি বলিব কাল পূর্ণপ্রায়। নতুবা
দিতাম প্রতিফল—দিব শোধ বৌশলেন্দ্র
তব কালি প্রাতে।

(পলায়ন)

ভীষ্ম। আগত রজনী ঐ। অন্ধকার
আসিছে প্রকৃতি গবাসিয়া। তুর্ধ্যনাদে
সংহরি সমর আজিকার।

(নেপথ্যে)

জয় জয় কোরবেয় জয়।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য ।

(উপপ্লব্য নগর,—দ্রৌপদীর আবাস)

(দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও অভিমন্যু)

অভিমন্যু। ঘুরিছেন ভীষ্ম প্রতিদিন, কাণ
সাধ্য তিষ্ঠায় সমরে? সপ্তদিন হইয়াছে
রণ, দিন দিন, ক্ষীণ পক্ষ আমাদের মাতা।
কে জানে কি হয় পুনঃ আজি প্রাতঃকালে।
দ্রৌপদী। ওরে বৎস! একি কথা শুনি?
সমরে পশ্চাৎপদ হলো কি পশ্চৎ? নিরুৎসাহ
হইল কি পার্থ, ভীমসেন কুণ্ঠিত
নকুল, সহদেব? আশা নাশি ধর্মরাজ,
কাদেন ধরিয়ে কিরে কেশবের কর?
নাহি কি অক্ষার আর বাহিনীর মুখে?
রণনীতি ভুলিল কি মোদর আমার সেনা-
পতি কেশরীবিক্রম? পিতামহ প্রবীণ

অগ্নিরে, পৃষ্ঠবল দ্রোণাচার্য্য বীর বটে সবে
জলন্ত অশ্ব—নাহি কি তা বোলে বংশ
কেশবের পূর্ণ রণনীতি ?

সুভদ্রা । বিস্মিত যে আমি বোন্, বালকের রণ-
বিবরণে ? ভীষ্ম, দ্রোণ এখনো জীবিত ?
সপ্তদিন সহিয়ে সমর, পার্থ, ভীষ্ম এখনো
নিশ্চিত ? কে জানে কি মায়ারণে, ভূলা-
য়েছে ভীষ্ম কেশবেরে, জাতা মোর ত্রিভুবন-
জয়ী । কেন তবে নিশ্চিত এখনও ?

অভিমন্যু । শুন মাতঃ অদ্ভুত কাহিনী !
পাণ্ডবের রণনীতি এ ক্ষেত্রে নূতন ! সেনা-
পতি, বীরত্বে অতুল, নাহি দেন সমরে
পশিতে প্রবীণ ক্ষত্রিয় বীরদলে । নামি-
য়াছি বালক আমরা রণভূমে—পৃষ্ঠ রক্ষা
করেন মোদের, সবে তাঁরা । জলন্ত
উৎসাহে মাতি, যুবকবাহিনী সাথে
ল'য়ে করিতেছি ভয়ঙ্কর রণ কয়দিন ।
প্রবীণ-কৌরব সেনা বালকের সনে রণে
হইতেছে ক্ষয়, অসংখ্য কৌরব রথী অতি-
রথ অর্দ্ধরথী আদি, বলনাশে হারাইছে
তেজ । পাণ্ডবের নহে সে দুর্দশা ! প্রবীণ
প্রমত্ত বীর দলে দলে আছয়ে রক্ষিত ।
বলহীন হইলে কৌরব, লঙ্কারি গগন ফাটা-
ইয়া রুদ্ধ স্রোত বাহিরিবে বেগে, সে অনন্ত
বেগের চাপনে, ছিন্ন ভিন্ন হইবে কৌরব !
জয়লক্ষ্মী দিয়ে আলিঙ্গন । পরিণাম বিজয়ী
পাণ্ডব স্থনিশ্চিত । এই গুপ্ত মন্ত্রণা—
বিষম !!

দ্রোপদী । কে জানে কি রণ-পরিণাম ?
পরিণাম ভাবিতে চাহি না । চাহি শুধু
কুরুকুলনাশ । কবে যে আসিবে দিন,
কবে পাব তিরিপ্তি প্রাণের ? কে জানে

কবে যে বাছা, প্রতিহিংসা পাইবে
পাণ্ডালী ? কবে হায় ! বান্ধিব এ বেণী
কবে শেল উপাড়ি পড়িবে এ বক্ষের ?
কবে পঞ্চপতি মনে, বসিব কোরব সিংহা-
সনে ? দেখিব নয়ন ভরি, অশ্রু-অঁথি
কৌরব-রমণী—বিধবা বিকৃত বেশা—কবে
আসি চরণে লুটাবে । কবে কুন্তী জন-
নীর কোলে, বসিবে পাণ্ডব স্তখে পুনঃ,
কবে হব রাজরাজেশ্বরী ?

সুভদ্রা । বিলম্ব নাহিক আর বোন্, ধর্মপক্ষ
বড় বলবান্ । উড়ে যাবে অরাতি-নিকর,
ভস্মরাশি হইবে কৌরব । স্বহস্তে জালায়ে
চিতা, মনানল করিবে নির্বাণ । জান ত
প্রকৃতিলীলা বোন্, মেঘান্তে প্রথর ভানু
বিতরে কিরণ ধরতর—মাতে দিক অঁধার
অর্ণব এড়াইয়া । শেষ স্থখ জীবন্ত প্রমাণ
প্রমোদের !!

অভিমন্যু । উষা আগি হামিল গগনে, দেহ
মা বিদায় দামে, শিবিরে পশিগে আগে
ভাগে ।

দ্রোপদী । চল ভগ্নি দেবতা দেউলো, পূজিগে
শঙ্করজায়া বিশ্ববিনাশিনী । এস রংস
বীরবেশে সাজি, আশীর্বাদ-কুহুম বান্ধিয়ে
দিব গলে । আজি রণে ঘটিবে মঙ্গল !!

[দ্রোপদী ও সুভদ্রাব প্রস্থান ।

উত্তরা । এস নাথ ! বীরবেশে সাজাই
তোমারে ।

অভি । বীরের বনিতা—প্রিয়ে, সগর-
কল্যাণি—নামে জগতে পূজিতা কি
তিরিপ্তি বীরাসনা বামে । চারুমুখ দীপ্ত
রণভূমে—চারুহাসি উৎসাহ প্রাণের—
ধোর রণে—মাধুরী স্রবণে, দ্বিগুণিত বল

পাই স্নেহ ! ফুলে যাই চিত্ত-অবসাদ—
কান্তি শান্তি—উদ্দেশে নারীর নারীর
ললিত বাণী—জাগি স্নেহ—বীরকে মাতায়
শক্তি পাই শক্তির স্মরণে । আসি প্রিয়ে
দেহ আলিঙ্গন !!

উত্তরা । কি দাবণ্য উথলে প্রাণেশ—বীর-
বেশে—বিকাইলু পায় হে আবাস । যাও
রণে—হৃদয়বল্লভ—মনে রেখে। প্রাণ-
নাথ—মস্তকের মণি ফণিনীর—চিত্তা—
আশা-সংসার-সাগরে কর্ণধার—হুঃখি-
ণীর তুমিই সম্মল । সাররত্ন ফিরে যেন
পাই । কাঁদিতে শিখিনি বীরাসনা, বীর-
পতি গৌরব নারীর—সে বীরত্ব লাভে
অগ্রসর—বাধা দেওয়া জানি অসম্ভব ।
কিন্তু প্রাণনাথ—বুঝিছ কি প্রাণের
কাহিনী ? এ প্রাণে কি ঘটিছে বিপ্লব ?
ইচ্ছা করে—প্রাণ ভোরে কাঁদি, কাঁদিয়া
বিনয়ে করে ধরি, ফিরাই সমর-মাধ
হোতে । চোখে চোখে রাখি দিবানিশি ।

অভি । প্রাণের পুকান প্রেমক্ষে, কত
কথা উঠিছে পড়িছে এ নয় সময় শুনি-
বার । রণরত—ইষ্ট এ সময় বীরের এ
স্থলধা নবীনা, এ হেন মাহেত্রক্ষে, ইচ্ছা
স্বপ্ন করিব গ্রহণ বিধিমতে । পরে প্রেম
অনন্ত প্রমোদ অনন্ত কালের তরে পাইব
• দৌহায । আসি প্রিয়ে দাও লো বিদায় ।

[প্রস্থান ।

উত্তরা । এস নাথ দিলাম বিদায় সমর-
কল্যাণী দেবী রক্ষুন তোমায় । রক্ষাকালী
জগতজননী জানেন রমণীনারী হৃদয়-
বেদন । রেখে মা সমরে প্রাণনাথে তব
কোলে দিলাম তুলিয়ে ।

(গীত)

আলোয়া—আড়া ।

মায়াগমী ডাকি মা তোমায় ।

বাঁচাইতে হবে মলিনায় ;

মাথের সে তরিকানি ডুবুডুবু প্রায় ॥

আকুলে ব্যাকুল হই, তাই ডাকি ব্রহ্মগমী,

কোলে তুলে নিতে হবে আয় ;

আয় মা ধরিলু রাঙ্গা পায় ॥

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

(বর্ণক্ষেত্র—কৌরব-পতাকাবাহক ও নকুল)

কৌ-পতাকাবাহক । এ জীবন থাকিতে
আমার, পতাকা না ছাড়িব কুমার কোন-
মতে, কর বল যত আছে দেহে ।

নকুল । এখনি পাড়িব শির । কেন প্রাণ
হারাবি পদাতি, বন্ধরত্ন কেন দিবি মিছে
কৃপাধাগ্র বড় তীক্ষ্ণ মোর ।

কৌ-পতাকাবাহক । চর্ম ও কঠিন বড় মোর
জুর্ভেদ্য এ অতি পুরাতন । কত শত
ভেঙ্গেছে কৃপাণ কতবার । চর্ম বিনা
নাহি অস্ত্র আর ; আশ্রয়ক্ষা শিক্ষা মোর
সুধু । ছাড় পতাকার দণ্ড ।

(কৃপাণ আঘাত ও ভগ্ন)

ছিঃ ছিঃ আর নাহি যে কৃপাণ ।

পলাও পাণ্ডব পিছে চাহিও না আর ।

(নকুলের প্রস্থান ও সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব । আরবার দেখিব পামর ! দেখি
চর্ম কতই কঠিন । সপ্ত অসি ভেঙ্গেছি
এ সপ্ত দিন রণে, পারি নাই কাড়িতে
কেতন । আজি তোর নাহি রে নিস্তাণ ॥

কৌ-পতাকাবাহক । মিছার গুমান বীরবর !
অই দেখ চেন কি কৃপাণ ? তব কৰ্ম
নহে এ কেতন পরশিতে । তুচ্ছ কার্যে
কেন লজ্জা পাও ? যাও গিয়ে কর রণ
অন্ত বীর সনে । বীরকার্যে তৃপ্তি পাবে
বীর ।

[পতাকাবাহকের পশ্চাতে সহস্রবেব প্রস্থান ।
(রথারূঢ় হুর্ঘ্যোধনের প্রবেশ)

হুর্ঘ্যোধন । চালাও সারথি ! রথ সম্মুখে
ভীষ্মের দাস্তিকের দিব প্রতিকল । হস্তী
অশ্ব নাশিছে পামর গদাঘাতে গদা চূর্ণ
করিব শায়কে । অসংখ্য সৈন্তের ক্ষয়
দেখিতে পারি না চক্ষে আর ।

(গদা হস্তে ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম । কে রে কুলাঙ্গার কি কি দেখাম্
ইক্ষিতে আগায় । সারথি সহিত রথ,
দেখ চূর্ণ করে গদাঘাতে তোরে বাধি
লইব শিবিরে ।

হুর্ঘ্যোধন । ধিক্ দস্তে ধিক্ বৃকোদর ! সহ্য
কর তীক্ষ্ণ শরজাল !! মুখে মারি কলঙ্ক
বাড়াই ।

ভীষ্ম । কোথা শর—গেল পালটিয়া ? আগ্ন-
শরে হৈলি বিদ্ধ দেখ বক্ষে মুখে কবচ
ভেদিয়া রক্ত-শ্রোত বহিয়া পড়িছে । রক্ষা
নাই করিহু বিনাশ ! অমোঘ নিস্পন্দ
দেহ, খসিয়া পড়িল ধনুঃশর স্তম্ভিত হইলি
হুর্ঘ্যোধন এখনি করিব বন্দী দাঁড়া রে
সারথি পাপ রাখ রাখ রাখ ক্ষুদ্র লইব
থুইয়া কক্ষতলে ।

[সকলের পলায়ন ।

(ভীষ্ম ও দোণের প্রবেশ)

ভীষ্ম । রণমুখ ফিরিছে দেবতা । কুরুসৈন্তে
শুন হাহাকার । মদমত্ত মাতঙ্গের ত্রাঘ

বৃকোদর, সৈন্ত বন করিছে উজাড় । ছত্র-
ভঙ্গ সমগ্র বাহিনী । পার্শ্ব-রণে বীর রথি-
গণ হতাহত পলায়নপর । পার্শ্বরণে
দ্বিতীয় শমন দৃষ্টি মাত্রে আড়ষ্ট কৌরব
অমোঘ অগণ্য সেনা কাতারে কাতারে ;
হৃৎকামে, মুচ্ছিত কটক । ক্রমতেজে
তেজীয়ান্ আজি, চক্ষে, মুখে অঙ্গ সধা-
লনে তীব্রতেজ বারিছে চৌদিকে । দেখ
পার যদি ফিরাইতে সৈন্তঠাট অপরাহু
করি কালরণ ।

(রথাবোহণে হুর্ঘ্যোধনের পুনঃ প্রবেশ)

হুর্ঘ্যোধন । পিতামহ ! দেখিছ কোতুক ?
দেখিছ কি স্মিত-নেত্রে কৌরব-নিধন ?
এ নিগ্রহ অভিপ্রেত বুঝি তব দেব ? নহে
কেন নিশ্চিন্ত এখনও ? দেখিছ না ভীমা-
ভর্জুন রক্তপাত করে কি সাহসে অনর্গল ?
কত সৈন্ত মস্তক-বিহীন ? গজ বাজি কত
গড়াগড়ি ? আজই রণ বুঝি হয় শেষ !!
এই ছিল অদৃষ্টে আগায় ? অসময়ে অভা-
গার, [সদায় সাম্প্রতি সব বিফল হইল ।
প্রতিবাদী পরম দেবতা ইষ্টকারী অনিষ্ট
করিল ?

ভীষ্ম । ত্যজ শোক কুরুবংশধর, যুচাব
মনের কালী তব । নবোৎসাহে করিহু
সমর—রণবেগ ফিরাইন ক্রুদ্ধতেজ ধরি ।
হটাইব পাণ্ডব-বাহিনী । খাওয়া ধাড়ি
যাওগো দেবতা বামে পশি ধরি শরাসন
মসৈন্তে যুনাহ পার্থ সনে, একা আমি বিম-
র্দ্বিন পাণ্ডব-বাহিনী । বাণে বাণে ছাইব
গগন । দেখিবে ভীষ্মের রণ স্থাবর জঙ্ঘম,
বিম্বিত হইবে দেবদল থাকে যদি দিন-
দেব দণ্ড চই চারি অরি কেহ ফিরিবে না

আর কোঁরবেল্ল কুরুক্ষেত্র হইবে শাশান
রক্তনদী বহিবে চৌদিকে ॥

[দ্রোণের প্রস্থান ।

বৃকোদর পিছে ; ধাও তুমি কুরুবংশধর
অগ্রগামী বহুদূর বীর । শতভাতা মিলি,
ধিরি তারে পাড়গে ভুতলে ॥

[দ্রুপদ্যোদনের প্রস্থান ।

পার্থরথ আসে যে এধারে, বিজ্ঞান বালকে
রথোপরে আজি রণে না জানি কি হয় ।

(রথারোহণে অর্জুনের প্রবেশ)

কহ পার্থ কায়িক মঙ্গল ।

শ্রীকৃষ্ণ । বিজ্ঞ বীর পাইলে কি ভয় ? অরি
মনে কে কোথা কুশল কথা কয় ?

ভীষ্ম । তা নয় কেশব ! এ প্রশ্নের প্রধান
কারণ রণভ্রম সব কি না হবে গাণ্ডী-
বীর । বাস্তব তাই অগ্রে জানিবারে বালক
চলিয়ে পাছে পড়ে রণভ্রমে ? করিব
যোজন ভগ্নবাহু সাধ্য থাকে বাধা দাও
বীর ।

অর্জুন । অগ্রে সহ কর শর দেব পিছে যেও
বাহু-সংযোজনে । প্রাণের মগতা ত্যাগ
পার যদি করিতে বার্ককে পিতামহ তবে
পশু সংযুগ সমরে নতুবা ছাড়িছ পথ প্রাণ
লয়ে পলাও মঘনে ।

ভীষ্ম । পিতামহী নাহি ত কীরিণী তোমাদের
প্রাণে তবে মমতা কিমের ? বিধবা
কাদিতে নাই ঘরে নাহি বধু বড় ভাল-
বাসি কাদে যদি কাদিবে তাহারা ক্ষতি
নাই, কর শরক্ষেপ বাল বৃদ্ধ দেখি কে চতুর
চতুরের চুড়ামণি সাথে ॥

অর্জুন । আরো সাধ কাঁপিছ যে দেন ?

ভীষ্ম । দত্ত দত্ত পার্থ মহাবীর বংশের হুলাল

তুই হেরি, অস্ত্রশিক্ষা এ বয়সে । অসহ
এ বক্ষে শরজাল বাজে নতুন কালের কবাটে
পলায়ন প্রেরয়ি আমার ।

[ভীষ্মের পলায়ন ।

অর্জুন । ফিরাও কেশব রথ সন্ধ্যা হলো
সমরারমান ! অই শুন তুর্ঘ্যের নিনাদ ।

[মঙ্গলের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

(দ্রুপদ্যোদনের শিবির-সন্নিহিত পথ)

(দ্রুপদ্যোদন, দ্রুপদ্যোদন ও মশালধারিণী)

দ্রুপদ্যোদন । কি কহ অগ্রজ, পিতামহে চেন
নাহি তুমি ? পাণ্ডব প্রাণের নিধি, তাচ্ছ-
ল্যের পাত্র শত ভাই । নতুবা কি চলিত
সমর এতদিন কোন্ দিন পরাজিত হইত
পাণ্ডব । বর্তমানে কে বীর শান্তনুসুতম ।

দ্রুপদ্যোদন । কেমনে কহিব তাঁরে, অস্ত্রত্যাগ
করিতে এখন ? সখা নামে জ্বলে দেহ
তাঁর, চক্ষুশূল মাতুল শকুনি । হয় ত কে
জানে তাই পাণ্ডবের পক্ষে যেতে পারেন
এখনি । কাড়ি ল'য়ে সেনাপতি-পদ
কর্ণে দিলে মর্মান্বিত হবেন গাজেয় । ভাবি
তাই হতেছি কুণ্ঠিত ।

দ্রুপদ্যোদন । সর্কনাশ হতে থাক তবে ।
অরি-পক্ষ হোক বলবান । শত ভাই ছিন্ন
মোরা, আজিকার কালরণে ভাসিয়ে
দিয়েছ ভাই অধিকাংশ কালের সাগরে
অবশিষ্ট মোরা কয়জন । এইরূপ চশিলে

সমর আমরাও শীঘ্র হব নাশ । যথা ইচ্ছা
কর গো অগ্রজ ।

দুর্যোধন । উভয় সঙ্কটে ভাই ভুলিলাম মান
অপমান । ডুবিতেছি অপার সাগরে যাহা
পাব করিব আশ্রয় ।

দুঃশাসন । জান ত কর্ণের তেজ ভাই । শুনেছ
ত প্রতিজ্ঞা তাঁহার । ধনুকরে নাগিলে
সমরে, কার সাধ্য বাধা দিবে তাঁয় ?
মূহুর্তে হইবে নাশ পাণ্ডব-বাহিনী । উৎ-
কর্থা প্রাণের দূরে যাবে । বর সেনাপতি
পদে তাঁয় শাস্ত্রেতে কথিত আছে বৃদ্ধের
বচন হিতকর ; কিন্তু ভাই অতিবৃদ্ধ বালক
যেমন পিতামহে নাহি কিছু সার বোধ
হয় ।

দুর্যোধন । নির্দোষের মত কহ কথা । উগ্র-
তেজে চেন কি প্রবীণ বীরেশেরে ? কি অদ্ভুত
সমর-কৌশল, দেখালেন পিতামহ দেখিলে
কি ভাই ? রণরঙ্গভূমে, যতবার চেয়েছি
আর্যের মুখপানে, ততবারই সমান উৎ-
সাহে লোহিত উজ্জ্বল অঁাখি দন্তে পাক-
ড়িয়া, টঙ্কারিতে দেখেছি কাণ্ডুক ।

পট-পরিবর্তন ।

(ভীষ্মের শিবিরমধ্যে ভীষ্ম শয়ান)

পিতামহ ! এসেছি ভেটিতে ।

ভীষ্ম । এস বৎস ! বোস আশ্রয়ণে । এ
নিশীথে কিবা প্রয়োজন ?

দুর্যোধন । কি আর কহিয পিতামহ উৎ-
কর্ঠায় আকুল পরাণ কে জানে কি হবে
ভবিষ্যতে । সমরের কিবা পরিণাম ?
সেনাপতি-পদে বরি আপনায় দেব,
নিশ্চিন্ত হইয়েছি সবে, মনে ছিল হবে

শত্রুনাশ ; কৈ দেব গত অষ্ট দিন শত্রুবল
কৈ হলো ক্ষয় ? বলদীপ্ত এখনো পাণ্ডব,
হীনবল দিনে দিনে মোরা । ঘুচিতেছে
আশা ক্রমে ক্রমে সন্দেহে আসিছে তব
পাশে কি নূতন করিব উপায় ?

ভীষ্ম । রে কুমার কুরবংশবর, উভার নহে
এ সময় । উত্তেজনা চাই দিনে দিনে,
ক্ষুর্তিও নবীন বলে, করা চাই ক্রমে ক্রমে
অরাতি বিনাশ । যে সে শত্রু নহে ত
তোমার । ভুলেছ কি পাণ্ডব-বিক্রম ? জান
না কি কেশবের সমর-কৌশল, রণনীতি
ক্রপদপুত্রের ? এ নহে সামান্য রণখেলা । সাম-
রিক বিধানের কুট ধারাগুলি, একেই হবে
প্রদর্শিত । সভ্যাসভে নহে ত এ রণ, উভ-
পক্ষে ভারতের বিজ্ঞ ধনুর্ধর কুরুক্ষেত্রে সত্তা
সমাগত । রণচণ্ডী সবারি পুজিত । এ দীপ্ত
সমরানল-সহজে কিহবে নির্দোষিত ? নিশ্চিন্ত
হইয়া রহ, রণে জয় পরাজয় অদৃষ্টলিখন ।
দুর্যোধন । পিতামহ ! এ কি অসম্ভব কহ
কথা । একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা তব
সাথে, পাণ্ডবের সপ্ত অক্ষৌহিনী, তারতম্য
রয়েছে শক্তির, দুর্বলের মনে বলীয়ান,
কতক্ষণ হবে রণ ?

দুঃশাসন । হে অগ্রজ বীর অবতার । অতি
বৃদ্ধ পিতামহ এবে আয়াম উৎসাহ তীব্র
তেজ বয়সের মনে ম্লান হইয়াছে ক্রমে ।
নাহি সে পূর্বের কঠোরতা, একাগ্রতা
গেছেন ভুলিয়া, সংসারের কোলাহল এড়ি
শান্তির শকটযাত্রী এবে পিতামহ । আমি
বলি আর কেন, দেহ ভাতঃ কার্যে অবসর
দূরে হ'তে দেখুন কোতুক ।

দুর্যোধন । আমারও বাসনা তাই ভাই ।

অঙ্গ ভাবে নাহি প্রয়োজন । দিন ভার
নব্য বীর কবে পিতামহ । মথা কণ্ঠ প্রদীপ্ত
অনল হন মুখ্য মেনাপতি তিনি । ভরা
কার্য সাধিবে সবার মনোমত । কহ দেব
কর মত এ অপেক্ষা নাহি সহুপায় কিছু
আর ।

ভীষ্ম । কি বলিলে ! কি বলিলে ! ওহ ! এ কি
মর্শভেদী দারুণ প্রস্তাব । অক্ষম আমি কি
হায ! অক্ষম অধমাদম তাদ্রব্য এমন
কৌশলে নিরস্ত করি মোবে রাধাসুতে
করিবে বরণ ? হাঃ রে ভাগ্য উগারে পরল
ওহো কেন ? কেন এ দারুণ অপমান
যারে বক্ষ যারে বিদারিয়া অন্তরাত্মা পুড়ে
হ'ল থাক ! ওরে বৎস, এ বৃদ্ধ বয়সে আর
কেন ? অসহ্য এ নরক যন্ত্রণা ! ! যা হবার
তাই হবে কালি এক দিন দে আর সময়
কালি প্রাতে প্রতিজ্ঞা আমাব হয় পবাজিব
অরিদলে নতুবা বীরের মারো বীরশয্যা
পাতি বীর হস্তে হইব নিধন—অনন্ত
কালের তরে অখিপদ্য হবে নিমীলিত ।
এ যন্ত্রণা সহিতে হবে না ! ! কবে ধরি, ওবে
বৎস কাঁদাও না অভিমানে মোরে, তোবাই
রক্ষক অভাগার ! !

ছর্যোধন । শিরোধার্য্য আদেশ গো দেব,
করো কল্য যথা অভিরুচি, আমি, পদধূলি
দেহ মাথে ।

[প্রণাম ও উভয়ের প্রধান ।

ভীষ্ম । অধীনতা অধীনতা ! ওঃ নিগড় বদ্ধ
দৃঢ়তর । অর্থদাস আমি কাপুরুষ । হারে
শ্রুতি ! কি দংশন তোব ? কি ছিন্তু কি
হইল এ চিন্তা বিভীষিকা । পিণাচেন স্বার্থে
সমাদৃত । নহে এত অপমান সহ্যে কি

গাজেয ? পুরুষবায় ! যাও রমাতলে শূণ্যভ
আরার গভীর একটা মুহুর্তে হয়ে শত বৎস-
রের যোর শ্রম উপার্জিত কীৰ্ত্তিস্তম্ব ধূল্য
লুটায় । নতুবা নতুবা হায ! ভাবিতেও চক্ষে
আমে জল, নতুবা ঘণার চক্ষে হেরিতাম
যারে সেই আজি অহঙ্কারে ফুলি, এই
শিরে করে পদাঘাত । সহি আমি বিনা
বাক্যব্যয়ে । অধীনতা ? সর্বনাশী তুই, তোর
কার্য্য সকলি অসুত ! ! রাজারে করিস তুই
পথের ভিখারী, মহাবীরে বিড়ম্বিয়া কাল-
কুটে রাধিস ডুবায়ে ? তাই আজ শাস্তনু-
তনয় অশ্রুণীবে ভাসিছে নীরবে ! ! যারে
শ্রুতি কব পণায়ন ! সে আমি ভুলিয়া
যাই, এ আমি এখন কৃপাকটাক ভিখারী
ওকি ? উষা আনোক মধুর । প্রাতঃকৃত্য
সারিয়ে সন্মরে ঝাঁপায়ে পড়িগে উদ্বেলিত
সমর-সাগরে পাবি যদি সাতারি সতেজে
পাব হব নতুবা ডুবিব অবহেলে ! !

[প্রহর ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—*—

(বর্ণক্ষেত্র)

(একদিক দিরা দোণা থাও অণবদিক দিরা
অর্জুনের প্রবেশ ।)

অর্জুন । পাইরাছি গুরুদেব, শিক্ষার পরীক্ষা
দিব আজি গুরু । শিষ্যে আশ্রনসমররঙ্গে
মাতি । যৌবনের জীবন্ত প্রতিভা জড়
বুদ্ধি বুদ্ধেরে দেখাব । কাটির কাশ্মুক
করে, প্লেত কেশ উড়াব কোতুকে ।
দোণ । উচ্চ আশা উপযুক্ত বটে, শ্রুণ্ডাশ্রয়

ভক্তা গাজে তোয, তুই পার্থ পুত্রের সোসর
এটা কিন্তু ক্রীড়াভূমি নয় রক্তপাত জীবন
ধ্বংস প্রতিপদে সমর সঙ্কট । ত্যজিয়ে
কৌতুক লীলা কালক্রীড়া কব আয়োজন ।
দগুনে অধর চাপি জরুক্ষিত কবি, আগ্ন
পর হয়ে বিষমবণ, উগ্রভেজে আয়বে
ক্ষত্রিয়, শরণসাধ মিটাইয়ে দিই ।

অর্জুন । শরতেব জলদ গর্জনে গুরুদেব
বালকের প্রীতি-উৎপাদক । নহি ছুফ-
পোষ্য শিশু । উচ্চ কথা আশঙ্কা প্রমাণ
কথা নাই কার্য্য চাই দেব ছাড়ি বাণ কর
নিবারণ • বায়ব্যাক্তে উড়াইব ঠাট তব
সনে ।

দ্রোণ । শৈলাস্ত্রে নিবারি দেখ বীর অর্জ
পথে হইল মিলন—সমর রহস্তে সুপ-
পণ্ডিত । কৌতুকের নহে ত এ ঠাই । ব্যর্থ
বাণ মরণ সমান । রণমূর্খ কিনিও না
নাম তাকুল্যের ।

অর্জুন । হে কেশব ! দেখিছ কি ? আসিছে
ত্রিগর্তরাজ-বিরাট বাহিনী । রথ চায়ে চল
ওর দিকে সুশর্মায় শিক্ষা দিব কিছু ।
আসি গুরু কামপূর্ণ হয়নি এখনও ।

দ্রোণ । ওকি হেরি ? সঙ্কুল সমর ? ছুই
ঠাটে হইল মিশামিশি বাহ ভেদি পশিল
যে পাণ্ডব-বাহিনী ! টলিল অচল ঠাট
মহাশক্তি হৈল সংঘর্ষণ দেখি অগ্রসবি
পরিণাম ।

নেপথ্যে জয় পাণ্ডবের জয় ভেদি নিমাদ

(ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন । সঙ্কুল সমর রীতি, উচ্চ সাধ মিটা-
ইল মোর । পাছু হটি পালাল কৌরব ।
ভীমযোগে বিরাট-বাহিনী বাহ-মুখ করি

ছারখার রণে হানা দিল চারি ধারে । সে
বিপুলবেগ কার সাধ্য করে নিবারণ ।
ছত্রভঙ্গ হইল কৌরব দলবল ; দলে দলে
হাঁটুগাড়ি অসিমুখে । অসহায় অপিল জীবন
অবশিষ্ট পলাইল ছুটে !

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল । সেনাপতি ! ফিবিল আবাব ফিরিলা
কৌরব সেনা শল্য সহযোগে । পুন ছত্র
হয়েছে গঠিত । দ্বিগুণ উৎসাহে লঙ্কা-
রিয়া ক্রুদ্ধ কেশরী ব মত সবে, রক্তক্ষেত্রে
বহি ছুটাইয়া রণরঙ্গে মেতেছে আবাব ।
ধর্ম্মরাজ সনে মৎস্য পাঞ্চাল্যাপতি শল্য
রণে অস্থির এখন শরে শরে বর্ষিছে অনল
বক্ষে আর নাহি কারো স্থান ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন । শীঘ্র যাও কহ গিয়া বৃকোদরে, কহ
সাত্যকিরে সসৈন্য উভয়ে ত্বরা করি ছুই
দিক্ হোতে করে যেন বেগে আক্রমণ ।
মধ্যে পড়ি বিষম্ চাপনে মজরাজ হেরিবে
অঁধার ।

[কুলদেব প্রস্থান]

গজসৈন্য কাতাবে কাতারে চলন্ত পর্কত
যেন, অগ্রসর ধরা কাঁপাইয়া । বৃকোদর
বিক্রমে বিশাখ গদাঘাতে দিবে যমালয় ।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব । বীরবর । কি দেখিছ আর ? দেব-
ব্রত রণে আগুসার । জ্বলন্ত ভূধর সম
দীপ্ত তেজে রণোন্মাদ হয়ে অগ্নিরাশি
বর্ষিছেন রণরঙ্গভূমে । রুদ্ধকপী শমন
সোসর সংহার সুবতি ধরি প্রদীপ্তসায়কে
বিকিছেন ভীম সাত্যকিরে ধর্ম্মরাজ বিরাট
ক্রপদ আত্মহারা বিভোলের প্রায় ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন । ত্বরা করি যাও মহাদেব । কহ

গিষে, দাঁহিতে সমবে ভীমবেগে ছেদি,
কাশী, কুবয়ব হিনী দগধনে। অর্দ্ধচন্দ্রা-
কার ছত্রে চতুর্দশ সহস্র যুবকে।

[মহদেবের প্রস্থান ।

তীব্র বাণ থব থব ত্যজিহু কাশ্মুক হতে
বড ভয়ঙ্কর। সমর পিপাসা শান্তি হউক
ওদেব ব্যগ্র হয়ে ছিল কয়দিগ। রুদ্ধ
তেজ দিক্ ছুটাইয়া লুটাইয়া পড়ুক কোবর
আববাব।

(ষষ্ঠীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। সর্কনাশ হইল সোদর। ভীমাব
ভয়াল বণে কেহ নহে স্থির। ছত্র ভঙ্গ
হয়েছে বাহিনী। হত হতে পূর্ণ বণভূমি
ধ্বষ্ট হুয়। দক্ষিণে পাঞ্চানগণ আছে অপেক্ষিয়া
আহ্বানিয়া আন হবে ভাই।

[ষষ্ঠীর প্রস্থান ।

দেখিব ভীমাব কত বল সঠেসে সমরে
পশি প্রকাশিব জলন্ত সমরনীতি আজি।
নরব্যাজে লব বন্দী কবি জীবন্ত পিঞ্জরে
পুঁবি ধর্মবাজে দিব উপহাব।

[নেমে প্রস্থান ।

(ভীমের প্রবেশ ।)

ভীম। বণভূমি বীরশূন্য প্রায় পাণ্ডবেব কে
আছে কোথায়? পলায়ন কর। ধিক্ বে
ক্ষত্রিয় নামে কলঙ্গ-মাগবে 'ক্ষত্রিয়ের বাহু
বীর্ঘ্য-বীরত্ব বিপুল একেবারে দিলি বিস-
র্জন? ছার প্রাণ না দিয়ে সমরে কোন্
কার্য সাধিতে করিলি পলায়ন? ক্ষত্রি-
য়াণী স্ত্রী পুত্রী তোদেব, ঘৃণায় যে দিবে
প্লামাইয়া। একা বথে জিনিহু সবায়। এই
বীর পাণ্ডব মহায?

(রথারূঢ় অর্জুনের প্রবেশ ।)

অর্জুন। কাবে জয় কবেছ প্রাণ, কিমে এত
কব অহঙ্কার? ওমান কবিব ওঁড়া ভানু
মনে যাও অস্তাচলে।

ভীম। অর্দ্ধ পথে কাটিলাম বাণ। শুধু
আত্মরক্ষ-নীতি নহে আজিকাব, শরে শরে
বিধবিধ অর্জুন ভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত ক্লথ হইতে
পড়িবি ভূতলে মৃত্যু ভোব শোণিত বমনে।

অর্জুন। নাবাণ। কি দেখিছ আব? সর্ক-
ক্ষ কাঁপিছে থব থব, তীব্র শব শেল-
সম ঝানে বক্ষে বুঝি নাহি আব ঠাই, শবা-
ঘাতে তুমিও কাতব উহঃ একি রুদ্ধ শ্বাস? এ কি?

শ্রীকৃষ্ণ। রে পামব! চিনিনি না নব নারা-
য়ণে আজি তোর নাহিক নিস্তার। মুণ্ডা
ঘাতে চূর্ণিব শরীর—

অর্জুন। একি সখা, প্রতিজ্ঞা কি হলে
বিস্মরণ?

ভীম। ত্যজবে অর্জুন নার যণে। এই দেব
অগ্রহীন আমি। লকাণ্ড পতির করে-
প্রাণ দিয়া পশিগে গোনোকে। হেন মৃত্যু
কাব না জগতে বাঞ্ছনীয়? বক্ষপাতি দিহু
জনর্দন। পঞ্চ করহ চূর্ণ চরণ-প্রহাবে
যোণীন ধ্যানের ধন, শিরের সম্পদ,
জ্যোতির্গুণ ও মুখ নেহাবি পাপ প্রাণ
ছাড়ি প্রাণাবাম। বহুক বৈষ্ণব দেহ
বিমুদুত আসি আত্মায় দেহ গো প্রমাদ।

শ্রীকৃষ্ণ। হয়েছিল আত্মবিস্মরণ, সখা তব
নেহাবি মলিন মুখপানে। চল ফিরি
উঠ রথোপরে আজি রণে বিজিত পাণ্ডব
মলিন দিনেশ অই গেজ অস্তাচলে মলিনা
প্রকৃতি হায় আবরিল মুখ, তামসী অব-

গুঠনে অই অই, শোন ছাডিছে নিশ্বাস
প্রভঞ্জন; হাহাকার পাণ্ডব শিবিরে। চল
কিবি ধর্মবাজ পাশে ।

[প্রস্থান।

ভীষ্ম। গেল বে মাহেন্দ্রগণ এ সুযোগে
হলো না মরণ? কে জানে কতই দুঃখ আছে
এ কপলনে, ধিক্ বে ক্ষত্রিয় বলে ধিক্
পিশাচের অধীনতা ।

[প্রস্থান।

—*—

তৃতীয় দৃশ্য ।

—*—

(তীক্ষ্ণ শিবির সম্মুখ জ্যোতির্গম্য তাকাশ
হৃৎতে জ্যোতির্গম্য বহুগণের গীত)
বিশ্ব বিশ্বাস মাথা মোহ তেযোগি ।
দেব জীবনে পুনঃ হও অন্তবাণী ॥
সাব সারণ কব, প্রীতি কুয়ুম ধব,
ভাব বিভোব প্রাণে সুখ দুঃখভাগী ॥

ভীষ্ম। পূর্ব কথা হইল সারণ। বব না
জগতে আব ভাই, নিবহেব বিকট যাতনা
মর্মান্তিক পশিল দেখিয়া তোমা সবে।
অমৃতাপ অশ্রুণীবে, অগ্নিময় তিতিল
কপোল। মিলনাশা ফুটিল বিদ্যুৎ। হই-
যাছে শাস্তি যথোচিত। যাব ভাই বব না
জগতে পাপে ডুবি পুণ্যস্রোতে ভুবা করি—
বাঁপায়ে পড়িব দেহে রাখি পাপভাব,
লবেন পৃথিবী থাকে যদি। আত্মলোকে
করিব প্রয়াণ শাপমুক্ত হ'য়েছি নিশ্চয় ।

(বহুগণের অন্তর্ধান)

জ্যোতির্গম্য পলালি নিষ্ঠুর। প্রাণ ভোবে
দেখা ত হলো না কত কাল আছি ডুবে

অধাব অর্পবে। কৈ কি? স্বপন বুনি?
কি প্রলাপ বকিতেছি আমি? বণপ্রম্ভে
নিকল অন্তর ওহো তাই, তাই আমে
জাগ্রতে স্বপন। নৈশ বায়ু কব স্নানীতন
নিবাও পাব যদি অন্তর জলন।

(কৃষ্ণসহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ)

কে তোমবা! অধাবে লুকায়ে অস্পষ্ট
শবীর শীঘ্র কহ কে কে তোমবা? নতুবা
হাবাবে প্রাণ শিবিরের দীতি এইরূপ।
শ্রীকৃষ্ণ। দেবব্রত! অতিথি পাণ্ডব তব প্লাদে
কবিতে প্রণাম।

ভীষ্ম। আব বৎস! শিবির ভিতবে। চাঁদ-
মুখ দেখি তো সন্যাস। দেখি ভাল কবে
একবার।

(শিবিরমধ্যে মঞ্চলৈব প্রবেশ)

শিবিরের অভ্যন্তর দেশ

ভীষ্ম। আহা এ কি? সে লাবণ্য কৈ?
ক্ষুব্ধিত সুহাস ছুতি, শান্তোজ্জ্বল চাহনি
নেত্রের আশ্রয় সে ঢল ঢল ভাব, তেয়া-
গিলি কোথায় পাণ্ডব? অনন্ত বিষাদ-
চ্ছায়া, মানিত্ত্বের চিহ্ন ঠাই ঠাই। নিবা-
শাব চিত্রপট যেন? আহা মবি এ দৃশ্য কি
সহ্য যায় হায়! চক্ষে জল আমে হে কেশব
পিতৃহীন অনাথ সন্তানগণে হেবি। হায়
আমি পাপ মন্ত্রণায় কি নিষ্ঠুর এ বৃদ্ধ
বয়সে। কি উপায় কবি জয়ীকেশ?

শ্রীকৃষ্ণ। বয়োজ্যেষ্ঠ সবাধার গুরু, প্রবীণ
আপনি মহাশয়! মন্ত্রণা কে দিবে আপ-
নায়? নিজে বুঝি ককন্ বিচার হিতাহিত।
পাণ্ডবেরা বড়ই অনাথ।

ভীষ্ম। কি কহিব তোমায় দেশব। আত্মতে
ত আমি আব নাই উদাস মানস প্রাণ

কেমন কেমন, আয়হারা উদ্গাদেব মত ।
কি যেন কি পূর্ন কথা, 'মানস আকাশে
চমকি বিছাদং মিশায় আকাশে, পুনঃ
ঘোব অন্ধকারে অন্ধপ্রায় হই । উঠে
পড়ে বক্ষ ঘন ঘন, চমকে চাহি হে চা বি
ধারে । ভূত ভবিষ্যৎদর্শী দেখ ভাল করি
দেখ যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবলে, গুটতন্ত্র পার
প্রকাশিতে মানসেব ।

শ্রীকৃষ্ণ । ভুলিলে দেববত, ভুলিলে কি
সুবাস্তি হবণ, ভুলিলে বশিষ্ঠ—অভিশাপ ?
সপ্ত বনু জনমি গিয়াছে নিজদোক, তুমি
সুধু পশ্চাতে পড়িয়া । পাপমুক্ত তাই
উচাটন আর প্রাণ না চাহে থাকিতে
ধবাপরে আত্মলোকে করহ প্রাণ ।

ভীষ্ম । জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া কেশব এতক্ষণে ।
স্মৃতি আমি জাগিল বুঝি পূর্নকথা ।
ছাড়িতে পিঞ্জর প্রাণ, তাই এত হলো উচা-
টন । কহ বৎস সুদীর্ঘ কহ কিবা সাধিব
অন্তিমে তব কাজ ?

সুদীর্ঘ । পিতামহ ! তব রণে কেহ নহে
স্থির ; প্রায় শেষ পাণ্ডববাহিনী । বিপক্ষে
রহিলে যদি কহ তবে দেব পুনঃ মোরা
যাই বনবাসে । আপনি থাকিতে রণ—
জয় আশা আর্ধ্য আকাশকুসুম । অনাথ
পাণ্ডব নাথ । পাণ্ডবে পিৰীতি থাকে
যদি কহ তব মৃত্যু উপায় । সময় ত
হয়েছে তোমাব, ইচ্ছা মৃত্যু কে না জানে
তব । কহ কি উপায়ে রণে হইবে পতন ।

ভীষ্ম । প্রাণের পাণ্ডব তোরা—জীবনীমা
সঙ্গ এত দিনে বে আগার, আয় রণে
পাশরণে না হবি কাতর । অগ্নহীন না
হলে গাঙ্গেয়, কার সাধ্য করিবে বিনাশ ?

বাণ্যাবদি ত্রিভুবা আগার—পল্লবিত্তে,
নিরন্তে, নিষাদে, নারীপণে, নাহি হানি ;
অগ্ন ত্যজি দর্শন মাত্রেই । শিবপ্তী ক্রপদ-
কণ্ঠা জানে চবাচব, পাইয়াছে পুরুষ
প্রকৃতি । তারে আগে কবি বাণ-রূপে
ধনঞ্জয়, এ বক্ষ বিদারি শবে, শরশয্যা দেব
যেন পাতি, শবে শরে পড়িব সমর রঙ্গভূমে ।
নাবাধণ মাথী তোমাদেব আমি গেলে জয়-
লক্ষ্মী চণিয়া পড়িবে তব দিকে বে নিশ্চয় ।
কহিহু এ বিহিত উপায় ।

সুদীর্ঘ । আমি তবে পিতামহ । পদধূলি
দেহ দেব শিরে পাণ্ডবের ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

- * -

(অর্জুনের শিবির—অর্জুন)

অর্জুন । জীবন যজ্ঞগাম্য, 'নরলোক জীবন্ত
নরক । হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, কুটিলতা অনা-
হত নাচিছে তাঁওবে অট্টহাসে বিকট
মূর্তি স্বার্থ প্রেত দুবিছে চৌদিকে, সম্মুখে
তাহাব মায়া দয়া—শ্রেম ভালবাসা, গুণ
ভক্তি—বিশ্বাস বিপুল—ভস্ম হয়ে যায় রে
উড়িয়া । ক্ষত্রিয় প্রধান নর প্রেত—
হত্যা তার বদনে অধিত গাঢ়তর । মর্মে
তাব—মমতার তন্ত্রী, ছিন্ন ভিন্ন—স্বার্থের
উচ্ছ্বাসে । পিতা পুত্র অটুট বন্ধন টুটে
যায় । ভাবিতেও শিহরে শরীর । যে
সামান্য অপকর্ম তরে, ঘৃণা করি চাহি

চৌর পানে, নরঘাতকেবে দিই গালি,
নিষ্ঠুর—নৃশংস নামে করি অভিহিত—
বধকাষ্ঠে দিই ঝুলাইয়া—তদপেক্ষা শত
গুণে—ঘোর অপকর্ম্য কবি ফুলি অহঙ্কারে
সমবে অগণ্য নব নাশি,বীর আখ্যা পাইবে
সমাজে । বধি আত্ম পবিজনে, বলি দিযে
সমুখু সমরে স্বর্গদ্বারে খুলাই অর্গল ।
ছি ছি—পিণাচ অধম, প্রাণের দেবতা
বলি, প্রাণ ভোরে পুজেছি যাহায়, কি
বোলে মমতা মায়া দিযে বিসর্জন—ফেলি
ভাঁষ কালের কবলে ? বিকৃ ক্ষত্র নামে
ধিকৃ বীরেব জীবনে, ধিকৃ থাক—সমব-
কৌশলে ।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ । এ কি সখা ? এ কি ভাব হেরি ?
অর্জুন । ভাবেব কি অপ্রতুল ভাই ! পৈশা-
চিক মন্ত্রণা করিযে আত্মা মোব অস্থি
এখন । কি কহিব হৃষীকেশ—প্রাণে মোব
ঘটেছে বিধব । হায সখে—শিশুকালে
ধুলাখেলা করিতে কবিতো, জানু ধবি যে
পিতামহেবে পিতা বলি উঠিতাম কোলে,
যাব আঁখিনীবে ভাই—দেখিতাম মমতা
প্রচুব ; কোন্ মুখে অত্যাঘ সমবে অস্বাঘাত
করি আমি সে মহাপুরুষে ? বক্ষেব
শোণিত শুকাইযে, করিয়াছিলেন সবে
লালন পালন এইকপে দিব কি তাহার
প্রতিফল ? হা কেশব এ নিষ্ঠুর কায—
রাক্ষসেও না পাবে করিতে । ছাব রাজ্য
চাহি না চাহি না পুনঃ যাব বনাসে দীন-
ভাষ কাটাব জীবন !!

শ্রীকৃষ্ণ । একি কথা ধনন্য পূর্ব পণ
কিকূপে হইলো নিম্বন ? ভীষ্মবধে প্রতিজ্ঞা

তোমার । জনমি ক্রিয়াকুলে, পণভঙ্গ-
দোষে দোষী থাকিতে সময ? পাইয়াছি
উপযুক্ত কাল এ সুযোগ কেন কর ত্যাগ ?
ইচ্ছাপূর্ণ কর দেবতাব । সনাতন ধর্ম্য
ক্রিয়েব, পালন কবহ বীরবর !

অর্জুন । হে কেশব ! তব ইচ্ছ হইবে
পূরণ । ইচ্ছাময়, তুমি ইষ্টদেব । তব বাক্য
ইষ্টমন্ত্র মোর ! পণ রক্ষা কবিব সমবে
প্রাতঃকালে । দেবত্রতে দিব বিসর্জন—
কাল সিদ্ধুজলে কালি ভাই । রণবহ্নি
নিভাব-সহজে আশা তূর্ণ পূর্ণ হবে দীন
পাণ্ডবেব !!

[অস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

(বন ক্ষত্রে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠি ও ভীষ্মদ্বয় ।)

ভীষ্ম । হে পিতৃব্য ক্ষত্রশিরোমণি ! দ্বাপ-
বের বিভীষণ তুমি । আভা ক্ষবে দেব-
তার দেহে । আত্ম পরিজন ছাড়ি, ভ্রাতৃ-
স্নেহে দিযে বিসর্জন, অবিসনে করিলে
পিবীতি । এ সুখ্যাতি ঘূষিবে জগতে
চিবকাল ।

যুধিষ্ঠি । ওবে বৎস ! ধর্ম্যপথ কে ছাড়ে
হেলায় । যথা ধর্ম্য তথা জয়—অশ্বমেধ
অন্তিম বড়ই ভয়ানক । ভ্রাতা মোর
রাক্ষসাবতার পাপ প্রেত চৌদিকে তাহার
কি ছার মমতা মায়া স্নেহ পিণাচের ! অন্ধ-
কার চক্ষে নারকীব !! পুণ্যদীপ প্রাণের
আলোক, প্রাণ তাই ধাইল হেথায । ধর্ম্য-
পথে কবি বন যরি যদি পাইব গোনোক ।

অভি। কব কণ উৰ্দ্ধ প্রাণ তব উচ্চাসন—
জীবনে মরণে !!

[প্রস্থানঃ]

(হুৰ্য্যোধনের প্রবেশ)

হুৰ্য্যোধন। আবে কুকুলাঙ্গার, কেন গর্ভে
রেখেছিল জননী আমায়, তোবে নব প্রেত
গিছা হাথ। ঘৃণা করে ও মুখ হেরিতে।
ইচ্ছা কবে পদাঘাতে চূর্ণ করি দেহ তোর
শাস্তি কবি ক্ষোভ।

মুগ্ধ। পাপস্রোতে মিশি নাই বোলে,
পিশাচের পাপ প্রাণ ক্ষোভে বোয়ে
কাল্যাপি উগারে নবকেব, নির্ভয় তাহাতে
আগি, আপনি পুড়িয়ে তায় হবে ভস্মবাশি।
সোদর মমতা মাথা অস্ত্রমুখে করিব
প্রকাশ। নবকের কীট তুমি ভাই!
বিবহীন নাগ স্রু গর্জনে তংপন, কালের
ভ্রাকুটি চিহ্ন নেত্র জ্যোতিহীন; পাপে দেহ
জর জর, পুরুষত্ব কি আছে পিশাচ আব
তব ?

হুৰ্য্যোধন। বড় তীব্র বচন পামর, আর সহ
না পারি কবিতে। ভ্রাতৃদ্রোহি। বিশ্বাস
ঘাতক! আর তোবে প্রেরি যমানয়।

(ধ্বজ)

মুগ্ধ। না ছাড়িব রণ, প্রাণ যায় যাকু,
আজি সাধ্যমত করিব সমর--

(ধ্বজ ও পতন—হুৰ্য্যোধন ন বঞ্চে বসিগা)

হুৰ্য্যোধন। ইষ্ট কিছু থাকে যদি কোরে নে
স্মরণ।

মুগ্ধ। ইষ্ট মোর নব-নারায়ণ।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। ভাণ খেলা খেলিস্ পামর। অনশেষে
নাই হনো বুনি ? নৌহগদা নারিনি
নাড়িতে বুনি ভাণ ?

হুৰ্য্যোধন। প্রতীক্ষাণ আছিহু রে ভীম! মন-
সাধ আয় মিটাইব তোব সনে, মুখের
সমব-নীতি দেখিতে কোতুক। প্রতি-
ঘাতে চুপি তোব শির।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। থাক থাক বীলের বিদ্রূপ তীক্ষ্ণশরে
নৌহগদা হনো খান্ খান্। পুন বঞ্চে
হানিহু। ও কি! ওবে পিশাচ ছি ছি থিকু
নারিলি সহিতে পলাইয়া বঞ্চিত জীবন ?

(হুৰ্য্যোধনের পলায়ন।)

ভীমসেন কি দেখিছ আবি—অবিনাশে চল
যাই নাইয়ে নকুন সহদেবে সঙ্কুল সমবে চল
মাত গে বাহিনী সহ বজ্রনাট্য কবি স্তীর
তেজে পাছু হটি পলায়ে কোবব।

[সকলের প্রস্থান।]

(শিখণ্ডির প্রবেশ)

শিখণ্ডী। কৈ ভীম লুকান কোথায় ? এই
থে হেবিনু রথধ্বজ—এই ধানে—দলে দলে
পাড়িতে বাহিনী আমাদের ? পদব্রজে
কে আসে ও বীর ? দেবব্রত ! এস রণ-
অপেক্ষায় আগি।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। ছি ছি ! একি অনাক্ষণ। ঘৃণা
দিরাতে হনো মুখ।

শিখণ্ডী। আজি আর নাহিক নিস্তার, মম
শরে জীবলীলা সাক্ষ কর বীব !

ভীম। নিরস্ত্র আগি রে হেরি তোয়, কার্ষুক না
টঙ্কাবাব আব। শব তোর পুষ্প বরিষণ
হয় দেহে। ঠেকে গাব পড়ে ঠিকরিয়া।
দাঁড়াইয়া দেখি কতক্ষণে তুণ শূন্য করিস্
রননী-পূর্ন নর।

(অর্জুনের প্রবেশ)

ক্রৌঞ্চ। কব পার্থ শর বাণিষণ। এ বড়
হুযোগ হুমময়।

ভীষ্ম । এ কি শব্দ জ্ঞানন্ত অনল, এ শব্দ ত নহে
শিখণ্ডীর ? এই যে কুলিণ সম অবিহীন
শরধাবা হতেছে বর্ষণ, এই যে মুখ্য সম
সুতীক্ষ্ণ শাণক আবরণ ভেদি মর্শে কবিছে
অ দাত—এত! কভু শিখণ্ডীর নয় ? নেলি-
হান ভুজঙ্গ সম এ যে বাণ গাণ্ডীবধন্যাব ।
গাণ্ডীবী ব্যতীত ত্রিভুবনে, কার সাধ্য
বিলবে এ বক্ষ গাণ্ডেযেব ? আজি মৃত্যু
নাহি রে সংশয়, বাণে বাণে দেহ কট-
কিত ? আইস সন্মুখে ধনঞ্জয় ! এস কৃষ্ণ—
পূর্ণ প্রাণারাম, হেবিতে হেরিতে ঐ বাঙ্গ।
• শ্রীকুরণ, রঙ্গভূমে লুটাই পুলকে !

(হৃঃশাসনের প্রবেশ)

হৃঃশাসন । পিতামহ ভূমিতলে কেন ? কর
গিয়ে রথে আবোহণ ।

[ভীষ্মের প্রস্থান ।]

অর্জুন । হও হে শিখণ্ডি অগ্রসর । ছাড়িও
না ভীষ্মের সন্মুখ !!

শিখণ্ডীর প্রস্থান ।

হৃঃশাসন । ওহে পার্থ ! বীরত্বের এই কি হে
রীতি ? এই কি হে ক্ষত্রিয় বক্ষণ ? ছি
ছি ধিক্ ধিক্ তব এ কি এ ব্যাভার ? লুকা-
ইয়া করিছ সমর ? সাধ্য থাকে কবহ
প্রকাশভাবে রণ ।

[যুদ্ধ হৃঃশাসনের পল্লয়ন—অর্জুনের প্রস্থান ।

(দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ । একি হেরি অলক্ষণ ! বাস চক্ষু
নাচে ঘন ঘন, শিবা-শব্দে বিদরে গগন !
বিনা মেঘে বজ্র কড়কড়ে, প্রলয়েব অন্ধ-
কার আকাশ জুড়িল, থাকি থাকি শোণিত
বর্ষণ ! ও কি ? কেন ? শুনি হাহাকার—
• কৌরবেব ছত্রে কেন বোদনের রোল ?

ওকি পুনঃ শঙ্কানীদি - পাণ্ডব চমুণ ? কে
জানে কি যুটিল বিপদ ।

(হৃঃশাসনের প্রবেশ)

হৃঃশাসন । হে আচার্য্য সর্সনাথ ! হইল
গো ভীষ্মের পতন । শবশয্যা পাতি দেব
হনোন শয়ন ।

দ্রোণ । এ কি শুনি ! হায় হায় হায়—
হৃঃশাসন । উঠ ওরু ! মিল গো নখন । এ
বিপদে কেহ নহে স্থিব । পুনঃ কেন বিপদ
বাড়াও ?

দ্রোণ । কুক্ষণে খসিল হায় কোঁববের
গৌবব তখন । বিশ্ব বীর কে আছ
কোথায়, কাঁদ আজি বিদরি বিমান, চুড়া-
মণি খসেছে বীবেল—কুক্ষণে হযেছে
শ্মশান ! সমর মন্ত্রণাদানে, কে আর রচিবে
বৃহ অভেদ অটল ? কার তেজে, বিশ্ব
চবাচর স্তম্ভিত হইবে, রনে নিম্মিত হইয়া ?
কার রণতুর্ধ্যানাদে ভীমবেগে পশিবে সমরে
কুরুবীর ? একা বৃদ্ধ বহিনু জগতে—সব্য
কর ভাস্কিন আমার ! কে আর ব্যথার
ব্যথা রহিল দ্রোণের ? আজি দ্রোণ জাতৃ-
হীন হইল জগতে ! চল বৎস ! চল যাই,
দেখি গিয়া মে মহাপুরুষে—কুব পাণ্ডবের
নাথ অনাথের মত হায় আজি সমর-
শয়নে !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

(পাণ্ডব-শিবির—যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ)

যুধিষ্ঠির ! হা কেশব ভূযানে বিকট দাঁহন
হৃদয়ের—মর্শে মর্শে ছুটিছে বিজ্ঞান । এ যে

জালা হইল নিষম। সর্বনাশ। কি ক্ষতি
যে হলো পাণ্ডবের উত্থান কি শোক-
সাগর, কি অনন্ত অত্যাতি ঘুমিল চবাচর—
কে করিবে তাব পরিমাণ? অনাথ পাণ্ডব
শিশুকালে পিতৃহীন; পিতার সমান ভাবি
যায়, শোকে দুখে পাইত সান্ত্বনা। যার
মুখ পানে চাহি, অতি মিষ্ট শুনিতাম বাণী,
যার স্নেহে পালিত পাণ্ডব—হা অদৃষ্ট! কি
হইল হায়। কি করিহু, পিশাচ পাণ্ডব গুপ্ত-
রণে বধিহু সে হেন দেবতায়? হাবে
সব্যমাতী এই কি সমরশিক্ষা তোব?
হৃদয় কোথায় রাখি সে মুখ যাহা পাবিলি
করিতে শরাঘাত। স্নেহমাথা সে নখন
পানে, চাহিলে যে ভক্তিশ্রোত হয় প্রা-
হিত। হায় প্রাণ! পায়ণ ও মন? বল
ক্ষয়ীকেশ গুরুবধে প্রাশস্তিত কিবা? যাক্
রাজ্য, চাহি না চাহি না—যাক্ ধন লউন
কৌরব—এ জগৎ অশান্তি-আলয়। ধর্মহীন
নরনারী হিতাহিত নাহি বিবেচনা। নতুবা
কি ধর্মমতে আজি নিপাতিহু বংশের
প্রধান, শিরোমণি দিহু বিসর্জন, হারে
নির্মম কঠিন এখমও না ছাড়িহি পিঙ্গর?
চাহি না—চাহি না তোয় এখনি করিব
বিসর্জন। অনলে মলিলে কিম্বা কৃপাণে
প্রবেশি, আত্মঘাতী নিবাইব জালা অমহ
এ অনন্ত জলন।

শ্রীকৃষ্ণ। বিজ্ঞবর সামান্য নবের মত সংসা-
রের মোহে অচেতন? বিধাতার লিপি কি
পারিবে পালটিতে? ভোগাবসানেতে নর-
নারী আত্মদেশে ধায় গো পুলকে পিছে
পোড়ে থাকয়ে প্রবাস এ জগৎ। এ রহস্য
কি শিখাব কিনা জান ভাই। কেহ কারও

নহে হত্যাকারী, কর্মফল যে যাহার ভুঞ্জে
এ ধরায়—

(অভিমুখ্য মহ দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরায প্রবেশ)
যুধিষ্ঠির। হা প কালী কি দেখিতে আইলে
হেথা? সর্বনাশ হযেছে মো চির-
অভাগিনী। পিতামহে দিয়েছি সমরে
বিসর্জন।

দ্রৌপদী। ওহো নাথ! কি করিলে, কার
প্রাণ করিলে হরণ? পাণ্ডবের প্রাণের
দেবতা পিতামহ—তারে নাশি দাভিলে
কি ফল? কি পবিবেদনা হায় মরমের
কি ক্ষত দারুণ! কে আর লইবে কোন্
স্নেহাঙ্গ কবিবে বরিষণ? অভিমানে অঁখি
ফুলাইবে কার কাছে প্রাণের যাতনা দেখা-
ইবে? কে সান্ত্বনা কবিবে পাণ্ডবে? সে
প্রশান্ত মূবতি মহান্ দেখা বুঝি ফুবা
কেশব, হায় অভাগিনী আমি, এ সমর
আগারি কাবণ পাপভার পড়ুক এ শিরে
পাযাণীর।

অভিমুখ্য। কারও দোষ নহে দেবি! দোষী
কুরুকুল কুলাঙ্গার। অতিবৃদ্ধ দেবব্রতে
কেন রণে পরিল পাগর! আব বীর ছিল
না কি সাথে? স্ব-ইচ্ছায় দেবব্রত পড়িলেন
রণে! কি মর্মবেদনা তাঁর দেখন বিচারি,
জুই দগ্ধ সমান স্নেহের দুপঙ্কেবই জনম
জনন তাঁর কোনে, তাঁর কি সমর সাজে
দেবি? উভয় সম্মুখে পড়ি লইয়াছিলেন
সৈন্যভাব—মনে ছিল ত্যজিতে শরীর রণ-
ভূমে—ইচ্ছামৃত্যু ভাবনা কি তাঁর?

শ্রীকৃষ্ণ। চল তবে ত্যজিয়ে রোদন, দেবব্রত
পতিত যেখানে, অনাথের মত হায় শর-
শয়ানশায়ী। অন্তিমে প্রাণের নিধি দেখি

যদি তৃপ্ত হয় প্রাণ । চল মবে প্রাণ ভরি
শেষ দেখা দেখিবে বংশের শিরোমণি ।

[সকলের গ্রন্থ ন ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

(রণক্ষেত্র—বংশশাশবী ভীষ্ম—প্রতাপার্ধে
কৌরবগণ—ষণ্ড পার্শ্বে পাণ্ডবগণ । প্রবেশ)

ভীষ্ম । বীষ্মের বাঞ্ছিত শয্যা এই । অনন্ত
নিদ্রাব অপেক্ষায়, বীর বিনা এ জগতে কে
পারে দালিতে কায় সাযকশয্যা ? কি
ছাব ইহার কাছে কনক-পালঙ্ক তাষ মুকুতা
শযন—কি শোভা প্রাসাদ রম্য, বিনাসের
লীলাক্ষেত্র রণবঙ্গভূমি ! পবিত্র চন্দ-
নেব কি মাধুরী শোণিতধাবায় ? চারি
এহরেব বন্দী আশান শকুনি শিবা কবি
কোণাহন নখর দেহেব নিদ্রা দিবে ভাঙ্গা-
ইয়া, মায়া মোহ পনাবে ত্বরিত ; স্বর্গীয়
বিমল ছবি মনস্কে আসি অমর আত্মার
তৃপ্তি করিতে সাধন । আত্মারাম শুনিবে
সঙ্গীত, আবাহন অনন্ত প্রসাদ ॥ বংশধব
বংশ স্রবোধন ! নিবান্বারে গুলিছে মস্তক
উপযুক্ত দেহ উপাধান পিতামহে ।

দুর্যোধন । আন ভাই ! উপাধান খচিত
কনকচূর্ণে সরস কোমল ।

ভীষ্ম । হাঃ হাঃ হাঃ ! বালক কোমলে কি
প্রয়োজন আর ? আষ পার্থ, পাতিলি
শযন মনোমত উপাধান চাহে পিতামহ ॥
অর্জুন । নিশিত সাযক-শয্যা সেই মত দিব
উপাধান ॥

ভীষ্ম । বংশেব দুলাল ধনঞ্জয় ! কুলধর্ম রাশিলি

পাণ্ডব ॥ মর্ত্যে নরনাবাষণ বেশে ভজিত
শিখাতে এসেছ জ্যোতির্ময় । কুলধন কি
লুকাও গোরে ? এস দেখি দাঁড়াও মঙ্গুথে
জ্ঞানচক্ষে দেখি ভান কোরে, দেখিছে
কমলাকান্ত এ অন্তিমকালে, জাগায়ে
বিবেক চিতে পূজি পদ শিবের সম্পদ ।
কোথা পাব নৈবেদ্য কুহুম, আছে যদি
বিকৃত কলুষে, ধর দেব বন্ধিমবিহারি । প্রেম
রূপ কৈ কালা চাঁদ ? প্রাণ ভোবে পিষিতে
বাসনা প্রেমসুখ । ঢালিবে গোকুলে
শ্রামলাল, ব্রজকুঞ্জে সাধিয়া বেড়ানে, বিন্দু
দানে হয়োনা কৃপণ অভাগারে ; চিনি না
চরণ বৈ । চিন্তামণি—চিন্তেব প্রসাদ কর
দান ভিখারীর নাহি উচ্চমাধ ॥ দাঁড়াও
ত্রিভঙ্গ হয়ে দেখি ।

ক্লীকৃষ্ণ । সাধনের সর্বগুণাকর ! নরদেব
খসো শিরোমণি জগতের । বিরহে কাতর
বহু, ম্লান দেবদল, সুরভির গুন আবাহন ॥
তেজ-তপ্ত বহুধা ব্যাকুলা-বক্ষে ধরি—সুস্ম
তম স্মরহ নিদ্রা ॥

ভীষ্ম । পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ ববিষিলে চাতক
বাবিদ । বিশ্বকপ নেহারি মালিষ্ঠ লুকাইন ।
প্রাণ পুষ্প অরপি চরণে । অনুমতি দাও
প্রাণনাথ দুমাইয়া পড়ি শীঘ্র অনন্ত-নিদ্রায় ।
ক্লীকৃষ্ণ । অবশিষ্ট আছে জীবনের, সাধু নর,
তপনের দক্ষিণ অয়নে, না যাবে জীবন
তব, না হইবে দেহ প্রতাহীন—রবির উত্ত-
রায়নে প্রাণ ত্যজি পশিও ত্রিদিবে ।

ভীষ্ম । ইচ্ছাময়—মঙ্গল-নিধান, সাধ, সদা
আত্মার মঙ্গল মানবের ॥ মালিষ্ঠ মস্তক
কব দূর । অনন্ত বহুধা দেব তবান্বিতা
শক্তি প্রকৃতির জাগাইও এ অন্তিমকালে ।

ঘুমায়ে রয়েছে নীর, নারী পশু, পক্ষী নবীন
জীবনে যেন জাগি গায় উচ্ছ্বাসে—মৃদুল
মধুর তব সুনাম কীৰ্ত্তন। মর্ত্যময় যেন
উঠে রোল, যেন স্বর্গ আবার মরতে,
আবির্ভাব করে ধূমাস্তর। মাধুর চরণ-
চিহ্ন ধরি, সত্যপথে নর নারী যেন দেব—
হয় ধাবমান। ব্রহ্মানন্দ প্রকৃত পীঠস্থ,
পায় যেন বদ্ধজীব যোগসিদ্ধ করিয়ে মনন।
শ্রীকৃষ্ণ। সংসার—সমরে সাধু, বৈকুণ্ঠে
বিজয়-ভেরী বাজাবে উল্লাসে—যমজয়ী
ধাইবে গোলোকে। প্রেমতত্ত্ব দ্বাপরের
শেষে মুক্তি দিবে স্থাবর-জঙ্গমে।

দ্রোণ। দেবব্রত। দেখ চেয়ে পাছু করি
চলিলে যে সখা? লহ তেজ বা আছে
বুদ্ধের। এতদিন পাবে সাথে আত্মগানি
হৈল উপস্থিত। কেন শিখেছিল ছার
কল্লিরের কাজ, জন্ম হ'য়ে ব্রাহ্মণের কুলে
পেয়ে যদি নবনীতময় কেন শাস্ত্র কবি
পরিত্যাগ, শস্ত্রশিক্ষা করিল যতনে?
কেন যদি গঠিল লৌহের? কেন বৃত্তি
লৈল রাক্ষসের? হায় ভাতঃ! তুমিত চলিলে,
অভাগার কি হইবে আরও তা কে জানে,
কত হত্যা করিতে হইবে? কে জানে এখনও
সখে কত পতি-পুত্রহীন। ক্রুদ্ধ অনা-
থার মর্মান্বিত অভিলাষ জলন্ত পরল মত
মিশাবে শোণিতে? অনুতাপ-অশ্রুজল
কে জানে বর্ষিতে কত হইবে এখন? ও?
যাও ভাই সে অনন্ত ধামে আশ্রয় বাড়াইয়া
যাও স্থখে ভুলো না ভুলো না যেন ডাকিতে এ
স্ববির ব্রাহ্মণ? সাহচর্য্য করিতে গ্রহিব
চিরকাল।

ভীষ্ম। হে দেবতা নাট্যবস্ত্রভূমে যবনিকা

পড়েনি এখনও আপনার। জীবনীয়া
মাজের বিদগ্ধ কিছু আছে। কালসিদ্ধান্তে
মগ্নি, তরঙ্গ গগন একে একে—অবশিষ্ট
নাহিক অধিক বোধ হয়। শেষের সে
তরঙ্গ যুথের গ্রাসিয়া ভাগায়ে তুলে দিবে,
অতি শীঘ্র পরলোক-তটে। দৌহে পুনঃ
হইবে সাক্ষাৎ। আর রে অনাথ-পাণ্ডু-
সুত শেষ দেখা দেখি ভাল করে।

(পাণ্ডবের অগ্রসব হওন।)

ধৃতিষ্ঠির। পিহামহ! পাণ্ডা পাণ্ডব কোন্
মুখে দেখাইবে মুখ? স্বার্থপর আমরা
গো দেব, ছার রাজ্যধন লাগি, হিতাহিত-
জ্ঞানশূন্য শাস্ত্রীদের মত গুরুরক্ত করি-
রাছি পান। শোণিত রঞ্জিত করে পুনঃ
আসিবাছি গুরুর চরণধূলি লতে।
দিক্ এ জীবনে আমাদের, পিশাচেরও
অধম আমরা। শিশুকালে পিতৃহীন
হয়ে, তবে স্নেহে তুলিল সে শোক সবে
দেব! মাবার শরীর হাব! ত্রোড়ে মোরা
হয়েছি লালিত—এই ফল দিন অ-
শেষে। অনাথ হইল পুনঃ নিবাস্রম সংসার-
মাগরে। শোকে ছুংখে, অরাতি-পীড়নে,
কার শান্তিময় ত্রোড়ে লুকাইব আর?
কে আশ্রি মুছায়ে নাথ, হৃদিজাল নিভাবে
বরষি স্নেহ-সুধা? এতদিনে পিতৃহীন
হইল পাণ্ডব।

ভীষ্ম। ধর্ম্মভীরু পাণ্ডব ধীমান্—কে পারে
মারিতে পারে এই ধরাধামে? কর্ম্মফল
ভাগ্যে জন্ম মৃত্যু লেখা রয় কুরালে এবাস-
কাল পিত্রর ভাঙ্গিবে প্রাণপাতী পলার
উল্লাসে। কি দোষ তবে রে পাণ্ডবের?
নিশেষতঃ ইচ্ছামৃত্যু পিতার প্রমাদ।

দ্রোণদী । আৰ্য্য গুরু ! ভিখারী পাণ্ডবে
আত্মজনে বঞ্চিত রাখিয়া কোন্ প্রাণে
তেয়াগিবে প্রাণ ? অনাথ-শরণ দেব !
অশরণা পাঞ্চালী—প্রেরসী—আপনার কে
আদরে মর্শ্বজালা করিবে নির্বাণ ? কার
মুখ চেয়ে আর, আশাব তরণীখানি কুলে
ফিরাইব পিতামহ ? অশ্রুধাবা চির অভা-
গীর, কার মেহ-অশ্রুণীরে মিলিয়া
শুকাবে ? কাঁদিতেই রব কি জগতে চির-
কাল ?

ভীষ্ম । কুললক্ষ্মি ! শক্তি পাণ্ডবের আব জালা
রবে না তোমার । দিন দিন পাইবে
মহায় নারায়ণ । লক্ষ্মীরূপে সুব-সীমন্তিনী
ধনধাত্রে পরিপূর্ণ করিবে সংসার । পতি
পত্নী পাইবে পিরীতি পৃথিবীর । এস
এবে এস ভাই সঁপি গিয়ে প্রাণের অন্তিম
আশীর্বাদ ।

(পাণ্ডবের শিবে কব অর্পণ ও আশীর্বাদ)

হুর্ঘ্যোধন ! কেন অশ্রুমন ? উভয়েই সমান
আমার ? সমচক্ষে হেরি কুরুপাণ্ডুবংশ-
ধরে । স্নেহের সামগ্র্য দৌহে, মোর দৌহেই
প্রাসাদপাত্র পিরীতি প্রাণের । হিংসা
নেত্রে চাহিও না আর, ভায়ে ভায়ে করহ
মিলন এইবার ; অনুরোধ রাখহ বৃদ্ধের
অস্ত্রমে মিলন দেখি সুখে ত্যজি প্রাণ,
ধর্ম্মমত দেহ রাজ্যভাগ, করহ সম্প্রীত পুনঃ
পাণ্ডবের সাথে । উভকুল রক্ষা কর বীর !
বীরবৃত্তে প্রাবিতা বহুধা ব্যাকুলিতা ; আর
রক্ত করিও না পাত ।

হুর্ঘ্যোধন । অটল প্রতিজ্ঞা মোর—কিছুতেই
নড়িবে না দেব । বিনা রণে নাহি দিব এক-
পদ ভূমি । দুই বংশ না রবে ভারতে ।

ভীষ্ম । কুমন্ত্রণ কপটীরে ভুলে যা বালক
একেবারে ! জগত-বিখ্যাত চন্দ্রবংশে
জনম তোদের । কুলমর্যাদায় ভারতের শীর্ষ-
অধিকারী । জ্ঞাতিরণ কলঙ্ক-কালিমা শ্বেত
অঙ্গে দিস্নি ছুঁইতে । ইতিহাসে রটিবে
অখ্যাতি, গাইবে কুশল কবি, পুত্র পৌত্র
এ কুলের, লজ্জায় মরমাহত হবে অতঃ-
পর । রণসাধ দিয়ে বিসর্জন রক্ষা কর
কুলের সম্মান । পাণ্ডবে পিরীতি করি
ভাতৃভাবে দেরে রাজ্যভাগ । ধর্ম্মশাস্ত্র
নরপতি তোরা, মান্ত কর ঋষির আদেশ ।

হুঃশাসন । পিতামহ ! কোন্ শাস্ত্রমতে
পাণ্ডবের প্রাপ্য রাজ্যভাগ ? কোন্ শাস্ত্রে
আছে হেন বিধি—না হ'লে ঔরসজাত
পুত্রে পায় সম্পত্তি পিতার ? মাতৃ নামে
কবে কোথা কোন্ কালে বিকায় তনয় ?
কে না জানে দেবতা ঔরসে কুন্তী-মাদ্রী-
গর্ভে জন্ম লয়েছে পাণ্ডব ? থাকে রাজ্য
দেবতা দলের, অংশ লোভে ছুটুক পাণ্ডব ।
পরজীব্যে এত লোভ কেন ?

ভীষ্ম । সাবধান হুঃশাসন ! কোঁতুকের এ
নহে সময় ।

হুর্ঘ্যোধন । কোঁতুক কোথায় বৃকোদর ? সত্য
কথা কহিল মুখর হুঃশাসন । রাজ্যভাগ তিল
পরিমাণে নাহি ত ভারতে তোমাদের ।

ভীষ্ম । যথা ইচ্ছা কর রে কোঁরব, দৈব-
লিপি কে পারে খণ্ডিতে ॥

ভীষ্ম । পিতামহ ! পিতৃ-গুরুদেব । বলে লব,
মাগিয়া কি ফল ? শিয়রে শমন যার, ধন-
স্তুরি কি করিবে তার ? নেমেছি সমরে বরি
রণচণ্ডিকায় । রণজয়ী হইব, লইব রাজ্য-
ভাগ । অরাতি নির্মল করি সিংহাসনে

বসান অগ্রজে । তব আশীর্বাদে দেব কেশব
মহায় ভীমার্জুন জলিবে জলন্ত অগ্নিষৎ ।
অদর্শাচারী, নীচ বিশ্বাসঘাতক, জলিবে,
হইবে ভস্মরাশি কুরুক্ষেত্রে করিব শাসান
কৌরবের । বিমান গবাঙ্ক খুলি দেবগণ
সহ দেখিও দেখিও দেব দীপ্ত চিতানল
আলোকিত করিবে জগৎ । সে আলোক
নিভিবে না আর, জ্যোতির্ময় রহিবে ভারতে
চিরকাল ।

যুধিষ্ঠির । ভাই ভীম । শ্রাব্য কি উপযুক্ত
এই অসময় ? যা আছে অদৃষ্টে তাই হবে
মিছা বাক্য কি হবে উপায় ? কি ক্ষতি
দারুণ পাণ্ডবে দেখেও কি দেখিছ না
ভাই । মরমের স্তরে স্তরে কি তীব্র বেদনা,
উঃ মরি শূন্যময় নিরখি জগৎ । দেখ
চেয়ে অশ্রুসিক্ত আঁখি তুলি ভাই । যতদূর
চলে দৃষ্টি কি বিয়ান অন্ধিত প্রকৃতি, কি
জলন্ত শোকোচ্ছ্বাসময়ী । মান মহী মান
ভূতদল, মলিন চন্দ্রমা, রবি তারকানিকর,
দীপ্তিহীন নয়নে চাহি অশ্রুরূপে ফেলিছে
শিশির দরদরে । দেবদল কাঁদিয়া আকুল
না নাচে অপসরীকুল না গায় কিমর, আশ্র-
হারা সবাইরে ভাই । সমরশয্যায় হেরি
দীপ্ত-দেহ মহাপুরুষের । হে কৌরব । হে
পাণ্ডবগণ । সামান্য রাজ্যের তরে শিরোমণি
দিলে বিসর্জন । রাজ্য শূন্য গৃহ শূন্য, কি
দেখিছ আর ; ছার রাজ্য গেছে রসাতলে
দাঁড়ায়ে রয়েছে সবে শূন্যময় এ মহা
শাসান । অন্ধকার আজিরে জগৎ কাল-
সিঙ্ঘবাত্রী মোরা সবে অন্ধকারে ডুবিব
সবাই একতরে । চিহ্ন না রহিবে আর
এ ভারতে কুরুপাণ্ডবের । পূর্ণ তেজ

এই তেজে যায় রে নিভিয়ে । সাধ্য-শক্তি
হইবে অন্তর্দান । রহিবে কঙ্কালমাত্র
কুরুপাণ্ডবের । সাক্ষী দিতে ইতিহাসে
আত্মবিগ্রহের ।

ভীম । বড় ত্যাগ । কে দিবে পানীয় পিতা-
মহে ?

দুর্যোধন । সুবর্ণভূষার লয়ে চল শূন্যশাসন
পিপাসা মিটাইব দেবতার ।

দুর্যোধন । কর পান পিতামহ আনিয়াছি
শীতল মলিন ।

ভীম । ভূষারের এ নহে সময় সুযোধন ।
দেখি পার্থ কি দেয় পানীয় ।

অর্জুন । আনিব পৃথিবী ভেদী ভোগবতী
ভাগীরথী-বারি । মাতৃমনে করুন সাক্ষাৎ
এ অন্তিমে ॥ স্নিগ্ধ প্রাণ হউক অমৃত পয়ঃ
পানে ।

(অর্জুনকর্তৃক প্রবক্ষেপণ ও পৃথিবী ভেদিয়া

ভাগীরথীর প্রাণিকরে উত্থান এবং ভীমের

মুখে বারি প্রদান ।)

ভীম । হইল পিপসা-শান্তি জননি গো
জন্মের মত ! চাহি মেহমাথা মুখপানে
অনন্ত নিদ্রার তরে করি আয়োজন ।
আর মুখ দেখিতে পাব না, আর মা জননী
বোলে, প্রাণ ভোরে ডাকিতে পাব না
জন্মশোধ ডেকে নি মা তোরে ! [জন্মশোধ
দেখে নি মা তোরে ।—মায়াগয়ী কি মায়া
করিছে—জননীর কি মমতা করিছে
নয়নে । বক্ষে ছুটি হাত দাও, শীতল জীবনী
ক্রত করিবে পয়ঃ কায়া ছড়ি পলাক
ধরিত ।

(ভাগীরথীর করুণ মন্দীত)

কীর্তনের সুর।

কোথা যাবি বাপ রে আমার।

কোথা ফেলে পলাবিরে,

অকলের নিধি বিধাতার ॥

ওরে তোরে হারা হয়ে যাহু,

মুখ চেয়ে রব আর কার ॥

ভেঙ্গে যাবে যে অভাগীর—সোণার সংসার

। ধুব তারা তুই যে রে বাপ ;

খসিলে বাড়িবে বড় তাপ

অঁখি তারা হারা হয়ে—

(ওরে ও মানিক দুঃখিনীর)

রব কি করিতে হাহাকার।

ওরে সকলি যে হবে অন্ধকার

মা বলে ডাকিতে কেউ—

রবে না যে যাহুমণি আর ॥

(সকলে সম্বরে)

“সাদ হ’ল জীবলীলা, প্রভাস ত্যজিল রে

জীবনের যবনিকা, পড়িল পড়িল রে ॥”

আমার রতনমণি—

ধুলায় ধূসর হবে না রে,

আমার সোণার চাঁদে—

শমনের ভয় রবে না রে ;

আগি সোণার অঙ্গ করিব কালি,

ওরে লুকায়ে রাখিব কোলে—

তবু ছুঁতে দেব না—দেব না—

দেব না কালে।

(আমার রতনমণি—)

ওরে তোরে হারা হ’য়ে পাগলিনী হব

পথে পথে যাহু কাঁদিয়া বেড়াব ;—

ওরে বুক বুঝি ফেটে যাবে রে—

অঁখি-দীপ যাবে নিভে রে—

শেষে সার হয়ে শুধু হাহাকার।

পোড়াকপালীর কপালদোষে ;

ছিঁড়ে বুঝি পড়ে কণ্ঠের হার।

যাহু মুখ তুলে চাও,

মা বোলে সুধাও,

কথা ক রে একটীবার ;

ওগো সর্বনাশ হয় যে এবার—

চারি ধারে অকূল পাথার ॥

(সকলে সম্বরে)

“সাদ হ’ল জীবলীলা, প্রভাস ত্যজিল রে।

জীবনের যবনিকা, কাঁপাইয়ে পড়িল রে ॥

যবনিকা-পতন।

[অ্যাসনেল থিয়েটারে অভিনীত]

বিজয়া ।

সতীনাট্য ।

(পবিত্রিত ।)

প্রথম অঙ্ক ।

(মহাদেবের গীত ।)

প্রথম দৃশ্য—কৈলাস ।

(মহাদেবের গীত)

এস—কৈলাসবাসিনী ।

মৃদুহাসিনী, মধুভাষিনী,

মৃগনয়নী, মনোমোহিনী,

এস—ভিখারিষবণী হেম-বরনী ॥

ভোলা—ভুলে আছে সব,

কাদে—নীববে ভৈবব,

এসে—কর মা ভৈবব ভব-ভবানী ॥

নাহি—শক্তি কারো আর,

হেথা—সবে শবাকাব,

এসে—করহ সঞ্চার শক্তিশালিনী ॥

(নন্দীপ্রমুখ ভৈরব ও ভৈবনীগণের

গান করিতে করিতে প্রবেশ)

বাবা গো ভোলা তুগি আমরা ভুলি নি ।

আমাদের মা জননী আমরা ভুলি নি ॥

তিন দিনে তিন মুখ বোয়ে গেছে,

আব কতকাল মায়ে হাবায়ে রইবো গো বেঁচে

চুই মায়ে দাও দাও এনে যে স্বর্ণনলিনী ॥

আমার গৌরী গিবিনন্দিনী রে

যারে যা নন্দী আন ।

এসে—শুভ্র এ মন্দিরে পুনঃ

হোক বে অধিষ্ঠান ॥

আন রে গুহ গণপতি, আন লক্ষ্মী সরস্বতী,

এনে—পূর্ণ কব অপূর্ণ এই

সাজানো যোগোদ্যান ॥

(নন্দীর গীত)

শুন্তে শুন্তে মায়ে আনতে যাই ।

মাযের ছাঁয়ের মা বিনে আর—

শুভকারী না কারেও দেখতে পাই ॥

ভৈরব ভৈরবীগণ—হুর্গা শ্রীহরি হুর্গা শ্রীহরি

হুর্গা শ্রীহরি ॥

মায়েব মায়া-মূর্তিখানি

ভাবতে ভাবতে দেখি যেম্নে চাই ।

মায়েব দয়ার প্রতিমা তাই,

দেখতে দেখতে ভাবি সর্বদাই ॥

ভৈরব ভৈরবীগণ—হুর্গা শ্রীহরি হুর্গা শ্রীহরি

হুর্গা শ্রীহরি !!!

[বাকসেব প্রদান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—গিরিপূরদ্বার ।

(নন্দীর প্রবেশ ও গীত ।)

জাগ জগদীশ্বরী মা যোগেশজায়া ।
যোগী বিয়োগী বিভোল, মুখে নাহি সরে বোল,
ও মা অচল অটল, সদা করে টগমল,
কাদে পশু পাখী সব, যত ভৈরব নীবব,
কাদে ভৈরবী মিলিয়ে,
নানা ছাঁদে বিনাইয়ে,
ও মা কৈলাসের রাণী,
শিব-সাধনা সঙ্কিনী,
আব কত নিজা যাও,
দাঁও নগ নন্দিনী ও চরণ-ছায়া ।

তৃতীয় দৃশ্য—গিরিরাণীর কক্ষ ।

(নিজিতা গিরিরাণী ও দুর্গা)

(জাগরিত হইয়া দুর্গার গীত ।)

উঠ মা জননী কত নিজা যাবে আব ।
নবগীর নিশীথিনী পোহাল আবার ॥
বহিল প্রভাতী বায়,
শাখি-শিরে পাখী গায়,
তরুণ তপনালোকে ভাঙিল সংসার ॥

(জাগরিত হইয়া গিরিরাণীর গীত ।)

উমা[রে আমার—

কৈ নিশি ফুরায়ে ত যায নি !
উষার বাতাস ধীরে ধায় নি ॥
এ তোর নিশ্বাস বায়, শ্বাস বহিয়া যায়,
রবিকর আসিতে তো পায় নি ।
এ তোর দেহের ছটা, ঘুচায়েছে ঘনঘটা,
রবিকবে তম তো পলায় নি ॥

(দুর্গার গীত)

এল মা বিদায়েব কাল ।

প্রাণে প্রাণে শুনি কাণে, হাঁকে মহাকাল ॥

সারা বরষের তরে,

কৈদে সারা রব যবে,

আমিব মা ফিরে এলে সপ্তমী সকাল ॥

(গিরিরাণীর প্রবেশ)

(গিরিরাণীর গীত)

গিরি গৌরী কেন যেতে চায় ।

মা হয়ে মা মায়েব মায়া, বোঝে না যে একি দায়

তিনদিনে ও বদনচাঁদ,

মেটে নাই ত দেখাব সাধ,

মায়েব সাধে সেধে বাদ এই জগদায়ে ছেড়ে যায়

পাষাণী পাষণের মেঘে,

ফাটায়ে এ পাষণ হিয়ে,

বারে বারে শতধারে আঁখি-নীরেতে ভাসায় ॥

(দুর্গার গীত)

আমি সাধে কি আব যেতে সেথা চাই ।

চক্ষে হারা সারা যে গো তোদের জামাই ॥

না থাকিলে সাথ সাথ,

ভুলে থাকে ভোলানাথ,

পাগল হইয়া বুলে অঙ্গে মাখে ছাই ।

শাশানে মশানে শেষে করে ধাওয়া ধাই ॥

(গিরিরাণীর গীত)

এস মা আশীষ করি যেতে বাধা দিব না ।

মমতা বাধনে পরধনেবে বাধিব না ॥

ধোরে দিছি করে যার,

জীবনে মরণে তার,

তুমি বাধা সে তোমার এ বাধা খুলিব না ।

ছটীকে ছুটাই হয়ে থাকিতে দেখিব না ॥

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃষ্ট—শিবলোক ।

(মহাদেবের গীত)

এখনও এলনা কেন ।

পলে বর্ষ দণ্ডে যুগ যেতেছে যেন ॥

ঠেলে উঠে দীর্ঘশ্বাস,

যেন কাঁপে বক্ষবাস,

না জানি এ হৃদি কেন শিহবে হেন ॥

পাগলিনী সে আমার,

পিয়ামী পাগলে তার,

ভবে না তো না ভাবায় কখন হেন ॥

(নদীর সন্তি হুঁকার প্রবেশ)

(হুঁকার গীত)

প্রভু চরণে রাখ হে ফিরে এসেছি ।

ধর মহাশয় আশীর্বাদ এনেছি ॥

মা'র বর চিরায়াত

পতিতে রহুক মতি ;

পতি পিতার প্রসাদ শিরে ধরেছি ।

(মহাদেবের গীত)

দে রে নন্দী দে রে ভাং পঞ্চমুখ ভরিয়ে ।

পাগল হইব আজি পাগলিনী লইয়ে ॥

কৈ রে প্রমথগণ, ঢুলু ঢুলু ছনয়ন,

নাচ গাও পান কর আগোদেতে মাতিয়ে ॥

(প্রমথগণের ভাং পান ও নৃত্য-গীত)

দেখ প্রমথপতি রঙ্গ ।

পরমা প্রকৃতি সতিসঙ্গ ॥

প্রমথ মহাকাল, ববম্ বোম্ বাজে গাল,

সোহাগে শিহরে শ্বেত অঙ্গ ॥

যবনিকা-পতন ।

প্রেম-কম্পতরু ।

(প্রথম-শাখা ।)

আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই ।
সবে সে বালিকা ফুল,
সৌরভে করি আকুল ;
ফুটে উঠে চেয়ে দেখে আমি—
চেয়ে আছি তুষাতুর,
অগ্নি বাজিল সুর
“চিনিলাম তুমি মোর স্বামী
সেই—”

পিরীতি সাধান তানে মাতিতেছি ভাই ।
আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই ।
গোলাল গালাল গায়,
মুখে বুকে হাতে পায়,
জাগ' জাগ' প্রায়হে যৌবন—
চ'লে পড়ে চোলে যেতে,
শিহরণ ষাতে ভাতে, '
ভাবে ভরা হাসি সুলক্ষণ—
সেই—

হাসিমাখা মুখে স্মৃতি ভাসিতেছি ভাই ।
আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই ॥
মৃদুভাবে কথা কয়,
নতশিরা হয়ে রয়,
আধ আধ চাহনিতৈ চায়

জানে না অথচ আসে,
প্রাণ দিতে ভালবাসে,
ভালবাসা জানে না জানাথ—
সেই—
অজানা মাধুরী মোহে মজিতেছি ভাই ।
আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই ॥

রাঙ্গাবর স্মৃতি চেয়ে থাকে ।
যখনি যেখানে যাই,
চাহনি দেখিতে পাই,
টানা চোখে চায়—যেন ডাকে ।
রাঙ্গাবর স্মৃতি চেয়ে থাকে ॥
চাহিবার হলে সাধ,
ঘটে মোর পরমাদ,
অপলক চাহনির পাকে ।
রাঙ্গাবর স্মৃতি চেয়ে থাকে ॥
চোখ, যেন কথা কয়,
প্রাণ টেনে টেনে জয়,
চোখে বোকা কি কে কয় কাকে ।
রাঙ্গাবর স্মৃতি চেয়ে থাকে ॥

বাঁকা চোখে চায় বাঁকা,
 চাহনি মোহিনী মুখা,
 বিমোহিত ববেছে আমাকে ।
 বাঙ্গাবব স্নধু চেয়ে থাকে ॥
 কাছে গেলে কোলে নেয়,
 চুমা কুলাইয়ে দেয়,
 চুমো খায় চোখে মুখে নাকে ।
 বাঙ্গাবব স্নধু চেয়ে থাকে ॥
 লাজে চোলে যেতে চাই,
 ফিবি ঘুবি কৈ যাই,
 টানে যেন ফিরায আমাকে ।
 বাঙ্গাবব স্নধু চেয়ে থাকে ॥

৬

যবে ভাবি ভবন্তব ।
 ভায়া—পবের মেয়ে যরে এনে আজ
 আপন কক্ষে পব ॥
 কাবও মুখ দেখে না আর,
 স্নধু মুখোমুখিই সার,
 দেখে—এর মুখে ও—ওব মুখে এ
 স্নখেব সবোবর ॥
 চোখে—পদক পড়ে না,
 কেহ—কোথাও নেড়ে না,
 চেয়ে—এব পানে ও—ওর পানে এ
 কক্ষে হক্ষে তব ॥
 ছুটি টুকটুকে ঠোঁটে,
 ছুটিব হাসি ফুটে উঠে,
 চোলে—এব গায়ে ও—ওর গায়ে এ—
 পড়ছে বরাবর ॥
 কথা কইছে কত কি,
 গলা চেপে চুপি চুপি,

পিয়ে—এব স্নধা ও—ওব স্নধা এ—
 বদন স্নধাকব ॥
 দৌহাব খেলাব বড় নাই,
 খেলা খেলবে নূতন তাই,
 পেতে—এ দিচ্ছে ওব—ও দিচ্ছে এব—
 প্রেমের খেলাবব ॥

৪

ঐ কিশোর কিশোরী ছুটি কাব বেটা বছরে—
 কাব বেটা বছ ।
 দেখি চাঁদে চাঁদে চাওয়া চাওয়া হাসি লহ লহবে
 হাসি লহ লহ ॥
 ছুটি ফোটো ফোটো ফুল,
 ছুটি মল্লিকা মুকুল,
 ছুটি মণি ও কাঞ্চন,
 ছুটি যক্ষ্মিনীর ধন,
 ছুটি জ্যাস্ত দেবদেবী
 ছুটি কামনার ছবি,
 ছুটি তাবক সাজেব
 ছুটি তুলনা রূপেব—
 ছুটি মোহাগের ঝলি,
 ছুটি মণিওলা ফলি,
 ছুটি মধুরে মধুব,
 ছুটি এ ওর মুরুর,
 ছুটি কটি ধরা ধবি,
 ছুটি হনিয়া পাসবি,
 ছুটি মুখে মুখে থাকে,
 ছুটি বুক বুক রাখে,
 ছুটি চখে চখে রয়,
 ছুটি জ্ঞানহারা হয়,
 ছুটি এ ব্রতে নূতন,
 ছুটি প্রথম চুম্বন—

ছুটি কুলো কুলো গানে,
ছুটি ছুটিবে খাওয়ালে,
ছুটি আবেশে বিভোব,
লাগে পিৰীতিব ঘোব,

স্বাবে ঘুব ফিবে ধীবে চিহ্ন জীয়ে বহু বছবে—
জীয়ে বহু বছ ॥

জান না ত অনাদব,
আদবৈ কর আদব,

পতি গতি পায়ে গতি রাখ গো সতী ।
জাগো জাগো যুবতী ॥

৬

কৈ ফোটে নি কলি,

ছি ছি ও কি ও অলি,

(কেন) মোদা মধু পান উড়ে এসেছ চলি ।

(ওই) ছলে ছলে বলে কলি, ছু যো না অলি ॥

কেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও,

কেন—গুণ্ গুণ্ গাও,

(কেন) ঘূবে ফিবে ফেবো অলি সোহাগে গলি

(ওই) ছলে ছলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি ॥

কেন ভাবনা জাগাও,

কেন হতাশ বাড়াও,

(কেন) আঁটাঘবে কাটি সিঁদ কলিকা ছলি ।

(ওই) ছলে ছলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি ॥

কেন ইতি উতি ধাও,

কেন কোমলে কাঁদাও,

(কেন) ছলে খুলে কাঁচা ফুলে পড়িছ চলি ।

(ওই) ছলে ছলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি ॥

কেন চাপা বাসে ভোব

কেন সেধে হও চোর,

(কেন) পেতে চাও বস কলি সবলে দলি ।

(ওই) ছলে ছলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি ॥

৭

ভাল জানা—

ভালবাসা ভাল ত জানালে হে—

আপনার পব কোবে দিনে ॥

তোমাব—

জাগ জাগ যৌবন কি দেখে যুবতী ।

ভাবে ভেবেছে অতি ॥

উক গুণ্ গুণ্ গাও,

সুনিম্ন টলমল,

অবালেব কাছে সতী শিখেছ গতি ।

জাগো জাগো যুবতী ॥

আঁখিতে চাহনি বাঁকা,

মুখে হাসিবাশি আঁকা,

হৃদয়ে গাথা সুকোমল উজ্জ্বল জ্যোতি ।

জাগো জাগো যুবতী ॥

আগে আসে নবাবেশ,

নাহি বসানস লেশ,

বিলাসে বিবশা সল ভাবিছ পতি ।

জাগো জাগো যুবতী ॥

কানে হানে ফুলবাণ,

ফুলেব মতন প্রাণ,

ছুটে ওঠে—ভয়ে লাজে শবহ বতি ।

জাগো জাগো যুবতী ॥

যত পার যত পাও,

ভালবাসা ঢেলে দাও,

এ নবযৌবনে ধনী কর আবতি ।

জাগো জাগো যুবতী ॥

৩৫

আপনি ভুলিয়ে গেছি,
পারব হইয়া আছি,
পদধানে পারব গেলু মিলে ।

ভাল জালা—

ভালবাসা ভাল ত জালালে হে—

আপনার পর কবে দিনে ॥

আমিহেব গরু চুব,
আমি হাবা তিনপুর,
তার কোবে সে আমায় নিলে ।

ভাল জালা—

ভালবাসা ভাল ত জালালে হে—

আপনার পর কবে দিনে ॥

পুরুষত্ব যায় ভেসে,
শক্তি টোলে পড়ে হেসে,
গুণময়ী গুণে টেনে নিলে ।

ভাল জালা—

ভালবাসা ভাল ত জালালে হে—

আপনার পর কবে দিনে ॥

তারি ময় দেখি সব,
পদতলে থাকি সব,
ভাদি ভাব ভাবিনী ভাবিলে ।

ভাল জালা—

ভালবাসা ভাল ত জালালে হে—

আপনার পর কবে দিনে ॥

৮

এত ভাবনা ভাবে কে ।

ভালবাসা ভাল ভাবে মরি দম্ ফেটে ।

ভালবাসতে গেলে বড়ই সহিতে হয়,

সহস্র সাধ ফুটে উঠেই লয়,

ভাঙি গড়ি উঠছে না মন

ফের ভাঙ্গি আশাব,—

ফের গডি ফেব.ভাঙ্গি গডি দিবারাত খেটে

এত ভাবনা ভাবে কে ?

ভালবাসা ভাল ভাবে মরি দম্ ফেটে ॥

ভালবাসায় ভাবেব যাবে সদাই চুরি হয়,

প্রেমের অভাব গভাব কবে লয়,

হাসছি কাঁদছি উঠে ছেনা মন

ফেব হাসি আশাব ;—

ফেব কাঁদি ফেব হাসি কাঁদি দিই বাধন কেটে

এত ভাবনা ভাবে কে ?

ভালবাসা ভাল ভাবে মরি দম্ ফেটে ॥

— — —

৯

ইটি উটি ছুটিই ভাল ছুটিব সাজ ।

একটি আছে ঠাণ্ডা ভাবে

আবটি আছে লাজে ॥

একটি বড় আন্তে কথা কয়,

আবটি সদা মুখটি বুজে বয়,

একটি ফেবে বাইবে বহে আবটি গৃহকাজে ।

একটি মারে ভাবেতে যা আবটি প্রাণে বাজে ॥

একটি বড় আত্মহারা হয়,

আবটি সদা চৈতন্য করয়,

একটি পাতে হৃদয় আমন আবটি তায বিবাজে

একটি কবে কুহ কুহ রব আবটি ভ্রমব গাজে ॥

একটি ফেরে স্বপ্নে স্বপ্নময়,

আবটি সদা স্বপ্নময়ী হয়,

একটি মধু মাখায় প্রাণে আবটি সুধায় মারে ।

একটি জানে প্রাণ আশ্রয় আবটি ফেবে বাজে

— — —

১০

আমায় কবেছেন উদাস ।

ভাল কোকড়া কালো চেউ-খেলানো

এলানো চুলেব রাশ ॥

সিঁথের জলজ'লে সিঁদূব,	গলা সুগে'লি সুগঠন,
হৃদয় কবিয়েছে গুব্ গুব্,	রেখা পদ্বিনীদক্ষণ,
তাহে মুখখানি পূর্ণিমার শলী ঝকঝক আকাশ ।	ভাল আধা গডানে কাঁধ দুখানি নবনী হাতেব হাস,
চেবা চোখেব চাহনি বাঁকা মিষ্টি বাবমাস ॥	চাঁপার কলি আজুল-নখে চাঁদের পবকাশ ॥
আমায় কবেছে বে উদাস ।	আমায় কবেছে বে উদাস ।
কাণেব টলট'লে ছু ছল,	উঁচু বুকেব ভবাভব,
ছুটি গাল গোলাপ ফুল,	নাভি জিবলি সুন্দব,
ভাল ছোটখাট ঠোঁট দুখানি মিষ্টি বস ভায় ।	মুঠায় ধবা ঘায় ছোট কটি মানুষ মাঝা ফাস ।
কুঁদেব মত দাঁতেব মাঝ বাব কোবে কেবে হাস ॥	গুরু উক নিতম্ব দোদা ঢগ ঢগ দিগাস ॥
আমায় কবেছে বে উদাস ।	আমায় কবেছে বে উদাস ।

প্রেমিক ও প্রেমিকা ।





"বিমোহিত ক'রেছে আমায়ে"



“রাসা বর শুধু চেয়ে থাকে।”

• প্রথমশাখা সমাপ্ত।

গীতাবলী ।

বঙ্গ-বিজেতা ।

—*—

(সবলাব গীত)

কৈ কেউ বলে না আমায় ।

কাঁদো কাঁদো মুখে কেন ছলছল চায়,
কৈদে এসে এষা কেন কৈদে ফিবে চায় ॥

আপনার মত আসে ,

আপনাবে ভালবাসে,

পরেব মতন শেষে কোথা ভেসে যায় ।

আপনি কাদিয়ে কেন পবেবে কাদায় ॥

—*—

(দেবদামীগণের গীত)

টান্ পোড়েছে আব কি থাকে প্রাণ ।

বিকিয়ে গেছি যাব পাষ

তার প্রাণ দিয়েছে টান ॥

বিনি স্ত্রোব বাধন বড় দায়,

বাধন খুললে খোলা যায়,

সহজে আর বাধা না যায়,—

বাধন খুলবোও না বাধাবোও না

রাখবো টানে টান্ ॥

—*—

(কমলার গীত)

১। আমার দুঃখেব হাসি দেখবি যদি আয় ।

হিসি পাজর ভাঙ্গা বুকেব মাঝে—

শুকিয়েরাখা বিষম দায় ॥

হাসি চোখেব জলে ঠেলে ফেলে—

উথলে ওঠে ঠোঁঠেব গায় ॥•

খ। ও বোন্ অফুবন্ত কান্না আমার সয় না ।

ও বোন্ দুর্ভাবমা ভাবা ভাবলে ভাবা হয় না ।

হষে আশায় নিবাস আশায় নিবাস—

আশাও শেষে বয় না ॥

গ। হেথা কেউ কাদতে পাবে না।

হাসো এস—বাসবো ভাল—

কাদলে পিবীত থাকবে না ॥

—*—

(দেবদামীগণের গীত)

মঙ্গল কব শিবমঙ্গিনী গো ।

সদা সঙ্গ, বহ, বর্ণবঙ্গভূমে,

বর্ণরঙ্গিনী গো ॥

রণে অঙ্গ বাখো, বর্ণবঙ্গে থাকো,

ভুবভঙ্গে মারি অবি বক্ত মাখো ,

বাখি বঙ্গবীবে, বাখো অঙ্গনারে,

মা মাতঙ্গিনী গো ॥

—*—

(কমলার গীত)

ক। মাজা বসা এই মুখখানি আজ—

মলিন কেন বোন্ ।

বাঙা টুকটুকে টোঁট শুকনো কেন—

সজদা ছনয়ন ॥

খ। থাকি শূন্যমনে, চাহি শূন্যপানে,

মহাশূন্যে শেষে—ভেসে যাইগো মিশে ।

নাহি অশ্রু কেহ, নাহি অশ্রু দেহ,
শুধু শূন্য প্রাণী-মেশা-দশটি দিশে ॥
গ। ও বোন্—সইতে নাবি কথার কথা—
সইতে—পারি সব ।
সব যাতনা সবাই সয সইতে নাবি রব ॥
ঘ। আমাব আশার বাসা ভেঙ্গেছে বোন্—
• পঁজব গেছে পুড়ে ।
বনেব পাণী মন কেড়ে নে—
বনকে গেছে উড়ে ॥
ঙ। পোড়া প্রাণেব কথা শুন্বে কি ।
• আমাব সাধেব বীণাব তাব ছিঁড়ে—
• তান্ খামিষেছি ।
এই গান ভরা প্রাণ—প্রাণেব দায়ে হাবিষেছি ।
চ। আমার মনেব মানুষ ভেসে যায় ।
ধরি ধবি পাই না ধরা—
ওঁর—ধরে দেবে কে আমায় ॥
ছ। হেথা যে যায় সে আসে ফিরে—
ফিরে আসে যায় ।
যার যায় তার আর ফেরে না—
তাইতে কান্না পায় ॥

(উপেক্ষনাথের গীত ।)

ক। কেউ কান্না কিনে কাঁদবি যদি আয় ।
হেথা বিনি মূলে বিকিয়ে যায় ॥
এ—সাধের কান্না ফুরাবে না
সাথেব সাথী হতে চায় ॥
খ। আমাব—সকলি ছিন্ন হে,
সকলি গিয়েছে,
• আছি তবু নাই হইয়া,
• হাসি, খনী সব, হযোছে নীবব,
আছি আঁখিদল লইয়া ।

মানুষেব বাব, মানুষে কোরেছে,
আশে ঋশে কিবি কাঁদিয়া ॥
গ। কাঁদি সেথা—কাঁদে যেথা প্রাণ ।
হাসি ফেলে, আহা বলে,
শোণে পেতে কাণ ॥
আখিনীবে আঁখিনীব কষে হে প্রদান ॥
ঘ। সে হুচাক কাক তরে পূজি বিধাতাষ ।
বিধি চাঁদ নিঙাড়িয়া, তাবায় মাজিয়া;
ফোটাফুলে গঠি কায়—
বিধি—নব ববিকবে, জোছনা গিশায়ে,
রং তেলে দেছে তায—
বিধি—তুলনা না পেয়ে, তুলেছে তুলিতে,
তাঁবে তাবি তুলনায ॥
ঙ। সে আমাব—স্বপনেব মত এল,
স্বপনেব মত গেল, সবিয়া ।
এ ভাঙা পঁজরে পোরা —
পোড়া পবাণী বে সাবা করিয়া ॥
চ। এই বুকের শোণিত নিয়া,
আখিব'ভিতর দিয়া,
বাহিবে বহান ছুধাবাষ ।
দেখো সখে রেখো ধাবে—
সে কধিবধারা, না ফুরায়—
দব দর ধাবে যেন ধায় ॥

(উপেক্ষনাথের গীত ।)

ক। কৈ আবতো সে এল না ।
এল—কেঁদে চলে গেল কাঁদাতে তো বইল না
ছুঃখেব ছুঃখী সে—বুঝি ভালবাসা সইল না ॥
খ। এস—প্রাণ ভোরে কাঁদি
যদি দিযেছ দেখা ।
এতদিন কেঁদে হুখ পাইনি সেথা ॥

গী। সে আমার—

আকাশের প্রবতারা কুঞ্জে ফাটা ফুল ।
কুটীবেও কমলা সে—তটিনীর কূল ।
তরলীর বুকে গড়া কলনা-পুতুল ॥

(কমলা ও উপেন্দ্রনাথের দ্বৈত গীত)

কমলা । ফেলে—একেবারে চলে গেছে যে ।
ফিরে আসিবার আশা না রেখে,
কেন চোখে দেখা পাই না তবু মনে জাগে সে ।
উপেন্দ্রনাথ । ওরে — ভালবাসা ভালবাসে যে
ভালবাসা-বাসি ভাল রয় ভেবে—
তারে চোখে দেখা পায় না তবু মনে জাগে সে
কমলা । ভালবাসা—ভালবাস
কে বিরহী তুমি হে ?
উপেন্দ্রনাথ । ভালবেসে হেসে শেষে কঁদে
ফি র আমি হে ।
কমলা । এস বঁধু এস এস,
আধো আঁচরেতে বসো,
চিনেছি তোমারে তুমি আমারে হারা—
উপেন্দ্রনাথ । আমি তোমারে হারা—
কমলা । আমি তেমোরে হারা -
উভয় । এস হারানিধি ধরাধরি করি
তুমি আমি হে ॥

(উপেন্দ্রনাথ ও কমলার গীত)

ধন্য স্বজন ধন্য নাশন শত্রু ॥
ধন্য পূর্ণপরমানন্দ ধন্য খেলন শত্রু ॥
ধন্য ধরণী, সলিল ধন্য,
ধন্য অনল অনিল শূন্য,
ধন্য পঞ্চভূত বিভিন্ন ধন্য মলিন শত্রু ।
ধন্য পূর্ণমানবদেহ ধন্য গঠন শত্রু ॥

(রঙ্গদ্বয়ের গীত)

পুরা—পিয়াল। পিয়াল। সরাব পিয়া ।
পুরা হৃদম্ দিয়া গাকি ভরদম্ পিয়া ।
পুরা জানিকো দেল মেরা মস্‌গুল কিয়া
পুরা কলেজা খুলকব বেলকুল লিয়া ॥

কপাল কুণ্ডলা ।

(কপালকুণ্ডলাব গীত)

ওমা আমার যে তুমি মায়ের মত মা ।
তোর মহামায়া ছায়া মোর কায়া যে শ্রামা ॥
এই প্রাণপুষ্প দিয়ে ডালি,
তোর কোলে বসে বলি কালী,
(কোন) কামনা করি না কিছু যাচি না ক্ষমা ।
ও রাজা চরণে শুধু হেরি স্ময়মা ।
(মেহেরউল্লিহাব গীত)
(মেরে) চিত চোরায়লি চতুর নেহারে ।
হাসত না ভাষত আবকি বিচারে ॥
রূপ না দেখতে, গুণ না শুনত,
পিয়াস না বুঝত প্রীত কি পেয়ারে ।
সিনান করায়লি নয়ন আগারে ॥

(মতিবির গীত)

(আহা) প্রাণ দিয়ে সই
প্রাণের ছবি হাতে আঁকেছ ।
তুলিতে ললিতে ভাল তুলে লয়েছ ॥
ভাল তুলেছ ললিত ঠাগ, কমনীয় সম কাম,
চোখে মুখে ভালবাসা উছলে দেছ ॥
(ওলো) তুলিতে ললিতে ভাল তুলে লয়েছ ॥

(মেহেরউল্লার গীত ।)

ভালবাসা ভুলি কেমনে ।

ভাল বোলে ভালবাসি অতি যতনে ॥

বাসিতে শিখেছি ভাল, ভাল সদা বাসি ভাল,

ভালবেসে থাকি ভাল, বিভোল মনে ॥

(মতিবিবির গীত ।)

বঁধুয়া না মিটিল পিয়াস হামারি ।

বারি বারি করি, জনম গোঁয়ায়নু,

না মিলিল বিন্দু ছু চারি ॥

বারিদে বারি দে কহি, মিনতি করতু হায়,

ছা ই বারি, কাঁহা বারি পিয়াস নিবারি ॥

(মতিবিবির গীত ।)

আহা সে যে বেমেছে ভাল ।

সে তোমার তুমি তার আঁধারে আনো ॥

ভাল সে বাসিতে ভাল, ভালবাসা বাসে ভাল,

তুমি ভাল আর তার সকলি কাল ॥

(মতিবিবির গীত)

মজাব না মজবো না আর

আপন মনে ভেসে যাই ।

খুঁজে দেখি ব্যথার ব্যথী

মাথার মনি কোথায় পাই ॥

(বিলামের গীত ।)

"প্রথম স্তম্ভের আয়ে বিজ্ঞাযুনে,

তেবা কি ও গুণীজন সম্মারে ।

মপ্তপুর তিন গ্রাম একইশ মূরছন,

বাইশ স্তম্ভমা আনে ছানে

কোটি তানে সাধে নাদে ॥

আরোহী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী,

ওড়ন খড়ব ভালো বানায়ের রসসে। হাদে ।

আয়ে অল্প নামে রিবো গিয়া তানমন,

চুপ করহো মূঢ় কা বোলি বোলে বিখ্যানে ॥

(বাবাজানের গীত ।)

বিয়ের ব্যাপার সব দেশে ।

সব জাতে সব সমান সমান,

এক প্রাণে আর প্রাণ মেশে ॥

কানায় খোঁড়ায়, গরু খাঁদায়,

হাদায় গোদায়, হারামজাদায়,

বিয়ের হাটে হাট কোরে যায

সবাই ক'নে বর বেশে ।

কেউ কেনে স্থখ, কেউ বা অস্থখ,

কেউ কাঁদে, কেউ যায় হেসে ॥

(পেশমানের গীত ।)

বিদেশী বন্ধু বিদেশিনী চাব ।

বিদেশে নিরাশে যেন জীবন না যাব ॥

বিষাদিনী বিরহিনী, এলায়ে রেখেছে বেগী

নয়ন-মলিলে ধূয়ে ধরিয়ে ও পায় ;

মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালবাসা চাব ॥

বিদেশিনী ভালবাসা চায় ॥

(পেশমানের গীত ।)

নাগরি সে নাগর ধরা দিষেছে ।

সোহাগ ভরে স্থখসাগরে হেসে ভেসে এসেছে ॥

চেয়েছে চাউনি ভাল, জেলেছে আশারি আলো

বড় ভালবাস ভেবে, বুঝি ভালবেসেছে ॥

(পেশমানের গীত ।)

(সে যে) ধরা দিতে ধরা নেয় না ।

দেখা দিয়ে দেখা দেয় না ॥

আশায় ভাসায় ফিরে চায় না ;
 পিয়াসী পিয়িতে সুখা পায় না ॥
 তাই পিয়াসী পিয়িতে সুখা পায় না ॥

(কপালকুণ্ডলার গীত ।)

(মা) এরা আমায় বড় ভয় দেখায় !
 ও মা মুক্তকেশী সর্বনাশী,
 'তোমার সর্বনেশে সব মজায় ॥
 আমায় হাস্তে দেখে রাগ করে মা,
 কাঁদিয়ে ফেলে যেতে চায় ।
 তুই মহামায়া, তোর মায়ার লেয়ের
 চোখের জল মা কে মুছায় ॥
 তোর পঞ্চভূতে ছয় রিপুতে
 কঠোর চোখে সদা চায় ।
 আমার জীবন মরণ শান্তি শরণ,
 তোর মা ছুটি রাঙ্গা পায় ॥

কোলে তুলে নে মা কালী,
 কালের কোলে দিস্নে ফেলে ।
 বড় জালায় জন্ছি যে মা,
 যেতে দে জয়কালী বোলে ॥
 কাঁদতে ভাল পাঠিয়েছিলি,
 কেঁদে কালী হোলেম কালী,
 আমার ইহকালের সাধ মিটেছে,
 রাখিস্ পায়ে পরকালে ॥

মাধবী কঙ্কণ ।

(জেলাখার গীত ।)

অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে
 চাহিয়ে চাহিয়ে,
 কাঁদে চাকোরী, চাঁদে সুখা না পিয়ে ॥

যৌবন জাগে, যাচে সোহাগে,
 প্রেমভিখারিণী নব অনুরাগে ;
 মাধে, বিষাদ আসে বাদ সাধিয়ে ।
 অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে ॥
 থর থর কলেবর, নৈরাশ বিষধর ;
 করিতে জ্বর জ্বর, রহিয়ে ।
 ভালবাসা ভরা বুক দংশে আসিয়ে ।
 অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে ॥

(গায়িকা বাদিগণের গীত ।)

সাহাজাদি নেহি, কতি দিল দিয়,
 কতি দিল লিয়া ।
 কতি নেহি বোতে ফিরে জান গিয়া,
 মেরা জান গিয়া ॥
 দিল্ দেনেওয়ালী, লেনেওয়ালী সব
 পহেলা দেকে, পিছে যাকে, লেনে মাজে তব,
 নেহি মিলে ফিন্ রোতে ফিরে জান্ গিয়া,
 মেরা জান্ গিয়া ॥

পরদেশীয়া পিয়া মেরা আচ্ছা জাঁহাজি ।
 ক্যা তোফা সুরতী সাফ, ক্যায়সা তোফা সাজ ॥
 বাৎ মিঠা, শ্রাৎ শ্রাৎ রহে,
 সাছ মোসাহেবকা ঢং
 কুত্তেকা তর নাচ না ফির না কুত্তেকা তর রং
 (মেরা দিল) মিল জাগা যব ভাগ্জানা তব
 জরুরী পহেলা কাজ ।

পিয়াল না সাফ হোনে দেও
 ভবোহঁসাকী ফিন্ ।
 হাতীকো পর হাওদা মেরে,
 খোড়েকপর জীন্ ॥

চলনে হোণা দিল্ দেনে,
দিল লেনে পিয়া সাথ
বোলনে হোণা মিঠা বোলি,
দিল্ লেনা দেনা বাত ;
জানিকো দিল্ দরিয়া মেরা, উংরানা সঙ্গিন্ ॥

—*—

(শ্বেলেখা গীত)

(ও সে) আমার কেন কঁদায় দিবা রাত ।
(সে তার) প্রাণের পানে চাইলে,
বুকে সহায় শেলাঘাত ॥
প্রাণে তার প্রেমের নিশানা,
দেখতে পেয়ে চাই পেতে
তায় গানি না মানা ;
পাই কি না পাই, সাথ কোরে ভাই
কচ্ছি দেহপাত ॥

—*—

পতিরতা সাধ্বী কি সাধিতে নারে ।
প্রিয় পতির তরে ॥
নয়নে নয়ন হৃদে হৃদয় দিয়ে,
অজস্র প্রেম-বারি-ধারা ঢালিয়ে,
অলন্ত প্রিয় প্রেম তৃষা নিবारे ॥
গৌরবে সম্পদে প্রেমালোক জালিয়ে,
আনন্দে পতি মুখপানে নেহারে ॥

—*—

প্রেমের ভিখারিণী ভিক্ষা মাগে
প্রাণপতি পাশে ।
প্রেমলতিকার বেশে, পায়ে জড়ায় সে এসে ;
• লতিয়ে পোড়ে শুকিয়ে না যায়
• বাখতে হয় আশে ॥
• জ্ঞাতি বন্ধু দেশ দূরে রেখে সব,
• বিসর্জন দিয়ে বিষয় বৈভব,

হুঃখের হুঃখিনী হুঃখের হুঃখিনী
হতে চায় পতিবাসে ॥
যত দিন প্রাণ থাকিবে কায়ায়,
থাকিবারে সাধ পতির ছায়ায়,
আমু শেষ হ'লে পতি-পদতলে,
পতি-মুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে,
প্রাণ দেবে অনায়াসে ॥

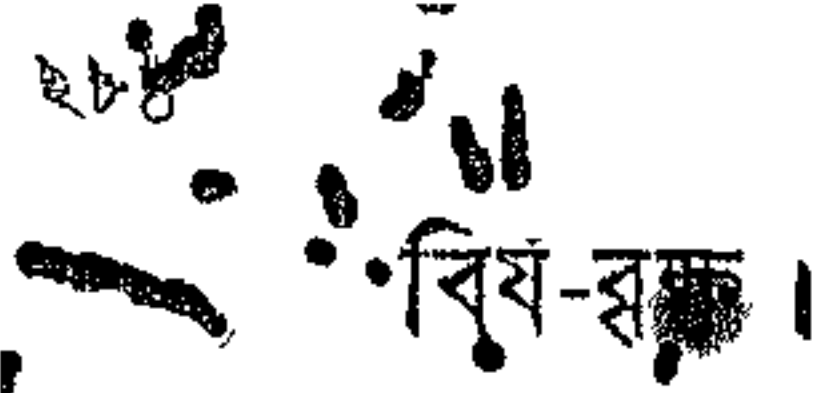
—*—

(ও তার) সেধে শুধু কেঁদে সারা হই ।
পায়ে ধরি যত তত পায়ে ঠেলা রই ॥
না চাহিতে ধরে দিহু প্রাণ,
ফিরে নাহি চাহিল, ধরা দিল না পাষাণ,
মরমে মরম জালা চুপে চুপে সই ॥
ভালবাসা ভাল সবাকার,
ভালবেসে ভাল শুধু হল না আমার ;
বুক ফাটে মুখ ফুটে কারে বা কি কৈ ॥

—*—

আমার সাধ না মিটল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরিয়ে যায় মা ।
জনমের শোধ, ডাকি গো মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা ॥
পৃথিবীর কেউ ভাল তো বাসে না,
এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা ॥
বড় জালা সয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুগেছি,
অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারি না ;
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা ।
স্বরগ হইতে, জালায় জগতে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা ॥

—*—



অতুল-গ্রন্থাবলী ।

(মধুমোগাহেবের গীত ।)

রূপে আপন হাবা ।

সে মধুবাধরে বারে মাধুরী ধারা ॥
ভালবাসিতে যাচি, ভালবাসিলে বাঁচি ;
হাসিলে হাসিব হব নয়ন তারা ।
না ভালবাসিলে কেঁদে হইব সারা ॥

—*—

(দেবেজের গীত)

ওরে তারে বড় যে বড় ভালবাসি
শুধু চোখের দেখা দেখে প্রাণ ভালবাসে আসি
না চাহিলে চেয়ে থাকি,
সদা চোখে চোখে রাখি ;
আঁখির মিলনে ক্ষণে বাসনা সাগরে ভাসি ॥

—*—

তুলসী লীলা ।

কে জানে কি চায় রে এ প্রাণ ।

অনুগানে মনে মনে না পাই সন্ধান ॥
কি যেন কি নবভাব, হইতেছে আবির্ভাব,
বাসনা-সাগরে প্রাণে দিয়েছি ভাসান ।
এলায়ে পড়িছে কায়, একি দায় হায় হায় ;
অকূলে না দেখি কুল কিসে পাব ত্রাণ ॥

—*—

ফুটেছে ফুলটী সাধের রেখেছি সন্ধ্যাপনে ।

পবনায় আছে মানা আসেনি সুবাস হরণে ॥

মনের সাধ মনে আছে,

জানাইনে কারো কাছে ;

পেয়েছি মনের মতন মনুমত ধন এত দিনে ;—

প্রাণ খুলে প্রাণফুল দিতে তাই
সাধ করেছি ত্রীচরণে ॥

—*—

সুজন মনে প্রেমে মিটল আশ ।
ফুটল রসাবেশে সরস ভাষ ॥
চিত উন্মাদিল, প্রীতি বিভাতিল ;
মোহাগে বিকশিল ফুল বিলাস,—
মরমে উধলিল উল্লাস রাস ॥

—*—

ধব প্রাণ প্রাণনাথ দিছু চরণে ।

দেখো রেখো বতনে ॥

দাসীরে দেখিও সদা কৃপনয়নে ॥
মান রেখো মানিনীর, হৃদয়ে করিও থির ;
মজিয়া থাকিতে দিও সুখ-স্বপনে ;
আজিকার দিন যেন থাকে স্মরণে ॥

—*—

কারণ পাথারে কাল তরঙ্গ তুরিত ধাব ।
বিশ্ব আপনী হারা বন্ধে ভাসিয়ে যাব ॥
ভয়ানক মহাকাল, জাগাইয়ে দিকপাল,
উলটি পালটি সদা বহায় প্রলয় বায় ॥

—*—

কেন কেঁদে হবি সারা ধারা মুছে আঁখ মা ।
কপালে কল্যাণী হতারি স্তম্ভল ভায় মা ॥
যে আঁখি নাচিয়ে চায়, জলবিন্দু কেন ভায় ;
যে অধরে মাখা হাসি সে কেন শুকায় মা ।
কাদিয়ে কাদাবি কেন মায়াময়ী মায় মা ॥

—*—

মোহে মরম বীণা ললিতে মধুর বাজে ॥

মম প্রাণ উথলে ওঠে ধ্বংসে মোহাগ রাজে ॥
ফুস্বে ভ্রমর বসেরে, আবেশে রসায় রসেরে ;
বিবশা এলিয়ে পড়ে মিশিয়ে হৃদয়-মোহে ॥

গ্রন্থাবলী প্রথম-ভাগ সমাপ্ত ।



